



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
March 2020

বন্ধন-বিমুক্ত হওয়ার যুক্তি - আধ্যাত্মিক শক্তি

আজ বাপদাদা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের আত্মিক শক্তি দেখছিলেন। তাঁর বাচ্চা হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক অধ্যাত্মমুখী বাচ্চা আধ্যাত্মিক শক্তির সম্পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত তো করেছে, কিন্তু কতখানি প্রাপ্তিস্বরূপ হয়েছে সেটাই দেখছিলেন। প্রতিদিন, প্রত্যেক বাচ্চা নিজেকে আত্মজ্ঞানী বাচ্চা বোধে অধ্যাত্ম বাবাকে স্মরণ-স্নেহের রিটার্ন দেয়, হয় মুখে অথবা তাদের মন থেকে স্মরণ-স্নেহ ও নমস্কার রূপে। তোমরা রিটার্ন দাও, তাই না ! এর অর্থ এটাই যে প্রতিদিন আধ্যাত্মিক বাবা অধ্যাত্ম (রুহানী) বাচ্চার বলে আহ্বান করে আত্মিক শক্তির বাস্তবিক স্বরূপ স্মরণ করিয়ে দেন, কারণ এই ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বই আধ্যাত্মিকতা (রুহানীয়ত)। এই আধ্যাত্মিকতার শক্তি দ্বারা তোমরা নিজেদের এবং সকলের পরিবর্তন করো। এই আত্মিক শক্তিই মুখ্য ফাউন্ডেশন। এই শক্তির মাধ্যমে অনেক দৈহিক বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বাপদাদা দেখছিলেন, এখনও পর্যন্ত কিছু সূক্ষ্ম বন্ধন আছে যা নিজেরাও অনুভব করে - এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু মুক্ত হওয়ার যুক্তি প্র্যাকটিক্যাল রূপে প্রয়োগ করতে তোমরা অপারগ। এর কারণ কি ? আত্মিক শক্তি প্রতিটা কর্মে তোমরা ইউজ করতে জানো না। একই সময়ে সঙ্কল্প, বোল এবং কর্ম এই তিনটেই একসাথে শক্তিশালী বানাতে হবে। কিন্তু কিসে তোমরা লুজ্ হয়ে যাও ? একদিকে, সঙ্কল্প শক্তিশালী বানাও তো বাণীতে অল্পস্বল্প লুজ্ হয়ে যাও। কখনো আবার বাণী শক্তিশালী বানাও তো কর্মে লুজ্ হয়ে যাও। যাই হোক, এই তিনটে একই সময়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় শক্তিশালী বানানোই মুক্তিপ্রাপ্তির যুক্তি। ঠিক যেমন সৃষ্টি রচনায় তিন কার্য - স্থাপন, পালন এবং বিনাশ প্রয়োজন, তেমনই, সবরকম বন্ধনমুক্ত হওয়ার যুক্তি মন্সা, বচন এবং কর্ম, এই তিন বিষয়ে একসাথে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োজন। কখনো তোমরা মন্সার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখছ তো কখনো বচনে কম হয়ে যাচ্ছে। তোমরা তখন বোলো, 'আমি তো এইরকম ভাবিনি, জানিনা কেন এমন হলো !' তিন ক্ষেত্রেই তোমাদের সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। কেন ? এই তিন সাধনই তোমাদের সম্পন্ন স্থিতি এবং বাবাকে প্রত্যক্ষ করবে। মুক্তি পাওয়ার জন্য এই তিন ক্ষেত্রেই অধ্যাত্মমুখিতা অনুভব হতে হবে। এই তিনটেতে যারা সম্পূর্ণ জ্ঞানী, তারাই জীবনমুক্ত। সুতরাং বাপদাদা সূক্ষ্ম বন্ধনগুলো দেখছিলেন ; সূক্ষ্ম বন্ধনেও এই তিনের বিশেষ কানেকশন আছে।

বন্ধনযুক্ত কারও লক্ষণ - সে সদা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বন্ধনযুক্ত কেউ নিজেকে আন্তরিক খুশি বা সুখে সদা অনুভব করবে না। লৌকিক দুনিয়ায় অল্পকালের সাধন তোমাদের অল্পকালীন খুশি বা সুখের অনুভূতি করায় কিন্তু আন্তরিক এবং অবিনাশী অনুভূতি হয় না। ঠিক সেইরকমই সূক্ষ্ম বন্ধনে আবদ্ধ আত্মা এই ব্রাহ্মণ জীবনেও অল্প সময়ের সেবার সাধন, সংগঠনের শক্তির সাধন, কোনও না কোনও প্রাপ্তির সাধন, শ্রেষ্ঠ সঙ্গের সাধন - এই সমস্ত সাধনের আধারে চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই সাধন আছে তারা ততক্ষণই খুশি আর সুখের অনুভূতি করে। কিন্তু সাধনের পরিসমাপ্তিতে খুশিও সমাপ্ত হয়ে যায়। সদা একরস থাকে না। কখনো কখনো খুশিতে তারা এমন নাচবে যে সেই সময় তাদের মতো যেন কেউ নেই। যতই হোক, তারা যখন স্থির হবে তারপরে সাধারণ ছোট পাথরও পাহাড় সমান অনুভব করবে। কারণ তাদের অরিজিনাল শক্তি না থাকায় তারা সেই সাধনসমূহের আধারে খুশিতে নাচে। সাধন যদি একবার সরে যায় তাহলে কীভাবে নাচবে ! সেইজন্য আন্তরিক অধ্যাত্ম শক্তি তিন রূপে সদা একসাথে আবশ্যিক। মুখ্য বন্ধন - মন্সা সঙ্কল্পে তাদের কন্ট্রোলিং পাওয়ার নেই। নিজেদেরই সঙ্কল্পের বশ হওয়ার কারণে তোমরা অন্যের বশীভূত হওয়ার অনুভব কর। যারা নিজের সঙ্কল্পের বন্ধনে আবদ্ধ, তারা অনেক সময় এতেই বিজি থাকে। তোমরাও যেমন বাতাসে দুর্গ বানানোর কথা বোলো, তোমরা কেল্লা বানাও আর ধ্বংস কর। অনেক লম্বা প্রাচীর খাড়া কর। এই কারণে বলা হয়, হাওয়াই কেল্লা। যেমন, ভক্তিতে তারা মূর্তি পূজা করে, সাজিয়ে গুছিয়ে তারপরে ডুবিয়ে দেয়, সেইরকম সঙ্কল্পের বন্ধনে বাঁধা আত্মা অনেক কিছু বানায় আর সেইসবের অনেকই নষ্ট করে দেয়। নিজেই এই ব্যর্থ কার্যে ক্লান্তও হয়ে যায়, আর হতাশও হয়ে যায়। আর কখনো অভিমান বশতঃ নিজের দোষের জন্য অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করে। পরে, সময় অতিবাহিত হলে অন্তর্মনে তারা বোঝে এবং উপলব্ধি করে যে তারা ঠিক করেনি। কিন্তু অভিমানের বশবর্তী হওয়ার কারণে, নিজেদের ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করতে তারা অন্যদের দোষারোপ করে। সবচেয়ে বড় বন্ধন মন্সার এই বন্ধন, যার জন্য বুদ্ধিতে তালা লেগে যায়, সেইজন্য তাদের বোঝানোর যতই চেষ্টা কর, কিন্তু তারা বুঝতে অপারগ। মন্সা বন্ধনে থাকার বিশেষ লক্ষণ, উপলব্ধি করার শক্তি সমাপ্ত হয়ে যায়, সেইজন্য এই সূক্ষ্ম বন্ধনের অবসান ব্যতীত তোমরা কখনও আন্তরিক খুশি,

সদাসর্বদার অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করতে পারবে না।

সঙ্গমযুগের বিশেষত্বই হলো - অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দোলা এবং সদা খুশিতে নৃত্য করা। সুতরাং, সঙ্গমযুগী হয়ে যদি এই বিশেষত্বের অনুভব না কর তবে কি বলবে ? সেইজন্য নিজেকে চেক কর কোনও রকম সঙ্কল্পের বন্ধনে তুমি আটকে নেই তো ! তা' ব্যর্থ সঙ্কল্পের বন্ধন হোক বা ঈর্ষা-দ্বेष সম্বলিত বন্ধন, অথবা অমনোযোগের সঙ্কল্প বা আলস্যের সঙ্কল্প, এই ধরনের যে কোনও রকম সঙ্কল্প মন্সা বন্ধনের লক্ষণ। তাইতো, আজ বাপদাদা সমুদায় বন্ধন দেখছিলেন, কতো মুক্ত আত্মা আছে !

মোটা মোটা দড়ি তো সমাপ্ত হয়েছে, এখন এই সূক্ষ্ম সুতা রয়েছে। সেগুলো সরু, কিন্তু সেইগুলো তোমাদেরকে বন্ধনে বাঁধতে সক্ষম। তোমরা বুঝতেই পার না যে 'তোমরা বন্ধনে বেঁধে যাচ্ছ,' কারণ এই বন্ধন অল্পকালীন ভোগলিপ্সাও বাড়িয়ে দেয়। বিনাশী কোনকিছু পাওয়ার জন্য যাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে, তারা কখনো নিজেদের নিকৃষ্ট মনে করে না। তারা থাকবে নালিতে, ভাববে মহলে আছে। তারা হবে রিক্তহস্ত, অথচ ভাববে নিজেদের রাজা। ঠিক একইভাবে, যারা এইরকম নেশাসক্ত তারা কখনো নিজেদের রং বলে মনে করবে না। সদা নিজেদের হয় রাইট হিসেবে প্রমাণ করবে অথবা উপেক্ষা করবে। এইরকম তো হয়ই, এইরকম তো হতেই থাকে, সেইজন্য আজ শুধু মন্সা বন্ধন সম্বন্ধে তোমাদের বলা হয়েছে। বাবা অন্য কোনও সময় বচন এবং কর্ম সম্বন্ধেও তোমাদের বলবেন। বুঝেছ !

আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা নিরন্তর মুক্তি প্রাপ্ত করা। সঙ্গমযুগে জীবনমুক্তির অনুভব করাই জীবনমুক্তির ভবিষ্যৎ প্রালঙ্ প্রাপ্ত করা। গোল্ডেন জুবিলিতে তোমাদের জীবনমুক্ত তো হতে হবে, নাকি শুধুই জুবিলি উদযাপন করতে চাও ? হওয়াই উদযাপন ; দুনিয়ায় লোকে শুধুই উদযাপন করে, এখানে তোমরা তৈরি হও। এখন শিষ্টাতিশীঘ্র তৈরি হও, কেবলমাত্র তখনই তোমাদের মুক্তি দ্বারা সকলে মুক্ত হয়ে যাবে। সায়েন্সটিস্টরা নিজেদের তৈরি সাধনের বন্ধনে বেঁধে রয়েছে। নেতারাও দেখ নিজেদের রক্ষা করতে চায়, কিন্তু তারা এতটাই বেঁধে রয়েছে যে কিছু করার জন্য ভাবলেও তারা তা' করতে অপারগ, সুতরাং বন্ধনই তো হলো, নয় কি ! তোমরা যারা বিভিন্ন বন্ধন থেকে সবাইকে মুক্ত করতে চলেছ তারা নিজেরা মুক্ত হও আর সব আত্মাকে মুক্ত কর। সবাই মুক্তির জন্য চিৎকার করছে। কেউ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি চায়, কেউ গার্হস্থ্য জীবন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু সকলের আওয়াজ শুধু এক মুক্তির জন্য। অতএব, এখন মুক্তিদাতা হয়ে তাদের মুক্তির রাস্তা দেখাও অথবা মুক্তির উত্তরাধিকার দাও। তাদের আওয়াজ তোমাদের কাছে তো পৌঁছাচ্ছে, তাই না ! নাকি ভাবছ, 'এটা তো বাবার কাজ ! আমার কি !' বাবা বলেন, তোমাদের প্রালঙ্ লাভ করতে হবে ; বাবাকে প্রাপ্ত করতে হবে না। প্রজা বা ভক্ত তোমরাই চাও। বাবা চান না। যারা তোমাদের ভক্ত হবে, তারা আপনা থেকেই বাবার ভক্ত হয়ে যাবে, কারণ দ্বাপরে তোমরাই প্রথমে ভক্ত হবে। বাবার পূজা তোমরাই প্রথম শুরু করবে। সুতরাং এখন তোমাদেরই সবাই ফলো করবে, তাহলে তোমাদের এখন কি করতে হবে ? তাদের আওয়াজ শোন। মুক্তিদাতা হও। আচ্ছা !

যারা সদা আধ্যাত্মিক শক্তির যুক্তিতে মুক্তি প্রাপ্ত করে, সদা নিজেকে সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত করে মুক্তিদাতা হয়, সদা নিজেকে আন্তরিক খুশি, অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতিতে নিরন্তর অগ্রচালিত করে, সদা সকলকে মুক্ত আত্মা বানানোর শুভ ভাবনা রাখে, এইরকম অধ্যাত্মমুখী শক্তিশালী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে:-

১) শোনার সাথে প্রতিমূর্তি হওয়াতেও তোমরা শক্তিশালী আত্মা, তাই না ! প্রতিদিন নিজেদের সঙ্কল্পে সদাসর্বদা নিজেদের এবং অন্যদের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক সঙ্কল্প যেন থাকে। আজকাল যেমন সংবাদপত্রে অথবা বিভিন্ন স্থানে "আজকের বিচার" বলে শীর্ষক লেখে, ঠিক সেইরকমই প্রতিদিন উদ্দীপনামূলক কোনও না কোনও সঙ্কল্প তোমাদের মনে ইমার্জ হতে দাও। আর সেই সঙ্কল্পের সাথে নিজের স্বরূপ বানাও আর তা' অন্যদের সেবায় যদি নিয়োজিত হয় তাহলে কি হবে ? সদাই উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকবে - আজ এটা করব, আজ এটা করব। যেমন কোনও বিশেষ প্রোগ্রাম হলে তখন উৎসাহ-উদ্দীপনা কেন থাকে ? তোমরা যে প্ল্যান বানাও, তাই না - এটা করব, তারপরে এটা করব। এইরকম করায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হও। এইভাবে প্রতিদিন অমৃতবেলায় বিশেষ উদ্যম-উৎসাহের সঙ্কল্প কর আর তারপরে সেই অনুযায়ী চেক কর তাহলে সদাসর্বদার জন্য নিজেরও উৎসাহ ভরা জীবন হবে আর অন্যদেরও উদ্যমী করে তুলতে পারবে। বুঝেছ - ঠিক যেমন বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম হয় সেইভাবেই তোমাদের মনোরঞ্জননের জন্য এই বিনোদনের প্রোগ্রাম হোক। আচ্ছা !

২) সদা শক্তিশালী স্মরণে অগ্রবর্তী আত্মা তোমরা, তাই না ? শক্তিশালী স্মরণ ব্যতীত কোনও অনুভব হতে পারে না । সুতরাং সদা শক্তিশালী হয়ে নিরন্তর অগ্রচালিত হও । সদা নিজের শক্তি অনুসারে ঈশ্বরীয় সেবায় নিয়োজিত হও আর সেবার ফল লাভ কর । যত শক্তি আছে, ততখানি সেবাতে প্রয়োগ কর, হয় তন দ্বারা, মন দ্বারা বা ধন দ্বারা । নিশ্চিতরূপে একের পদম গুণ তোমরা লাভ করবেই । নিজের জন্য সঞ্চয় করছ । অনেক জন্মের জন্য সঞ্চয় করতে হবে । এক জন্মের সঞ্চয়ে ২১ জন্মের শ্রম থেকে তোমরা নিস্তার লাভ কর । এই রহস্য তো তোমরা জানো, তাই না ? অতএব, নিজের ভবিষ্যৎ নিরন্তর শ্রেষ্ঠ বানাও । খুশির সাথে সেবাতে নিজেকে অগ্রচালিত কর । সদা স্মরণ দ্বারা একরস স্থিতিতে সমুখগতি হও ।

৩) স্মরণের খুশি দ্বারা অনেক আত্মাকে যারা খুশি প্রদান করে তোমরা তেমনই সেবাধারী, তাই না ! প্রকৃত সেবাধারী অর্থাৎ নিজেও সদা একাগ্রতায় মগ্ন থাকে এবং অন্যকেও একাগ্রতায় মগ্ন হতে সমর্থ বানায় । প্রতিটা স্থানের সেবা যার যার নিজস্ব । তবুও, যদি লক্ষ্য রেখে তোমরা নিরন্তর এগিয়ে চলা তাহলে এই অগ্রচালিত হওয়াই সবচেয়ে খুশির ব্যাপার । বাস্তবে, এই লৌকিক স্টাডি ইত্যাদি সবই বিনাশী, অবিনাশী প্রাপ্তির সাধন শুধু এই নলেজ । এইরকম অনুভব তো তোমরা কর, তাই না ! দেখ, ড্রামাতে তোমরা সব সেবাধারী এমন গোল্ডেন চান্স লাভ করেছ । এই গোল্ডেন চান্সের সাথে যত বেশি সম্ভব অগ্রচালিত হওয়া তোমাদের নিজেদের হাতে । এইরকম গোল্ডেন চান্স সবাই পায় না । কোটি কোটির মধ্যে কতিপয় মাত্রেরই লাভ হয়, আর তোমরা তা পেয়ে গেছ । এত খুশি থাকে তোমাদের ? দুনিয়াতে যা কারও কাছে নেই তা তোমাদের আছে ! এইরকম খুশিতে সদা নিজেরাও থাক, অন্যদেরও এই খুশিতে সামিল কর । তোমরা নিজেরা যতটা অগ্রচালিত হবে, ততটাই অন্যদেরও অগ্রচালিত করবে । তোমরা সদা অগ্রবর্তী, এখানে ওখানে দেখে স্থানুবৎ হও না । তোমাদের সামনে যেন সদা কেবলই বাবা আর সেবা থাকে । তাহলেই অবিরতভাবে তোমরা উল্লসিত করবে । সদা নিজেকে বাবার হারানিধি মনে করে এগিয়ে চলা ।

চাকুরীরতা কুমারীদের সাথে :-

১) তোমাদের সকলের লক্ষ্য তো শ্রেষ্ঠ, তাই না ! তোমরা এইরকম ভাবো না তো যে দুদিকেই চলবে, কারণ যখন কোনো বন্ধন হয় তখন দুদিক বজায় রেখে চলা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু নির্বন্ধন আত্মাদের উভয় দিকে থাকা অর্থাৎ ঝুলে থাকা । কারও কারও সার্কমস্ট্যান্স এমন হয়, আর তখন বাপদাদাও ছুটির অনুমতি দেন, কিন্তু যদি মনের বন্ধন হয় তখন সেটা হয় ঝুলন্ত অবস্থা । এক পা এখানে, আরেক পা ওখানে হলে তবে কি হবে ? যদি এক পা একটা নৌকায় আর দ্বিতীয় পা আরেকটা নৌকায় রাখ তাহলে কি অবস্থা হবে ! তোমরা বিচলিত হবে, তাই না ! সেইজন্য দুই পা এক নৌকায় রাখ । সদা মনোবল কায়ম রাখ । মনোবল থাকলে সহজেই তোমরা পার হয়ে যাবে । সদাসর্বদা মনে রাখ, *বাবা আমার সাথে আছেন ।* তুমি একা নও, তাহলেই যে কাজ তুমি করতে চাও করতে পারবে ।

২) সঙ্গমযুগে কুমারীদের বিশেষ পার্ট, নিজেদের এমন বিশেষ পার্টধারী তৈরি করেছ ? নাকি এখনও তোমরা সাধারণ হয়েই আছ ? তোমাদের বিশেষত্ব কি ? বিশেষত্ব সেবাধারী হওয়া । যে সেবাধারী, সে বিশেষ । যদি তোমরা সেবাধারী না হও, তাহলে তো তোমরা সাধারণ হয়ে গেলে ! কি লক্ষ্য রেখেছ তোমরা ? সঙ্গমযুগেই এই চান্স প্রাপ্ত হয় । যদি এখন এই চান্স তোমরা প্রাপ্ত না কর, তবে সারা কল্পে আর পাওয়া যাবে না । শুধুমাত্র সঙ্গমযুগেরই বিশেষ বরদান আছে । জাগতিক পড়াশোনা করার কালেও তোমাদের নির্ণা এই পার্টের প্রতি হতে দাও । তখন সেই পড়া বিঘ্নরূপ হবে না । অতএব, সবাই তোমরা নিজের ভাগ্য তৈরি করতে করতে সামনে এগিয়ে চলা । নিজের ভাগ্যের নেশা যত হবে, ততই সহজে মায়াজিত হয়ে যাবে । এটা আধ্যাত্মিক নেশা । সদা নিজ ভাগ্যের গীত গাইতে থাক, তাহলেই গীত গাইতে গাইতে নিজেদের রাজ্যে পৌঁছে যাবে ।

বরদান:- নিজের সমস্ত দুর্বলতা দানের বিধি দ্বারা সমাপ্ত করে দাতা, বিধাতা ভব*
ভক্তিতে এই নিয়ম আছে যে যখন কোনও বস্তু কম থাকে তখন সেই বস্তু দান করতে বলা হয় । দান করায় দেওয়া নেওয়া হয়ে যায় । সুতরাং, যে কোনও দুর্বলতা সমাপ্ত করার জন্য দাতা আর বিধাতা হও । যদি তুমি বাবার রত্ন-ভান্ডার অন্যদের দেওয়ার নিমিত্ত সহায় হও, তাহলে দুর্বলতা তখন নিজে থেকেই সরে যাবে । তোমাদের দাতা ও বিধাতা হওয়ার শক্তিশালী সংস্কার যদি ইমার্জ কর, তাহলে দুর্বল সংস্কার নিজে থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান:- নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের মহিমা গাও - দুর্বলতার নয় ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করো, এই হলো প্রকৃত গীতার সার"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের সহজ পুরুষার্থ কি?

উত্তর:- বাবা বলেন, তোমরা সম্পূর্ণ চুপ থাকো, চুপ থাকলেই বাবার অবিনাশী আশীর্বাদ নিতে পারবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর সৃষ্টিচক্রকে ঘোরাতে হবে। বাবার স্মরণেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পাবে আর এই চক্রকে জানলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে - এই হলো সহজ পুরুষার্থ।

ওম শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী সন্তানদের, আত্মাদের পিতা আবার বোঝাচ্ছেন। তিনি রোজই বোঝান। বাচ্চারা তো বুঝতে পারে যে, পূর্ব কল্পের মতো বরাবর আমরা সেই গীতার জ্ঞানই পড়ছি, কিন্তু তা কৃষ্ণ পড়ান না, পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের এই পড়া পড়ান। তিনিই আবার আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তোমরা এখন প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের কাছ থেকে শুনছো। ভারতবাসীদের সমস্তকিছুই গীতার উপর নির্ভর করে, সেই গীতাতেও লেখা আছে যে, রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচিত হয়েছিলো। এ যেমন যজ্ঞ তেমনই পাঠশালাও। বাবা যখন এসে প্রকৃত গীতা শোনান, তখনই আমার সদগতি হয়। মানুষ এ কথা বুঝতে পারে না। বাবা, যিনি সকলের সদগতিদাতা, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। যদিও মানুষ গীতা পড়ে এসেছে কিন্তু রচয়িতা আর রচনাকে না জানার কারণে 'কিছুই না -- কিছুই না' করে এসেছে। প্রকৃত গীতা তো সত্যিকারের বাবা এসেই শোনান, এ হলো বিচার সাগর মন্ডন করার কথা। যারা এই সেবাতে থাকবে, তাদেরই এর প্রতি মনোযোগ যাবে। বাবা বলেছেন -- প্রতিটি চিত্রে অবশ্যই যেন লেখা থাকে যে, জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন, গীতা জ্ঞান দাতা, পরমপ্রিয় পরমপিতা, পরম শিক্ষক, পরম সদগুরু শিব ভগবান উবাচঃ। এই অক্ষর তো অবশ্যই লেখা যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে -- কৃষ্ণ নন, ত্রিমূর্তি শিব পরমাত্মাই গীতার ভগবান। এর উপর মতামতও লেখানো হয়। আমাদের মূখ্য হলো গীতা। বাবা দিন - প্রতিদিন নতুন নতুন পয়েন্টসও দিতে থাকেন। এমন কথা মনে আসা উচিত নয় যে, একথা বাবা আগে কেন বলেন নি? বা ড্রামাতে ছিলো না। বাবার মুরলী থেকে নতুন নতুন পয়েন্টও বের হওয়া উচিত। এমন লিখেও থাকে -- উত্থান আর পতন। হিন্দীতে বলা হয় -- ভারতের উত্থান আর পতন। রাইজ অর্থাৎ দেব সাম্রাজ্যের স্থাপনা, ১০০ ভাগ পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধির স্থাপনা হয়, এরপর অর্ধেক কল্প পরে পতন হতে থাকে। দৈত্য সাম্রাজ্যের পতন। উত্থান আর তৈরী দেব সাম্রাজ্যেরই হয়। পতনের সঙ্গে ধ্বংসও লিখতে হবে।

তোমাদের সমস্ত কিছুই গীতার উপর নির্ভর করে। বাবা এসেই প্রকৃত গীতা শোনান। বাবা রোজ এর উপরই বুঝিয়ে বলেন। আত্মারা তো বাচ্চাই। বাবা বলেন, তোমরা এই দেহের সমস্ত বিস্তারকে ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মা যখন শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায় তখন সব সম্বন্ধ ভুলে যায়। তাই বাবাও বলেন, দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে আমাদের স্মরণ করো। এখন তো তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই না। অর্ধেক কল্প ধরে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক ভক্তি ইত্যাদি করেছে। সত্যযুগে তো কেউ ফিরে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে না। ওখানে তো সুখই সুখ। মানুষ এমন গান গেয়েও থাকে - দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউই করে না, কিন্তু সুখ কখন আর দুঃখ কখন - এ কথা বোঝে না। আমাদের সব বিষয়ই হলো গুপ্ত। আমরাই তো আত্মা রূপী মিলিটারী, তাই না। আমরা শিববাবার শক্তিসেনা। এর অর্থও কেউ বুঝতে পারে না। দেবীদের এতো পূজা হয় কিন্তু মানুষ কারোর বায়োগ্রাফিই জানে না। যাঁর পূজা করে, তাঁর বায়োগ্রাফি তো জানা চাই, তাই না। উঁচুর থেকে উঁচু শিববাবার পূজা হয়, তারপর ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করের, তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণ, রাধা - কৃষ্ণের মন্দির থাকে। আর তো কেউই নেই। একই শিববাবার উপর ভিন্ন - ভিন্ন নাম রেখে মন্দির বানিয়েছে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র আছে। ড্রামাতে তো মূখ্য অভিনেতাও থাকে, তাই না। সে হলো লৌকিক জগতের ড্রামা। এ হলো অসীম জগতের ড্রামা। এখানে মূখ্য কে - কে আছে, সে তো তোমরা জানোই। মানুষ তো বলে দেয় - রাম জী সংসার বানানই নি। এর উপরও এক শাস্ত্র বানানো হয়েছে। ওরা অর্থ কিছুই বোঝে না।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের খুব সহজ পুরুষার্থ শিখিয়েছেন। সবথেকে সহজ পুরুষার্থ হলো - তোমরা চুপ থাকো। চুপ

থাকতে পারলেই বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ নিতে পারবে। তোমাদের, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই সৃষ্টিচক্রকে স্মরণ করতে হবে। বাবার স্মরণেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা নিরোগী হতে পারবে। তোমাদের আয়ু অনেক বেশী হবে। চক্রকে জানতে পারলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। এখন তোমরা নরকের মালিক, এরপর স্বর্গের মালিক হবে। স্বর্গের মালিক তো সবাই হয় কিন্তু তাতে পদেরই গুরুত্ব। যতো তোমরা নিজের সমান তৈরী করতে পারবে ততই উঁচু পদ পাবে। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান যদি না করো, তাহলে পরিবর্তে কি পাবে। কেউ যদি বিত্তবানের ঘরে জন্ম নেয়, তখন বলা হয় - এ পূর্ব জন্মে খুব ভালো দান - পুণ্য করেছিলো। বাচ্চারা এখন জানে যে, এই রাবণ রাজ্যে সবাই পাপই করে, সবথেকে পুণ্য আত্মা হলেন লক্ষ্মী - নারায়ণ। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণদেরও উঁচুতে রাখা হবে যারা সবাইকে উঁচু বানায়। সে তো হলো প্রালঙ্। এই ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ শ্রীমতে চলে এই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করে। ব্রহ্মার নাম হলো মুখ। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলা হয়, তাই না। এখন তো তোমাদের প্রতি কথায় ত্রিমূর্তি শিব বলতে হবে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ -- এমন মহিমা তো আছে, তাই না। বিরট রূপও বানানো হয় কিন্তু টাতে না শিবকে দেখানো হয়, না ব্রাহ্মণদের দেখানো হয়। এও বাচ্চারা, তোমাদেরই বোঝাতে হবে। তোমাদের মধ্যেও যথার্থ রীতিতে খুব মুশকিলে মাত্র কতিপয়েরই বুদ্ধিতে বসে। অথৈ পয়েন্টস তো আছে, যাকে টপিকও বলা হয়। কতো টপিকস পাওয়া যায়। ভগবানের কাছে এই প্রকৃত গীতা শুনলে মানুষ থেকে দেবতা, বিশ্বের মালিক হয়ে যায়। এই টপিক কতো সুন্দর কিন্তু বোঝানোর মতো তো বুদ্ধি দরকার, তাই না। এই কথা পরিস্কার করে লেখা উচিত যাতে মানুষ বুঝতে পারে আর জিগ্গেসও করতে পারে। এ কতো সহজ। এক একটি জ্ঞানের পয়েন্ট লাখ - কোটি টাকার, যাতে তোমরা কি থেকে কি হয়ে যাও। তোমাদের প্রতি পদে পদ, তাই দেবতাদেরও পদ ফুলের উপরে দেখানো হয়। তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদের নামও লুকিয়ে দিয়েছে। ওই ব্রাহ্মণরা বগলে শাস্ত্র নিয়ে ঘোরে, গীতা রাখে। এখন তোমরা হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তোমাদের বুদ্ধিতে সত্য জ্ঞান আছে। ওদের কাছে শাস্ত্র আছে। তাই তোমাদের নেশা চড়া উচিত --- আমরা তো শ্রীমতে চলে স্বর্গ বানাচ্ছি, বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তোমাদের কাছে কোনো পুস্তক নেই। এই সাধারণ ব্যাজই হলো তোমাদের প্রকৃত গীতা, এতে ত্রিমূর্তির চিত্রও আছে। তাই সম্পূর্ণ গীতা এতেই এসে যায়। এক সেকেণ্ডেই সম্পূর্ণ গীতা বোঝানো যায়। এই ব্যাজের দ্বারা তোমরা সেকেণ্ডেই কাউকে বোঝাতে পারো। ইনি হলেন তোমাদের বাবা, এনাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ বিনাশ হবে। টেনে যেতে যেতে বা চলতে ফিরতে যাকেই পাও না কেন, তোমরা তাদের খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো। কৃষ্ণপুরীতে তো সবাই যেতে চায়, তাই না। এই পার্শে এমন হতে পারে এই পড়ার দ্বারাই রাজত্ব স্থাপনা হয়। অন্য ধর্ম স্থাপকরা কোনো রাজত্ব স্থাপন করেন না। তোমরা জানো যে, আমরা ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য রাজযোগ শিখছি। এ কতো সুন্দর পড়া। রোজ কেবল এক ঘন্টা পড়ো। ব্যস। ওই পড়া তো চার - পাঁচ ঘন্টার জন্য হয়। এখানে এক ঘন্টাই যথেষ্ট। সেও সকালের সময় এমন যে সেইসময় সবাই ফ্রী থাকে। বাকি যারা নানা বন্ধনে আছে, সকালে আসতে পারে না, তাদের জন্য অন্য সময় রাখা আছে। ব্যাজ যেন লাগানো থাকে, যেখানেই যাও, এই খবর দিতে থাকো। খবরের কাগজে তো ব্যাজ দিতে পারবে না, একদিকের ছবি দিতে পারবে। মানুষকে তো না বোঝালে এমনিতে বুঝতেই পারবে না। এ হলো খুবই সহজ। এই কাজ তো যে কেউই করতে পারে। আচ্ছা, নিজে যদি স্মরণ নাও করে, অন্যকে তো স্মরণ করতে থাকো। এও ভালো। অন্যকে বলবে - তোমরা দেহী অভিমানী হও আর নিজে যদি দেহ ভাবে থাকো তখন কিছু না কিছু বিকর্ম হতে থাকবে। প্রথমে তুফান আসে মনে, তারপর কর্মে আসে। মনে অনেক তুফান আসবে, এর উপর বুদ্ধির দ্বারা কাজ করতে হবে, খারাপ কাজ কখনোই করবে না। তোমাদের ভালো কর্ম করতে হবে। সঙ্কল্প যেমন ভালোও হয় তেমনই খারাপও আসে। খারাপ সঙ্কল্প আসাকে আটকানো উচিত। এই বুদ্ধি বাবা দিয়েছেন। অন্য কেউই এ কথা বুঝতে পারবে না। ওরা তো ভুল কাজই করতে থাকে। তোমাদের এখন সঠিক কাজই করতে হবে। ভালো পুরুষার্থ করলে সঠিক কাজই হয়। বাবা তো প্রতিটি কথা খুব ভালোভাবে বোঝাতে থাকেন। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) এই এক একটি অবিনাশী জ্ঞান রত্ন লক্ষ - কোটি টাকার, একে দান করে করে প্রতি পদে পদ সম উপার্জন জমা করতে হবে। নিজের তুল্য করে উঁচু পদ পেতে হবে।

২) বিকর্ম থেকে বাঁচার জন্যে দেহী - অভিমানী থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। মনে যদি কখনো খারাপ সঙ্কল্প আসে,

তাকে আটকাতে হবে । সুন্দর সঞ্চল করতে হবে । কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনো কোনো ভুল কাজ করবে না ।

বরদান:- সেবার দ্বারা যোগযুক্ত স্থিতির অনুভব করে আত্মিক সেবাধারী ভব*
ব্রাহ্মণ জীবন হলো সেবার জীবন । মায়ার থেকে দূরে থাকার শ্রেষ্ঠ সাধন হলো সেবা । সেবা যোগযুক্ত করে, কিন্তু কেবল মুখের সেবা নয়, মধুর বাণী শুনে তার স্বরূপ হয়ে সেবা করো, নিঃস্বার্থ সেবা করো, ত্যাগ, তপস্যা স্বরূপে সেবা করো, জাগতিক কামনার উর্ধ্বে নিষ্কাম সেবা করো - একেই বলা হয় ঈশ্বরীয় বা আত্মিক সেবা । মুখের সঙ্গে মনের দ্বারাও সেবা করা, অর্থাৎ 'মনমনাভব' স্থিতিতে স্থিত হওয়া ।

শ্লোগান:- আকৃতিকে না দেখে নিরাকার বাবাকে দেখবে, তাহলে আকর্ষণ মূর্ত হয়ে যাবে ।*

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য

কর্ম বন্ধন ছিন্ন করার পুরুষার্থ

*অনেক মানুষই এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে, আমাদের কি করতে হবে, কিভাবে আমাদের কর্ম বন্ধন ছিন্ন করবো ? এখন প্রত্যেকেরই জন্মপত্নী তো বাবা জানেন । বাচ্চাদের কাজ হলো এক বার নিজের মন থেকে বাবার প্রতি যেন সমর্পিত হয়ে যায়, নিজের দায়িত্ব তাঁর হাতে দিয়ে দেয় । তখন তিনি প্রত্যেককে দেখেই রায় দেবেন যে, তোমাকে কি করতে হবে, প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যও নিতে হবে, বাকি এমন নয় যে, শুনতে থাকো আর নিজের মতে চলতে থাকো । বাবা যখন সাকারে আছেন তখন বাচ্চাদেরও স্থূলভাবে পিতা, গুরু, টিচারের সাহায্য নিতে হবে । এমন নয় যে, আঞ্জা পেলে আর পালন করতে পারলে না, তাহলে আরো অকল্যাণ হয়ে যাবে । তাই আদেশ পালন করারও সাহস চাই, সর্বময় কর্তা তো মনোরঞ্জনকারী, তিনি জানেন যে, এর কল্যাণ কিসে, তাই তিনি এমন নির্দেশ দেবেন যে কর্ম বন্ধন কাটো । কারোর তখন এই খেয়াল আসা উচিত নয় যে, এরপর বাচ্চা ইত্যাদিদের কি হাল হবে ? এতে বাড়ী - ঘর ত্যাগ করার কোনো কথা নেই, এ তো কিছু বাচ্চার এই ড্রামাতে পার্ট ছিলো এমন সব ছিন্ন করার, তাদের যদি এমন পার্ট না থাকতো, তাহলে তোমাদের এখন যে সেবা হচ্ছে, তাহলে তা কে করতো ? এখন তো কিছু ত্যাগ করার কথা নেই, কিন্তু তোমাদের পরমাত্মার হয়ে যেতে হবে, তোমরা ভয় পেও না, সাহস রাখো । বাকি যারা ভয় পায়, তারা নিজেরা তো খুশী থাকেই না, না তারা বাবার সাহায্যকারী হয় । এখানে তো তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হতে হবে, যখন তোমরা জীবন্মৃত হতে পারবে, তখনই সাহায্যকারী হতে পারবে । কোথাও আটকে গেলে তখন সে তোমাদের সাহায্য দিয়ে পার করবে । তাই বাবার সঙ্গে মন - বচন এবং কর্মে সাহায্যকারী হতে হবে, এতে সামান্যতম মোহের রং থাকলে তা তোমাদের ফেলে দেবে । তাই তোমরা সাহস রাখো আর সামনে এগিয়ে যাও । কোথাও যদি সাহস কম হয় তো ঝিমিয়ে যায়, তাই তোমাদের বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ পবিত্র রাখতে হবে, বিকারের সামান্য অংশও যেন না থাকে, লক্ষ্য কি দূরে নাকি ? কিন্তু চড়াই সমান্য টেরাবাঁকা, কিন্তু সমর্থকে অবলম্বন করলে না ভয় আর না পরিশ্রম । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পড়াশোনাই হলো উপার্জন, পড়াশোনা হল উপার্জনের উৎস, এই পড়াশোনার মাধ্যমেই তোমাদের ২১ জন্মের জন্য ধন-সম্পদ(খাজানা) জমা করতে হবে"

প্রশ্ন:- যে বাচ্চাদের উপর বৃহস্পতির দশা বসে থাকবে, তাদের মধ্যে কী চিহ্ন দেখা যাবে?

উত্তর:- তাদের সম্পূর্ণ ধ্যান শ্রীমতের উপর থাকবে। পড়াশোনা ভালোভাবে করবে। কখনো অকৃতকার্য হবে না। যারা শ্রীমৎ লক্ষ্মন করে, তারাই পড়াশোনায় অকৃতকার্য হয়। তাদের উপরেই রাহুর দশা বসে যায়। বাচ্চারা, এখন তোমাদের উপর বৃক্ষপতি বাবার দ্বারা বৃহস্পতির দশা বসে রয়েছে।

*গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে.....

ওম শান্তি। এ হলো পাপী আত্মাদের আহ্বান (ডাক) তোমাদের তো আহ্বান করতে হবে না। কারণ তোমরা এখন পবিত্র হচ্ছে। এই কথা হলো ধারণ করবার। এই খাজানা অর্থাৎ ধন-ভান্ডার অত্যন্ত মূল্যবান। যেমন স্কুলের পড়াশোনাও তো সম্পদ, তাই না। পড়াশোনার মাধ্যমে শরীর নির্বাহ হয়। বাচ্চারা জানে যে, ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন। এ অতি উচ্চ উপার্জন কারণ এইম অবজেক্ট সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই সত্যিকারের সংসঙ্গ একবারই হয়। বাকি সব হলো মিথ্যা-সঙ্গ। তোমরা জানো যে, সমগ্র কল্পে সংসঙ্গ একবারই হয়। যখন আহ্বান করা হয় - 'পতিতপাবন এসো'। এখন তারা আহ্বান করতেই থাকে, আর তোমরা এখানে সম্মুখে বসে রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। যেখানে দুঃখের নাম-নিশান থাকবে না। স্বর্গে তোমরা স্বস্তি পাও। নরকে কী স্বস্তি আছে, না নেই। এ হলো বিষয়-সাগর, কলিযুগ, তাই না ! সকলেই অত্যন্ত দুঃখী। ব্রষ্টাচারের মাধ্যমে জন্ম হয় তাই আত্মা আহ্বান করে যে -- বাবা আমরা অপবিত্র হয়ে গেছি। পবিত্র হওয়ার জন্য গঙ্গায় স্নান করতে যায়। আত্মা, স্নান করলে তো পবিত্র হয়ে যাওয়া উচিত, তাইনা। তবে পুনরায় প্রতিমুহূর্তে ধাক্কা কেন খায় ? ধাক্কা খেতে-খেতে নিচে নামতে-নামতে পাপাত্মা হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের ৮৪-র রহস্য বাবা-ই বসে বোঝান আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তো ৮৪ জন্ম নেয় না। তোমাদের কাছে এই ৮৪ জন্মের চিত্র অত্যন্ত সঠিক ভাবে বানানো রয়েছে কল্পচিত্র গীতায় রয়েছে কিন্তু ভগবান শুনিয়েছিলেন এসে করেছিলেন এসব কিছু জানেনা আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিজের নিজের শাস্ত্র জানে, কিন্তু ভারতবাসীরা (নিজেদের শাস্ত্র) একদমই জানে না। বাবা বলেন, আমি সঙ্গমযুগেই স্বর্গের স্থাপনা করতে আসি। ড্রামা চেঞ্জ হতে পারে না। যা কিছু ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে, তা হুবহু হবেই। এমন নয় যে, ঘটে গিয়ে তা পুনরায় বদল হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে ড্রামার চক্র সম্পূর্ণরূপে বসে রয়েছে। এই ৮৪-র চক্র থেকে তোমরা কখনো বেরিয়ে যেতে পারো না অর্থাৎ এই দুনিয়া কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হতে পারে না। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। এই ৮৪-র চক্র অত্যন্ত জরুরী। ত্রিমূর্তি আর (সৃষ্টি) গোলক হলো মুখ্য চিত্র। গোলকে (ড্রামা হুইল) পরিষ্কার দেখানো হয়েছে -- প্রত্যেকটি যুগ ১২৫০ বছরের। এ যেন অন্ধের সম্মুখে আয়না। ৮৪ জন্ম-পত্রিকার আয়না। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের দশা বর্ণনা করেন। বাবা তোমাদের অসীম জগতের দশা বলে দেন। বাচ্চারা, এখন তোমাদের উপর বৃহস্পতির অবিনাশী দশা বসে রয়েছে। পুনরায় সবকিছুর আধার(ভিত) হলো পড়াশোনা। কারোর ওপর বৃহস্পতির কারোর ওপর শুক্রের কারোর ওপর রাহুর দশা বসে রয়েছে। অকৃতকার্য হলে তখন রাহুর দশা বলবে। এখানেও তেমনই। শ্রীমতানুসারে না চললে রাহুর অবিনাশী দশা বসে যায়। ওটা হল বৃহস্পতির অবিনাশী দশা, পুনরায় এ রাহুর দশা হয়ে যায়। বাচ্চাদের পড়াশোনার উপর সম্পূর্ণ ধ্যান দেওয়া উচিত, এতে টাল-বাহানা করা উচিত নয়। সেন্টার দূরে, এই (অসুবিধা) আছে.....হেঁটে যদি ৬ ঘন্টাও লাগে তাও পৌঁছানো উচিত। মানুষ তীর্থযাত্রায় যায়, কত ধাক্কা(ঠোঙ্কর) খায়। পূর্বে অনেকেই পদব্রজে যেতো, গরুর গাড়িতেও যেতো। এ হলো এক শহরের কথা। এ হলো বাবার কত বড় বিশ্ববিদ্যালয়, যেখান থেকে তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাও। এমন উচ্চমানের পড়ার জন্য কেউ কী বলে যে, (অনেক) দূর পড়ে বা ফুরসৎ নেই। তাহলে বাবা কী বলবেন ? এই বাচ্চা যোগ্য নয়। বাবা এত উঁচুতে তুলতে আসেন, আর এরা নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলে। শ্রীমৎ বলে -- পবিত্র হও, দৈবী-গুণ ধারণ করো। একত্রিত থেকেও বিকারে যাওয়া উচিত নয়। মধ্যভাগে জ্ঞান-যোগের তলোয়ার রয়েছে, তোমাদের পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। এখন হলে পতিত দুনিয়ার মালিক, তাই না! সেই দেবতারা ছিল দ্বিমুকুটধারী, পুনরায় আধাকল্প পর লাইটের অর্থাৎ পবিত্রতার মুকুট(তাজ) হারিয়ে যায়। আর এইসময় লাইটের তাজ কারোর উপরেই নেই। শুধু যারা ধর্মস্থাপক, তাদের উপর থাকতে পারে কারণ তারা পবিত্র আত্মা, এসে শরীর ধারণ করে। এ হলো ভারত, যেখানে দ্বিমুকুটধারীও ছিল, এক- মুকুটধারীও ছিল। এখনও পর্যন্ত এক-মুকুটধারীরা দ্বিমুকুটধারীদের সম্মুখে মাথা নত

করে কারণ তারা হলেন পবিত্র মহারাজা-মহারানী। মহারাজারা রাজাদের থেকে বড়(মহান) হন। তাদের কাছে বড়-বড় জায়গীর অর্থাৎ ভূ-সম্পত্তি থাকতো। সভাতেও নম্বরের ক্রমানুসারে মহারাজারা সামনে আর রাজারা পিছনে বসতো। নিয়ম-মাফিক তাদের দরবার বসতো। এও হলো ঈশ্বরীয় দরবার, ইন্দ্রসভাও হিসেবেও এর গায়ন রয়েছে। তোমরা জ্ঞানের দ্বারা পরী হয়ে যাও। অতিসুন্দরকে পরী বলা হয়, তাই না! রাধা-কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য তো ন্যাচারাল, তাই না! সেইজন্যই সুন্দর বলা হয়। পুনরায় যখন কাম-চিতায় বসে তখন সেও অন্য নাম-রূপে শ্যামবর্ণের হয়ে যায়। শাস্ত্রে এসব কোন কথা নেই। জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য -- এই তিনটি জিনিস রয়েছে। জ্ঞান হলো উচ্চ থেকে উচ্চতম। এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছো। তোমাদের বৈরাগ্য হলো ভক্তিতে। এই সমগ্র তমোপ্রধান দুনিয়া এখন সমাপ্ত হয়ে যাবে, তাই এর থেকে বৈরাগ্য। যখন নতুন বাড়ী বানানো হয় তখন পুরানোর থেকে বৈরাগ্য চলে আসে, তাই না! ওটা হলো অসীম জগতের কথা, এ হলো অসীম জগতের কথা। এখন বুদ্ধি নতুন দুনিয়ার দিকে রয়েছে। এ হলো পুরানো দুনিয়া, নরক। সত্যযুগ-ত্রৈতাকে বলা হয় শিবালয়। শিববার-ই স্থাপনা করা, তাই না! এখন এই বেশ্যলয়ে তোমাদের ঘৃণা আসে। অনেকের আবার ঘৃণা আসেও না। বিবাহ করে সর্বনাশ করে নর্দমায় পড়ে যেতে চায়। সকল মানুষই তো বিষয় বৈতরনী নদীতে পড়ে গেছে, নোংরা (অপবিত্রতা) পড়ে রয়েছে। পরস্পরকে দুঃখ দেয়। গায়নও করা হয়, অমৃত ছেড়ে বিষ কেন খাও। যা কিছু বলে, তার অর্থ বোঝে না। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে রয়েছে। সেন্সীবেল টিচার, দেখলেই বুঝে যাবে যে, এদের বুদ্ধি কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্লাসের মধ্যে কেউ হাই তুললে বা ঢুলে পড়লে তখন বোঝা যায় যে, এদের বুদ্ধি কতটা ঘর-বাড়ীর দিকে অথবা কাজকর্মের(ধাক্কা) দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাই তোলা ক্লাগিরও চিহ্ন। কাজ-কর্মে মানুষের উপার্জন হতে থাকে তখন রাত ১-২টো পর্যন্তও বসে থাকে, কখনো হাই ওঠে না। এখানে তো বাবা কত খাজানা(ধনভান্ডার) দেন। হাই তোলা লোকসানের চিহ্ন। যারা দেউলিয়া হয়ে যায়, তারা ঢুলতে-ঢুলতে অনেক হাই তোলে। তোমরা তো খাজানার পর খাজানা পেতেই থাকো, তাহলে কত সচেতন হওয়া উচিত। পড়ার সময় কেউ হাই তুললে, তখন সমঝদার টিচার বুঝে যাবে যে, এদের বুদ্ধিযোগ অন্যান্যদিকে ঘুরতে থাকে। এখানে বসে ঘর-বাড়ী স্মরণে আসবে, সন্তান স্মরণে আসবে। এখানে তোমাদের ভাঙীতে থাকতে হয়, তাই আর কারোর স্মরণ যেন না আসে। মনে করো, কেউ ৬ দিন ভাঙীতে রয়েছে, পরে কেউ স্মরণে এলো, কাউকে চিঠি লিখলো তাহলে ফেল, তখন বলবে যে, পুনরায় ৭ দিন (ভাঙী) শুরু করো। ৭ দিন ভাঙীতে রাখা হয় যাতে সমস্ত রোগ নিরাময়(সেরে) হয়ে যায়। তোমরা হলে আধাকল্পের মহান রুগী। বসে-বসেই অকালে মৃত্যু হয়ে যায়। সত্যযুগে এমন কখনো হয় না। এখানে তো কোন-না-কোন রোগ অবশ্যই হয়। মৃত্যুর সময় রোগে (জর্জরিত হয়ে) চিৎকার করতে থাকে। স্বর্গে এতটুকুও দুঃখ থাকে না। ওখানে সময় হলে বুঝে যায় যে -- এখন সময় হয়ে গেছে, আমি এই শরীর পরিত্যাগ করে বাচ্চা হয়ে যাবো(জন্ম নেবো)। এখানেও তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে যে আমরা এমন হচ্ছি। এমন অনেকেরই সাক্ষাৎকার হয়। জ্ঞানের মাধ্যমেও আমরা জানি যে, আমরা বেগার টু প্রিন্স হতে চলেছি। আমাদের এইম অবজেক্ট-ই হলো রাধা-কৃষ্ণ হওয়া। লক্ষ্মী-নারায়ণ নয়, রাধা-কৃষ্ণ কারণ বলা হয়, সম্পূর্ণ ৫ হাজার বছর তো এঁাদেরই(রাধা-কৃষ্ণ) হয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের তো তাও ২৫-৩০ বছর কম হয়ে যায় সেইজন্যই কৃষ্ণের মহিমা বেশী। এও কেউ জানে না যে, রাধা-কৃষ্ণই পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে, এ হলো পঠন-পাঠন। প্রত্যেক গ্রামে-গ্রামে সেন্টার খুলে যাচ্ছে। তোমাদের এ হলো একত্রে বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসপাতাল। এরজন্য শুধু ৩ পা জমি চাই। বিস্ময়কর, তাই না! যাদের ভাগ্যে রয়েছে, তারা নিজেদের ঘরেও সংসঙ্গ খুলে ফেলে। এখানে যারা অতি ধনবান, তাদের সমস্ত পয়সা মাটিতে মিশে যাবে। তোমরা বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। বাবা স্বয়ং বলেন -- এই পুরানো দুনিয়াকে দেখলেও, বুদ্ধির যোগসূত্র ওখানে(নতুন দুনিয়ায়) স্থাপন করো, কর্ম করতে-করতেও এর অভ্যাস করো। প্রত্যেকটা জিনিস দেখতে হয়, তাই না! এখন তোমাদের অভ্যাস হচ্ছে। বাবা বোঝান, সর্বদা শুদ্ধ কর্ম করো, কোন অশুদ্ধ কর্ম করো না। কোনও রোগ হলে, সার্জেন বসে রয়েছেন, ওঁনার সঙ্গে পরামর্শ করো। প্রত্যেকের নিজস্ব রোগ (বিকার) রয়েছে, সার্জেনের কাছ থেকে তো ভালো পরামর্শ পাবে। জিজ্ঞাসা করতে পারো, এই অবস্থায় কী করবো? অ্যাটেনশন রাখতে হবে, যেন কোনো বিকর্ম না হয়ে যায়।

এই গায়নও রয়েছে যে -- 'যেমন অল্প তেমনই মন'। মাংসের ক্রেতার উপর, বিক্রেতার উপর, খাওয়ান যারা তাদের উপরেও পাপ লাগে। পতিত-পাবন বাবার কাছে কোন কথা গোপন করা উচিত নয়। সার্জেনের কাছে গোপন করলে তো রোগ মুক্ত হবে না। উনি হলেন অসীম জগতের অবিনাশী সার্জেন। এইসব কথা তো দুনিয়া জানে না। তোমরাও এখনই নলেজ পাচ্ছো, তথাপি যোগের মাত্রা অনেক কম। স্মরণ একদমই করে না। একথা তো বাবাও জানেন যে, তৎক্ষণাত্ কেউ যোগে বা স্মরণে স্থিত হতে পারবে না। তা নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়, তাই না! যখন স্মরণের যাত্রা সম্পূর্ণ হবে তখন বলা হবে যে কর্মাতীত অবস্থা পূর্ণ হয়েছে, তখন লড়াইও সম্পূর্ণরূপে শুরু হয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু-না-কিছু হবে আবার বন্ধও হয়ে যাবে। লড়াই তো যেকোনো সময় শুরু হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিবেক(বুদ্ধি) বলে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাজধানী

স্থাপন না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বড়রকমের লড়াই হবে না। অল্প অল্প হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। এ তো কেউ জানেনা যে, রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো বুদ্ধি তো হয়, তাই না! তোমাদের মধ্যেও যারা শত প্রধান বুদ্ধি সম্পন্ন হবে তারা ভালোভাবে স্মরণ করতে থাকবে এখন লক্ষ লক্ষ পরিমাণে হয় কিন্তু তাতেও প্রকৃত সন্তান(সগে) আর সৎ-সন্তান(লগে) তো রয়েছে, তাই না ! প্রকৃত যারা, তারা ভালভাবে সার্ভিস করবে, মা-বাবার মতানুসারে চলবে। যারা সৎ-সন্তান, তারা রাবণের মতানুসারে চলবে। কিছু আবার রাবণের মতানুসারে, কিছু রামের মতানুসারে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলে। বাচ্চারা গান শুনেছে। তারা বলে যে -- বাবা, এমন জায়গায় নিয়ে চলো যেখানে স্বস্তি(সুখ) আছে। স্বর্গে সুখই সুখ রয়েছে, দুঃখের কোন নাম-ঠিকানাই নেই। স্বর্গ বলাই হয় সত্যযুগকে। এখন হলো কলিযুগ। এখানে আবার স্বর্গ কী করে আসবে। তোমাদের বুদ্ধি এখন স্বচ্ছ হতে থাকে। স্বচ্ছবুদ্ধিসম্পন্নদের-কে স্লেচ্ছ অর্থাৎ ব্রষ্টবুদ্ধিসম্পন্নরা নমন করে। যারা পবিত্র থাকে, তারা মর্যাদাসম্পন্ন(মানী) হয়। সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয়, তাই গৃহস্থীরা তাদের কাছে মাথা নত করে। কিন্তু সন্ন্যাসীরাও বিকারের দ্বারা জন্ম নিয়ে পরে সন্ন্যাসী হয়। দেবতাদের বলাই হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী। সন্ন্যাসীদের কখনো সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা যাবে না। বাচ্চারা, তোমাদের অন্তরে খুশীর পারদ অধিকমাত্রায় চড়ে থাকা উচিত, তাই বলা হয় -- অর্তীন্দ্রিয় সুখ কী তা গোপ-গোপিনীদের কাছে জিজ্ঞাসা করো, অর্থাৎ যারা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার(বর্সা) নিচ্ছে, পড়াশোনা করছে। এখানে সম্মুখে শুনলে নেশা চড়ে, পুনরায় তা কারোর স্থায়ী হয়ে যায়, কারোর আবার তৎক্ষণাৎ উড়ে যায়। সঙ্গদোষের কারণে নেশা স্থায়ী হয় না। তোমাদের সেন্টারে এমন অনেকেই আসে। যাদের একটু নেশা চড়লে, তখন আবার পার্টি ইত্যাদি কোথায়-কোথায় যায়, মদ্যপান করে, বিড়ি ইত্যাদি ধূমপান করে, আর সবশেষ। সঙ্গদোষ অতি খারাপ। হংস আর বক একসঙ্গে থাকতে পারে না। স্বামী যদি হংস হয় তখন স্ত্রী বক হয়ে যায়। কোথাও আবার স্ত্রী হংসিনী হয়ে যায়, স্বামী আবার বক হয়ে যায়। তারা বলে, যদি পবিত্র হও তাহলে মার খেতে হবে। কোন-কোন ঘরে সকলেই হংস হয়, এভাবে চলতে-চলতে আবার হংস থেকে বক হয়ে যায়। বাবা বলেন, নিজেকে সর্ব-সুখী করো। বাচ্চাদের-কেও সুখী করো। এ হলো দুঃখধাম, তাই না। এখন অনেক বিপদ আসবে, তখন দেখবে কেমন গ্রাহি-গ্রাহি করে। আরে! বাবা এসেছেন, আমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাই নি, তখন অত্যন্ত দেৱী(টু লেট) হয়ে যাবে। বাবা স্বর্গের রাজ্য-ভাগ্য(বাদশাহী) দিতে আসেন, আর সেটাই হারিয়ে বসে। তাই বাবা বোঝান যে, বাবার কাছে সর্বদা দূতাসম্পন্নদের নিয়ে যাও। যারা নিজে বৃদ্ধে অন্যদেরকেও বোঝাতে পারে। এছাড়া বাবা কোন দেখার মতন বস্তু নয়। শিববাবাকে কোথায় দেখা যায় ? নিজের আত্মাকে দেখেছো কি ? শুধু জানো। তেমনই পরমাত্মাকেও জানতে হবে। দিব্য-দৃষ্টি ব্যতীত তাঁকে কখনো দেখা যায় না। দিব্য-দৃষ্টির দ্বারা এখন তোমরা সত্যযুগ দেখো, পুনরায় সেখানে প্র্যাকটিক্যালি যেতে হবে। বাচ্চারা, কলিযুগের বিনাশ তখন হবে যখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছবে। *আচ্ছা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সূমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও বুদ্ধির যোগ যেন বাবা বা নতুন দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে। যেন ধ্যান থাকে -- কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কোনো বিকর্ম না হয়ে যায়। সদা শুদ্ধ কর্ম করতে হবে, ভিতরে যদি কোন রোগ(বিকার) থাকে, তখন সার্জনের পরামর্শ নিতে হবে।

২) সঙ্গদোষ অতি খারাপ, এর থেকে নিজেকে অতিমাত্রায় সুরক্ষিত করতে হবে। নিজেকে আর পরিবারকে সুখী করতে হবে। পড়ায় কখনো টালবাহানা করা উচিত নয়।

বরদানঃ:- নিজের সবকিছু সেবায় সমর্পণকারী গুপ্তদানী পুণ্যাত্মা ভব*

ব্যাখ্যা :- যেকোনো সেবা-ই করো তা বিশ্ব-কল্যাণার্থে অর্পণ করতে থাকো। যেমন ভক্তিতে যিনি গুপ্তদানী পুণ্যাত্মা, তিনি এই সঙ্কল্পই করেন যাতে সকলের ভালো হয়। তেমনই তোমাদেরও প্রতিটি সঙ্কল্প যেন সেবার উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়। কখনো নিজ স্বার্থ-সুলভ কামনা রেখো না। সকলের জন্য সেবা করো। যে সেবা বিঘ্ন-রূপী হয়, তাকে সত্যিকারের সেবা বলা যাবে না তাই স্ব-স্বার্থ পরিত্যাগ করে গুপ্ত এবং সত্যিকারের সেবাদানী হয়ে সেবার মাধ্যমে বিশ্ব-কল্যাণ করতে থাকো।

স্লোগানঃ:- প্রতিটি বিষয় (কথা) প্রভুর কাছে অর্পণ করে দাও, তবেই ভবিষ্যতে আগত সমস্যাগুলো সহজ অনুভব হবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই সময় তোমাদের এই জীবন খুবই অমূল্য, কারণ তোমরা হৃদ বা দেহের সীমা থেকে বেরিয়ে বেহদ অর্থাৎ আত্মার অসীম জগতে এসেছ, তোমরা জানো আমরা এই জগতের কল্যাণ করব"

প্রশ্নঃ - কোন্ পুরুষার্থ করলে পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়?

উত্তরঃ - সদা ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি যেন থাকে। স্ত্রী-পুরুষের চেতনা বা বোধ যেন মিটে যায়, তবেই শিববাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের এই সংজ্ঞান বা দৃষ্টিকোণ মেনো খুব কঠিন। তার জন্য দেহী-অভিমানী বা আত্মচেতন হওয়ার অভ্যাস চাই। যখন শিববাবার সন্তান হবে তখন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। একমাত্র পিতার স্মরণে থেকে সতোগ্রহণ হতে সক্ষম আত্মা-ই মুক্তি-জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে।

গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ

ওম্ শান্তি । আত্মারূপী বাচ্চারা এই কথা জানে যে ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা মম শরীর অর্থাৎ আমি আত্মা আমার শরীর। এখন তোমরা এই ড্রামাকে, সৃষ্টি চক্রকে এবং এই সৃষ্টি চক্রের জ্ঞাতা পিতাকে জেনেছ। কারণ সৃষ্টি চক্রের জ্ঞাতা হবেন যিনি তাঁকে রচয়িতা বলা হবে। রচয়িতা ও রচনাকে অন্য কেউ জানেনা। যদিও সবাই হল শিক্ষিত বিরাট বিদ্বান-পন্ডিত। তাদের নিজের অহংকার তো থাকে তাইনা। কিন্তু তারা এই কথা জানেনা, যদিও বলে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য। এবার এই হল তিনটি জিনিস, তারা এর অর্থও বোঝেনা। সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় ঘর সংসারের প্রতি। যদিও তাদের উঁচু নীচু-র ঈর্ষা থাকে। এইজন উঁচু কুলের, সে মধ্যম কুলের - এইসব নিয়ে আলোচনা খুব হয়। কুস্ত্র মেলায় এই নিয়ে খুব ঝগড়া হয় যে কে আগে যাত্রা করবে। এইসব নিয়ে যখন ঝগড়া হয় তখন পুলিশ এসে মিটমাট করে। সুতরাং এও তো দেহ-অভিমান অথবা দেহ চৈতন্য অবস্থা হল তাইনা। দুনিয়ায় যে মানুষজন আছে, সবাই হল দেহ-অভিমানী। তোমাদের এখন দেহী-অভিমানী বা আত্ম চেতন হতে হবে। বাবা বলেন দেহ-অভিমান ত্যাগ করো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মা-ই পতিত হয়েছে, তাতেই খাদ পড়েছে। আত্মা-ই সতোগ্রহণ হয়, আত্মা-ই তমো প্রধান হয়। যেমন আত্মা তেমন শরীর প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণের আত্মা সুন্দর হয় তো শরীরও খুব সুন্দর হয়, কৃষ্ণের রূপের প্রতি আকর্ষণ থাকে। পবিত্র আত্মার প্রতি আকর্ষণ থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের এতখানি মহিমা বর্ণনা হয় না, যেমন কৃষ্ণের হয়। কারণ কৃষ্ণ হলেন পবিত্র শিশু। এখানেও বলা হয় শিশু ও মহাত্মা এক সমান। মহাত্মাগণ যদিও জীবনের অনুভব রাখেন বিকার ত্যাগ করেন। যখন ঘৃণা অনুভূতি হয়, শিশু তো হলো ই পবিত্র। কৃষ্ণকে উঁচু মানের মহাত্মা ভাবা হয়। অতএব বাবা বুঝিয়েছেন এই নিবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাসীগণ পতনকে কিছুটা থামিয়ে রাখেন। যেমন বাড়ি পুরানো হলে মেরামত করা হয়। সন্ন্যাসী গণ মেরামত করেন, পবিত্র থাকার দরুন ভারতের পতন থেমে থাকে। ভারতের মতন পবিত্র এবং বিত্তবান খন্ড আর কোনোটাই নয়। এখন বাবা তোমাদের রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তের স্মৃতি মনে করিয়ে দেন কারণ পিতাও তিনি, টিচারও তিনি এবং গুরুও হলেন তিনি। গীতায় কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লেখা হয়েছে, কৃষ্ণকে কখনও পিতা সম্বোধন করা হয় কি ! অথবা পতিত-পাবন বলা হয় কি ! যখন মানুষ পতিত-পাবন বলা হয় তখন কৃষ্ণকে স্মরণ করা হয় না তারা তো ভগবানকে স্মরণ করে, তারপরে বলে দেয় পতিত-পাবন সীতারাম, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। বিষয়টি কতখানি বিভ্রান্তিকর। বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি এসে তোমাদের যথার্থ ভাবে সকল বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদির সারতত্ত্ব বলি। সর্ব প্রথম মুখ্য কথা বোঝান যে তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো এবং পিতাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা পবিত্র হবে। তোমরা হলে ভাই-ভাই, তারপরে ব্রহ্মার সন্তান রূপে ভাই-বোন হয়েছ। এই কথাটি যেন বুদ্ধিতে স্মরণে থাকে। আসলে হল ভাই-ভাই, পরে এখানে এসে শরীর ধারণ করলে ভাই-বোন হয়ে যায়। এই কথা বুঝবার জন্য এতটুকু বুদ্ধিও নেই। তিনি হলেন আত্মাদের পিতা বা ফাদার তাই আমার হলাম ব্রাদার্স তাইনা। তাহলে সর্বব্যাপী কীভাবে বলবে। উত্তরাধিকার তো সন্তানরা ই পাবে, পিতা প্রাপ্ত করেন না। পিতার কাছে সন্তান উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। ব্রহ্মাও হলেন শিববাবার সন্তান তাইনা, তিনিও শিববাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেন। তোমরা হলে নাতি নাতনি। তোমাদেরও প্রাপ্তির অধিকার আছে। অর্থাৎ আত্মা রূপে সবাই হল সন্তান পরে শরীর ধারণ করে বলা ভাই-বোন। আর কোনও সম্পর্ক নেই। সর্বদা ভাই-ভাইয়ের যেন দৃষ্টি থাকে, স্ত্রী-পুরুষের বোধ যেন মিটে যায়। যখন মেল-ফিমেল দুইজনেই বলা - ও গড ফাদার! তো ভাই বোন হলে, তাইনা। ভাই-বোন তখন হয় যখন সঙ্গমে বাবা এসে রচনা করেন। কিন্তু স্ত্রী পুরুষের দৃষ্টি পরিবর্তন হওয়া খুব কঠিন। বাবা বলেন তোমাদের আত্মা চেতন বা দেহী অভিমানী হতে হবে। বাবার সন্তান হলে তবেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে।

মামেকম স্মরণ করো তো সতোপ্রধান হবে। সতো প্রধান না হলে তোমরা মুক্তি-জীবনমুক্তিতে ফিরে যেতে পারবে না। এই যুক্তি সন্ধ্যাসীগণ কখনোই বলে দেবেন না। তারা এমন কখনোই বলবেন না যে নিজেকে আত্মা ভেবে পিতাকে স্মরণ করো। পিতাকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা, সুপ্রিম। আত্মা তো সবাইকে বলা হয় কিন্তু তাঁকে পরম আত্মা বলা হয়। সেই আত্মিক পিতা বলেন - বাচ্চারা, আমি এসেছি তোমাদের কাছে। কথা বলার জন্য আমার মুখের প্রয়োজন তো আছে তাইনা। আজকাল দেখো যেখানে সেখানে গৌ মুখ নিশ্চয়ই রাখে। তারপরে বলে গৌ মুখ থেকে অমৃত বের হয়। বাস্তবে অমৃত বলা হয় জ্ঞানকে। জ্ঞান অমৃত মুখ দ্বারা-ই বের হয়। জলের কথা নয়। ইনি (ব্রহ্মাবাবা) হলেন গৌ মাতা। শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ হয়েছেন। বাবা এনার (ব্রহ্মাবাবার) দ্বারা তোমাদের আপন করেছেন। এনার মুখ দিয়ে জ্ঞান বের হয়। তারা তো পাথরের বানিয়ে মুখ বানিয়ে দিয়েছে, যেখান থেকে জল ধারা বের হয়। সেসব তো হল ভক্তির নিয়ম তাইনা। যথার্থ কথা তোমরা জানো। ভীষ্ম পিতামহকে তোমরা কুমারীরা জ্ঞানের তীরবিদ্ব করেছ। তোমরা তো হলে ব্রহ্মাকুমার -কুমারী। অর্থাৎ কুমারী কারো তো হবে, তাইনা। অধরকুমারী ও কুমারী দুইয়ের মন্দির আছে। প্রাক্টিক্যালি তোমাদের স্মারক চিহ্ন রূপে মন্দির আছে তাইনা। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তাই ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট হতে পারে না। নাহলে খুব কঠিন দন্ড ভোগ করতে হবে। দেহ-অভিমান এলে এই কথা বিস্মৃত হয়ে যায় যে আমরা ভাই-বোন। এরাও বি.কে, আমরাও বি.কে. তাহলে বিকারযুক্ত দৃষ্টি যাবে না। কিন্তু অসুরী সম্প্রদায় মানুষ বিকার ব্যতীত না থাকতে পেরে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এখন তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, পিতার কাছে তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে, পবিত্র হতে হবে। এই হল এই বিকারী মৃত্যুলোকের অন্তিম জন্ম। এই কথা কেউ জানেনা। অমরলোকে কোনও বিকার থাকে না। তাদের বলা হয় সতোপ্রধান সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এখানে হল তমোপ্রধান সম্পূর্ণ বিকারী। গানও করে দেবতারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আমরা বিকারী, আমরা পাপী। সম্পূর্ণ নির্বিকারীদের পূজো করা হয়। বাবা বোঝান তোমরা ভারতবাসীরা-ই পূজ্য পরে পূজারী হও। এই সময় ভক্তির অনেক প্রভাব রয়েছে। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে যে এসে ভক্তির ফল দাও। ভক্তির কি অবস্থা হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন মুখ্য ধর্ম শাস্ত্র হল ৪-টি। এক হল দৈব ধর্ম, এতে ব্রাহ্মণ দেবতা ক্ষত্রিয় তিনটি এসে যায়। বাবা ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপনা করেন। সপ্তম যুগ হল ব্রাহ্মণদের শিখা। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন পুরুষোত্তম হচ্ছে। ব্রাহ্মণ হয়ে তারপরে দেবতায় পরিণত হও। ওই ব্রাহ্মণরা হল বিকারী। তারাও এসে এই ব্রাহ্মণদের সামনে প্রণাম করে। ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায় নমঃ বলে কারণ তারা বোঝে যে এই ব্রাহ্মণরা হল ব্রহ্মার সন্তান, আমরা তো ব্রহ্মার সন্তান নই। এখন তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে ব্রহ্মার সন্তান। তোমাদের সবাই নমঃ বলবে। তোমরা পরে দেবী-দেবতা হও। এখন তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়েছ পরে হবে দৈব কুমার-কুমারী।

এই সময় তোমাদের এই জীবন হল খুবই অমূল্য, কারণ তোমরা হলে জগৎ মাতা, তোমাদের মহিমার গায়ন আছে। তোমরা দেহের সীমা থেকে বেরিয়ে আত্মার অসীম জগতে এসেছ। তোমরা জানো আমরা এই জগতের কল্যাণ করব। সুতরাং প্রত্যেকে জগৎআত্মা জগৎ পিতা হলে তাইনা। এই নরকে মানুষ খুব দুঃখে আছে, আমরা তাদের আত্মিক সেবার্থে এসেছি। আমরা তাদের স্বর্গবাসী করবোই করবো। তোমরা হলে সৈন্য। একে যুদ্ধ-স্থলও বলা হয়। যাদব, কৌরব ও পাণ্ডব একত্রে বসবাস করে। তারা হল ভাই-ভাই কিনা। এখন তোমাদের যুদ্ধ ভাই-বোনের সঙ্গে নয়, তোমাদের যুদ্ধ হল রাবণের সঙ্গে। ভাই-বোনেদের তোমরা বোঝাও, মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করার জন্য। তাই বাবা বলেন দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে। এই হল পুরানো দুনিয়া। কত বিশাল ড্যাম, ক্যানাল ইত্যাদি বানায়, কারণ জলের অভাব। প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। সেখানে তো তোমরা সংখ্যায় কম থাকো। নদীতে অপারিসীম জল থাকে, আনাজ ইত্যাদি অনেক হয়। এখানে তো এই পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ থাকে। সেখানে সম্পূর্ণ পৃথিবীতে শুরুতে সংখ্যা হয় ৯-১০ লক্ষ, অন্য কোনও খন্ড হয় না। তোমরা সংখ্যায় কম থাকো। তোমাদের কোথাও যাওয়ার দরকার থাকে না। সেখানে থাকেই সুখকর জলবায়ু। ৫ তম্ব কোনো কষ্ট দেয় না, সবই নির্দেশ মত থাকে। দুঃখের নাম গন্ধ নেই। সেই স্থান হলোই স্বর্গ। এখন হল নরক। নরক আরম্ভ হয় মাঝখান থেকে। দেবতারা বাম মার্গে গমন করলে রাবণ রাজ্য শুরু হয়ে যায়। তোমরা বুঝেছো - আমরা ডবল মুকুটধারী পূজ্য স্বরূপে পরিণত হই, পরে সিংসল মুকুটধারী স্বরূপ হই। সত্যযুগে পবিত্রতারও চিহ্ন আছে। দেবতারা হলেন সবাই পবিত্র। এখানে কেউ পবিত্র নেই। জন্ম তো বিকার থেকেই হয় তাইনা সেইজন্য এই দুনিয়াকে ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া বলা হয়। সত্যযুগ হল শ্রেষ্ঠাচারী। বিকারকে ভ্রষ্টাচার বলা হয়। বাচ্চারা জানে সত্যযুগে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল, এখন হয়েছে অপবিত্র। এবারে পুনরায় পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরি হচ্ছে। সৃষ্টি চক্র ঘুরছে তাইনা। পরম পিতা পরমাত্মাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। মানুষ বলে দেয় ভগবান প্রেরণা দেন, প্রেরণা অর্থাৎ বিচার, এতে প্রেরণা-র কোনো ব্যাপার নেই। তিনি স্বয়ং বলেন আমাকে শরীরের আধার নিতে হয়। আমি মুখের আধার না নিয়ে শিক্ষা প্রদান করব কীভাবে। *প্রেরণা দ্বারা কি শিক্ষা দেওয়া যায়! ভগবান প্রেরণা দ্বারা কিছু করেন না। বাবা তো বাচ্চাদের পড়ান। প্রেরণা

দ্বারা পড়াশোনা করা কি সম্ভব। বাবা ব্যতীত সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য কেউ বলে দিতে পারেনা।* বাবাকেও জানেনা। কেউ বলে লিঙ্গ, কেউ বলে অখন্ড জ্যোতি। কেউ বলে ব্রহ্ম -ই হল ঈশ্বর। তত্ত্ব জ্ঞানী ব্রহ্ম জ্ঞানী আছে না। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে ৮৪ লক্ষ যোনি আছে। এবারে যদি ৮৪ লক্ষ জন্ম হয় তো কল্পের সময়াবধি বিশাল হওয়া চাই। কেউ হিসেব করতে পারেনা। তারা তো সত্যযুগকেই লক্ষ বছর বলে দেয় তাইনা। বাবা বলেন সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্র-ই হল ৫ হাজার বছরের। ৮৪ লক্ষ জন্মের জন্য সময়ও এতটা চাই, তাইনা। এই সব শাস্ত্র হল ভক্তি মার্গের। বাবা বলেন আমি এসে তোমাদের এইসব শাস্ত্রের সার তত্ত্ব বোঝাই। এই সব ভক্তি মার্গের সামগ্রী, এর দ্বারা কেউ আমাকে প্রাপ্ত করতে পারেনা। আমি যখন আসি তখনই সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আমাকে আহ্বান করা হয় - হে পতিত-পাবন এসো। পবিত্র করে আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। তাহলে আমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হও কেন? মানুষ কত দূরে-দূরে পাহাড়ে ইত্যাদিতে যায় আজকাল তো কত মন্দির খালি পড়ে আছে, কেউ যায় না। এখন তোমরা বাচ্চারা উঁচু থেকে উঁচু পিতার বায়োগ্রাফি জেনে গেছ। বাবা বাচ্চাদের সব কিছু দিয়ে আবার ৬০ বছর পরে বাণপ্রস্থে বসেন। এই নিয়ম এখনকার, উৎসব ইত্যাদি সবই হল এইসময়ের।

তোমরা জানো এখন আমরা সঙ্গমে দাঁড়িয়ে আছি। রাতের পরে দিন হবে। এখন তো হল ঘোর অন্ধকার। গায়নও করে জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছেন তোমরা বাবাকে এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা এখন জেনেছ। যেমন বাবা হলেন নলেজফুল, তোমরাও মাস্টার নলেজফুল হয়েছ। বাচ্চারা তোমরা বাবার কাছে অসীম জগতের সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর। লৌকিক পিতার কাছে দেহের জাগতিক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়। যাকে সন্ন্যাসীরা কাক বিষ্ঠা সম সুখ বলে দেয়। তারা কিন্তু এখানে এসে সুখের জন্য পুরুষার্থ করতে পারেনা। তারা হলোই হঠযোগী, তোমরা হলে রাজযোগী। তোমাদের যোগ হল বাবার সঙ্গে, তাদের যোগ হল তত্ত্বের সঙ্গে। এও ড্রামা পূর্ব রচিত আছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পবিত্র হওয়ার জন্য আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, ব্রহ্মার সন্তান রূপে আমরা হলাম ভাই-বোন, এই দৃষ্টিকোণ পাকা করতে হবে। আত্মা ও শরীর দুই-ই পবিত্র সতোপ্রধান করতে হবে। দেহ-চেতন অনুভূতি ত্যাগ করতে হবে।

২) মাস্টার নলেজফুল হয়ে সবাইকে রচয়িতা ও রচনার জ্ঞান শুনিয়ে ঘোর অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে হবে। নরক বাসী মানুষের আত্মিক সেবা করে স্বর্গবাসী করতে হবে।

বরদানঃ- এক বাবা দ্বিতীয় নয় কেউ - এই দূত সঙ্কল্প দ্বারা অবিনাশী, অমর ভব*
ব্যাখ্যা: যে বাচ্চারা এই দূত সঙ্কল্প করে যে, এক বাবা দ্বিতীয় নয় কেউ তাদের স্থিতি স্বতঃই সহজ একরস হয়ে যায়। এই দূত সংকল্পের দ্বারা সর্ব সম্বন্ধের অবিনাশী তার জুড়ে যায় এবং তাদের সদা অবিনাশী ভব, অমর ভবের বরদান প্রাপ্ত হয়। দূত সঙ্কল্প করলে পুরুষার্থে বিশেষ ভাবে লিপ্ট প্রাপ্ত হয়। যাদের এক পিতার সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ থাকে তাদের সর্ব প্রাপ্তি স্বতঃই হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- ভাবা, বলা ও করা তিনটিকে এক সমান বানাও - তখন বলা হবে সর্বোত্তম পুরুষার্থী।*

*মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরের থেকে বেঁচে থেকেও মরে গিয়ে ঘরে যেতে হবে, এইজন্য দেহ-অভিমান ছেড়ে দেহী-অভিমानी হও**

প্রশ্নঃ - ভালো-ভালো পুরুষার্থী বাচ্চাদের লক্ষণ কেমন হবে ?

উত্তরঃ - যারা ভালো পুরুষার্থী হবে, তারা সকাল-সকাল উঠে দেহী-অভিমानी হয়ে থাকার অভ্যাস করবে। তারা এক বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করবে। তাদের লক্ষ্য থাকবে যে, অন্য কোনো দেহধারী যেন স্মরণে না আসে, নিরন্তর বাবা আর ৮৪ জন্মের চক্র যেন স্মরণে থাকে। তারা এটাও বলবে যে - আহা (অহো!) কি সৌভাগ্য!

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা, তোমরা বেঁচে থেকেও মরে আছো। কিভাবে মরে আছো ? দেহের অভিমানকে ছেড়ে দিয়েছো, তো বাকি রইলো আত্মা। শরীর তো শেষ হয়ে যায়। আত্মা মরে না। বাবা বলেন যে, বেঁচে থেকেও নিজেকে আত্মা মনে করো আর পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যোগ লাগালে আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। যতক্ষণ আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র শরীর প্রাপ্ত হবে না। আত্মা পবিত্র হয়ে গেলে তো, এই পুরানো শরীর নিজে থেকেই ছেড়ে চলে যাবে। যেরকম ভাবে সাপ নিজের খোলস পরিত্যাগ করে বেরিয়ে যায়, তার সাথে মমতা কেটে যায়, সে জানে যে, আমার আবার নতুন খোলস প্রাপ্ত হবে, পুরানো ছেড়ে দিতে হবে। প্রত্যেকের নিজের-নিজের বুদ্ধি তো আছে, তাই না। এখন বাচ্চারা, তোমরা বুঝে গেছো যে, আমাদের বেঁচে থেকেও এই পুরানো দুনিয়া থেকে, পুরানো শরীর থেকে মরে যেতে হবে, তারপর তোমরা আত্মারা শরীর ত্যাগ করে কোথায় যাবে ? নিজের ঘরে। সবার প্রথমে তো এই বিষয়ে পাকাপোক্ত স্মরণ করতে হবে যে, আমি হলাম আত্মা, শরীর নয়। আত্মা বলে যে - বাবা, আমি তোমার হয়ে গেছি, বেঁচে থেকেও মরে গেছি। এখন আত্মাদের এই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছে যে, আমাকে অর্থাৎ এক বাবাকে স্মরণ করো তো তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এই স্মরণের অভ্যাস পাকাপোক্ত হওয়া চাই। আত্মা বলে যে - বাবা, তুমি এসেছ, তাই আমি তোমারই হয়ে যাবো। আত্মা পুরুষ আছে, নাকি মহিলা। সবসময় বলে যে, আমরা হলাম ভাই-ভাই, এইরকম কি বলে যে, আমরা হলাম সবাই বোন, সবাই বাচ্চা আছে। সমস্ত বাচ্চাদেরই এখন আশীর্বাদ প্রাপ্ত হচ্ছে। এখন যদি নিজেকে বাচ্চী বলে পরিচয় দাও, তাহলে উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত হবে ? আত্মারা সবাই হলো ভাই-ভাই। বাবা সবাইকে বলেন যে - আত্মিক বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। আত্মা অনেক ছোট হয়। এটা খুব সূক্ষ্ম বোঝার বিষয়। বাচ্চাদের স্মরণ স্থির থাকে না। সন্ন্যাসীরা দৃষ্টান্ত দেয় যে - আমি হলাম মহিষ, মহিষ.... এইরকম বলার কারণে সে নিজেকে মহিষ রূপেই ভাবতে থাকে। এখন বাস্তবে মহিষ তো কেউ হতে পারে না। বাবা তো বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো। এই আত্মা আর পরমাত্মার জ্ঞান তো কারোর কাছেই নেই, এইজন্য এমন-এমন কথা বলে দেয়। এখন তোমাদেরকে দেহী-অভিমानी হতে হবে, আমরা হলাম আত্মা, এই পুরানো শরীর ছেড়ে আমাদেরকে নতুন নিতে হবে। মানুষেরা মুখ দিয়ে বলে দেয় যে, আত্মা হলো তারার মতো, দুই ক্রকুটির মাঝখানে থাকে, আবার বলে দেয় যে আঙুলের মতো দেখতে। এখন 'তারা' কোথায়, আর অঙ্গুল কোথায়? আবার পুনরায় মাটির শালিগ্রাম বানিয়ে দেয়, এত বড় আত্মা তো হতে পারে না। মানুষ দেহ অভিমানে আছে তাইনা, তাই মোটা রূপ বানিয়ে দেয়। এসব তো খুব সূক্ষ্ম বোঝার বিষয়। ভক্তিও মানুষ একান্তে ঘরের কোণে বসে করে। তোমাদেরকে তো গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে ব্যবসাপত্রাদি করেও বুদ্ধি দিয়ে এটা পাকাপোক্ত করতে হবে যে - আমি হলাম আত্মা। বাবা বলেন যে, আমি, তোমাদের বাবাও এরকমই ছোটো বিন্দু আছি। এমন নয় যে, আমি অনেক বড় আছি। আমার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান আছে। আত্মা আর পরমাত্মা দুজনেই একই রকম আছে, কেবলমাত্র তাকে 'সুপ্রিম' অর্থাৎ 'পরম' বলা হয়। এটাও ড্রামাতে পূর্বনির্দিষ্ট আছে। বাবা বলেন যে - আমি তো অমর আছি। আমি অমর না হলে, তোমাদেরকে পাবন কি করে বানাবো! তোমাদেরকে সুইট চিল্ড্রেন কি করে বলবো! আত্মাই সবকিছু করে। বাবা এসে দেহী-অভিমानी বানিয়ে দেন, এর মধ্যেই পরিশ্রম আছে। বাবা বলেন যে - আমাকে স্মরণ করো, আর কাউকে স্মরণ করো না। যোগী তো দুনিয়াতে অনেক আছে। কন্যার বিবাহ হয়ে গেলে তো পতির সাথে যোগ লেগে যায়, তাই না। বিবাহের পূর্বে কি পতির স্মরণ ছিলো! পতিকে দেখার পর, সবসময় তার স্মরণেই থাকে। এখন বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো। এর জন্য অনেক ভালো অভ্যাস চাই। যারা খুব ভালো-ভালো পুরুষার্থী বাচ্চারা আছে, তারা সকাল-সকাল উঠে দেহী-অভিমानी থাকার প্র্যাকটিস করে। ভক্তিও সকালে উঠে করে, তাই না। নিজের নিজের ইস্ট দেবকে স্মরণ করে। হনুমানেরও অনেক পূজা করে, কিন্তু জানে না কিছুই। বাবা এসে বোঝান যে - তোমাদের বুদ্ধি এখন বাঁদরের মতো হয়ে গেছে। এখন পুনরায়

তোমরা দেবতা হচ্ছে। এখন এটা হল পতিত তমোপ্রধান দুনিয়া। এখন তোমরা এসেছো অসীম জগতের বাবার কাছে। আমি তো পুনর্জন্ম থেকে বিরত থাকি। এই শরীর তো হল এই দাদার। আমার কোনো শরীরের নাম নেই। আমার নামই হলো কল্যাণকারী শিব। বাচ্চারা, তোমরা এটাও জানো যে, শিববাবা কল্যাণকারী, এসে নরককে স্বর্গে পরিণত করেন। অনেক কল্যাণ করেন। নরকের একদম বিনাশ করে দেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা এখন স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। চলতে-ফিরতে পরস্পরকে সাবধান করতে হবে - মন্মনাভব। বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। পতিত-পাবন তো বাবা-ই আছেন, তাই না! তারা তো ভুল করে ভগবানুবাচ এর বদলে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দিয়েছে। ভগবান তো নিরাকার আছেন, তাকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। তাঁর নাম হলো শিব। শিবের পূজাও অনেক হয়। শিব কাশি..., শিব কাশি.. বলতে থাকে। ভক্তিমার্গেও অনেক প্রকারের নাম রেখে দেয়। উপার্জন করার জন্য অনেক মন্দির বানায়। আসল নাম হলো শিব। পুনরায় সোমনাথ রেখে দিয়েছে, সোমনাথ, সোমরস পান করান, জ্ঞান ধন প্রদান করেন। পুনরায় যখন পূজারী হয়ে যায় তখন কত খরচা আদি করে তাঁর মন্দির বানায়, কেননা সোমরস দিয়েছেন, তাই না। সোমনাথের সাথে সোমনাথিনীও হবে! যথা রাজা-রাণী তথা প্রজা, সব সোমনাথ সোমনাথিনী আছে। তোমরা এখন স্বর্ণময় দুনিয়াতে যাচ্ছে। সেখানে সোনার ইঁট হবে। না হলে দেওয়াল আদি কিভাবে তৈরি হবে। সেখানে অনেক সোনা থাকবে, এইজন্য সেই দুনিয়াকে সোনার দুনিয়া বলা হয়। এটা হল লোহা, পাথরের দুনিয়া। স্বর্গের নাম শুনেই মুখে জল চলে আসে। বিষ্ণুর দুটো রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ আলাদা আলাদা হবে, তাইনা! তোমরা বিষ্ণুপুরের মালিক তৈরি হচ্ছে। এখন তোমরা আছো রাবণপূরীতে। তাই এখন বাবা বলেন যে, শুধুমাত্র নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ এক বাবাকে স্মরণ করো। বাবাও পরমধামে থাকেন, তোমরা আত্মারাও পরমধামে থাকো। বাবা বলেন যে, তোমাদেরকে কোনো পরিশ্রমই করাই না। খুব সহজ আছে। বাকি এই রাবণ শত্রু তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই বিঘ্ন দেয়। জ্ঞানে বিঘ্ন পরে না, বিঘ্ন পরে স্মরণের সময়। সময় প্রতি সময়ে মায়া ভুলিয়ে দেয়। দেহ-অভিমাণে নিয়ে আসে। বাবাকে স্মরণ করতে দেয়না, এই যুদ্ধ চলতেই থাকে। বাবা বলেন যে, তোমরা কর্মযোগী তো আছোই। আচ্ছা, দিনে স্মরণ না করতে পারো তো রাতে স্মরণ করো। রাতের স্মরণের অভ্যাস দিনে কাজে আসবে।

নিরন্তর স্মৃতিতে যেন থাকে যে - বাবা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন, আমরা কি তার সাথে যোগযুক্ত হয়ে আছি? বাবার স্মরণ আর ৮৪ জন্মের চক্র স্মরণে থাকলে, অহো সৌভাগ্য। অন্যদেরকেও শোনাতে হবে - ভাই এবং বোনেরা, এখন কলিযুগ সম্পূর্ণ হয়ে সত্যযুগ আসছে। বাবা এসেছেন, সত্যযুগে যাওয়ার জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসবে। এক বাবাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করো না। বাণপ্রস্থী যারা হয়, তারা সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে সঙ্গ করে। বানপ্রস্থ, সেখানে বাণীর প্রয়োজন নেই। আত্মা শান্ত থাকে। লীন তো হতে পারে না। ড্রামার থেকে কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রী বেরিয়ে যেতে পারে না। এটাও বাবা বুঝিয়েছেন - এক বাবাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করো না। দেখেও স্মরণ করো না। এই পুরোনো দুনিয়া তো বিনাশ হয়ে যাবেই, কবরখানা, তাই না! মৃত ব্যক্তিকে কি কখনো স্মরণ করা হয়! বাবা বলেন যে, এরা সবাই মরে পরে আছে। আমি পতিতদেরকে পবিত্র বানিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। এখানেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। আজকাল বস্তু আদি যা কিছু বানায়, অনেক তেজোময় জিনিস বানায়। বলে যে, এখানে বসেই যেখানে উদ্দেশ্য করে ছাড়বো, সেখানে গিয়েই পড়বো। এটাই পূর্বনির্দিষ্ট আছে, পুনরায় বিনাশ হবেই। ভগবান আসেনই, নতুন দুনিয়ায় জন্য রাজযোগ শেখাতে। এটা হল মহাভারতের লড়াই, যেটা শাস্ত্রতে লেখা আছে। প্রত্যেক কল্পেই ভগবান আসেন - স্থাপনা আর বিনাশ করতে। চিত্রও খুব সুন্দর আছে। তোমরাও সাক্ষাৎকার করতে থাকো যে, আমরা এটা হবো। এখানকার এই পড়াশোনাও শেষ হয়ে যাবে। সেখানে তো কোন ব্যারিস্টার ডাক্তার আদির দরকারই নেই। তোমরা তো এখানকার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার নিয়ে যাও। দক্ষতা এবং প্রতিভাও এখান থেকে নিয়ে যাবে। মহল আদি যারা বানায় সেগুলো অতি উত্তম হবে এবং সেখানেই তৈরি হবে। সেখানে বাজার আদিও তো হবে, তাই না। কাজকর্ম তো চলবে। এখান থেকে শেখা সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ ওখানে কাজে আসবে। বিজ্ঞানের থেকেও অনেক দক্ষতা বা প্রতিভা শেখা হয়। সেসবকিছুই সেখানে কাজে আসবে। প্রজাতে যাবে। বাচ্চারা, তোমরা তো প্রজাতে যাবে না। তোমরা এসেইছো বাবা-মাম্মার হৃদয় সিংহাসনে বসার জন্য। বাবা যা কিছু শ্রীমত দেন, সেই অনুসারে চলো। অতি উত্তম শ্রীমৎ তো একটাই দেন যে, আমাকে স্মরণ করো। কারোর-কারোর ভাগ্য তো খুব তাড়াতাড়ি খুলে যায়। কোনো কারণে নিমিত্ত হয়ে যায়। কুমারীদেরকেও বাবা বলেন যে, শাদি হল বরবাদি। এই নর্দমাতে পড়ে যেও না। তোমরা কি বাবার কথা মানবে না! স্বর্গের মহারানি হবেনা! নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমি সেই দুনিয়াতে কখনোই যাবো না। সেই দুনিয়াকে স্মরণও করবো না। শ্মশানকে কি কেউ স্মরণ করে! এখানে তোমরা বলো যে, এই শরীর ছেড়ে দিলেই আমরা নিজেদের স্বর্গে যেতে পারবো। এখন ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে, এখন আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাবো। অন্যদেরকেও এই সমস্ত কথা

শোনাতে হবে। তোমরা এটাও বোঝো যে, বাবা ছাড়া সত্য যুগের রাজত্ব কেউ দিতে পারবে না।

এই রথকেও তো কর্মভোগ ভুগতে হয়, তাইনা! বাপ-দাদার মধ্যেও কখনো-কখনো কথাবার্তা হয় - এই বাবা(ব্রহ্মা) বলেন যে, বাবা আশীর্বাদ করো। কাশির জন্য কোনো ওষুধ দাও বা ছু-মন্ত্র দিয়ে উড়িয়ে দাও। বাবা(শিব) বলেন যে, না এটা তো তোমাকে ভুগতেই হবে। এই যে আমি তোমার রথ নিই, তার জন্য তো তোমাকে কিছু দিই। বাকি এসব তো হল তোমার হিসেব-নিকেশ। অন্ত পর্যন্ত কিছু না কিছু হতেই থাকবে। তোমাকে আশীর্বাদ করলে তো সবাইকেই করতে হবে। আজ এই বাচ্চী এখানে বসে আছে, কাল ট্রেনে অ্যান্ড্রিডেন্ট হলে বা মারা গেলে, বাবা বলবেন - এসব ড্রামা। এইরকম বলতে পারে কি যে, বাবা আগে কেন সাবধান করে দিলেন না ? সেটা হয় না। আমি তো আসি-ই তোমাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানাতে। এইসব বলতে আসি নাকি! এই হিসেব-নিকেশ তো তোমাদেরকে সমাপ্ত করতেই হবে। এখানে আশীর্বাদের কোন কথা নেই। এরজন্য যাও না সন্ন্যাসীদের কাছে। বাবা তো একটি কথাই বলেন। তোমরা আমাকে আহ্বান করেছে। এইজন্য যে, আমাদেরকে এসে নরক থেকে স্বর্গে নিয়ে যাও। গাইতেও থাকে, পতিত-পাবন সীতারাম। কিন্তু অর্থ উল্টো বের করে দিয়েছে। তারপর তারা রামের মহিমা করতে থাকে - রঘুপতি রাঘব রাজা রাম....। বাবা বলেন যে, এই ভক্তি মার্গে তোমরা অনেক পয়সা নষ্ট করেছে। একটা গান আছে না - কি কৌতুক দেখলাম.....দেবীদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করে তারপর সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়। এখন বুঝতে পেরেছো যে, কত টাকা-পয়সা তোমরা নষ্ট করেছে, এটা আবারও হবে। সত্য যুগে তো এইরকম কাজ হয়না। সেকেন্ডের অনুসারে সবকিছুই পূর্বনির্দিষ্ট থাকে। কল্প পরেও ঠিক এইরকমই কথার পুনরাবৃত্তি হবে। এই ড্রামাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। আচ্ছা, কেউ যদি বেশি সময় স্মরণ করতে না পারে, তো বাবা বলেন যে, কেবলমাত্র অক্ষ আর বে, অর্থাৎ বাপ আর বাদশাহীকে (সত্যযুগ) স্মরণ করো। অন্তরে এই চিন্তনই যেন সবসময় চলে যে আমি আত্মা কিভাবে ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়ে এসেছি। চিত্র দেখিয়ে বোঝাও, খুব সহজ আছে। এটাই হল আত্মিক বাচ্চাদের সাথে কথোপকথন। বাবা তো বাচ্চাদের সাথেই কথোপকথন করেন। অন্য কারোর সাথে তো করতে পারেন না। বাবা বলেন যে - নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মাই সবকিছু করে। বাবা স্মরণ করিয়ে দেন যে, তোমরা ৮৪ বার জন্ম নিয়েছো। মনুষ্য ই হয়েছে। যেরকম বাবা নিয়ম রচনা করেন যে, বিকারে যাওয়া যাবে না, সেরকমই এই নিয়মও রচনা করেন যে, দুঃখী হয়ে কেউ কান্নাকাটি করবে না। সত্যযুগ-ত্রৈতাতে কেউ কান্নাকাটি করেনা, ছোট বাচ্চাও কান্নাকাটি করেনা। কান্নাকাটি করার নির্দেশ নেই। সেটা হলই হাসি-খুশীতে থাকার দুনিয়া। তার জন্য সম্পূর্ণ অভ্যাস এখানেই করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার থেকে আশীর্বাদ চাওয়ার পরিবর্তে, স্মরণের যাত্রায় থেকে নিজের হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত করতে হবে। পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। এই ড্রামাকে যথার্থ রীতিতে বুঝতে হবে।

২) এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও স্মরণ করবে না। কর্মযোগী হতে হবে। সর্বদা হাসিখুশিতে থাকার অভ্যাস করতে হবে। কখনও কান্নাকাটি করবে না।

বরদান:- সকলের প্রতি শুভ ভাব আর শ্রেষ্ঠ ভাবনা ধারণ করে হংস বুদ্ধি হোলি হংস ভব*

ব্যখ্যা :- হংস বুদ্ধি অর্থাৎ সর্বদা প্রত্যেক আত্মার প্রতি শ্রেষ্ঠ আর শুভ চিন্তক। প্রথমে প্রত্যেক আত্মার ভাবকে বুঝে, তারপর ধারণকারী হবে। কখনো বুদ্ধিতে কোন আত্মার প্রতি অশুভ বা সাধারণ ভাব ধারণ যেন না হয়। সর্বদা শুভ ভাব আর শুভ ভাবনা যে রাখে সেই হোলি হংস হবে। সে কোন আত্মার অকল্যাণের কথা শুনে বা দেখেও অকল্যাণকে কল্যাণের বৃত্তিতে পরিবর্তিত করে দেবে। তার দৃষ্টি প্রত্যেক আত্মার প্রতি শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ স্নেহের হবে।

স্লোগান:- প্রেমে ভরপুর এমন গঙ্গা হও, যার কারণে তোমার মধ্যে প্রেমের সাগর বাবাকে দেখা যাবে*

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরাতন দুনিয়ার সুখ তো ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণ-ভঙ্গুর, এগুলো কিছুই সঙ্গে যাবে না, তাই অবিনাশী উপার্জন সঞ্চয় করো"

প্রশ্নঃ - বাবার পড়াশুনাতে তোমাদেরকে কোন্ বিদ্যা শেখানো হয় না ?

উত্তরঃ - ভূত বিদ্যা (Occult power) । কারোর সংকল্প জানার চেষ্টা করাকে ভূত বিদ্যা বলা হয়। তোমাদেরকে এই বিদ্যা শেখানো হয় না। বাবা কোনো থট-রিডার নন। তিনি হলেন জানি-জাননহার অর্থাৎ নলেজফুল। বাবা তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক পড়াশুনা পড়ানোর জন্য আসেন। এই পড়ার দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের জন্য বিশ্বের রাজস্ব পেয়ে যাও।

ওম্ শান্তি । ভারতে ভারতবাসীরা গান গায় - আত্মা এবং পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা থেকেছে। এখন বাচ্চারা জেনেছে যে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তিনি নিজের পরিচয়ের সাথে সাথে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তিমের পরিচয়ও দিচ্ছেন। কেউ কেউ পাকাপাকি ভাবে নিশ্চিত হয়েছে, কেউ হয়তো একটু কম বুঝেছে। বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। বাচ্চারা জানে যে আমরা জীব আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার সম্মুখে বসে আছি। গাওয়া হয়ে থাকে - আত্মা এবং পরমাত্মা অনেক দিন আলাদা থেকেছে। কিন্তু আত্মা যখন মূলবতনে থাকে তখন তো আলাদা থাকার প্রশ্নই আসে না। এখানে এসে যখন জীব-আত্মা হয়ে যায়, তখনই পরমাত্মা পিতার থেকে আত্মারা আলাদা হয়ে যায়। পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে আলাদা হয়ে এখানে ভূমিকা পালন করতে আসে। আগে তো কোনো অর্থ না বুঝে এমনই গান করত। এখন স্বয়ং বাবা বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা জানে যে আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে আলাদা হয়ে এখানে ভূমিকা পালন করতে আসি। তোমরাই সবার আগে শিববাবার কাছ থেকে আলাদা হয়েছ, তাই সবার আগে তোমাদের সাথেই শিববাবা সাক্ষাৎ করছেন। *খাস তোমাদের জন্যই বাবাকে আসতে হয়।* আগের কল্পেও এই বাচ্চাদেরকেই পড়িয়েছিলাম যারা পরবর্তী কালে স্বর্গের মালিক হয়েছিল। তখন অন্য কোনো ভূখন্ড ছিল না। বাচ্চারা জানে যে আমরা আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের অন্তর্গত ছিলাম যাকে ডিটি রিলিজিয়ন (দেবধর্ম) কিংবা ডিটি ডিনায়িস্টী (দেব সাম্রাজ্য) বলা হয়। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ধর্ম থাকে। বলা হয় রিলিজিয়ন ইজ মাইট বা ধর্মই শক্তি। ধর্মের মধ্যেই শক্তি থাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে কতোই না শক্তি ছিল। কিন্তু ভারতবাসীরা তো নিজের ধর্মকেই জানে না। কারোর বুদ্ধিতেই আসেনা যে ভারতে বরাবর এনাদেরই ধর্ম ছিল। ধর্মকে না জানার কারণে ভারতবাসীরা ইরিলিজিয়াস (অধার্মিক) হয়ে গেছে। রিলিজিয়নে ফেরত আসার ফলে তোমাদের মধ্যে অনেক শক্তি চলে আসে। তোমরা লৌহযুগের পাহাড়কে সরিয়ে স্বর্ণযুগী বানিয়ে দাও। ভারতকে সোনার পাহাড় বানিয়ে দাও। ওখানে খনিগুলো সোনায়ে ভরপুর থাকবে। সোনার পাহাড় থাকবে যেগুলো ওখানে উন্মুক্ত হবে। সোনা গলিয়ে ইট বানানো হবে। ওইরকম বড়ো বড়ো ইট দিয়েই ঘর-বাড়িগুলো বানানো হবে। মায়া বিল্লির খেলাও দেখানো হয়। ওগুলো সব গল্প কাহিনী। বাবা বলছেন - আমি এখন তোমাদেরকে এসবের সারকথা শোনাচ্ছি। দেখানো হয়েছে - কেউ ধ্যানে বসে দেখলো যে সে ঝুলি ভর্তি করে নিয়ে আসছে, অথচ ধ্যান ভাঙার পরে দেখল কিছুই নেই। তোমাদের ক্ষেত্রেও এইরকম হয়। এটাকে দিব্যদৃষ্টি বলা হয়। এতে কিছুই লাভ হয় না। অনেকেই প্রগাঢ় ভক্তি করে থাকে। ওদের ওই ভক্তমালা আলাদা আর এই জ্ঞানমালা আলাদা। রুদ্রমালা আর বিষ্ণুমালা বলা হয়। ঐগুলো সব ভক্তিমার্গের মালা। এখন তোমরা রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য পড়ছ। তোমাদের বুদ্ধি টিচার এবং রাজত্বের সাথেই যুক্ত আছে। কলেজেও পড়াশুনার সময়ে বুদ্ধি টিচারের সাথে যুক্ত থাকে। যে ব্যারিস্টার, সে শিক্ষা দিয়ে তার মতোই তৈরি করে। কিন্তু এখানে তো বাবা স্বয়ং ঐরকম হন না। এখানে এটাই আশ্চর্যের বিষয়। এটাই হলো তোমাদের আধ্যাত্মিক পড়াশুনা। তোমাদের বুদ্ধি শিববাবার সাথে যুক্ত রয়েছে। ওনাকেই নলেজফুল বা জ্ঞানের সাগর বলা হয়। জানি-জাননহার শব্দের অর্থ এটা নয় যে তিনি বসে বসে সকলের মনের কথা জানবেন, কার মনে কি চলছে সেইসব জানবেন। যারা থট-রিডার, তারা এইসব শোনায়। ওটাকে ভূত বিদ্যা বলা হয়। এখানে তো বাবা মানুষ থেকে দেবতা বানানোর শিক্ষা দেন। মানুষ থেকে দেবতা বানানোর গায়নও রয়েছে। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে আমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি এবং পরের জন্মে দেবতা হব। আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মেরই গায়ন করা হয়। শাস্ত্রগুলোতে অনেক গল্প কাহিনী লিখে দিয়েছে। এখানে তো স্বয়ং বাবা বসে থেকে পড়াচ্ছেন।

ভগবানুবাচ - ভগবান-ই হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, শান্তির সাগর। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে তিনি উত্তরাধিকার দেন। তোমাদের এই পড়াশুনা পুরো ২১ জন্মের জন্য। তাই কতোই না ভালো করে পড়তে হবে। নূতন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য বাবা কেবল একবার এসে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শিক্ষা দেন। নূতন দুনিয়াতে তো এই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। বাবা বলেন, আমি ব্রহ্মার দ্বারা আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করছি। যখন এই ধর্ম ছিল তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। এখন অন্য সকল ধর্ম রয়েছে। ত্রিমূর্তির ছবি দেখিয়েও তোমরা বোঝাও যে ব্রহ্মার দ্বারা এক ধর্মের স্থাপন হয়। এখন এখানে ওই ধর্ম নেই। গায়ন করা হয় - আমার মতো নিগুণের মধ্যে কোনো গুণ নেই, তুমিই স্বয়ং দয়া করো...। যখন এইরকম বলা হয় তখন বুদ্ধি গড় ফাদারের দিকেই চলে যায়। তাঁকেই মার্সিফুল বা দয়ার সাগর বলা হয়। বাবা তো বাচ্চাদের সকল দুঃখ দূর করে ১০০ শতাংশ সুখ দেওয়ার জন্যই আসেন। তিনি কতোই না দয়া করেন। তোমরা এখন বুঝেছ যে আমরা যেহেতু বাবার কাছে এসেছি তাই বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ সুখ নিতে হবে। ওটাকে বলা-ই হয় সুখধাম। এটা হলো দুঃখধাম। এই চক্রটাকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে। শান্তিধাম এবং সুখধামকে স্মরণ করলে অস্তিম কালে যেমন মতই, তেমনই গতি লাভ হবে ('অন্ত মতি সো গতি')। শান্তিধামকে স্মরণ করলে তো অবশ্যই শরীরকে ছাড়তে হবে। তাহলেই তো আত্মা শান্তিধামে যেতে পারবে। *কেবল বাবা ছাড়া অন্য কারোর কথা যেন মনে না আসে।* লাইন একেবারে ক্লিয়ার থাকতে হবে। কেবল বাবাকে স্মরণ করলে অন্তরে খুশির পারদ উর্ধ্বগামী হয়। এই পুরাতন দুনিয়ার সুখ তো ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণভঙ্গুর। এগুলো কিছুই সঙ্গে যাবে না। সঙ্গে যাবে কেবল এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন। অর্থাৎ এই জ্ঞান রত্নের দ্বারা যা উপার্জন হবে, সেগুলোই তোমাদের সঙ্গে যাবে, যার প্রাপ্তি তোমরা ২১ জন্ম ভোগ করবে। *তবে হ্যাঁ, বিনাশী ধন-সম্পত্তিও তাদের সঙ্গেই যাবে যারা বাবাকে সহযোগ করবে।* বাবা, তুমি আমাদের এই কড়ির বিনিময়ে ওখানে আমাদেরকে মল বানিয়ে দিও। বাবা এই কড়ির বিনিময়ে কতো রত্ন দান করেন। আমেরিকার লোকেরা এইরকম অনেক অর্থ খরচ করে পুরাতন জিনিস কেনে। মানুষ ওইসব পুরাতন জিনিসগুলো চড়া দামে বিক্রি করে। আমেরিকার লোকদের কাছ থেকে পাই পয়সার জিনিসের বিনিময়ে হাজার হাজার টাকা নিয়ে নেয়। বাবাও কতো ভালো গ্রাহক। ভোলানাথের গায়ন রয়েছে। মানুষ তো ওইসব কিছুই জানে না। ওরা শিব আর শঙ্করকে অভিন্ন বলে দেয়। তাঁর উদ্দেশ্যে বলে - ঝুলি ভরে দাও। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছ যে আমরা যেসব জ্ঞান রত্ন পাচ্ছি, সেগুলোর দ্বারা-ই আমাদের ঝুলি ভরপুর হয়ে যাচ্ছে। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। ওরা তো শঙ্করকে দেখিয়ে বলে - ধুতরা খায়, ভাঙ খায়। যতসব আজগুবি কথা বসে বসে বানিয়েছে। তোমরা বাচ্চারা এখন সদগতি প্রাপ্তির জন্য পড়াশুনা করছ। এটা হলো একদম শান্ত থাকার পড়াশুনা। এইরকম আলো জ্বালানো হয় এবং জাঁকজমক করা হয় যাতে মানুষ এসে জিপ্তেস করে যে তোমরা এতো ধুমধাম করে কেন শিব জয়ন্তী পালন করো ? শিববাবা-ই তো ভারতকে বিত্তবান বানায়। লক্ষ্মী-নারায়নকে স্বর্গের মালিক কে বানিয়েছে সেটা কি তোমরা জানো ? আগের জন্মে লক্ষ্মী-নারায়ন কি ছিলেন ? আগের জন্মে ইনি জগৎ আত্মা জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী ছিলেন। পরের জন্মে তিনি রাজ-রাজেশ্বরী হয়েছিলেন। তাহলে পদ মর্যাদার দিক দিয়ে বড়ো কে ? হয়তো ইনি স্বর্গের মালিক ছিলেন, কিন্তু জগৎ আত্মা কোথাকার মালিক ছিলেন ? তাঁর কাছে মানুষ কেন যায় ? ব্রহ্মারও ১০০টা হাত, ২০০টা হাত, ১ হাজারটা হাত দেখানো হয়। সন্তানের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, হাতের সংখ্যাও তত বাড়তে থাকে। জগৎ আত্মার ক্ষেত্রেও লক্ষ্মীর থেকে বেশি হাত দেখানো হয়েছে। ওনার কাছে গিয়েই সবকিছু প্রার্থনা করে। সন্তান হওয়ার কিংবা অন্য অনেক আশা নিয়ে যায়। কিন্তু লক্ষ্মীর কাছে কখনো এইরকম প্রার্থনা করে না। তিনি তো কেবল বিত্তবান ছিলেন। কিন্তু জগৎ আত্মার কাছ থেকে স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। মানুষ এটাও জানে না যে জগৎ আত্মার কাছ থেকে কি প্রার্থনা করা উচিত। এটা তো পড়াশুনা। জগৎ আত্মা কোন বিষয় নিয়ে পড়ছেন ? রাজযোগ। এটাকে আবার বুদ্ধিযোগও বলা হয়। অন্য সবকিছু থেকে তোমাদের বুদ্ধির যোগ সরে গিয়ে কেবল বাবার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। বুদ্ধি তো অনেক দিকে ছুটে বেড়ায়। বাবা এখন বলছেন - আমার সাথেই বুদ্ধি যুক্ত করো, নাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। তাই বাবা ফটো তুলতেও বারণ করেন। এই শরীরটা তো এনার।

বাবা স্বয়ং দালাল রূপে বলছেন - তোমাদের ওই গাঁটছড়ার বন্ধন ক্যানসেল হয়ে গেছে। এখন কাম বাসনার চিতা থেকে নেমে এসে জ্ঞানের চিতায় বসো। কাম বিকারের চিতা থেকে নেমে এসো। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে আমাকে অর্থাৎ নিজ পিতাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনষ্ট হবে। কোনো মানুষ কখনো এইরকম বলতে পারবে না। মানুষকে কখনো ভগবান বলা যাবে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। তিনি এসেই কাম বিকারের চিতা থেকে নামিয়ে জ্ঞানের চিতায় বসিয়ে দেন। তিনি হলেন আত্মিক পিতা। এনার মধ্যে বসে থেকে তিনি বলছেন - তোমরাও আত্মা। অন্যদেরকেও এটা বোঝাও। বাবা বলছেন - "মন্মনা ভব"। মন্মনা শব্দটা উচ্চারণ করলেই তাঁর স্মরণ চলে আসবে। এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশও অতি নিকটে। বাবা বোঝাচ্ছেন, এটা হলো ভয়ঙ্কর মহাভারতের লড়াই। কেউ হয়তো বলবে - লড়াই তো বিদেশেও হয়, তাহলে এটাকে মহাভারতের লড়াই বলা হয় কেন ? ভারতেই তো যজ্ঞের রচনা

হয়েছে। এখান থেকেই তো বিনাশের অগ্নি নির্গত হয়েছিল। মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের জন্য যদি নুতন দুনিয়ার প্রয়োজন হয়, তবে এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এখান থেকেই মূল লড়াই আরম্ভ হয়। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই ভয়ঙ্কর লড়াই এবং বিনাশের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। হয়তো শাস্ত্রতে লেখা আছে, কিন্তু কে বলেছে সেটা কেউ জানে না। বাবা এখন নুতন দুনিয়ার জন্য এইসব বোঝাচ্ছেন। তোমরা এখন রাজস্ব নিষ্ক, দেবী-দেবতা হচ্ছ। তোমাদের রাজস্ব অন্য কেউ থাকবে না। আসুরিক দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে আমরা তো কালকেই রাজস্ব করতাম। বাবা আমাদেরকে রাজস্ব দিয়েছিলেন। তারপর ৮৪ জন্ম নিয়েছি। এখন পুনরায় বাবা এসেছেন। তোমাদের মতো বাচ্চাদের মধ্যে এইসব জ্ঞান রয়েছে। বাবা স্বয়ং এই জ্ঞান দিয়েছেন। যখন দেবতা ধর্ম স্থাপন হয় তখন সমগ্র আসুরিক জগতের বিনাশ হয়ে যায়। বাবা নিজে বসে থেকে ব্রহ্মার দ্বারা এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মাও শিববাবার সন্তান। বিষ্ণুর বিষয়েও বোঝানো হয়েছে - ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু এবং বিষ্ণু থেকেই ব্রহ্মা হয়। তোমরা এখন বুঝে গেছ যে আমরা বর্তমানে ব্রাহ্মণ জন্মে রয়েছি, এরপর দেবতা হব, তারপরে আবার ৮৪ জন্ম নেব। যেহেতু কেবল বাবা-ই এই জ্ঞান দান করেন, সুতরাং অন্য কোনো মানুষের কাছ থেকে কিভাবে এই জ্ঞান পাওয়া সম্ভব ? গোটাটাই বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করার বিষয়। বাবা বলছেন, অন্য সবদিক থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করো। বুদ্ধিটাই বিগড়ে যায়। বাবা উপদেশ দিচ্ছেন - আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনষ্ট হবে। গৃহস্থ জীবনে থাকতে চাইলে থাকো। এম অবজেক্ট তো সামনেই রয়েছে। তোমরা জানো যে আমরা পড়াশুনা করে এইরকম হব। তোমাদের এই পড়াশুনা কেবল সঙ্গমযুগের জন্য। এখন তোমরা ওদিকেও নেই, এদিকেও নেই। তোমরা এখন বাইরে আছ। বাবাকে তো মাঝিও বলা হয়। গান করে - আমাদের নৌকা তীরে নিয়ে চলো...। এটা নিয়ে একটা গল্পও আছে। কেউ কেউ চলতে শুরু করে দেয়, কেউ আবার থেমে যায়। বাবা এখন বলছেন - আমি নিজে বসে থেকে এই ব্রহ্মার মুখ দ্বারা জ্ঞান শোনাই। ব্রহ্মা এলো কোথা থেকে ? যিনি প্রজাপিতা, তাঁকে তো অবশ্যই এখানে থাকতে হবে। আমি এনাকে দত্তক নিই এবং একটা নামও রাখি। তোমরাই হলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তোমরা কলিযুগের অন্তিমেরও রয়েছ এবং তোমরাই আবার সত্যযুগের শুরুতেও আসবে। সবার আগে তোমরাই বাবার থেকে আলাদা হয়ে ভূমিকা পালন করতে এসেছো। তবে আমাদের মধ্যেও তো সবাই এইরকম নয়। এটাও বুঝতে পারা যাবে যে কারা কারা পুরো ৮৪ জন্ম নেয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের ক্ষেত্রে তো গ্যারেন্টি রয়েছে। এনাদের জন্যই শ্যাম-সুন্দরের গায়ন করা হয়। দেবী দেবতার সূন্দর ছিলেন। ওনারা শ্যাম থেকে সুন্দর হয়েছিলেন। গ্রামের বেয়াদব ছেলে থেকে পরিবর্তিত হয়ে সুন্দর হয়ে যায়। আজকাল সব ছেলে মেয়েই বেয়াদব হয়ে গেছে। এগুলো সব অসীম জগতের বিষয়, যেটা কেউই জানে না। কতো ভালোভাবে বোঝানো হয়। সার্জেন তো সকলের জন্যই এক। ইনি হলেন অবিনাশী সার্জেন। যোগকে অগ্নি বলা হয়। কারন যোগের দ্বারা-ই আত্মার খাদ নির্গত হয়। যোগ-অগ্নির দ্বারা-ই তমোপ্রধান আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যায়। আগুন কম থাকলে খাদ নির্গত হবে না। স্মরণ করাকেই যোগ-অগ্নি বলা হয়। এর দ্বারা-ই বিকর্মের বিনাশ হয়। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে কতো করে বোঝাই। এগুলো তো ধারণ করতে হবে। ঠিক আছে, "মন্বনা ভব"। এই বিষয়ে ক্লান্ত হলে চলবে না। বাবাকে স্মরণ করতেই ভুলে যায়। ইনি হলেন সকল পতির পতি, যিনি জ্ঞানের দ্বারা তোমাদেরকে সাজাচ্ছেন। নিরাকার পিতা বলছেন - অন্য সবকিছু থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে আমাকে অর্থাৎ নিজ পিতাকে স্মরণ করো। বাবা তো সকলের অভিন্ন। তোমাদের এখন উন্নতি হচ্ছে। বলা হয়, তোমাদের কল্যাণেই সকলের কল্যাণ। বাবা তো সকলের কল্যাণ করার জন্যই এসেছেন। রাবন সবাইকে দুর্গতিতে নিয়ে যায়, রাম সবাইকে সদগতিতে নিয়ে যায়। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার স্মরণের দ্বারা অসীম সুখের অনুভব করার জন্য বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার থাকতে হবে। স্মরণ অগ্নিরূপ হলেই আত্মা সতোপ্রধান হবে।

২) বাবা কড়ির বদলে রত্ন দেন। এইরকম ভালোনাথ বাবার কাছে নিজের ঝুলি ভর্তি করতে হবে। শান্ত থাকার পাঠ পড়ে সদগতি প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদান:- তিন ধরনের বিজয়ের মেডেল প্রাপ্ত করে সদা বিজয়ী ভব*

বিজয় মালাতে নম্বর নেওয়ার জন্য প্রথমে নিজের ওপর বিজয়ী, তারপর সকলের ওপরে বিজয়ী এবং

তারপর প্রকৃতির ওপরে বিজয়ী হও। এই তিন ধরনের বিজয়ের মেডেল প্রাপ্ত করলেই বিজয় মালার দানা হতে পারবে। নিজের ওপর বিজয়ী মানে নিজের ব্যর্থ চিন্তা-ভাবনা এবং স্বভাবকে শ্রেষ্ঠ ও শুভ ভাবনার দ্বারা পরিবর্তন করা। যে এইভাবে নিজের ওপরে বিজয়ী হয়, সে অন্যের ওপরেও বিজয়ী হতে পারে। প্রকৃতির ওপরে বিজয়ী হওয়ার অর্থ হলো বায়ুমন্ডল, ভাইরেশন এবং স্থূল প্রাকৃতিক সমস্যা গুলোর ওপরে বিজয়ী হওয়া।

স্লোগান:-

যিনি নিজ কর্মেন্দ্রিয়ের ওপরে সম্পূর্ণ রাজত্ব করতে পারেন, তিনিই সত্যিকারের রাজযোগী।*

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমাদের নিজেদের যোগবলের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকে পবিত্র করে তুলতে হবে, তোমরা যোগবলের দ্বারাই মায়া উপর বিজয় প্রাপ্ত করে জগৎজীত হতে পারো"

প্রশ্ন:- বাবার ভূমিকা কি, সেই ভূমিকা তোমরা বাচ্চারা কিসের আধারে জানতে পেরেছ ?

উত্তর:- বাবার ভূমিকা হলো- সকলের দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করা, রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। বাবা যখন আসেন তো ভক্তির রাত্রি সম্পূর্ণ হয়। বাবা স্বয়ং তোমাদেরকে তাঁর নিজের আর নিজের সম্পদের পরিচয় দেন। তোমরা এক বাবাকে জানলেই সব কিছু জেনে যাবে।

গীত:- তুমিই মাতা, পিতাও তুমিই ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা ওম্ শান্তির অর্থ বুঝেছে, বাবা বুঝিয়েছেন আমরা হলাম আত্মা, এই সৃষ্টি ড্রামার ভিতরে হলো আমাদের মুখ্য পার্ট। কার পার্ট ? আত্মা শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। বাচ্চাদের তো এখন আত্ম-অভিমানী করে তোলা হচ্ছে। এতোটা সময় দেহ-অভিমানী ছিলে। এখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আমাদের বাবা এসেছেন ড্রামা প্ল্যান অনুসারে। বাবা আসেনও রাত্রিতে। কখন আসেন তার কোনো তিথি-তারিখ কিছু নেই। তিথি তারিখ তাদের হয় যারা লৌকিক জন্ম গ্রহণ করে। ইনি তো হলেন পারলৌকিক বাবা। এনার লৌকিক জন্ম হয় না। কৃষ্ণের তিথি, তারিখ, সময় ইত্যাদি সব দেওয়া হয়। এঁনার ক্ষেত্রে তো বলা হয় দিব্য জন্ম। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে বলে দেন যে এটা হলো অসীম জগতের ড্রামা। ওর মধ্যে অর্ধ-কল্প হলো রাত। যখন রাত অর্থাৎ ঘোর অন্ধকার হয় তখন আমি আসি। তিথি-তারিখ কিছু নেই। এই সময় ভক্তিও হলো তমোপ্রধান। অর্ধ-কল্প হলো অসীম জগতের দিন। বাবা নিজে বলেন আমি এঁনার(ব্রহ্মা বাবার) মধ্যে প্রবেশ করেছি। গীতাতে আছে ভগবানুবাচ, কিন্তু ভগবান মানুষ হতে পারেন না। কৃষ্ণও হলো দৈবী গুণ সম্পন্ন। এটা হলো মনুষ্যলোক। এটা দেবলোক না। গানও করে ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ...তিনি হলেন সূক্ষ্মলোকবাসী। বাচ্চারা জানে সেখানে হাড়-চামড়া থাকে না। সে হলো সূক্ষ্ম সাদা ছায়া। মূলবতনে বা অমরলোকে আত্মার না সূক্ষ্ম শরীর ছায়া সম্পন্ন থাকে, না হাড় মাসের হয়। এই কথা যেকোনো মানুষ জানে না। বাবা এসেই শোনান, ব্রাহ্মণরাই শোনে, আর কেউ শোনে না। ব্রাহ্মণ বর্ণ হয়ই ভারতে, সেটাও তখনই হয় যখন পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা করেন। এখন এঁনাকে রচয়িতাও বলা হবে না। এমন নয় যে তিনি নূতন কিছু কেউ রচনা করেন। শুধুমাত্র রিজুবিনেট(নব রূপে স্থাপনা) করেন। ডাকেও- হে বাবা, পতিত দুনিয়াতে এসে আমাদের পবিত্র করে। এখন তোমাদের পবিত্র করে তুলছেন। তোমরা আবার যোগবলের দ্বারা এই সৃষ্টিকে পবিত্র করে তুলছো। মায়া উপর বিজয় প্রাপ্ত করে তোমরা জগতজীত হয়ে উঠছো। যোগবলকে সাইন্স বলও বলা হয়। ঋষি-মুনি ইত্যাদি সকলে শান্তি চায় কিন্তু শান্তির অর্থ তো জানে না। এখানে তো অবশ্যই ভূমিকা পালন করতে হবে। শান্তিধাম হলো সুইটসাইলেন্স হোম। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এখন জ্ঞাত হয়েছে যে আমাদের নিজ গৃহ হলো শান্তিধাম। এখানে আমরা ভূমিকা পালন করতে আসি। বাবাকেও ডাকে- হে পতিত-পাবন, দুঃখ মোচনকারী, সুখ দাতা এসো, আমাদের এই রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করো। ভক্তি হলো রাত, জ্ঞান হলো দিন। রাত হলো মুদাবাদ (মৃত্যুর ডাক দেয়), আবার জ্ঞান হলো জিন্দাবাদ(জীবনের ডাক দেয়)। এই খেলা হলো সুখ আর দুঃখের। তোমরা জানো প্রথমে আমরা স্বর্গে ছিলাম আবার নামতে-নামতে এসে নীচে হেলে(নরকে) পড়েছি। কলিযুগ কবে নিঃশেষ হবে আবার সত্যযুগ কবে আসবে এটা কেউ জানে না। তোমরা বাবাকে জানো বলে বাবার দ্বারা সব কিছু জেনে গেছো। মানুষ ভগবানকে খোঁজার জন্য কতো ধাক্কা খায়। বাবাকে জানেই না। তখনই জানে যখন বাবা এসে নিজের আর ওনার সম্পত্তির পরিচয় দেন। উত্তরাধিকার বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়, মায়ের থেকে নয়। এঁনাকে মাষ্টাও বলা হয়, কিন্তু এঁনার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না, ওনাকে স্মরণও করতে হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও হলো শিবের বাচ্চা- এটাও কেউ জানে না। অসীমের সমগ্র দুনিয়ার রচয়িতা একমাত্র বাবা। এছাড়া সব হলো ওনার রচনা যিনি এই পার্থিব জগতের রচয়িতা। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। মানুষ বাবাকে না জানলে কাকে স্মরণ করবে ? এই জন্য বাবা বলেন কতো নির্ধন হয়ে পড়ে আছে। এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত। ভক্তি আর জ্ঞান দুটোতেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম হলো- দান করা। ভক্তি মার্গে ঈশ্বরের নিমিত্তে দান করে থাকে। কিসের জন্য ? কোনো কামনা তো অবশ্যই থাকে। মনে করে যেমন কর্ম করবো সেরকম ফল অন্য জন্মে প্রাপ্ত হবে, এই জন্মে যা করবো তার ফল পরের জন্মে প্রাপ্ত হবে। জন্ম-জন্মান্তর পাওয়া যায় না। এক জন্মের জন্য ফল প্রাপ্ত হয়। সব চেয়ে ভালো কর্ম হলো দান। দানীকে পূণ্য আত্মা বলা হয়। ভারতে যতো দান হয়

তেমন আর কোনো দেশে হয় না। বাবাও এসে বাচ্চাদের দান করে, বাচ্চারা আবার বাবাকে দান করে। বলে বাবা আপনি এলে তো আমি নিজের তন-মন-ধন সব আপনাকে সঁপে দেবো। আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। বাবাও বলেন আমার কাছে তোমরা বাচ্চাই হলে। আমাকে বলেই হেভেনলী গড ফাদার অর্থাৎ স্বর্গের স্থাপনা করতে সক্ষম। আমি এসে তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করি। বাচ্চারা আমার নিমিত্তে সব কিছু দিয়ে দেয়- বাবা সব কিছু হলো আপনার। ভক্তি মার্গেও বলা হতো- বাবা, এই সব কিছু আপনাকে দেওয়া আছে। আবার সেটা চলে গেলে দুঃখী হয়ে পড়ে। সেটা হলো ভক্তির অল্প সময়ের সুখ। বাবা বোঝান ভক্তি মার্গে তোমরা আমাকে ইনডাইরেক্ট দান-পূণ্য করো। তার ফল তো তোমাদের প্রাপ্ত হতে থাকে। এখন এই সময়ে তোমাদের কর্ম-অকর্ম বিকর্মের রহস্য বসে বোঝাই। ভক্তি মার্গে তোমরা যেমন কর্ম করো তার অল্পকালের সুখও আমার দ্বারা তোমাদের প্রাপ্ত হয়। এই ব্যাপারে দুনিয়ার কেউ জানে না। বাবা এসেই কর্মের গতি বোঝান। সত্যযুগে কেউ কোনো খারাপ কাজ করেই না। সর্বদা সুখ আর সুখ। স্মরণও করে সুখধাম, স্বর্গের। এখন বসে আছে নরকে। তবুও বলে দেয়- অমুকের স্বর্গে গমন হয়েছে। কিন্তু তমোপ্রধান হওয়ার কারণে তারা কিছু জানতে পারে না যে স্বর্গ কি, নরক কি হয় ? অসীম জগতের পিতা বলেন তোমরা সকলে কতো তমোপ্রধান হয়ে গেছো। ড্রামাকে তো জানো না। মনেও করে যে সৃষ্টির চক্র আবর্তিত হয় তো অবশ্যই হুবহু আবর্তিত হবে যে না! তারা শুধু বলার জন্যই বলে। এখন এটা হলো সপ্তম যুগ। এই একই সপ্তম যুগের গায়ন আছে। অর্ধ-কল্প দেবতাদের রাজ্য চলে আবার সেই রাজ্য কোথায় চলে যায়, কারা জিতে নেয়? এটাও কারোর জানা নেই। বাবা বলেন রাবণ জিতে নেয়। তারা আবার দেবতাদের আর অসুরের লড়াই বসে দেখিয়েছে। এখন বাবা বোঝান- পাঁচ বিকার রূপী রাবণের কাছে পরাজিত হয়ে আবার বিজয়ও প্রাপ্ত করে রাবণের উপর। বাবা আসেন বিজয় প্রাপ্ত করাতে। এটা হলো খেলা যে না! মায়ার উপর পরাজিত হলে পরাজয়, মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত হলে জয়। বিজয় বাবা প্রাপ্ত করিয়ে দেন সেইজন্য তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা হয়। রাবণও কম শক্তিমান নয়। কিন্তু সে দুঃখ দেয়, সেইজন্য তার মহিমার সুখ্যাতি নেই। রাবণ হলো খুবই শক্তি সম্পন্ন। তোমাদের রাজত্বই কেড়ে নেয়। এখন তোমরা বুঝে গেছো- আমরা কীভাবে পরাজিত হই আবার কীভাবে বিজয় প্রাপ্ত করি? আত্মা চায়ও আমাদের যেন শান্তি থাকে। আমরা নিজেদের গৃহে ফিরে যাবো। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার জন্য বোঝে না। ভগবান হলেন বাবা, অবশ্যই তাই বাবার থেকে উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয়। প্রাপ্তও অবশ্যই হয় কিন্তু কবে প্রাপ্ত হয় আবার কবে হারিছে ফেলেছে, এ'কথা তারা জানে না। বাবা বলেন আমি এই ব্রহ্মা তন দ্বারা তোমাদের বসে বোঝাই। আমারও যে অরগ্যান্স চাই না! আমার তো নিজের কর্মেন্দ্রীয় নেই। সূক্ষ্মবতনেও কর্মেন্দ্রীয় আছে। চলতে ফিরতে যেমন মুক্তি বায়োস্কোপ হয়, এই মুক্তি, টকী এক হয়ে বায়োস্কোপ বের হলে বাবারও বোঝাতে সহজ হলো। তাদের হলো বাহুবল, তোমাদের হলো যোগবল। সেই দুই ভাই(রাশিয়া ও আমেরিকা) যদি নিজেদের মধ্যে মিলে যায় তবে বিশ্বের উপর রাজত্ব করতে পারে। কিন্তু এখন তো তারা বিচ্ছিন্ন। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সাইলেন্সের শুদ্ধ গর্ববোধ থাকা উচিত। তোমরা মন্মনাভবের আধারে সাইলেন্স দ্বারা জগতজীত হয়ে যাও। সেটা হলো সায়েন্স- দস্ত। তোমরা সাইলেন্স গর্বে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারা তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। অনেক সহজ উপায় বলে দেওয়া হয়। তোমরা জানো যে শিববাবা এসেছেন আবার আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করতে। তোমাদের যা কিছু কলিযুগী কর্মবন্ধন আছে, বাবা বলেন সে সমস্ত ভুলে যাও। ৫ বিকারও আমাকে দান করে দাও। তোমরা যে আমার আমার করে এসেছো, আমার স্বামী, আমার অমুক- সে সমস্ত ভুলতে থাকো। সব দেখেও ওর থেকে মায়া- মমতা মিটিয়ে দাও। এই কথা বাচ্চাদেরই বোঝানো হয়। যারা বাবাকে জানেই না, তারা তো এই ভাষাকেও বুঝতে পারবে না। বাবা এসে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। দেবতারা থাকেই সত্যযুগে। কলিযুগে হয় মানুষ। এখনো পর্যন্ত তাদের চিহ্ন আছে অর্থাৎ চিত্র আছে। আমাকে বলেই পতিত-পাবন। আমি তো ডিগ্রেড হই না। তোমরা বলো আমরা পবিত্র ছিলাম আবার ডিগ্রেড হয়ে পতিত হয়েছি। এখন আপনি এসে পবিত্র করলে আমরা নিজ গৃহে যাবো। এটা হলো স্প্রীচুয়াল নলেজ। অবিনাশী জ্ঞান রত্ন যে না! এটা হলো নূতন নলেজ। এখন তোমাদের এই নলেজ শেখাচ্ছি। রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলে দিই। এখন এটা তো হলো পুরানো দুনিয়া। এর মধ্যে তোমাদের যে কেউ মিত্র সম্বন্ধী ইত্যাদি আছে, দেহ সহ সকলের সাথে মমতা মিটিয়ে দাও। বাচ্চারা, এখন তোমরা নিজেদের সব কিছু বাবার কাছে সঁপে দাও। বাবা আবার স্বর্গের বাদশাহী ২১ জন্মের জন্য তোমাদের হাতে তুলে দেন। লেন-দেন হয় যে না! বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য দেন। ২১ জন্ম ২১ প্রজন্ম গাওয়া হয় যে না অর্থাৎ ২১ জন্ম সম্পূর্ণ লাইফ চলতে থাকে। মাঝখানে কখনো শরীর ছাড়তে পারে না। অকাল মৃত্যু হয় না। তোমরা অমর হয়ে অমরপুরীর মালিক হও। মৃত্যু কখনো তোমাদের গ্রাস করতে পারে না। এখন তোমরা মরণের জন্য পুরুষার্থ করছো। বাবা বলেন দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধ ছেড়ে এক বাবার সাথে সম্বন্ধ রাখতে হবে। এখন যেতে হবেই সুখের সম্বন্ধে। দুঃখের বন্ধনকে ভুলতে থাকবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র হতে হবে বাবা বলেন মামেকম (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো, সাথে-সাথে দেবী গুণও ধারণ করো। এই দেবতাদের মতো হতে হবে। এই হলো এম অবজেক্ট। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ

স্বর্গের মালিক ছিলো, এরা কীভাবে রাজ্য পেলো, আবার কোথায় গেল, এটা কারোর জানা নেই। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। কাউকে দুঃখ দিতে নেই। বাবা হলেনই দুঃখ মোচনকারী, সুখ দাতা। তাই তোমাদেরও সকলকে সুখের রাস্তা বলে দিতে হবে অর্থাৎ অন্ধের লাঠি হতে হবে। বাবা এখন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করেছেন। তোমরা জানো, বাবা কীভাবে ভূমিকা পালন করেন। এখন বাবা যা তোমাদের পড়াচ্ছেন, সেই পড়াশুনা আবার প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দেবতাদের মধ্যে এই নলেজ থাকে না। তোমরা ব্রহ্মা মুখবংশাবলী ব্রাহ্মণরাই রচয়িতা আর রচনার জ্ঞানকে জানো। আর কেউ জানতে পারে না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদির মধ্যেও যদি এই জ্ঞান থাকতো তো পরম্পরায় চলে আসতো। ওখানে জ্ঞানের প্রয়োজনই হয় না কারণ সেখানে হলোই সঙ্গতি। এখন তোমরা সব কিছু বাবাকে প্রদান করো, তাই আবার বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য সব কিছু দিয়ে দেন। এরকম দান কখনো হয় না। তোমরা জানো যে আমরা সর্বস্ব দিয়ে দিই- বাবা এই সব কিছু হলো আপনার, আপনিই আমাদের সব কিছু। স্বমেব মাতাশ্চ পিতা...ভূমিকা তো পালন করে যে না! বাচ্চাদের এডাপ্টও করেন আবার নিজেই পড়ান। আবার স্বয়ং গুরু হয়ে সবাইকে নিয়ে যান। বলেন যে তোমরা আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে, আবার তোমাদের সাথে নিয়ে যাবো। এই যজ্ঞ রচনা করা হয়েছে। এটা হলো শিব জ্ঞান যজ্ঞ, এর মধ্যে তোমরা তন-মন-ধন সব স্বাহা করে দাও। খুশীতে সব অর্পণ করা হয়ে যায়। বাকি আত্মা থেকে যায়। বাবা, ব্যাস এখন আমরা আপনার শ্রীমতেই চলবো। বাবা বলেন যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র হয়ে উঠতে হবে। ৬০ বছরের আয়ু যখন হয় তখন বাণপ্রস্থে যাওয়ার প্রস্তুতি করতে থাকে কিন্তু সেখানে কেউ ফিরে(পরমধামে) যাওয়ার জন্য কি আর প্রস্তুতি নেয়! এখন তোমরা সদ্ধরুর মন্ত্র নাও মন্মনাভব। ভগবানুবাচ- তোমরা আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। সকলকে বলো তোমাদের সকলের(বাবার বাচ্চাদের) হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা। শিববাবাকে স্মরণ করো, এখন নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কলিমুগী সমস্ত কর্মবন্ধনকে বুদ্ধি থেকে ভুলে ৫ বিকারের দান করে আত্মাকে সতোপ্রধান করে তুলতে হবে। একই সাইলেন্সের গর্ববোধ নিয়ে থাকতে হবে।

২) এই রুদ্র যজ্ঞে খুশীর থেকে নিজের তন-মন-ধন সব অর্পণ করে সফল করে তুলতে হবে। এই সময় সব কিছু বাবাকে গচ্ছিত করে ২১ জন্মের বাদশাহী বাবার থেকে নিয়ে নিতে হবে।

বরদানঃ- নিমিত্ত ভাবের স্মৃতি দ্বারা অস্থিরতাকে সমাপ্ত করে সদা অচল অটল ভব*

নিমিত্ত ভাবের দ্বারা অনেক ধরনের আমিশ্র ভাব, আমার-আমার ভাব সহজেই শেষ হয়ে যায়। এই স্মৃতি সমস্ত ধরনের চঞ্চলতার থেকে মুক্ত করে অচল-অটল স্থিতির অনুভব করায়। সেবাতেও পরিশ্রম করতে হয় না। কারণ নিমিত্ত যে হয় তার বুদ্ধিতে সর্বদা এটা স্মরণে থাকে যে- যা আমি করবো, আমাকে দেখে সবাই তাই করবে। সেবাতে নিমিত্ত হওয়া অর্থাৎ স্টেজের উপর আসা। স্টেজের দিকে স্বাভাবিকভাবেই সকলের দৃষ্টি যায়। তাই এই সচেতনতাও তোমার সেন্টির(নিরাপত্তার) মাধ্যম হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- সব রকম ব্যাপার থেকেই পৃথক হয়ে থাকলে পরমাত্ম বাবার সহায়তার অনুভব হবে*

সঙ্কল্পের ভাষা- সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা

আজ বাপদাদার সামনে ডবল রূপে ডবল সভা আয়োজিত হয়েছে। উভয় সভাই স্নেহী বাচ্চাদের সভা। এক, সাকার রূপধারী বাচ্চাদের সভা, দুই, আকাররূপী স্নেহী স্বরূপ বাচ্চাদের সভা। স্নেহের সাগর বাবার সাথে মিলনোৎসব উদযাপন করতে চতুর্দিকের আকার রূপধারী বাচ্চারা বাপদাদার সামনে তাদের স্নেহ প্রত্যক্ষ করচ্ছে। বাপদাদা সব বাচ্চার স্নেহের সঙ্কল্প, হৃদয়ের বিভিন্ন উৎসাহব্যঞ্জক সঙ্কল্প, সেইসঙ্গে তাদের হৃদয়ের বিভিন্ন ভাবনার সাথে স্নেহ-সম্বন্ধের অধিকার থেকে বলা তাদের অধিকার রূপের মিষ্টি-মধুর বিষয়গুলো শুনছেন। প্রত্যেক বাচ্চা নিজের হৃদয়ের অবস্থা, নিজেদের বিভিন্ন প্রবৃত্তির পরিস্থিতির অবস্থা, চোখের ভাষায় সেবা-সমাচারের অবস্থা, স্নেহের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের ভাষায় বাবার সামনে ব্যক্ত করছে। বাপদাদা সব বাচ্চার অন্তরঙ্গ ও মনখোলা আলাপচারিতা তিন রূপে শুনছেন। *এক, চোখের ভাষায়, দুই - ভাবনার ভাষায় এবং তিন - সঙ্কল্পের ভাষায় বাক্যালাপ করছে*। মুখের ভাষা তো কমন ভাষা। সেক্ষেত্রে এই তিন প্রকার ভাষা রুহানী যোগী জীবনের ভাষা, যা আত্মা রূপী বাচ্চারা এবং আত্মাদের পিতা জানেন ও অনুভব করেন। তোমাদের স্থিতি যত অন্তর্মুখী এবং সুইট সাইলেন্স স্বরূপে স্থিত হবে, ততই এই তিন ভাষা দ্বারা সকল আত্মাকে অনুভব করাতে পারবে। এই অলৌকিক ভাষা কতো শক্তিশালী! মুখের ভাষা শুনে এবং শুনিয়ে মেজরিটি লোক ক্লান্ত হয়ে গেছে! মুখের ভাষায় কোনও বিষয়কে স্পষ্ট করতে সময়ও লাগে। কিন্তু চোখের ভাষা ইশারা দেওয়ার ভাষা। মনের ভাবনার ভাষা তোমাদের মুখের অভিব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ হয়। মুখের ভাব মনের ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করায়। যেমন, যখন কেউ কারও সামনে উপস্থিত হলে, সেই ব্যক্তির উপস্থিতি স্নেহপূর্বক হোক বা শত্রু মনোভাবাপন্ন, অথবা স্বার্থ উদ্দেশ্যে, তার মনোভাব চোখে মুখে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কে কোন ভাবনার সাথে এসেছে সেটা চোখে ফুটে ওঠে। সুতরাং, ভাবনার ভাষা তোমরা মুখের ভাব থেকে জানতেও পার, বলতেও পার। একইরকম ভাবে, সঙ্কল্পের ভাষাও অতি শ্রেষ্ঠ ভাষা, কারণ সঙ্কল্প শক্তি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শক্তি, মূল শক্তি। আর এই সঙ্কল্পের ভাষা সবচেয়ে তীব্রগতির ভাষা। যে যতই দূরে থাকুক, যোগাযোগের কোনও মাধ্যম না থাকলেও, তোমরা সঙ্কল্পের ভাষায় যে কোনও কাউকে মেসেজ দিতে পার। অল্পে এই সঙ্কল্পের ভাষাই কাজে আসবে। সায়েন্সের সাধন যখন ফেল হয়ে যায় অর্থাৎ বিকল হয়ে যায় তখন এই সাইলেন্সের সাধন প্রয়োজন হবে। যতই হোক, কোনো কানেকশন জুড়তে লাইন সদা ক্লিয়ার হওয়া আবশ্যিক। যতোধিক তোমরা 'এক বাবা' এবং তাঁর দেওয়া নলেজে ও সেই নলেজ দ্বারা সেবাতে সদা বিজি থাকার অভ্যাসী হবে, ততোধিক শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে লাইন ক্লিয়ার হবে। ব্যর্থ সঙ্কল্পই ডিস্টার্বেন্সের কারণ। যত বেশি ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে শক্তিশালী সঙ্কল্প উৎপন্ন হবে, সঙ্কল্পের শ্রেষ্ঠ ভাষা ততই স্পষ্ট অনুভব করবে। ঠিক যেমন লোকে মুখের ভাষা অনুভব করে। সঙ্কল্পের ভাষা সেকেন্ডে মুখের ভাষা থেকে অনেক বেশি কাউকে অনুভব করাতে পার। সেকেন্ডে জীবনমুক্তির যে গায়ন আছে, তা অনুভব করাতে পার।

অন্তর্মুখী আত্মাদের ভাষা এই অলৌকিক ভাষা। এখন সময় অনুসারে, এই ভাষা দ্বারা সহজে তোমরা সফলতা প্রাপ্ত করবে। পরিশ্রমও কম, সময়ও কম। কিন্তু সফলতা সহজ, সেইজন্য এখন এই অধ্যাত্ম ভাষা অভ্যাসে পরিণত কর। তাইতো, আজ বাপদাদাও বাচ্চাদের এই তিন ধরনের ভাষা শুনছেন এবং সব বাচ্চাকে রেসপন্স দিচ্ছেন। সবার অতি স্নেহস্বরূপ দেখে বাপদাদা সেই স্নেহ, স্নেহের সাগরে মিশিয়ে দিচ্ছেন। সবার স্মরণ সদাসর্বদার জন্য স্মারক রূপ হওয়ার বরদান দিচ্ছেন। সবার মনের বিভিন্ন ভাব জেনে সব বাচ্চার প্রতি সর্বভাবের রেসপন্স, সদা নির্বিঘ্ন ভব, সমর্থ ভব, সর্বশক্তিসম্পন্ন ভব'র শুভ ভাবনা এইভাবে দিচ্ছেন। বাবার শুভ ভাবনা যা কিনা বাচ্চাদেরও শুভ কামনা, পরিস্থিতি অনুযায়ী সহযোগের যা কিছু ভাবনা বা শুভ কামনা আছে, সেই সব শুভ কামনা বাপদাদার শ্রেষ্ঠ ভাবনার সাথে নিরন্তর সম্পন্ন হতে থাকবে। এগিয়ে যেতে যেতে কখনো কখনো কিছু বাচ্চার সামনে অতীতের হিসেবনিকেশ পরীক্ষা রূপে উপস্থিত হয়। হয় তা দেহ-ব্যাদি রূপে বা মনের ব্যর্থ তুফান রূপে, অথবা সম্বন্ধ-সম্পর্ক রূপে আসে। অতি অভেদ্যরূপ সহযোগীদের থেকেও সহযোগের পরিবর্তে সামান্য হলেও মতবিরোধ হয়। যেমনই হোক, এই সব পুরানো হিসেবনিকেশ, পুরানো ঋণ শোধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব, এই চাঞ্চল্যের মধ্যে না গিয়ে যদি বুদ্ধিকে শক্তিশালী বানাও, তবে বুদ্ধিবল দ্বারা এই পুরানো ঋণ, ঋণ হিসেবে অনুভূত হওয়ার পরিবর্তে নিরন্তর পাস হওয়ার জন্য তোমরা সেগুলোর প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করবে। কি হয়, বুদ্ধিবল না থাকার কারণে ঋণ এক বোঝারূপে তোমরা অনুভব কর, আর বোঝা হওয়ার কারণে বুদ্ধি দ্বারা যে যথার্থ নির্ণয় হওয়া উচিত তা নির্ণয় করতে তোমরা অপারগ হও এবং যথার্থ নির্ণয় না হওয়ার কারণে বোঝা

তোমাদের আরও নিচে নামিয়ে আনে। সফলতার উচ্চতায় পৌঁছাতে পার না, এই কারণে চুকিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা' আরও বেড়ে যায়। সেইজন্য পুরানো ঋণ চুকানোর সাধন হলো, সদা নিজের বুদ্ধি ক্রিয়ার রাখ। বুদ্ধিতে কোনও বোঝা রেখ না। বুদ্ধিকে যত হালকা রাখবে বুদ্ধিবল ততই সহজভাবে সফলতা প্রাপ্ত করাবে। সুতরাং ঘাবড়ে যেও না। ব্যর্থ সঙ্কল্প যাতে এমন বোঝা উৎপন্ন হয় - 'কেন হলো, কি হলো, হয়তো এটা এইরকমই', সেই ব্যর্থ সঙ্কল্প সমাপ্ত করে বুদ্ধির লাইন ক্রিয়ার রাখ, হালকা রাখ। আর তখন তোমাদের মনোবল ও বাবার সহায়তায় তোমরা নিরন্তর সফলতা অনুভব করবে। বুঝেছ !

ডবল লাইট হওয়ার পরিবর্তে তোমরা ডবল বোঝা নিয়ে নাও। এক - অতীতের হিসেবনিকেশ, দুই - ব্যর্থ সঙ্কল্পের বোঝা, তোমাদের ওপরে নিয়ে যাবে নাকি নিচে নামিয়ে আনবে ? সেইজন্য বাপদাদা সব বাচ্চার অ্যাটেনশন ফেরাচ্ছেন, তোমাদের বুদ্ধির বোঝা সদাসর্বদা চুকিয়ে দাও। যে কোন ধরনের বোঝা বুদ্ধিযোগকে হিসেবনিকেশের কষ্টভোগে পরিবর্তন করে, সেইজন্য সদা নিজের বুদ্ধি হালকা রাখ। তাহলে যোগবল, বুদ্ধিবল কষ্টভোগ সমাপ্ত করবে।

সেবার জন্য সকলের উদ্যম বিভিন্ন রূপে বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে। যাই হোক না কেন, প্রকৃত হৃদয়ে নিঃস্বার্থ ভাব থেকে কেউ সেবা করলে, তেমন হৃদয়ের প্রতি প্রভু সহায় হন। আর প্রভুর সেই সহায় হওয়ার লক্ষণ - হৃদয়ে সন্তুষ্টতা এবং সেবায় সাফল্য। যা কিছু এখনও পর্যন্ত করেছ আর করছ সেই সব ভালো। তোমাদের অগ্রগতি হিসেবে আরও অধিকতর ভালো হবেই হবে। সেইজন্য চতুর্দিকের বাচ্চাদের বাপদাদা বরদান দিচ্ছেন, সদা উন্নতি কর এবং বিধিপূর্বক পরিব্যাপ্তি ঘটান। এই বরদানের সাথে বাপদাদা লক্ষ কোটি গুণ স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। বাপদাদা সব বাচ্চাকে তাদের হস্তলিখিত পত্র এবং মনোপত্র, উভয় পত্রের রেসপন্স অভিনন্দনের সাথে দিচ্ছেন। *সদা শ্রেষ্ঠ জীবনে বেঁচে থাকতে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ কর।* স্নেহের এমন শ্রেষ্ঠ ভাবনার সাথে সবাইকে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ, আর নমস্কার।

০৮/০৩/২০২০ মধুবন "অব্যক্ত-বাপদাদা" ওম্ শান্তি ০৮/১২/৮৬

বালক তথা মালিক

আজ বাপদাদা নিজের শক্তি সেনাদের দেখছেন, এই অধ্যাত্মমুখী শক্তিসেনা মনোজিত, জগতজিত হয়েছে ? মনোজিত অর্থাৎ মনের ব্যর্থ সঙ্কল্প ও নাকারাত্মক সঙ্কল্পজিত। এইরকম বিজয়ী বাচ্চারা বিশ্বের রাজ্য অধিকারী হয়। সেইজন্য গায়ন আছে, যে মন জয় করে, সে জগতজিত। এই সময় তোমরা যত বেশি সঙ্কল্প শক্তি রাখ অর্থাৎ মনকে স্ব-অধিকারে রাখ, ততই বিশ্ব-রাজত্বের অধিকারী হও। এখন এই সময়ে তোমরা ঈশ্বরীয় বালক আর এখনকার বালকই বিশ্বের মালিক হবে। বালক হওয়া ব্যতীত তোমরা মালিক হতে পারবে না। সীমিত পরিসরের মালিক হওয়ার যা সীমিত আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই সব সমাপ্ত করে সীমিত পরিসরের মালিক ভাব থেকে বালক ভাবাস্থায় আসতে হবে, শুধুমাত্র তখনই বালক তথা মালিক হতে পারবে। এই কারণে ভক্তিমার্গে, দেশের অনেক বড় মালিক হতে পারে, ধনের মালিক হতে পারে, পরিবারের মালিক হতে পারে, কিন্তু বাবার সামনে সবাই "আমি তোমার বালক" বলে প্রার্থনা করে। 'আমি অমুক মালিক' - এইরকম কখনো বলবে না। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও বালক হও এবং এই কারণে তোমরা এখন নিশ্চিত বাদশাহ আর ভবিষ্যতে বিশ্বের মালিক, অর্থাৎ বাদশাহ হও। 'আমিই বালক তথা মালিক', এই স্মৃতি সদা নিরাহঙ্কার, নিরাকার স্থিতির অনুভব করায়। বালক হওয়া অর্থাৎ সীমিত পরিসরের জীবন পরিবর্তন হওয়া। যখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছিলে, ব্রাহ্মণ জীবনের প্রথম এবং সবচেয়ে সহজ পাঠ কোনটা পড়েছিলে ? বাচ্চারা বলেছে, *"বাবা"* আর বাবা বলেছেন, *"বাচ্চা"* অর্থাৎ *বালক।* এই এক শব্দের পাঠ তোমাদের নলেজফুল বানায়। যদি তোমরা 'বালক' অথবা 'বাচ্চা' এই এক শব্দ অধিগত কর, তাহলে শুধু এই এক বিশ্বের নয়, তিন লোকের নলেজ তোমরা পড়ে নিয়েছ। আজকের দুনিয়ায় কতই না নলেজফুল লোক হবে, কিন্তু তিন লোকের নলেজ তারা জানতে পারে না। এই ব্যাপারে তোমরা যারা 'একশব্দ' পড়েছ তাদের সামনে অতি নলেজফুলও অস্ত। কতো সহজে তোমরা এমন মাস্টার নলেজফুল হয়েছ ! *বাবা আর বাচ্চা* - এই এক শব্দগুণে সবকিছু সমাহিত হয়ে আছে। যেমন, বীজে সম্পূর্ণ বৃক্ষ বিদ্যমান। তাইতো বালক তথা বাচ্চা হয়ে ওঠার অর্থ সদাসর্বদার জন্য মায়ার থেকে রক্ষা পাওয়া। মায়ার থেকে সুরক্ষিত থাকো, অর্থাৎ 'আমি বাচ্চা' সদা এই স্মৃতি বজায় রাখ। সদা এই স্মৃতিতে থাক, 'আমি বাচ্চা হয়েছি' অর্থাৎ রক্ষা পেয়েছি। এই পাঠ কঠিন কি ? সহজ, তাই না ! তাহলে বিস্মৃত কেন হও ? কিছু বাচ্চা এমন ভাবে যে তারা ভুলতে চায় না, কিন্তু ভুলে যায়। কেন ভুলে যাও ? তখন তারা বলে, দুটমূল সংস্কার বা পুরানো সংস্কার। কিন্তু যখন মরজীবা হয়েছ তখন মরণের সময় কি কর ? দাহ সংস্কার কর, তাই না ? তাহলে তো পুরানোর সংস্কার করেছ, তবেই তো নতুন জন্ম নিয়েছ সংস্কার যখন করেই নিয়েছ, তখন পুরানো সংস্কার

কোথা থেকে আসে ? শরীরের দাহ সংস্কার হলে তো নাম রূপ সমাপ্ত হয়ে যায় । যদি নাম নেওয়াও হয়, তবে বলা হয় অমুকে ছিল । 'আছে' তা'তো বলবে না । সুতরাং শরীরের সংস্কার হওয়ার পরে শরীর সমাপ্ত হয়ে গেছে । ব্রাহ্মণ জীবনে কার সংস্কার করে ? তোমাদের শরীর তো সেই একই আছে । কিন্তু তোমরা তোমাদের পুরানো সংস্কার, পুরানো স্মৃতির, পুরানো স্বভাবের সংস্কার যখন কর, তখনই বলা হয় মরজীবা । যখন সেই সংস্কার তোমরা করেই নিয়েছ, তাহলে পুরানো সংস্কার কোথা থেকে আসে ! দাহ সংস্কার হয়ে গেছে এমন কেউ যদি তোমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয় তাহলে তোমরা কি বলবে ? ভূতই তো বলবে, তাই না ! সুতরাং, এখানেও সংস্কার (শোধন) হওয়া পুরানো সংস্কার যদি জাগ্রত হয়ে যায় তবে কি বলবে ? সেটাও তো তোমরা মায়া'র ভূত বলবে, নয় কি ? ভূতকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাই না ! তারা বর্ণন পর্যন্ত করে না । সেগুলো তোমাদের পুরানো সংস্কার বলে নিজেরাই নিজের প্রতারণা কর । যদি তোমাদের পুরানো জিনিস ভালো লাগে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে যা পুরানো, তোমাদের আদিকালের সমুদায় সংস্কার স্মরণ কর । ওইগুলো তো সব মধ্যকালের সংস্কার ছিল, সবচেয়ে তো পুরানো হয়নি । মধ্যকে মধ্যভাগ বলে, সুতরাং মধ্যকাল অর্থাৎ মধ্যভাগকে স্মরণ করার অর্থ জলাবর্তের মাঝে হযরান হওয়া । অতএব, কখনও এমন দুর্বল বিষয়ের চিন্তা ক'রোনা । এই দুটো বিষয় সদা স্মরণে রাখ, 'বালক যে, সেই মালিক ।' বালক ভাবের স্মৃতি স্বতঃই মালিকভাবের স্মৃতি নিয়ে আসে । কীভাবে বালক হবে, তোমরা তা' জানো না ?

বালক হও অর্থাৎ সমস্ত বোঝা থেকে হালকা হও । কখনো 'তোমার', কখনো 'আমার' বলা, এটাকে কঠিন করে তোলে । যখন কোনও কিছু কঠিন অনুভব কর তখন তোমরা বলা, 'তোমার কাজ, তুমিই জানো !'

আর যখন সহজ হয় তখন বলা 'আমার ।' আশ্চর্য্যভাব সমাপ্ত হওয়া অর্থাৎ 'বালক তথা মালিক' হওয়া । বাবা তো বলেন, বেগার হও । এই শরীর রূপী ঘরও তোমার নয় । তোমরা এটা লোন পেয়েছ । শুধু ঈশ্বরীয় সেবার জন্য বাবা লোন দিয়ে তোমাদের ট্রাস্টি বানিয়েছেন । এটা ঈশ্বরীয় আমানত, যা তোমাদের কাছে গচ্ছিত আছে । তোমাদের যা কিছু ছিল 'সবকিছু তোমার' বলে বাবাকে দিয়ে দিয়েছ । এই প্রতিজ্ঞা তো তোমরা করেছিলে, নাকি ভুলে গেছ ? তোমরা এই প্রতিজ্ঞা করেছ, নাকি অর্ধেক তোমার, অর্ধেক আমার ? 'বাবা তোমার' বলার পরে যদি নিজের মনে করে তোমরা নিজের কার্যে লাগাও তাহলে কি হবে ? তা' থেকে তোমাদের সুখ অনুভব হবে ? সফলতা লাভ হবে ? অতএব, তোমরা সেটা তোমাদের ওপরে ন্যস্ত আমানত মনে করে, 'তোমার' অর্থাৎ সবই বাবার মনে করে চললে, নিজে থেকেই বালক তথা মালিকভাবের খুশিতে, তুরীয় আনন্দে থাকবে । বুঝেছ ? সুতরাং এই পাঠ সদা নিপুণভাবে কর । এই পাঠে তোমরা সিদ্ধহস্ত, তাই না ? নাকি নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে আবার ভুলে যাবে ? স্মৃতিমান হও । আচ্ছা !

সদা তুরীয় আনন্দে থাকা (রুহানী নেশায়) 'বালক তথা মালিক' বাচ্চাদের, যারা সদা বালকভাব অর্থাৎ নিশ্চিত বাদশাহ ভাবের স্মৃতিতে থাকে, যারা তাদের ওপরে ন্যস্ত আমানত সদা ট্রাস্টি হয়ে সেবায় নিয়োজিত করে, সদা নবোদ্যমে, নবোৎসাহে থাকে, এমন বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

বরদান:- "বিশেষ" শব্দের স্মৃতি দ্বারা সম্পূর্ণতার অভীষ্ট লক্ষ্য প্রাপ্ত করে স্ব-পরিবর্তক ভব*

সদা এই স্মৃতি বজায় রাখ - *আমি 'বিশেষ' আত্মা, 'বিশেষ' কার্যের নিমিত্ত এবং বিশেষত্ব প্রদর্শনকারী ।* এই বিশেষ শব্দ বিশেষভাবে স্মরণে রাখ, তোমাদের কখন বিশেষ হবে, দেখা বিশেষ হবে, যা কিছু কর তা' বিশেষ হতে হবে, ভাবনাও বিশেষ হতে হবে... সবকিছুতে বিশেষ হলে সহজে স্ব-পরিবর্তক তথা বিশ্ব পরিবর্তক হয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করার যে লক্ষ্য রয়েছে, সেই অভীষ্টসিদ্ধি সহজেই প্রাপ্ত করে নিতে পারবে ।

স্লোগান:- বিদ্যে ভীত হওয়ার পরিবর্তে পেপার মনে করে সেগুলো পার কর ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই নেশা থাকা চাই যে, আমাদের পারলৌকিক বাবা হলেন, বিশ্বের অত্যাশ্চর্যের বিষয় (স্বর্গের) রচয়িতা, আমরা যেখানকার মালিক হই"

প্রশ্ন:- বাবার সঙ্গে থেকে তোমাদের কি কি প্রাপ্তি হয়?

উত্তর:- বাবার সঙ্গে থেকে আমরা মুক্তি, জীবন-মুক্তির অধিকারী হয়ে যাই। বাবার সঙ্গে আমাদেরকে ওপারে নিয়ে যায়। বাবা আমাদেরকে নিজের বানিয়ে আস্তিক আর ত্রিকালদর্শী বানিয়ে দেন। আমরা রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে পারি।

গীত:- ধৈর্য ধরো হে মানব...

ওম্ শান্তি। এটা কে বলছেন? বাচ্চাদেরকে বাবাই বলছেন, সকল বাচ্চাদেরকই বলতে হয়, কেননা সবাই দুঃখী হয়ে পড়েছে, অধৈর্য হয়ে পড়েছে। বাবাকে স্মরণ করে বলে যে, এসে দুঃখ থেকে মুক্ত করো, সুখের রাস্তা বলে দাও। এখন সাধারণ মানুষ, তার মধ্যেও মুখ্যতঃ ভারতবাসীদের এটা স্মরণ নেই যে, আমরা ভারতবাসীরা অনেক সুখী ছিলাম। ভারত হলো অতি প্রাচীন এবং অতি সুন্দর ভূমি ছিল। "বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আশ্চর্যের বিষয়" বলা হয়, তাই না। এখানে মায়ার রাজ্যে সাতটা আশ্চর্যের বিষয় (সেভেন ওয়ান্ডার্স) বলা আছে। সেগুলো হলো স্থূল আশ্চর্যের জিনিস। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, এইসব মায়ার আশ্চর্য আছে, যার মধ্যে দুঃখ আছে। বাবার আশ্চর্যের বিষয় হলো স্বর্গ। সেটাই হল বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশ্চর্যের বিষয়। ভারত স্বর্গ ছিল, হীরের মত ছিল। সেখানে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এই সমস্ত কথা ভারতবাসীরা ভুলে গেছে। যদিও দেবতাদের সামনে গিয়ে মাথা ঠোকে, পূজা করে কিন্তু যার পূজা করে তার জীবনী জানতে হবে, তাই না! এসমস্ত কথা অসীম জগতের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। এখানে তোমরা এসেছ পারলৌকিক বাবার কাছে। পারলৌকিক বাবা হলেন স্বর্গের স্থাপন কর্তা। এই কার্য কোনো মানুষ করতে পারে না। এঁাকে অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবাকেও বাবা বলা হয় - উনি হলেনই কৃষ্ণের পুরানো তমোপ্রধান আত্মা। তুমি নিজের জন্মকে জানতে না। তুমি কৃষ্ণ ছিলে তো সতোপ্রধান ছিলে। পুনরায় ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছো, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন নাম পড়েছে। এখন তোমার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়েছে। ব্রহ্মাই বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ হবে। কথা তো একটাই আছে - ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা। ব্রহ্মামুখবংশাবলি ব্রাহ্মণ, তারাই পুনরায় দেবতা হয়। পুনরায় সেই দেবতারাই আবার শূদ্র হয়। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছে। এখন বাবা বসে বাচ্চাদের তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, এটাই হল ভগবানুবাচ। তোমরা তো হয়ে গেলে ছাত্র। তাই তোমাদের অনেক খুশিতে থাকতে হবে। কিন্তু এত খুশিতে কেউই থাকেনা। ধনবান ধনের নেশায় অনেক খুশিতে থাকে, তাই না। এখানে ভগবানের বাচ্চা হয়েছে তো তবুও এতটা খুশিতে থাকো না। তারা বোঝেনা কিছুই, পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছে, তাইনা। ভাগ্যে না থাকলে তো জ্ঞানের ধারণা কিভাবে করবে! এখন বাবা তোমাদেরকে মন্দিরে পূজার যোগ্য তৈরি করছেন। কিন্তু মায়ার সঙ্গেও কম নয়। বলা হয়, শ্রেষ্ঠসঙ্গ ওপারে নিয়ে যায় আর কুসঙ্গ ডুবিয়ে দেয়। বাবার সঙ্গে তোমাদেরকে মুক্তি, জীবন-মুক্তিতে নিয়ে যায় পুনরায় রাবণের কুসঙ্গ তোমাদেরকে দুর্গতিতে নিয়ে যায়। ৫ বিকারের সঙ্গে হয়ে যায়, তাই না! ভক্তিতে বলা হয় যে সংসঙ্গ, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে তো নীচের দিকেই নামতে থাকে। সিঁড়ি থেকে কেউ ধাক্কা খেলে তো অবশ্যই নিচের দিকেই পড়বে, তাই না। সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন এক বাবা। কেউ কিছু করলে সেটা ভগবানের ইশারাতেই করবে। এখন বাবা ছাড়া বাচ্চাদেরকে পরিচয় কে দেবে? বাবা-ই বাচ্চাদেরকে নিজের পরিচয় দেন। তাদেরকে নিজের আপন বানিয়ে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান দেন। বাবা বলেন যে, আমি এসে তোমাদেরকে আস্তিকও বানাই ত্রিকালদর্শীও বানাই। এটাই নাটকে আছে, এসব কথা কোনো সাধু-সন্তরা জানতে পারে না। সেটা হল লৌকিক জগতের নাটক। এটা হল অসীম জগতের। এই অসীম জগতে নাটকে আমরা অনেক সুখ ভোগ করি তো এখন দুঃখও ভোগ করি। এই নাটকে কৃষ্ণ আর খ্রিস্টানের মধ্যে কিরকম হিসেব নিকেশ আছে! তারা (খ্রীষ্টানরা) ভারতে লড়াই করে রাজত্ব নিয়েছিল। এখন তোমরা লড়াই ইত্যাদি করো না। তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। আর রাজত্ব তোমাদের প্রাপ্ত হয়। এটাও ড্রামার মধ্যে পূর্বনির্দিষ্ট আছে। এই সমস্ত কথা অন্যরা কেউ জানেনা। জ্ঞানদাতা হলেন জ্ঞানের সাগর এক বাবা। যিনি সকলের সঙ্গতি করেন। ভারতের দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তখন সঙ্গতি ছিল। বাকি সকল আত্মারা মুক্তিধামে ছিল। ভারত স্বর্ণময় ছিল। তোমরাই রাজত্ব করেছিলে। সত্যযুগে সূর্যবংশী রাজ্য ছিল। এখন তোমরা সত্যনারায়ণের কথা শোনো। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার এই কথাই আছে। এটাও বড় বড় অক্ষরে লিখে দাও - সত্য গীতার থেকেই ভারত সত্যখন্ড, জন্মসিদ্ধ অধিকাররূপে প্রাপ্ত হয়। বাবা এসে সত্যিকারের গীতা শোনান। সহজ রাজযোগ

শেখান তো জন্মগত অধিকার হয়ে যায়। বাবা টোটকা তো অনেক বুঝিয়েদেন কিন্তু দেহ-অভিমানের কারণে ভুলে যায়। দেহী-অভিমानी হলে ধারণাও হবে। দেহ অভিমানের কারণে ধারণা হয় না।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে, আমি কি এটা বলতে পারি যে, আমি সর্বব্যাপী। আমাকে তো তোমরাই বলো যে, তুমি হলে মাতা-পিতা.... তাহলে এটার অর্থ কি হলো? তোমার কৃপাতে অনেক সুখ প্রাপ্ত হয়। এখন তো হল দুঃখ। এই গান কোন সময়ের - এটাও বোঝে না। যেরকম পাখিরা টিঁ-টিঁ করতেই থাকে, অর্থ কিছু হয় না। সেইরকম এরাও টিঁ-টিঁ করতে থাকে, যার অর্থ কিছুই হয়না। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে, এইসব হল অধর্ম, এই অধর্ম কে বানিয়েছে? রাবণ। ভারত সত্যযুগে ছিল, তো সবাই সত্য কথাই বলতো, চোর-ঠকবাজ আদি কিছুই ছিল না। এখানে দেখো কত কিছু চুরি করতে থাকে। দুনিয়াতে তো সবাই ঠকবাজ। এটাকে বলাই হয় - পাপের দুনিয়া, দুঃখের দুনিয়ায়। সত্যযুগকে বলা হয় সুখের দুনিয়া। এটা হল দুষ্টরিত্র, বেশ্যালয়, সত্যযুগ হল শিবালয়। বাবা কত সহজ ভাবে বসে বোঝাচ্ছেন। নামটাও কত সুন্দর - ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এখন বাবা এসে বুঝদার তৈরি করছেন। বলেন যে, এই ৫ বিকারকে জয় করলে তোমরা জগৎজীত হবে। এই কাম-ই হল মহাশত্রু। এই জন্যই বাচ্চারা ডেকে বলে, আমাদেরকে এসে দেবী-দেবতা বানাও।

বাবার যথার্থ মহিমা বাচ্চারা তোমরাই জানো। সাধারণ মানুষ না বাবাকে জানে, না বাবার মহিমাকে জানে। তোমরাই জানো যে, তিনি হলেন প্রেমের সাগর। বাবা বাচ্চাদের তোমাদেরকে এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন, এটাই হল তাঁর ভালোবাসা। শিক্ষক ছাত্রদেরকে পড়ান তো ছাত্ররা কি থেকে কি হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও বাবার মতো প্রেমের সাগর হতে হবে, প্রেমের সাথে কাউকে বোঝাতে হবে। বাবা বোঝান, তোমরাও একে অপরকে ভালোবাসো। এক নম্বর ভালোবাসা হলো - বাবার পরিচয় দেওয়া। তোমরা গুপ্ত দান করতে থাকো। পরস্পরের প্রতি ঘৃণাভাবও যেন না থাকে। নাহলে তো তোমাদেরকেও শাস্তি পেতে হবে। কাউকে তিরস্কার করলে তো শাস্তি পেতে হবে। কখনো কাউকে ঘৃণা ক'রো না, তিরস্কার ক'রো না। দেহ-অভিমানে আসার কারণেই পতিত হয়েছো। বাবা দেহী-অভিমानी বানিয়েছেন, তো তোমরা পবিত্র হও। সবাইকে এটাই বোঝাও যে, এখন ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। যারা সূর্যবংশী মহারাজা মহারানী ছিল তারাই পুনরায় ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে নিচে নামতে নামতে এখন এই নিচে পড়ে আছে। এখন বাবা পুনরায় তোমাদেরকে মহারাজা-মহারানী তৈরি করছেন। বাবা কেবলমাত্র বলছেন যে, আমাকে স্মরণ করো, তো পবিত্র হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে দয়াবান হয়ে সারাদিন সেবার চিন্তনে থাকতে হবে। বাবা নির্দেশ দেন - মিষ্টি বাচ্চারা, হৃদয়বান হয়ে বেচারা যে সব দুঃখী আত্মারা আছে, সেই সব দুঃখী আত্মাদেরকে সুখী বানাও। তাদেরকে খুব ছোট্ট আকারে তোমরা পত্র লিখবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এক শিববাবারই মহিমা আছে। সাধারণ মানুষ বাবার মহিমাকেও বুঝতে পারে না। হিন্দিতেও চিঠি লিখতে পারো। সেবা করার জন্য বাচ্চাদের শখ থাকতে হবে। অনেকে আছে যারা আত্মহত্যা করতে যায়, তাদেরকেও তোমরা বোঝাতে পারো, জীবঘাত হলো মহাপাপ। এখন বাচ্চারা, তোমাদেরকে শ্রীমৎ দিচ্ছেন এক শিববাবা। তিনি হলেন শ্রী শ্রী শিব বাবা। তোমাদেরকে শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ বানাচ্ছেন। শ্রী শ্রী তো হলেন সেই একজনই। তিনি কখনো জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসেন না। বাকি তোমাদেরও শ্রী-এর উপাধি প্রাপ্ত হয়। আজকাল তো সবাইকে শ্রী এর উপাধি দিতে থাকে। কোথায় সেই নির্বিকারী, কোথায় এই বিকারী - রাত-দিনের পার্থক্য আছে। বাবা রোজ বোঝাচ্ছেন যে, এক তো দেহী-অভিমानी হও আর সবাইকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও। তোমরা হলে পয়গম্বরের সন্তান। সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন একজনই। বাকি ধর্মস্থাপকদেরকে গুরু বলা যায় না। সঙ্গতি দাতা হলেন একজনই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কাউকে ঘৃণা ক'রো না। দয়াবান হয়ে দুঃখী আত্মাদেরকে সুখী বানানোর সেবা করতে হবে। বাবার সমান মাস্টার প্রেমের সাগর হতে হবে।

২) "আমরা হলাম ভগবানের সন্তান" এই নেশা বা খুশিতে থাকতে হবে। কখনো মায়ার উল্টো সঙ্গে যাবে না। দেহী-অভিমानी হয়ে জ্ঞানের ধারণা করতে হবে।

বরদানঃ:- স্মৃতির সুইচ দ্বারা স্ব-কল্যাণ আর সকলের কল্যাণ করে সিদ্ধি স্বরূপ ভব*

ব্যখ্যা :- স্থিতির আধার হল স্মৃতি। এই শক্তিশালী স্মৃতি যেন থাকে যে, "আমি হলাম বাবার, আর বাবা

হলো আমার"। তো এই স্মৃতি দিয়ে নিজের স্থিতি শক্তিশালী থাকবে আর অন্যদেরকেও শক্তিশালী বানাতে পারবে। যেসকল সুইচ অন করলে চারিদিক আলো জ্বলে ওঠে, সেইসকলই এই স্মৃতিও হলো একটি সুইচ। সর্বদা স্মৃতিরূপী সুইচের অ্যাটেনশন থাকলে তো নিজের আর সকলের কল্যাণ করতেই থাকবে। নতুন জন্ম হয়েছে তো নতুন স্মৃতিও আছে। পুরানো সব স্মৃতি সমাপ্ত - এই বিধি দ্বারা সিদ্ধি স্বরূপের বরদান প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি করার জন্য নিজের শান্তি স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকো।*

★ *মাতেশ্বরী-জীর মধুর মহাবাক্য* ★

১) "জ্ঞানী আত্মা বাচ্চাদের ভুল হয়ে গেলে শতগুণ দণ্ড"

এই অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞে এসে সাক্ষাৎ পরমাত্মার হাত ধরেও পুনরায় কারণে-অকারণে যদি তার দ্বারা কোনো বিকর্ম হয়ে যায় তো তার শাস্তিও অনেক বেশী ভোগ করতে হয়। যেসকল জ্ঞান নিলে তার যেমন শতগুণ লাভ আছে, সেইসকলই জ্ঞান নিয়ে কোনো ভুল হয়ে গেলে তো শতগুণ শাস্তি ভোগ আছে। এইজন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ভুল করতে থাকলে তো দুর্বল হয়ে পড়বে, এইজন্য ছোট-বড় ভুলকে ধরতে থাকো, ভবিষ্যতের জন্য পরীক্ষা করতে থাকো। দেখো, যে স্কল বুদ্ধদার কোনো ধনী ব্যক্তি যখন কোনো ভুল কাজ করে, তখন তাকে অনেক বড় শাস্তি ভোগ করতে হয়। আর যারা নিম্নমানের গরীব মানুষ হয়, কিছু খারাপ কাজ করলে, তাদের এতটা শাস্তি ভোগ করতে হয় না। এখন তোমরাও পরমাত্মার বাচ্চা বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছো তো সেই স্কলভাবে তোমাদেরকে দৈবগুণ ধারণ করতে হবে। সত্য বাবার কাছে আসতে থাকো, তাই সত্য হয়ে থাকতে হবে।

২) "পরমাত্মা অন্তর্যামী" কিভাবে?

সাধারণ মানুষ বলে যে, পরমাত্মা অন্তর্যামী, এখন অন্তর্যামীর অর্থ এটা নয় যে, সকলের হৃদয়ের কথা তিনি জানতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টি রচনার আদি মধ্য অন্তকে তিনি জানেন। বাকি এটা নয় যে, পরমাত্মা রচয়িতা, পালনকর্তা আর সংহারকর্তা, তো এর থেকে এটা বোঝা যায় যে, পরমাত্মা জন্ম দেন, পালন করেন আবার মেরেও দেন, কিন্তু এটা তো হয় না। সাধারণ মানুষ নিজের কর্মের হিসেব নিকেশ দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, তা বলে এই নয় যে, পরমাত্মা বসে তার খারাপ সংকল্প আর ভালো সংকল্পকে জানবেন। তিনি তো জানেন যে, অজ্ঞানীদের হৃদয়ে কি চলতে থাকে ? সারাদিন মায়াবী সংকল্প চলতে থাকে। আর জ্ঞানীদের অন্তরে শুদ্ধ সংকল্প চলতে থাকে, বাকি এক এক সংকল্পকে বসে তিনি পড়েন না। তাছাড়া পরমাত্মা জানেন যে, এখন তো সকল আত্মারই দুর্গতি হয়ে গেছে, তাদের সন্নতি কিভাবে হবে, এই সমস্ত বিষয় অন্তর্যামীর জানা আছে। এখন মানুষ যে কর্মব্রষ্ট হয়ে গেছে, তাদেরকে শ্রেষ্ঠ কর্ম করানো, শেখানো আর তাদেরকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া, এটাই পরমাত্মা জানেন। পরমাত্মা বলেন যে, আমি রচয়িতা আর আমার রচনার আদি মধ্য অন্তের এই সমস্ত জ্ঞানকে আমি জানি, সেই পরিচয় তো বাচ্চারা, তোমাদের দিচ্ছি। এখন বাচ্চারা, তোমাদেরকে সেই বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে, তবেই তোমরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে অর্থাৎ অমর লোকে যেতে পারবে, এখন এই জানাকেই অন্তর্যামী বলা হয়। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা --- পদমর্যাদার ভিত্তি (আধার) হলো পড়াশোনা, যারা পুরানো ভক্ত, তারা পড়াশোনাও ভালো ভাবে করবে এবং ভালো (উচ্চ) পদের অধিকারীও হবে"

প্রশ্ন: - যারা বাবার স্মরণে থাক, তাদের কেমন লক্ষণ (নিশানী) প্রতীয়মান হবে ?

উত্তর: - স্মরণে থাকা বাচ্চাদের গুণ ভালো হবে। তারা পবিত্র হতে থাকবে। রয়্যালিটি (দৈবী-আভিজাত্য) আসতে থাকবে। পরস্পর ক্ষীরখন্ড অর্থাৎ দুধ-চিনির ন্যায় মিলেমিশে মিষ্টি হয়ে থাকবে। অপরকে (দোষ) না দেখে, নিজেকে দেখবে। তাদের এ'কথা বুদ্ধিতে থাকে যে -- যে (এমন) করবে, সেই পাবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, ভারতের যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, তার শাস্ত্র হলো গীতা। এই গীতার গায়ন (শুনিচ্ছে) কে করেছে ? তা কেউ জানে না। এ হলো জ্ঞানের কথা। বাকি এই হোলি ইত্যাদি আমাদের নিজস্ব কোনো উৎসব নয়, এ হলো ভক্তিমার্গের উৎসব। আমাদের উৎসব হলো কেবল এক ত্রিমূর্তি শিব-জয়ন্তী। ব্যস্, শুধু শিব-জয়ন্তী কখনো বলা উচিত নয়। ত্রিমূর্তি শব্দটি না প্রয়োগ করলে মানুষ বুঝবে না। যেমন, ত্রিমূর্তির চিত্র রয়েছে, নীচে লেখা উচিত - দৈবী-স্বরাজ্য তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। ভগবান শিব তো বাবাও, তাই না! অবশ্যই আসেন, এসে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। স্বর্গের মালিক হয়েছেই রাজযোগ শেখার কারণে। চিত্রের মধ্যে তো অনেক জ্ঞান রয়েছে। চিত্র এমনভাবে বানানো উচিত, যা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়। তাতেও যারা অনেক ভক্তি করেছে তারাই সঠিকভাবে জ্ঞানকে গ্রহণ করতে পারবে। যারা ভক্তি কম করেছে, তারা জ্ঞানও কম গ্রহণ করবে, তাই তাদের পদপ্রাপ্তিও কম হবে। দাস-দাসীও তো নম্রের ক্রমানুসারেই হয়, তাই না! সবকিছুর আধার(ভিত্তি) হলো পড়া। তোমাদের মধ্যে অনেক অল্পসংখ্যকই রয়েছে, যারা ভালভাবে যুক্তি সহকারে কথা বলতে পারে। ভালো ভালো বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটিও (কাজকর্ম) ভাল হবে। গুণও সুন্দর হওয়া উচিত। যত বাবার স্মরণে থাকবে, ততই পবিত্র হতে থাকবে এবং (দৈব) আভিজাত্যও আসতে থাকবে। কোথাও-কোথাও শূদ্রদের আচার-আচরণও অনেক ভালো হয় আর এখানে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের আচার-আচরণ এমন যে সেখান আর জিজ্ঞাসা করো না। তাই তারাও (অজ্ঞানীরা) বলে যে, এদের ঈশ্বর পড়ান ? তাই বাচ্চাদের আচার-আচরণ এমন হওয়া উচিত নয়। অতি মিষ্টি ক্ষীরখন্ড অর্থাৎ মিলেমিশে ক্ষীরের মতন হওয়া উচিত। যে এমন করবে, সে তেমনই পাবে। না করলে, পাবে না। বাবা ভালো ভাবেই বোঝাতে থাকেন। সর্বপ্রথমে অসীম জগতের পিতার পরিচয় দিতে থাকো। ত্রিমূর্তির চিত্র তো অতি সুন্দর -- স্বর্গ আর নরক দুই পিঠে রয়েছে। (সৃষ্টি) গোলকের চিত্রও পরিষ্কারভাবে রয়েছে। যেকোনো ধর্মাবলম্বীকেই তোমরা গোলক বা কল্লব্জের সাহায্যে বোঝাতে পারো যে -- এই হিসেবে তো তোমরা স্বর্গ অর্থাৎ নতুন দুনিয়ায় আসতে পারবে না। যে ধর্ম সর্বাপেক্ষা উচ্চ ছিল, সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী ছিল, সে-ই সর্বাপেক্ষা দরিদ্র হয়ে গেছে। যে সর্বপ্রথমে ছিল, সংখ্যাও তার অধিক হওয়া উচিত। কিন্তু হিন্দুরা অধিকমাত্রায় অন্যান্য ধর্মে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। নিজেদের ধর্মকে না জানার কারণে অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে বা নিজেদের হিন্দু বলে। নিজেদের ধর্মকেও জানে না। ঈশ্বরকে অনেক ডাকে -- শান্তি দাও, কিন্তু শান্তির অর্থই জানে না। একে অপরকে শান্তি পুরস্কার বিতরণ করতে থাকে। এখানে বাবা তোমাদের অর্থাৎ বিশ্বে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত বাচ্চাদের বিশ্বের রাজস্বের পুরস্কার বিতরণ করেন। এই পুরস্কারও পুরুষার্থের নম্রের ক্রমানুসারে প্রাপ্ত হয়। বিতরণ করেন পিতা পরমেশ্বর। পুরস্কার কত বড় -- বিশ্বের সূর্যবংশীয় রাজস্ব। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী, বর্ণ ইত্যাদি সবকিছুই রয়েছে। বিশ্বের রাজস্ব নিতে হলে কিছু পরিশ্রমও করতে হবে। পয়েন্ট তো খুবই সহজ। টিচার যা কাজ দেয় তা করে দেখানো উচিত। যাতে বাবা দেখেন যে, কার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। অনেক বাচ্চারা তো মুরলীর উপর ধ্যানও দেয় না। রেগুলার মুরলী পড়ে না। যে মুরলী পড়ে না, সে কীভাবে অন্যের কল্যাণ করবে? অনেক বাচ্চারা আছে, যারা অপরের কল্যাণ করে না। না নিজের (কল্যাণ) করে, না অপরের করে তাই অস্বারোহী, পেয়াদা ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। মহারথী অতি অল্পই রয়েছে। নিজেরাও বুঝতে পারে -- কে কে মহারথী ? বলে যে -- গুলজার দাদীকে, কুমারকা দাদীকে (প্রকাশমণি), মনোহর দাদীকে পাঠাও..... কারণ নিজে তো অস্বারোহী। আর ওনারা তো মহারথী। বাবা সব বাচ্চাদেরকেই ভালো ভাবে বুঝতে পারেন। কারোর উপর আবার গ্রহের দশাও বসে থাকে, তাই না। কখনো ভালো ভালো বাচ্চাদের কাছেও মায়ার তুফান এলে, তারা তালহীন হয়ে পড়ে। জ্ঞানের দিকে অ্যাটেনশনই যায় না। প্রত্যেকের সার্ভিসের মাধ্যমে বাবা জানতে তো পারেন, তাই না! সেবাধারী নিজের সম্পূর্ণ সমাচার বাবাকে দিতে থাকবে।

বাম্বারা, তোমরা জানো যে, গীতার ভগবান আমাদের বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। অনেকেই আছে যারা গীতাও কণ্ঠস্থ করে নেয়, আর হাজার-হাজার অর্থ উপার্জন করে। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, যারা পুনরায় দৈবী সম্প্রদায়ে পরিনত হও। সকলেই নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান বলে, পুনরায় বলে দেয় যে - আমরা সকলেই ঈশ্বর। যে যেমন পারে তেমনই বলতে থাকে। ভক্তিমার্গে মানুষের হাল(অবস্থা) কেমন হয়ে গেছে। এই দুনিয়াই লৌহযুগীয়(আয়রণ-এজড) অপবিত্র। এই চিত্রের মাধ্যমে ভালভাবে বোঝাতে পারবে। সঙ্গে দৈব-গুণও চাই। অন্তরে-বাইরে সততা চাই। আস্বাই অসত্য হয়ে গেছে, একেই পুনরায় সত্যপিতা সৎ বানান। বাবা-ই এসে স্বর্গের মালিক বানান। দৈবগুণ ধারণ করান। বাম্বারা, তোমরা জানো যে, আমরা এমন(লক্ষ্মী-নারায়ণ) গুণবান হতে চলেছি। নিজেকে যাচাই করতে থাকো যে -- আমাদের মধ্যে কোন আসুরী গুণ নেই তো! চলতে-চলতে মায়ার থাপ্পড় এমনভাবে পড়ে যে তোমরা একেবারে অধঃপতনে যাও।

তোমাদের জন্য এই জ্ঞান আর বিজ্ঞানই হলো হোলি-ধুরিয়া অর্থাৎ বিকার-রূপী অসুরের বিনাশ -- ভগবানের সঙ্গে রং-এ নিজেকে রাঙিয়ে নেওয়া। ওরাও (অজ্ঞানীরা) হোলি-ধুরিয়া(হোলিকাদহন-দোল) পালন করে, কিন্তু এর অর্থ কি, তা কেউই জানে না। বাস্তবে এ হলো জ্ঞান আর বিজ্ঞান, যার দ্বারা তোমরা নিজেদের অতি উষ্ণে নিয়ে যাও। ওরা তো কি-কি সব করে, ধূলো(মাটি) দেয় কারণ এ হলো চরমপর্যায়ের নরক। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশের কর্তব্য বা পার্ট চলছে। তোমাদের মতন ঈশ্বরীয় সন্তানদেরও মায়া একদম এমন ঘুষি মারে যে, সজোরে গিয়ে পাঁকে পড়ে যায়। পুনরায় এর থেকে বাইরে বেরোনো বড় মুশকিল হয়ে যায়, এর মধ্যে আশীর্বাদ ইত্যাদির কোনো কথাই থাকে না। তাই এইদিকে মুশকিল বাড়তে পারে, সেইজন্য অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। মায়ার আঘাত থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য কখনো দেহ-অভিমাণে আবদ্ধ হয়ে যেয়ো না। সর্বদা সচেতন হয়ে থাকো, সকলেই হলে ভাই-বোন। বাবা যা শেখান, তাই-ই বোনেরা শেখায়। মহিমা তো বাবার-ই, বোনেরের নয়। ব্রহ্মারও মহিমা নয়। উনিও পুরুষার্থের দ্বারা শিখেছেন। পুরুষার্থ ভাল করেছে অর্থাৎ স্ব-কল্যাণ করেছে। আমাদেরকেও শেখান তাহলে আমরাও নিজেদের কল্যাণ করি।

আজ হোলি, হোলির জ্ঞানও এখনই শোনাতে থাকেন। জ্ঞান আর বিজ্ঞান। পড়াকে নলেজ বলা হয়। বিজ্ঞান কি জিনিস, তা কেউই জানেনা। বিজ্ঞান হলো জ্ঞানেরও উর্ধ্ব। জ্ঞান তোমরা এখানে পাও, যার দ্বারা তোমরা প্রালঙ্ক(ফল) পাও। এছাড়া ওটা হলো শান্তিধাম। এখানে নিজ ভূমিকা পালন করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন আবার শান্তিধামে যেতে চায়। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই চক্রের জ্ঞান রয়েছে। এখন আমরা স্বর্গে যাবো পুনরায় ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে নরকে আসবো। পুনরায় তেমনই অবস্থা হবে, এমন চলতেই থাকবে। এর থেকে কেউই বেরিয়ে যেতে পারে না। কেউ বলে, এই ড্রামা কেন তৈরী হয়েছে ? আরে, এ তো নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়ার খেলা। এই ড্রামা অনাদিকাল থেকে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। কল্প বৃক্ষের (ঝাড়) মাধ্যমে বোঝানো অত্যন্ত ভালো। সর্বাপেক্ষা প্রথম কথাটিই হলো, বাবাকে স্মরণ করো, তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে জানতে পারবে যে, কে-কে এই কুলের যারা অন্যান্য ধর্মে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তারাও বেরিয়ে আসবে। যখন সকলেই আসবে তখন মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে। সকলকে এটাই বলতে হবে যে, দেহ-অভিমান ছেড়ে দেহী-অভিমানী হও। তোমাদের কাছে পড়াশোনাই হলো মুখ্য উৎসব, যার মাধ্যমে তোমাদের কত উপার্জন হয়। ওরা(অজ্ঞানী) তো এই উৎসব পালন করার জন্য কত অর্থাদি নষ্ট করে, কত ঝগড়া দি। পঞ্চায়েতী রাজ্যে অনবরত কত ঝগড়া হয়, কেউ ঘুষ দিয়ে মারারও চেষ্টা করে। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। বাম্বারা জানে যে, সত্যযুগে এমন কোন উপদ্রবই হয় না। রাবণ-রাজ্যে অনেক উপদ্রব, এখন তমোপ্রধান, তাই না। পরস্পরের মধ্যে মতের মিল না হওয়ার কারণে কত ঝগড়া হয় তাই বাবা বোঝাতে থাকেন, এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে একান্তে(একাকী) চলে যাও, ঘরকে স্মরণ করো। নিজের সুখধামকে স্মরণ করো, কারোর সঙ্গে অধিক কথাও বোলোনা, এতে ক্ষতি হয়ে যায়। অতি মিষ্টি, শান্তভাবে, প্রেমপূর্বক কথা বলা ভাল। বেশী (কথা) বলা ভাল নয়। শান্তিপূর্বক থাকাই ভাল। বাম্বারা, তোমরা তো শান্তির দ্বারা বিজয়প্রাপ্ত করো। একমাত্র বাবা ব্যতীত আর কারোর সঙ্গেই প্রেমের বন্ধন রাখা উচিত নয়। বাবার কাছ থেকে যতটা সম্পত্তি নিতে চাও তা নিয়ে নাও। লৌকিক পিতার সম্পত্তির ক্ষেত্রে তো কত ঝগড়া হয়ে যায়, তাই না! এর মধ্যে কোন খিট-খিট(ঝগড়া) নেই। নিজের পড়ার মাধ্যমে যত চাও তত নিতে পারো। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আস্বাদের পিতা তাঁর আস্বা-রূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সত্য-পিতা আমাদের সৎ বানাতে এসেছেন তাই সত্যতার সঙ্গে চলতে হবে। নিজেকে যাচাই করতে হবে -- আমাদের

মধ্যে কোনো আসুরীয়-গুণ নেই তো ? আমরা বেশী কথা বলি না তো ? অত্যন্ত মিষ্ট হয়ে শান্তি এবং প্রেমপূর্বক কথা বলতে হবে।

২) সম্পূর্ণ ধ্যান মুরলীর উপর দিতে হবে। প্রত্যহ মুরলী পড়তে হবে। নিজের এবং অপরের কল্যাণ করতে হবে। টিচার যে কাজ দেন তা করে দেখাতে হবে।

বরদান:- অবিনাশী আধ্যাত্মিক রঙের সত্যিকারের হোলির দ্বারা বাবা সম স্থিতির অনুভাবী ভব*

***ব্যথা :-** তোমরা হলে পরমাত্ম-রঙে রাঙানো পবিত্র(হোলি) আত্মা। সঙ্গমযুগ হলো হোলি অর্থাৎ পবিত্র জীবনের যুগ। যখন অবিনাশী আধ্যাত্মিক রঙ লেগে যায় তখন সদাকালের জন্য বাবার সমান হয়ে যায়। তাই তোমাদের হোলি হলো সঙ্গের রঙ দ্বারা বাবার মতন হওয়া। রঙ যেন এমন পাকা হয় যার দ্বারা অন্যদেরও (বাবার) সমান করে দিতে পারো। প্রত্যেক আত্মার উপর অবিনাশী জ্ঞানের রঙ, স্মরণের রঙ, অনেক শক্তির রঙ, গুণের রঙ, শ্রেষ্ঠ বৃত্তি-দৃষ্টি, শুভ ভাবনা, শুভ কামনার আধ্যাত্মিক(রুহানী) রঙ লাগাও।

স্লোগান:- দৃষ্টিকে অলৌকিক, মনকে শীতল, বুদ্ধিকে ক্ষমাপূর্ণ এবং মুখকে মধুর করো।*

মাতেশ্বরীজীর মহাবাক্য

১) "গুপ্ত বন্ধনযুক্ত (বাঁধেলী) গোপিকাদের গায়ন"

***গীত :-** দর্শন বিনা প্রেম করি, গৃহে বসে স্মরণ করি..।*

এখন এই সংগীত হলো, বন্ধনে আবদ্ধ তথাপি আনন্দমগ্ন কোনো গোপিকার গাওয়া গান। এ হলো প্রতি কল্পের বিচিত্র খেলা। বিনা দর্শনেই প্রেম হয়, দুর্ভাগা দুনিয়া কি জানে যে, কল্প-পূর্বের ভূমিকাই(পার্ট) পুনরায় হুবহু পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। অবশ্যই সেই গোপিকা ঘর-সংসার পরিত্যাগ করে নি কিন্তু স্মরণের মাধ্যমে কর্মবন্ধন মিটিয়ে(চুক্ত) ফেলছে। তাই সে খুশীতে মত্ত হয়ে দুলে-দুলে গান করছে। বাস্তবে ঘর পরিত্যাগের কোনো কথাই নেই। ঘরে বসে বিনা দর্শনেই সেই সুখ অনুভব করে সেবা করতে হবে। কীভাবে সেবা করবো ? পবিত্র হয়ে (অপরকে) পবিত্র করার। তোমরা এখন তৃতীয় নেত্র পেয়েছ, আদি থেকে নিয়ে অন্ত পর্যন্তের বীজ এবং বৃক্ষের রহস্য তোমাদের নজরে রয়েছে। তাই এই জীবনের মহিমা আছে, এই জ্ঞানের মাধ্যমে ২১ জন্মের জন্য সৌভাগ্য গঠিত হচ্ছে। এর মাঝে যদি কোনো প্রকারের লোকলজ্জা, বিকারী কুলের মান-মর্যাদা থাকে, তাহলে সেবা করতে পারবে না। এ হলো নিজের দুর্বলতা। অনেকে ভাবে এই ব্রহ্মাকুমারীরা ঘর ভাঙতে এসেছে, কিন্তু এখানে ঘর ভাঙার কোনো কথাই নেই। ঘরে বসেই পবিত্র হতে হবে আর সার্ভিস করতে হবে, এতে কোনোও কষ্ট নেই। পবিত্র হবে, তবেই পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার অধিকারী হবে। বাকি যারা যাবে না তারা কল্পপূর্বের মতোই শত্রুর ভূমিকা পালন করবে, এতে কারোর দোষ নেই। যেমন আমরা পরমাত্মার কার্যকে জানি, তেমনই ড্রামার অন্তর্গত প্রত্যেকের ভূমিকাকেই জেনে গেছি। তাই এতে ঘৃণা আসতে পারে না। এমন তীর পুরুষাথী গোপিকারা রেসের মাধ্যমে বিজয়মালায় আসতে পারে। আত্মা। ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে বাবার সন্তান, তোমরাই মালিক, তোমরা কখনো বাবার শরণ নাও নি, বাচ্চারা কখনো বাবার শরণে আসে না"

প্রশ্নঃ - সর্বদা কোন বিষয়ের মন্বন হলে মায়া কখনো বিরক্ত করবে না ?

উত্তরঃ - আমরা বাবার কাছে এসেছি, ইনি আমাদের বাবাও, শিক্ষকও, আবার সদগুরুও, কিন্তু তিনি নিরাকার । আমাদের মতো নিরাকারী আত্মাদের নিরাকারী বাবাই পড়ান, এই কথা বুদ্ধিতে মন্বন হতে থাকলে খুশীর পারদ চড়তে থাকবে, তখন আর মায়া বিরক্ত করবে না ।

ওম্ শান্তি । ত্রিমূর্তি বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন । তিনি তো ত্রিমূর্তি বাবা, তাই না । তিনিই হলেন এই তিনের রচয়িতা, সকলের বাবা, কেননা উঁচুর থেকেও উঁচু, তিনিই হলেন বাবা । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা তাঁরই সন্তান । বাবা যেমন পরমধামে থাকেন, তেমনই আমরা আত্মারাও সেখানকার নিবাসী । বাবা এও বুঝিয়েছেন যে, এ হলো নাটক, যা কিছুই হয় তা এই নাটকে একবারই হয় । বাবাও একই বার পড়ান । তোমরা কোনো শরণাগতি নাও না । এই শব্দ হলো ভক্তির -- আমি তোমার শরণাগত । বাচ্চা কখনো কি বাবার শরণে আসে কি ? বাচ্চারা তো মালিক হয় । বাচ্চারা, তোমরা বাবার শরণে আসো নি । বাবা তোমাদের আপন করে নিয়েছেন । বাচ্চারাও বাবাকে আপন করেছে । বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে ডাকোও যে, আমাদের নিজের ঘাড়ে আমাদের নিয়ে যাও অথবা আমাদের রাজস্ব দাও । এক হলো শান্তিধাম আর এক হলো সুখধাম । সুখধাম হলো বাবার সম্পত্তি আর দুঃখধাম হলো রাবণের সম্পত্তি । পাঁচ বিকারে আটকে গেলে জীবনে দুঃখই দুঃখ । বাচ্চারা এখন জানে যে -- আমরা বাবার কাছে এসেছি । তিনি বাবাও যেমন তেমনই শিক্ষকও কিন্তু তিনি নিরাকার । আমাদের মতো নিরাকারী আত্মাদের পড়ানও নিরাকারী । তিনি হলেন আত্মাদের পিতা । এই কথা বুদ্ধিতে যদি সর্বক্ষণ মন্বন হতে থাকে তাহলেও খুশীর পারদ চড়তে থাকবে । এ কথা ভুলে গেলেই মায়া বিরক্ত করে । তোমরা এখন বাবার কাছে বসে আছো তাই বাবা আর তাঁর অবিদ্যার উত্তরাধিকার স্মরণে আসে । প্রকৃত উদ্দেশ্য তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, তাই না । স্মরণ তোমাদের শিববাবাকেই করতে হবে । কৃষ্ণকে স্মরণ করা তো খুবই সহজ কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করাই পরিশ্রমের । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । কৃষ্ণ যদি থাকে, তাহলে তাঁর প্রতি তো সকলেই চট করে আকৃষ্ট হয়ে যাবে । বিশেষ করে মায়েরা তো খুবই চান যে, আমরা যেন কৃষ্ণের মতো সন্তান পাই, কৃষ্ণের মতো পতি পাই । বাবা এখন বলছেন, আমি এসেছি, তোমরা এখন কৃষ্ণের মতো সন্তান অথবা পতিও পাবে অর্থাৎ তাঁর সমান সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সুখ প্রদানকারী তোমরা পাবে । স্বর্গ অথবা কৃষ্ণপূরীতে সুখই সুখ । বাচ্চারা জানে যে, আমরা এখানে পড়াশোনা করি কৃষ্ণপূরীতে যাওয়ার জন্য । সকলে তো স্বর্গকেই স্মরণ করে, তাই না । কেউ মারা গেলে বলে, অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছেন, তাহলে তো খুশী হওয়া উচিত, তালি বাজানো উচিত । নরক থেকে বেরিয়ে স্বর্গে গেছেন, এ তো খুবই ভালো হয়েছে । কেউ যখন বলবে, অমুকে স্বর্গে গেছেন, তখন বলো, কোথা থেকে গেছেন ? অবশ্যই নরক থেকে গেছেন । এতে তো খুবই খুশী হওয়ার কথা । সকলকে ডেকে প্রসাদ খাওয়ানো উচিত, কিন্তু এ তো বোঝার কথা । ওরা এমন বলবে না যে, ২১ জন্মের জন্য স্বর্গে গেছেন । কেবল বলে দেয়, স্বর্গে গেছে । আচ্ছা, তাহলে তার আত্মাকে এখানে আবার ডাকো কেন ? নরকের খাবার খাওয়াতে ? নরকে তো ডাকা উচিত নয় । এই কথা বাবা বসেই বোঝান, প্রতিটি কথাই তো জ্ঞানের, তাই না । বাবাকে ডাকে, তুমি আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো, তাহলে অবশ্যই এই পতিত শরীরকে শেষ করতে হবে । সবাই যখন মারা যাবে, তখন কে কার জন্য কাঁদবে ? তোমরা এখন জানো, আমরা এই শরীর ত্যাগ করে নিজের ঘরে যাবো । এখন তা প্রত্যক্ষভাবে দেখানো হচ্ছে যে, কিভাবে শরীর ত্যাগ করবে । দুনিয়াতে এমন পুরুষার্থ অল্প কয়েকজনই করে ।

বাচ্চারা, তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে, আমাদের এই শরীর পুরানো । বাবাও বলেন যে, আমি এই পুরানো জুতো রূপী এই শরীরের ধার নিই । ড্রামাতে এই রথই নিমিত্ত হয়ে আছে । এর পরিবর্তন হতে পারে না । ঐকে আবার তোমরা পাঁচ হাজার বছর পরে দেখবে । তোমরা তো এই ড্রামার রহস্য বুঝে গেছো, তাই না । বাবা ছাড়া কারোর মধ্যেই এই শক্তি নেই যে বোঝাতে পারে । এই পাঠশালা খুবই আশ্চর্যজনক, এখানে বৃদ্ধরাও বলবেন যে, আমরা এখানে যাই, এই ভগবানের পাঠশালায় - ভগবান - ভগবতী হওয়ার জন্য । আরে, বৃদ্ধারা কখনোই স্কুলে পড়তে যায় না । তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তোমরা কোথায় যাও ? তোমরা বলো, আমরা ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটিতে যাই । সেখানে আমরা রাজযোগ

শিখি । এমন অক্ষর শোনাও যাতে ওরা চমকিত হয়ে যায় । বৃদ্ধরাও বলবে, আমরা ভগবানের পাঠশালাতে যাই । এখানে এই আশ্চর্যের যে, আমরা ভগবানের কাছে পড়তে যাই । এমন আর কেউই বলতে পারবে না । তারা বলবে নিরাকার ভগবান কোথা থেকে এলো ? কেননা তারা তো মনে করে, ভগবান নাম - রূপ থেকে পৃথক । তোমরা এখন বুঝে কথা বলো । প্রত্যেক মূর্তির কাজ তোমরা জানো । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিববাবা, আমরা তাঁর সন্তান । আচ্ছা, এরপর সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর, তোমারা কেবল বলার জন্য বলো না । তোমরা তো গভীরভাবে জানো যে, ব্রহ্মার দ্বারা কিভাবে স্থাপনা করা হয় । তোমরা ছাড়া আর কেউই বায়োগ্রাফি বলতে পারে না । নিজেদের বায়োগ্রাফিই জানে না তাহলে অন্যদের কিভাবে জানবে ? তোমরা এখন সবকিছুই জেনে গেছো । বাবা বলেন যে বাচ্চারা, আমি যা জানি তাই তোমাদের বোঝাই । এই রাজস্বও বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারবে না । ওই লক্ষ্মী - নারায়ণ কোনো লড়াই - ঝগড়া করে এই রাজ্য পায় নি । ওখানে কোনো লড়াই হয় না । এখানে তো কতো লড়াই - ঝগড়া হয় । এখানে কতো মানুষ । বাচ্চারা, এখন তোমাদের মনে এই কথা আসা উচিত যে, আমরা বাবার কাছ থেকে দাদার দ্বারা এই অবিনাশী উত্তরাধিকার পাচ্ছি । বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এমন নয় যে, যার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তাঁকেও স্মরণ করো । তা নয়, তিনি বলেন ----মামেকম (আমাকে) স্মরণ করো । ওই সন্ন্যাসীরা নিজেদের ছবি নাম সমেত দেয় । শিববাবার ছবি কি দেবে ? বিন্দুর উপর নাম কিভাবে লিখবে ? বিন্দুর উপর শিববাবার নাম লিখলে বিন্দুর থেকেও নাম বড় হয়ে যাবে । এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না । বাচ্চাদের তাই খুবই খুশী হওয়া উচিত যে, শিববাবা আমাদের পড়ান । আত্মাই তো পড়ে, তাই না । সংস্কার আত্মাই সঙ্গে করে নিয়ে যায় । বাবা এখন আত্মাকে সংস্কারে ভরপুর করছেন । তিনি যেমন বাবাও, তেমনই টিচারও, আবার সদগুরুও । বাবা তোমাদের যা শেখান, তা তোমরা অন্যদেরও শেখাও, তোমরা সৃষ্টিচক্রকে স্মরণ করো আর করাও । তাঁর মধ্যে যে গুণ আছে, তাই তিনি বাচ্চাদেরও দেন । তিনি বলেন, আমি জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর । আমি তোমাদেরও তেমন বানাই । তোমরাও সকলকে সুখ দাও । মন - বচন এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দিও না । সকলের কানেই এই মিষ্টি - মিষ্টি কথা শোনাও যে, তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করো, এই স্মরণেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা সবাইকে এই খবর দাও যে, বাবা এসেছেন, তাঁর থেকে তোমরা এই অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করো । সবাইকে এই খবর দিতে হবে । অবশেষে খবরের কাগজের লোকেরাও কাগজে দেবে । এ তো তোমরা জানো যে, অস্তিম সময়ে সবাই বলবে ----আহা, প্রভু তোমার লীলা -----তুমিই সবাইকে সদগতি দাও । তুমিই সবাইকে দুঃখ মুক্ত করে শান্তিধামে নিয়ে যাও । এও তো এক জাদুকরী হলো তাই না । ওদের জাদু অল্পকালের জন্য । ইনি তো ২১ জন্মের জন্য মানুষ থেকে দেবতা বানান । এই মনমনাভবের জাদুতেই তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণ হও । জাদুকর, রন্ধাকর, এই সব নামই তো শিববাবার, নাকি ব্রহ্মাবাবার ? এই ব্রাহ্মণ - ব্রহ্মাণীরা সকলেই এখানে পাঠ গ্রহণ করে । তারা নিজেরা পড়ে তারপর অন্যদেরও পড়ায় । বাবা একা তো পড়ানই না । বাবা তোমাদের একসাথে পড়ান তারপর তোমরা আবার অন্যদের পড়াও । বাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । সেই বাবা হলেন রচয়িতা, কৃষ্ণ তো তাঁর রচনা, তাই না । উত্তরাধিকার তো রচয়িতার থেকেই পাওয়া যায়, নাকি রচনার থেকে ? কৃষ্ণের থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না । বিষ্ণুর দুই রূপ হলো এই লক্ষ্মী - নারায়ণ । ঐরাই ছোটবেলাতে রাধা - কৃষ্ণ । এই কথাও দৃঢ়ভাবে স্মরণে রেখো । বৃদ্ধরাও যদি তীক্ষ্ণভাবে এগিয়ে যায় তাহলে উচ্চ পদ পেতে পারে । বৃদ্ধাদের আবার কিছু মমত্ব থাকে । নিজেরাই নিজেদের রচনা রূপী জালে আটকে যায় । কতো জনের স্মরণে এসে যায়, ওদের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে এক বাবার সঙ্গে জুড়ে রাখাই পরিশ্রমের । তোমাদের জীবন্মৃত হতে হবে । বুদ্ধিতে যদি একবার তীর লেগে যায়, তাহলেই ব্যস্ । এরপর যুক্তি দিয়ে চলতে হয় । এমনও নয় যে কারোর সঙ্গেই কথা বলবে না । গৃহস্থ জীবনে যদিও থাকো, সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলো । ওদের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখো । বাবা বলেন ---চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম । সম্পর্ক যদি নাই রাখো তাহলে তাদের কিভাবে ওদের উদ্ধার করবে ? তাদের প্রতি আসক্তি ছিন্ন করে কর্তব্য পালন করতে হবে । বাবাকে জিজ্ঞেস করে ---বিষে করবো কি ? বাবা বলেন, কেন নয়, করো । বাবা কেবল বলেন, কাম হলো মহাশত্রু, তোমরা যদি একে জয় করতে পারো তাহলে জগৎজিৎ হয়ে যাবে । সত্যযুগে সবাই নির্বিকারী থাকে । যোগবলের দ্বারা সেখানে জন্ম হয় । বাবা বলেন, তোমরা নির্বিকারী হও । এক তো এ কথা পাকা করো যে, আমরা শিববাবার কাছে বসে আছি, শিববাবা আমাদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাচ্ছেন । এই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হতে থাকে । প্রথমে সতাপ্রধান দেবী - দেবতারা আসে, তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে তাঁরা তমোপ্রধান হয় । দুনিয়াও পতিত এবং পুরানো হয় । আত্মাই তো পতিত হয়, তাই না । এখানকার কোনো জিনিসই কোনো সার নেই । কোথায় সত্যযুগের ফল - ফুল আর কোথায় এখানকার । ওখানে কোনো পচা - বাসী জিনিস থাকে না । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের ওখানকার সাক্ষাৎকার করিয়ে আনন্দ দান করান । ইনি হলেন আত্মাদের পিতা, যিনি তোমাদের পড়ান । আত্মাই তো এই শরীরের দ্বারা পাঠ গ্রহণ করে, নাকি শরীর ? আত্মার এক শুদ্ধ অহংকার থাকে, আমিই এই অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি, স্বর্গের মালিক হচ্ছি । স্বর্গে তো সবাই যাবে, কিন্তু সকলের নাম তো আর লক্ষ্মী - নারায়ণ হবে না, তাই না । উত্তরাধিকার আত্মাই পেয়ে থাকে ।

এই জ্ঞান একমাত্র শিববাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না । এ তো ইউনিভার্সিটি, এখানে ছোটো বাচ্চা, যুবক সকলেই পড়াশোনা করে । এমন কলেজ কোথাও দেখেছো ? ওরা তো মানুষ থেকে ব্যারিস্টার, ডাক্তার ইত্যাদি হয় । তোমরা এখানে মানুষ থেকে দেবতা হও । তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের টিচার এবং সদগুরু, তিনি আমাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন । তারপর আমরা আমাদের পড়া অনুসারে সুখধামে এসে পদ পাবো । বাবা তো তোমাদের সত্যযুগকে কখনোই দেখেন না । শিববাবা জিপ্তেস করেন - আমি কি সত্যযুগ দেখি ? শরীর দিয়েই তো দেখতে হয়, তাঁর তো নিজের শরীরই নেই, তাহলে কিভাবে দেখবেন ? বাচ্চারা, এখানে তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা বলেন, দেখেন যে এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই পুরানো । শরীর ছাড়া তো কিছুই দেখা যায় না । বাবা বলেন যে, আমি পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে এসে তোমাদের পবিত্র বানাই । আমি স্বর্গ তো দেখিই না । এমনও নয় যে কারোর শরীরে লুকিয়ে দেখে আসি । তা নয়, আমার পাটই নেই । তোমরা কতো নতুন নতুন কথা শোনো । তাই এখন তোমাদের এই পুরানো দুনিয়াতে মন লাগানো উচিত নয় । বাবা বলেন, তোমরা যতো পবিত্র হবে, ততই উঁচু পদ পাবে । এই সমস্তই স্মরণের যাত্রার বাজী । লৌকিক যাত্রায়ও মানুষ পবিত্র থাকে, তারপর যখন ফিরে আসে তখন অপবিত্র হয়ে যায় । বাচ্চারা, তোমাদের খুবই খুশী হওয়া উচিত । তোমরা জানো যে, আমরা অসীম জগতের বাবার থেকে এই অসীম জগতের অর্থাৎ স্বর্গের অবিনাশী আশীর্বাদ গ্রহণ করি, তাই আমাদের তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে । বাবার স্মরণেই সতোপ্রধান হতে হবে । আমাদের উপর ৬৩ জন্মের জং লেগে রয়েছে, তা এই জন্মেই দূর করতে হবে, আর কোনো সমস্যা নেই । বিষ পানের যে খিদে থাকে, তাই ত্যাগ করতে হবে, এর চিন্তা তো করোই না । বাবা বলেন যে, এই বিকারেই তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে দুঃখী হয়ে আছো । কুমারীদের জন্য দুঃখ হয় । বায়োস্কোপে গেলেও খারাপ হয়ে যায়, এতেই নরকে চলে যায় । যদিও বাবা বলেন, দেখলে কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু তোমাদের দেখে অন্যেও যেতে থাকবে, তাই তোমাদের যাওয়া উচিত নয় । ইনি হলেন ভাগীরথ । ভাগ্যশালী রথ যিনি নিমিত্ত হয়েছেন এই ড্রামাতে নিজের রথকে ধার হিসাবে দিতে । তোমরা বুঝতে পারো, বাবা এনার মধ্যে আসেন, ইনি হলেন হুসেনের ঘোড়া । ইনি তোমাদের সবাইকে সুখদায়ী করেন । বাবা নিজেই সুখদায়ী, কিন্তু তিনি এই রথ নিয়েছেন । ড্রামাতে এর পাট এমনই । এখন আত্মারা যারা কালো হয়ে গেছে তাদের স্বর্গ যুগের বানাতে হবে ।

বাবা সর্বশক্তিমান নাকি ড্রামা ? এই ড্রামার মধ্যে যে সব অভিনেতা আছে, তারমধ্যে সর্বশক্তিমান কে ? শিববাবা । তারপর রাবণ । অর্ধেক কল্প হলো রামরাজ্য আর অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য । প্রতি মুহূর্তে বাবাকে লেখে যে, আমরা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাই । আমরা উদাস হয়ে যাই । আরে, আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি, তাহলে তোমরা উদাস কেন থাকো ? পরিশ্রম তো করতেই হবে, তোমাদের পবিত্র হতে হবে । এমনই কি তিলক দিয়ে দেওয়া হবে ? নিজেই নিজেকে রাজতিলক দেওয়ার উপযুক্ত বানাতে হবে -- জ্ঞান আর যোগের দ্বারা । তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে তোমরা নিজেই তিলকের যোগ্য হয়ে যাবে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - শিববাবা আমাদের মিষ্টি বাবা, টিচার এবং সদগুরু । তিনি তোমাদেরও খুবই মিষ্টি করে গড়ে তোলেন । তোমরা জানো যে, আমরা অবশ্যই কৃষ্ণপূরীতে যাবো । প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর ভারতকে অবশ্যই স্বর্গে পরিণত হতে হবে । তারপর আবার তা নরকে পরিণত হয় । মানুষ মনে করে, যারা ধনবান, তাদের জন্য এখানেই স্বর্গ, আর গরীবরা নরকে আছে , কিন্তু এমন কিছু নয় । এখানে নরকই । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বায়োস্কোপ হলো নরকে যাওয়ার রাস্তা, তাই বায়োস্কোপ দেখবে না । স্মরণের যাত্রায় থেকে পবিত্র হয়ে উচ্চ পদ নিতে হবে, এই পুরানো দুনিয়াতে মন লাগাবে না ।

২) মন - বচন এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দেবে না । সকলের কানেই মিষ্টি - মিষ্টি কথা

শোনাতে হবে, সবাইকে বাবার স্মরণ করাতে হবে । বুদ্ধিযোগ এক বাবার সঙ্গেই জুড়তে হবে ।

বরদান:- পবিত্রতার শক্তির দ্বারা সদা সুখের সংসারে থাকা বেগমপুরের বাদশা ভব*

সুখ - শান্তির ভিত্তি হলো পবিত্রতা । যে বাচ্চারা মন - বচন এবং কর্ম এই তিনেই পবিত্র হয়, সে-ই হাইনেস আর হোলিনেস হয় । যেখানে পবিত্রতার শক্তি থাকে, সেখানে সুখ - শান্তি স্বতঃতই থাকে । পবিত্রতা হলো

সুখ - শান্তির মাতা । পবিত্র আত্মা কখনোই উদাস হতে পারে না । সে বেগমপুরের বাদশাহ হয় আর তার লাইটের মুকুটও একেবারে আলাদা হয় এবং আসন দুই-ই পৃথক হয় । লাইটের মুকুট হলো পবিত্রতার নিদর্শন ।

স্লোগান:- আমি আত্মা, শরীর নই, এই চিন্তন করাই হলো স্বচিন্তন ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা বাবার হাত ধরেছো, তোমরা গৃহস্থে থেকেও বাবাকে স্মরণ করতে-করতে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে"

- *প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের মনে কোন্ আনন্দ উল্লাস থাকা উচিত ? রাজসিংহাসনে বিরাজিত হওয়ার বিধি কি ?*
- *উত্তরঃ - সর্বদা যেন এই উল্লাস থাকে যে, জ্ঞান সাগর বাবা আমাদের প্রতিদিন জ্ঞান রত্নের থালা ভরে ভরে দেন। যতক্ষণ যোগে থাকবে বুদ্ধি ততই কাঙ্ক্ষনে পরিণত হবে। এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন সঙ্গেই যায়। সিংহাসনে বিরাজিত হওয়ার জন্য মাতা পিতাকে পুরোপুরি ফলো করো। তাঁর শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো, অন্যদেরও নিজের মতন বানাও ।*

ওম্ শান্তি । আত্মারূপী বাচ্চারা এই সময় কোথায় বসে আছে ? বলা হবে বে আত্মিক পিতার ইউনিভার্সিটি অথবা পাঠশালায় বসে আছে। বুদ্ধিতে আছে যে আমরা আত্মিক পিতার সামনে বসে আছি, তিনি আমাদের পিতা, আমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান অথবা ভারতের উত্থান ও পতন কীভাবে হয় , তাও বলে দেন। ভারত যে পবিত্র ছিল এখন পতিত হয়েছে। ভারত মুকুটধারী ছিল তাহলে কে পরাজিত করল ? রাবণ। রাজস্ব হারানো অর্থাৎ পতন হল তাইনা। কেউ রাজা তো নেই। যদি কেউ হয় সে পতিত-ই হবে। এই ভারতে সূর্যবংশী মহারাজা-মহারানী ছিল। সূর্যবংশী মহারাজা ও চন্দ্রবংশী রাজারা ছিল। এইসব কথা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে , দুনিয়ায় এই কথা কেউ জানেনা। তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের আত্মিক পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন। আমরা আত্মিক পিতার হাত ধরেছি। যদিও আমরা গৃহস্থে বাস করি কিন্তু বুদ্ধিতে রয়েছে এখন আমরা সঙ্গমযুগে দাঁড়িয়ে আছি। পতিত দুনিয়া থেকে আমরা পবিত্র দুনিয়ায় যাই। কলিযুগ হল পতিত যুগ, সত্যযুগ হল পবিত্র যুগ। পতিত মানুষ পবিত্র মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে। যদিও দেবতারোও ভারতের মানুষ। কিন্তু তাঁরা দিব্য গুণধারী । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরাও পিতা দ্বারা এমন দিব্য গুণ ধারণ করছি। সত্যযুগে এমন পুরুষার্থ করব না। সেখানে তো থাকে প্রালঙ্ক। এইখানে পুরুষার্থ করে দিব্য গুণ ধারণ করতে হয়। সর্বদা নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে - আমরা বাবাকে কতক্ষণ স্মরণ করে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হচ্ছি ? বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই সতোপ্রধান হবে। বাবা তো হলেন সর্বদা সতোপ্রধান। এখনও দুনিয়াটি পতিত দুনিয়া, পতিত ভারতই আছে। পবিত্র দুনিয়ায় পবিত্র ভারত ছিল। তোমাদের কাছে প্রদর্শনী ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রকারের মানুষ আসে। কেউ বলে যেমন ভোজন জরুরী তেমনই বিকারও হল ভোজন, বিকার ছাড়া বাঁচব না। এবারে এমন কথা তো নয়। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে তো তারা মরে যায় নাকি ! এমন কথা যারা বলে তাদেরকে ধরে নেওয়া হয় কোনও অজামিল সম পাপী হবে , যে এমন কথা বলে। তাদের বলা উচিত তোমরা বিকার ছাড়া মরে যাবে নাকি যে ভোজনের সঙ্গে বিকারের তুলনা করছে ! স্বর্গে যারা আসবে তারা হবে সতোপ্রধান। পরে আসে সতো, রজো, তমো, তাইনা। যারা পরে আসে সেই আত্মারা তো নির্বিকারী দুনিয়া দেখেনি। তো সেই আত্মারা এমন কথা বলবে আমরা থাকতে পারব না। যারা সূর্যবংশী হবে তড়িৎ বেগে তাদের বুদ্ধিতে আসবে - কথাটি তো সত্য। যথাযথভাবে স্বর্গে বিকারের নাম-চিহ্ন ছিল না। বিভিন্ন রকমের মানুষ বিভিন্ন রকমের কথা বলে। তোমরা বুঝতে পারো কে কে ফুলে পরিণত হবে ? কেউ তো কাঁটাই থেকে যায়। স্বর্গের নাম হল ফুলের বাগান। এই হল কাঁটার জঙ্গল। কাঁটাও তো অনেক রকমের হয় তাইনা। এখন তোমরা জানো আমরা ফুলে পরিণত হচ্ছি। সঠিকভাবে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন সদাকালের গোলাপ ফুল। তাঁদের বলা হবে ফুলের রাজা (কিং অফ ফ্লাওয়ার্স)। দিব্য ফুলের রাজ্য হয় তাইনা। তারাও নিশ্চয়ই পুরুষার্থ করে থাকবে। পড়াশোনা করেই হবে তাইনা।

তোমরা জানো এখন আমরা হলাম ঈশ্বরীয় পরিবারের। প্রথমে তো ঈশ্বরকে জানতাম না। বাবা এসে এই পরিবার গঠন করেছেন। বাবা সর্বপ্রথম স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করেন তারপরে তার দ্বারা সন্তান রচনা করেন। বাবা এনাকেও (ব্রহ্মাবাবাকে) অ্যাডপ্ট করেছেন তারপর এনার দ্বারা সন্তানদের রচনা করেছেন। এরা সবাই হল ব্রহ্মাকুমার -কুমারী তাইনা। এই সম্পর্ক প্রবৃত্তি মার্গের (গৃহস্থ আশ্রম) হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদের হল নিবৃত্তি মার্গ। তাতে কেউ মাশ্মা-বাবা বলে না। এখানে তোমরা মাশ্মা-বাবা বলো। অন্য সব সংসঙ্গ গুলি হল নিবৃত্তি মার্গের, এই একমাত্র বাবা-ই আছেন যাঁকে মাতা-পিতা বলে সম্বোধন করা হয়। বাবা বসে বোঝান, ভারতে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল, এখন অপবিত্র হয়েছে। আমি পুনরায় সেই প্রবৃত্তি মার্গের স্থাপনা করি। তোমরা জানো আমাদের ধর্ম হল খুব সুখ প্রদানকারী। তাই আমরা পুরানো ধর্মের মানুষদের সঙ্গ কেন করব

! তোমরা স্বর্গে কত সুখী থাকো। হীরা-জহরাতের মহল থাকে। এখানে যদিও আমেরিকা রাশিয়া ইত্যাদি হল বিতশালী কিন্তু স্বর্গের মতন সুখ থাকতে পারেনা। সোনার ইঁট দিয়ে কেউ মহল বানাতে পারে না। সোনার মহল থাকেই সত্যযুগে (স্বর্গে)। এখানে সোনা আছেই কোথায়। স্বর্গে তো প্রতিটি জায়গায় হীরা - জহরাত লেগে থাকবে। এখানে তো হীরার দাম অনেক। এইসব মাটিতে মিশে যাবে। বাবা বুঝিয়েছেন নতুন দুনিয়ায় সব খনি ভর্তি হয়ে যাবে। এখন সব খালি হতে থাকবে। দেখানো হয় সাগর, হীরে- জহরাতের থালা প্রদান করেছে। স্বর্গে তো হীরে- জহরাত তোমরা অটেল প্রাপ্ত করবে। সাগরকেও দেবতা ভাবে। তোমরা বুঝেছ বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। সর্বদা যেন এই উল্লাস থাকে যে জ্ঞান সাগর পিতা আমাদের প্রতিদিন জ্ঞান রঞ্জের, জহরাতের থালা ভরে দেন। যদিও ওই হল জলের সাগর। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের জ্ঞান রত্ন দেন, যা তোমরা বুদ্ধিতে ভরে রাখো। যত যোগে থাকবে বুদ্ধি ততই কাঞ্চন হতে থাকবে। এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নই তোমরা সঙ্গে নিয়ে যাও। বাবার স্মরণ এবং এই জ্ঞানই হল মুখ্য।

বাচ্চারা তোমাদের মনে অনেক আনন্দ উল্লাস থাকা উচিত। বাবাও হলেন গুপ্ত, তোমরাও হলে গুপ্ত সৈন্য। অহিংসক (নন ভায়োলেন্স), গুপ্ত সৈন্য (আন নোন ওয়ারীয়ার্স) বলা হয় কিনা, অমুক হল খুব বীর যোদ্ধা। কিন্তু নাম-চিহ্ন জানা নেই। এমন তো হতে পারেনা। গভর্নমেন্টের কাছে এক একজনের নাম চিহ্ন থাকে। আন নোন ওয়ারীয়ার্স, নন ভায়োলেন্স এইসব নাম হল তোমাদের। সর্ব প্রথম হিংসা হল এই বিকার, যা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয় তাই বলা হয় - হে পতিত-পাবন, আমরা পতিত, আমাদের এসে পবিত্র করো। পবিত্র দুনিয়ায় একজনও পতিত থাকে না। এইসব তোমরা বাচ্চারা জানো, এখন আমরা ভগবানের সন্তান হয়েছি, পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে, কিন্তু মায়া কিছু কম নয়। মায়ার একটি চড় এমন লাগে যে একদম নর্দমায় ফেলে দেয়। যে বিকার গ্রস্ত হয় তার বুদ্ধি একদম নষ্ট হয়ে যায়। বাবা কত বোঝান - নিজেদের মধ্যে দেহধারীদের সঙ্গে কখনও প্রীতি রাখবে না। তোমাদের প্রীতি ভালোবাসা রাখতে হবে একমাত্র বিচিত্র বাবার সঙ্গে। বাবা কত বোঝান তবুও বোঝে না। ভাগ্যে নেই তাই একে অপরের দেহের আকর্ষণে জড়িয়ে যায়। বাবা কত বোঝান - তোমরাও হলে রূপ। আত্মা ও পরমাত্মার রূপ তো একই। আত্মা ছোট-বড় হয় না। আত্মা হল অবিনাশী। ড্রামাতে প্রত্যেকের পার্ট নির্দিষ্ট আছে। এখন অসংখ্য মানুষ আছে, তারপরে ৯-১০ লক্ষ থাকবে। সত্যযুগের আদি কালে বৃষ্ণ খুব ছোট থাকে। প্রলয় তো কখনও হয় না। তোমরা জানো সব মানুষদের আত্মা মূল বতনে বাস করে। তাদেরও বৃষ্ণ আছে। বীজ বপন হয়, তখন সম্পূর্ণ গাছ বের হয় তাইনা। সর্ব প্রথম দুটি পাতা বের হয়। এই বৃষ্ণ টি হল অসীম জগতের বৃষ্ণ, বিশ্ব গোলক নিয়ে বোঝানো কত সহজ, বিচার করো। এখন হল কলিযুগ। সত্যযুগে একটি ধর্ম ছিল। সূতরাং মানুষের সংখ্যাও কম ছিল। এখন অসংখ্য মানুষ, অনেক ধর্ম আছে। এত সংখ্যা প্রথমে ছিল না তারা পরে কোথায় যাবে? সব আত্মারা-ই পরমধামে চলে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। যেমন বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর তেমনই তোমাকেও তৈরি করেন। তোমরা পড়াশোনা করে এই পদমর্যাদা প্রাপ্ত কর। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাই স্বর্গ রূপী অবিনাশী উত্তরাধিকার ভারতবাসীদেরই প্রদান করেন। বাকি সবাইকে পরমধাম ফিরিয়ে নিয়ে যান। বাবা বলেন আমি এসেছি বাচ্চাদের পড়াতে। যত পুরুষার্থ করবে তত পদমর্যাদা লাভ করবে। যত শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে তত শ্রেষ্ঠ হবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পুরুষার্থের উপরে। মাশ্বা - বাবার সিংহাসনে বিরাজিত হওয়ার জন্য পুরোপুরি ফলো করো ফাদার মাদারকে। সিংহাসনে বিরাজিত হতে তাদের আচরণ অনুযায়ী চলো। অন্যদেরও নিজের মতন বানাও। বাবা অনেক প্রকারের যুক্তি বলে দেন। একটি ব্যাজের উপরেই তোমরা কাউকে ভালো করে বসে বোঝাও। পুরুষোত্তম মাস হলে বাবা বলেন চিত্র ক্রীতে দিয়ে দাও। বাবা উপহার দেন। টাকা পয়সা হাতে এলে নিশ্চয়ই বুঝবে, বাবারও খরচা আছে, তাইনা? তখন তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবে। ঘর তো একটাই, তাইনা। এই ট্রান্সলাইটের চিত্রের প্রদর্শনী হলে অনেকে দেখতে আসবে। পুণ্যের কাজ তাইনা। মানুষকে কাঁটা থেকে ফুলে, পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় পরিণত করা, একে বিহঙ্গ মার্গ বলা হয়। প্রদর্শনীতে স্টল লাগালে অনেকে আসে। খরচা কম হয়। তোমরা এখানে আসো বাবার কাছে স্বর্গের রাজস্ব নিতে। সূতরাং প্রদর্শনীতেও আসবে, স্বর্গের রাজস্ব কিনতে। এটা তো হল হাট তাইনা।

বাবা বলেন এই জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের অনেক সুখ প্রাপ্ত হবে, তাই ভালো রীতি পড়াশোনা করে, পুরুষার্থ করে ফুল পাস হওয়া উচিত। বাবা নিজে বসে নিজের এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দেন, অন্য কেউ দিতে পারে না। এখন বাবার সাহায্যে তোমরা ত্রিকালদর্শী হও। বাবা বলেন আমার প্রকৃত রূপ প্রকৃত পরিচয় যথার্থ রীতি কেউ জানেনা। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে আছে। যদি যথার্থ রীতি জানতো তাহলে বাবাকে ত্যাগ করে যেত না। এই হল পড়াশোনা। ভগবান বসে পড়ান। তিনি বলেন আমি হলম তোমাদের আন্তরিকারী সেবক (ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট)। পিতা ও শিক্ষক দুইজনেই হয় আন্তরিকারী সেবক। ড্রামায় আমাদের এমনই পার্ট আছে পরে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাব। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে পাস উইথ অনার হওয়া উচিত। পড়াশোনা তো খুবই সহজ। সবচেয়ে বেশি বয়স তো তার যিনি পড়াচ্ছেন।

শিববাবা বলেন আমি বৃদ্ধ নই। আত্মা কখনো বৃদ্ধ হয় না। যদিও পাথর বৃদ্ধি হয়। আমার তো হল পরশ বুদ্ধি, তবেই তো তোমাদের পরশ বুদ্ধিতে পরিণত করতে আসি। কল্পে-কল্পে আসি। অসংখ্য বার তোমাদের পড়াই তবুও ভুলে যাবে। সত্যযুগে এই জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। বাবা কত ভালো রীতি বোঝান। এমন বাবাকেও ত্যাগ করে চলে যায় তাই বলা হয় মহান মূর্খ দেখতে হলে এখানে এসে দেখো। এমন পিতা যাঁর কাছে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় তাঁকেও ত্যাগ করে যায়। বাবা বলেন তোমরা আমার মতানুযায়ী চলবে তো অমরলোকে বিশ্বের মহারাজা-মহারানী হবে। এইটি হল মৃত্যুলোক। বাচ্চারা জানে আমরা সেই পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলাম। এখন আমরা কি রূপে পরিণত হয়েছি ? পতিত ভিত্তারী। এখন আবার সেই প্রিন্স হতে চলেছি। সবার একরস পুরুষার্থ হওয়া সম্ভব নয়। কেউ ভেঙে পড়ে, কেউ ট্রেটর হয়ে যায়। এমন ট্রেটর দেব সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। জ্ঞানের কথা ছাড়া অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করলে বুঝবে শয়তানি। সুসঙ্গ দ্বারা উদ্ধার, কু-সঙ্গে পতন। যারা জ্ঞানে তীক্ষ্ণ হয় বাবার হৃদয়ে স্থান পায়, তাদের সঙ্গ করো। তারা তোমাদের জ্ঞানের মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি সার্ভিসেবল, সৎ, আঞ্জাকারী বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যিনি হলেন দেহহীন, বিচিত্র, সেই পিতার সঙ্গে ভালোবাসা রাখতে হবে। কোনো দেহধারীর নাম-রূপে বুদ্ধি জড়াবে না। যাতে মায়ার চড় না লাগে, সেইরূপ সাবধানে থাকতে হবে।

২) জ্ঞানের কথা ছাড়া কেউ অন্য কিছু যদি শোনায় তার সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। ফুল পাশ করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। কাঁটার ফুলে পরিণত করার সেবা করতে হবে।

বরদান:- কারণের নিবারণ করে চিন্তা এবং ভয় মুক্ত মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব*

ব্যাখা: বর্তমান সময়ে অল্পকালের সুখের চিন্তা ও ভয় এই দুটি জিনিসই তো আছে। যেখানে চিন্তা আছে সেখানে নিশ্চিন্ত ভাব থাকতে পারেনা। যেখানে ভয় আছে সেখানে শান্তি থাকতে পারেনা। সুখের সাথে এই দুঃখ অশান্তির কারণ তো আছেই। কিন্তু তোমরা হলে সর্ব শক্তির খাজানায় সম্পন্ন মাস্টার সর্ব শক্তিমান বাচ্চারা দুঃখের কারণ গুলি নিবারণ করতে সক্ষম, প্রতিটি সমস্যার সমাধান স্বরূপ, তাই চিন্তা ও ভয় মুক্ত থাকো। যেকোনও সমস্যা তোমাদের সামনে খেলা রূপে আসে, ভয় দেখাতে নয়।

স্লোগান:- নিজের বৃত্তি শ্রেষ্ঠ বানাও, তাহলে প্রবৃত্তি স্বতঃতই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা — মাঝি এসেছেন তোমাদের নৌকাকে তীরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, বাবার প্রতি তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে নৌকা হেলবে দুলবে কিন্তু কখনোই ডুবে যাবে না"*

প্রশ্নঃ - — বাবার স্মরণ বাচ্চাদের যথার্থ রূপে না থাকার কারণ কি ?

উত্তরঃ - — সাকার রূপে আসতে -আসতে ভুলে গেছে যে আমরা আত্মারা নিরাকার আর আমাদের পিতাও নিরাকার, সাকার হওয়ার কারণে সাকারের (শরীরের) স্মরণই সহজে এসে যায় । দেহী-অভিমানী হয়ে নিজেকে বিন্দু মনে করে বাবাকে স্মরণ করা এতেই পরিশ্রম ।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ । এনার নাম তো শিব নয়, তাইনা । এনার নাম ব্রহ্মা আর এনার দ্বারাই কথা বলেন, শিব ভগবানুবাচ । এটা তো অনেকবার বোঝান হয়েছে যে, কোনও মানুষকে বা দেবতাকে অথবা সূক্ষ্ম বতন নিবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে ভগবান বলা যায় না । যাদের আকার বা সাকার চিত্র আছে তাদের ভগবান বলা যায় না । ভগবান বলা হয় অসীম জগতের পিতাকে । ভগবান কে, কারো জানা নেই। নেতী-নেতী বলে থাকে অর্থাৎ আমরা জানিনা। তোমাদের মধ্যেও অল্প সংখ্যক আছে যারা যথার্থ রূপে জানে। আত্মা বলে — হে ভগবান। আত্মা তো বিন্দু, সুতরাং বাবাও বিন্দু হবেন। এখন বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । বাবার কাছে ৩০-৩৫ বছরের বাচ্চাও আছে, যারা আমরা আত্মা বিন্দু, এটাও বোঝে না । কেউ তো খুব ভালোভাবে বুঝেছে, বাবাকে স্মরণও করে । অসীম জগতের পিতা হলেন প্রকৃত হীরা । হীরাকে খুব সুন্দর বস্ত্রে রাখা হয়। কারো কাছে ভালো হীরা থাকলে এবং সেটা কাউকে দেখাতে হলে সোনা-রূপার বস্ত্রে রেখে তারপর দেখায় । হীরের জহরীই সেটা দেখে বুঝতে পারে আর কেউ বুঝতে পারে না । নকল হীরা দেখালেও কেউ জানতে পারে না, এভাবেই অনেকে ঠকে যায় । এখন সত্য পিতা এসেছেন, কিন্তু মিথ্যা (নকল) এমন-এমন আছে যা মানুষ বুঝতে পারে না । গাওয়াও হয়ে থাকে সত্যের নৌকা হেলবে কিন্তু ডুবে না । মিথ্যার নৌকা হেলবে না (ডুবে যাবে) । এমনকি এখানে যারা বসে আছে তারাও নৌকাকে হেলানোর চেষ্টা করে থাকে । বিশ্বাসঘাতক বলা হয় তাইনা! এখন তোমরা বাচ্চারা জান মাঝিরূপী বাবা এসেছেন । তিনি বাগানের মালিও। বাবা বুঝিয়েছেন এ হলো কাঁটার জঙ্গল । সবাই পতিত না ! কত মিথ্যা, প্রকৃত বাবাকে প্রকৃত সত্য যারা তারাই জানতে পারে। এখানে যারা আসে তাদের মধ্যেও সম্পূর্ণরূপে জানে না , সম্পূর্ণ পরিচয় নেই, কেননা গুপ্ত, তাইনা । ভগবানকে স্মরণ তো সবাই করে, এটাও জানে যে তিনি নিরাকার । পরমধাম নিবাসী । আমরাও নিরাকার আত্মা — এটা জানেনা । সাকারে বসে বসে ভুলে গেছে । সাকারে থাকতে -থাকতে সাকারকেই স্মরণে আসে। তোমরা বাচ্চারা এখন দেহী-অভিমানী হচ্ছে । ভগবানকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা । এটা বোঝা তো অতি সহজ । পরমপিতা অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্থানের নিবাসী পরম আত্মা । তোমাদের বলা হয় আত্মা । তোমাদের পরম বলা হয় না । তোমরা পুনর্জন্ম গ্রহণ কর তাইনা । এ কথা কেউ জানেনা । ভগবানকেও সর্বব্যাপী বলে থাকে । ভক্ত ভগবানকে খুঁজতে পাহাড়ে,তীর্থে, নদীতেও যায় । ওরা ভাবে নদী পতিত-পাবনী ওখানে স্নান করলে পবিত্র হয়ে যাবে। ভক্তি মার্গে তো এটাও কেউ জানেনা আমার কি চাই ! শুধু বলে থাকে মুক্তি চাই ,মোক্ষ চাই কেননা এখানে দুঃখী হওয়ার কারণে বিরক্ত হয়ে গেছে । সত্যযুগে কেউ মোক্ষ বা মুক্তি প্রার্থনা করেনা। ওখানে ভগবানকে কেউ ডাকেনা, এখানে দুঃখী হওয়ার কারণে ভগবানকে ডাকে । ভক্তিতে কারো দুঃখ মিটতে পারেনা। যদিও কেউ সারাদিন রাম-রাম বসে জপ করে, তবুও দুঃখ মিটতে পারে না । এটা হলো রাবণ রাজ্য । দুঃখ যেন গলার বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছে । গাওয়াও হয়ে থাকে দুঃখে সবাই সিমরন (ঈশ্বরের নাম জপ করা) করে সুখে থাকলে কেউ জপ করেনা। এর অর্থই হলো নিশ্চয়ই সুখ ছিল, এখন দুঃখ নেমে এসেছে । সুখ ছিল সত্যযুগে দুঃখ এখন কলিযুগে সেইজন্যই একে কাঁটার জঙ্গল বলা হয় । প্রথম নম্বর হলো দেহ -অভিমানের কাঁটা, তারপর কাম বাসনার কাঁটা।

এখন বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা এই নেত্র দ্বারা যা কিছু দেখছ সব বিনাশ হয়ে যাবে, এখন তোমাদের যেতে হবে শান্তিধাম । নিজের ঘর আর রাজধানীকে স্মরণ কর । ঘরকে স্মরণ করার সাথে-সাথে বাবাকে স্মরণ করাও জরুরি কেননা ঘর কোনও পতিত-পাবন নয়। তোমরা পতিত-পাবন বাবাকে বলে থাক। সুতরাং বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । তিনি বলেন মামেকম স্মরণ করো । আমাকেই আহ্বান করো না — বাবা, তুমি এসে আমাদের পবিত্র করে তোল । জ্ঞানের সাগর যখন নিশ্চয়ই মুখ দিয়েই বোঝাতে হবে। প্রেরণা তো দেবেন না।

একদিকে শিব জয়ন্তী পালন করে থাকে, অন্যদিকে বলে থাকে নাম-রূপহীন । নাম-রূপহীন কোনও বস্তু হতে পারে না, তারপর আবার বলে নুড়ি-পাথর সর্বত্র আছেন । অনেক মত না ! বাবা বোঝান, ৫ বিকার রূপী রাবণ তোমাদের তুচ্ছ বুদ্ধি করে ভুলেছে সেইজন্যই দেবতাদের সামনে গিয়ে নমস্কার করে থাক । কেউ-তো নাস্তিক হয়, কাউকেই মানেনা । এখানে বাবার কাছে আসে ব্রাহ্মণ, যাদের ৫ হাজার বছর আগেও বুলিয়েছিলেন । লিখিত আছে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করেন সূতরাং তোমরা ব্রহ্মার সন্তান । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো প্রসিদ্ধ । নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীও হবে । এখন তোমরা শূদ্র ধর্ম থেকে বেরিয়ে ব্রাহ্মণ ধর্মে এসেছ । বাস্তবে হিন্দু বলে যারা তারা নিজেদের ধর্মকে জানেনা, সেইজন্যই কখনও একে মানবে, কখনও বা অন্য কাউকে মানবে । অনেকের কাছে যাবে । ক্রিস্চানরা কখনও কারো কাছে যায়না । এখন তোমরা প্রমাণ সহ বলে থাক — ভগবান পিতা বলেন আমাকে স্মরণ কর । একদিন সংবাদপত্রেও পড়বে - আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পতিত থেকে পাবন হতে পারবে । যখন বিনাশ এগিয়ে আসবে তখন সংবাদপত্র দ্বারাই এই আওয়াজ কানে এসে পৌছবে ।

সংবাদপত্রে তো কত জায়গার খবর আসে তাইনা । এখনও তোমরা সংবাদপত্রে দিতে পার । ভগবানুবাচ — পরমপিতা পরমাত্মা শিব বলেন - আমি হল্যম পতিত-পাবন, আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে । এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ সামনে অপেক্ষা করছে । বিনাশ অবশ্যই হবে, এটাও সবার নিশ্চিত হবে । রিহাসালও হতে থাকবে । তোমরা বাচ্চারা জান যতক্ষণ রাজধানী স্থাপন না হচ্ছে ততক্ষণ বিনাশ হবেনা, ভূমিকম্প ইত্যাদিও তো হবে তাইনা । একদিকে বোমা নিক্ষেপ হবে অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে । খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে না, স্টীমার আসবে না, দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, অনাহারে মরতে-মরতে শেষ হয়ে যাবে । অনশন ধর্মঘট যারা করে তারা কিছু না কিছু জল বা মধু ইত্যাদি গ্রহণ করে । ওজন কমে যায় । এখানে তো বসে-বসে আচমকাই আর্থকোয়েক হবে, মরে যাবে । বিনাশ তো অবশ্যই হবে । সাধু-সন্ত ইত্যাদি গুরুরা এমনটা বলবে না যে বিনাশ হবে, সেইজন্য রাম-রাম করো । মানুষ তো ভগবানকেই জানেনা । ভগবান স্বয়ং নিজেকে জানে, আর কেউ জানেনা । ঔনার আসার সময় আছে, যিনি তারপর এই বৃদ্ধ শরীরে প্রবেশ করে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ শোনান । তোমরা বাচ্চারা জান এখন ফিরে যেতে হবে । এতে তো খুশি হওয়া উচিত । আমরা শান্তিধামে যাব । মানুষ তো শান্তি চায় কিন্তু শান্তি দেবে কে ? বলাও হয়ে থাকে শান্তি দেবাঃ... এখন দেবেরও দেব তো একজনই উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবা । তিনি বলেন আমি তোমাদের সবাইকে পবিত্র করে নিয়ে যাব । একজনকেও ছাড়ব না । ড্রামানুসারে সবাইকেই যেতে হবে । গাওয়াও হয়ে থাকে মশা সদৃশ সব আত্মারা যায় । এটাও জান সত্যযুগে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ থাকবে । এখন কলিযুগের অন্তিমে অসংখ্য মানুষ তারপর সংখ্যায় কম কিভাবে হবে? এখন হলো সঙ্গম, তোমরা সত্যযুগে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ । জান যে বিনাশ হবে । মশার মতো সব আত্মারা যাবে । সমস্ত ভীড় চলে যাবে । সত্যযুগে খুব অল্প সংখ্যক থাকবে ।

বাবা বলেন কোনও দেহধারীকে স্মরণ করো না, দেখেও দেখব না । আমি আত্মা, নিজের ঘরে ফিরে যাব । খুশির সাথে পুরানো শরীর ত্যাগ করা উচিত । নিজের শান্তিধামকে স্মরণ করলে অন্ত মতি সো গতি হবে । এক বাবাকেই স্মরণ করা, এতেই পরিশ্রম আছে । পরিশ্রম ছাড়া উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়না । বাবা আসেন তোমাদের নর থেকে নারায়ণ করে গড়ে তোলার জন্য । এখন এই পুরানো দুনিয়াতে কোনও মানসিক শান্তি নেই । শান্তি আছে শান্তিধাম আর সুখধামে । এখানে তো ঘরে-ঘরে অশান্তি, মারামারি । বাবা বলেন এই ছিঃছিঃ দুনিয়াকে ভুলে যাও । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য স্বর্গ স্থাপনা করতে এসেছি । এই নরকে তোমরা পতিত হয়ে পড়ে আছ । এখন স্বর্গে যেতে হবে । বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ কর তবেই অন্তিমে স্থিতি অনুযায়ী গতি হবে । বিবাহ ইত্যাদি যে কোনও অনুষ্ঠানে যাও কিন্তু বাবাকে স্মরণ কর । সম্পূর্ণ নলেজ বুদ্ধিতে থাকা উচিত । ঘরে থাকো, সন্তান এবং পরিবারের দায়িত্ব পালন করো কিন্তু বুদ্ধিতে রেখো যে — বাবার আদেশ, আমাকে স্মরণ কর । ঘর ছাড়তে হবে না । নয়তো বাচ্চাদের দায়িত্ব কে নেবে ? ভক্ত লোকেরাও ঘরে থাকে, গৃহস্থ ব্যবহারে থাকে তবুও তাদের ভক্ত বলা হয় কেননা ভক্তিও করে, ঘরে বাইরে উভয় দিকই সামলায় । বিকারে যায় তবুও গুরু বলে থাকে যদি কৃষ্ণকে স্মরণ কর তবে তার মতো সন্তান হবে । এইসব ব্যাপারে এখন বাচ্চারা তোমাদের যাওয়া উচিত নয় কেননা তোমাদের এখন সত্যযুগে যাওয়ার কথা শোনানো হচ্ছে, যার স্থাপনা কার্য চলছে । বৈকুণ্ঠের স্থাপনা কৃষ্ণ করে না, কৃষ্ণ তো সেখানকার মালিক । বাবার কাছ থেকে অবিদ্যার উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত করেছে । সঙ্গমের সময়েই গীতার ভগবান আসেন । কৃষ্ণ ভগবান নন । ইনিও ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করছেন । গীতা শোনান বাবা আর বাচ্চারা শোনে । ভক্তি মার্গে ওরা বাবার পরিবর্তে বাচ্চার (কৃষ্ণ) নাম লিখেছে । বাবাকে ভুলে যাওয়ার জন্য গীতাও খন্ডন হয়ে গেছে । খন্ডন করা গীতা পড়ে কি হবে । বাবা তো রাজযোগ শিখিয়েছেন যার দ্বারা কৃষ্ণ সত্যযুগের মালিক হয়েছে । ভক্তি মার্গে সত্য নারায়ণের কথা শুনলে কি কেউ স্বর্গের মালিক হতে পারবে ? না একে কেউ মন দিয়ে শোনে, ওতে কোনও লাভ

হয়না। সাধু-সন্তরা নিজ-নিজ মন্ত্র দেয়, ফটো দেয়। এখানে ওসব কোনও ব্যাপার নেই। অন্য কোনও সতসঙ্গে গেলে বলবে এ অমুক স্বামীর কথা। কিসের কথা? বেদান্তের কথা, গীতার কথা, ভাগবতের কথা। এখন তোমরা বাচ্চারা জান আমাদের শিক্ষা প্রদানকারী কোনও দেহধারী নন, না কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছেন। শিববাবা কোনও শাস্ত্র পড়েছেন কি? পড়ে মানুষ। শিববাবা বলেন — আমি গীতা ইত্যাদি কিছুই পড়িনি এই রথ যার মধ্যে বসে আছি, তিনি পড়েছেন, আমি পড়িনি। আমার মধ্যে তো সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান আছে। ব্রহ্মা রোজ গীতা পড়তেন, তোতার মতো কণ্ঠস্থ করে নিতেন, যখন বাবা প্রবেশ করলেন গীতা ছেড়ে দিলেন, কেননা বুদ্ধিতে এসে গেছে শিববাবা শোনাচ্ছেন।

বাবা বলেন আমি তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিয়ে থাকি সুতরাং এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি মমত্ব মেটাও। শুধুমাত্র মামেকম্ স্মরণ করো। এই পরিশ্রমটুকুই করতে হবে। প্রকৃত প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার স্মরণ প্রতি মুহূর্তে হয়ে থাকে। এখন বাবার স্মরণও এইরকম স্থায়ী হওয়া উচিত। পারলৌকিক বাবা বলেন — বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ কর আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। এর মধ্যে কোনও আওয়াজ করা, শব্দ বাজানোর প্রয়োজন নেই। ভালো ভালো গান তৈরী হলেও তা বাজানো হয়, যার অর্থও তোমাদের বোঝানো হয়ে থাকে। গান রচয়িতা নিজেও কিছু জানেনা। মীরা ভক্ত ছিল, তোমরা তো জ্ঞানী। বাচ্চাকে দিয়ে যখন কোনো কাজ ঠিকমতো হয়না তখন বাবা বলেন তুমি তো ঠিক যেন ভক্ত। সেও তখন বুঝে নেয় বাবা এমন কথা কেন আমাকে বললেন? বাবা বোঝান — বাচ্চারা, এখন বাবাকে স্মরণ করো, পয়গম্বর হও (ঈশ্বর প্রেরিত দূত), ম্যাসেঞ্জার হও, সবাইকে এটাই প্রচার করো যে, বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারের কথা স্মরণ করলে জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এখন ঘরে ফিরে যাওয়ার সময়। ভগবান একজনই নিরাকার, ওঁনার নিজ শরীর নেই। বাবাই বসে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন। মনমনাভবর মন্ত্র দেন। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদিরা এমনটা কখনও বলবে না যে বিনাশ হবে, সুতরাং বাবাকে স্মরণ করো। বাবা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের স্মরণ করিয়ে দেন। স্মরণে হেল্‌থ, আর ঈশ্বরীয় পড়াশোনায় ওয়েল্‌থ প্রাপ্ত হবে। তোমরা কালকে জয় করে থাক। সত্যযুগে কখনও অকালমৃত্যু হয়না। দেবতারা কালের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এমন কোনও কর্ম করা উচিত নয় যাতে বাবার দ্বারা ভক্ত টাইটেল প্রাপ্ত হয়। পয়গম্বর হয়ে সবাইকে বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করার প্রচার করতে হবে।

২) এই পুরানো দুনিয়াতে কোনও শান্তি নেই, এই ছিঃছিঃ দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে। ঘরকে স্মরণ করার সাথে-সাথে পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকেও স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- — ত্যাগ, তপস্যা আর সেবা ভাবের বিধি দ্বারা সদা সফলতা স্বরূপ ভব*
ত্যাগ আর তপস্যাই সফলতার আধার। ত্যাগের ভাবনা ধারণকারীরাই প্রকৃত সেবাধারী হতে পারে। ত্যাগ দ্বারাই নিজের আর অন্যের ভাগ্য তৈরি হয়। আর দূঢ় সঙ্কল্প করা — এটাই তপস্যা। সুতরাং ত্যাগ, তপস্যা আর সেবা ভাব দ্বারা অনেক সীমিত (হদের) ভাব সমাপ্ত হয়ে যায়। সংগঠন শক্তিশালী হয়। একজন বলল অপরজন করল, কখনও তুমি, আমি আমার তোমার না আসলে সফলতা স্বরূপ, নির্বিঘ্ন হয়ে যাবে।

স্লোগান:- — সঙ্কল্প দ্বারাও কাউকে দুঃখ না দেওয়া এটাই সম্পূর্ণ অহিংসা।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা অনেক ভাগ্যবান। কারণ, তোমাদের বাবার স্মরণ ব্যতীত আর কোনো ভাবনা নেই, কিন্তু এই বাবাকে অনেক কিছু ভাবতে হয়"

প্রশ্ন:- বাবার যারা সুযোগ্য বাচ্চা, তাদের লক্ষণ কি হবে?

উত্তর:- তাদের সকলের বুদ্ধি এক বাবার প্রতি যোগ-যুক্ত হতে থাকে, তারা সার্ভিসেবেল হবে। ভালো ভাবে অধ্যয়ন করে অন্যদের পড়াবে। বাবার হৃদয় জুড়ে থাকবে। এরকম সুযোগ্য বাচ্চারাই বাবার নাম উচ্ছল করে। যারা সম্পূর্ণ রূপে অধ্যয়ন করে না, তারা অন্যদের খারাপ করে। এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে।

গীত:- মা- বাবার আশীর্বাদ নিয়ে নাও ...

ওম শান্তি। প্রত্যেক বাড়ীতে মা বাবা আর ২-৪ টি বাচ্চা থাকে, তারপর আশীর্বাদ ইত্যাদি চাইতে থাকে। এটা তো হলো পার্থিব জগতের ব্যাপার। এই গানপার্থিব জগতের জন্য গাওয়া হয়। অসীম জগতের ব্যাপার কারোরই জানা নেই। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে আমরা হলাম অসীম জগতে পিতার পুত্র আর কন্যা। সেই মা-বাবা হলো পার্থিব জগতের - আশীর্বাদ নিয়ে নাও পার্থিব জগতের মাতা-পিতার। ইনি হলেন অসীম জগতের মা-বাবা। এই পার্থিব জগতের মা-বাবাও বাচ্চাদের সামলায়, আবার টিচার পড়ায়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো- ইনি হলেন অসীম জগতের মা-বাবা, অসীম জগতের টিচার, অসীম জগতের সঙ্কর, সুপ্রীম ফাদার, টিচার, সুপ্রীম গুরু। সত্য বলতে সক্ষম, সত্য শিক্ষা দিতে সক্ষম। বাচ্চাদের মধ্যে তো নম্বর অনুযায়ী হয়, তাই না! লৌকিক বাড়ীতে ২-৪টে বাচ্চা থাকলে কতো দেখা-শোনা করতে হয়। এখানে কতো বেশী বাচ্চারা রয়েছে, কতো সেন্টার থেকে বাচ্চাদের সংবাদ আসে- এই বাচ্চা এরকম, এই জন শয়তানী করছে, এ ঝামেলা করছে, বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। উদ্বেগ তো এই বাবার। প্রজাপিতা তো ইনি, তাই না! কতো কতো বাচ্চাদের খেয়াল রাখেন। তাইতো বাবা বলেন, তোমরা বাচ্চারা ভালো ভাবে বাবার স্মরণে থাকতে পারো। এনার তো হাজার উদ্বেগ আছে। একটা তো উদ্বেগ আছেই। এছাড়া আরো হাজারটা অন্যান্য উদ্বেগ থাকে। কতো প্রচুর সংখ্যক বাচ্চাদের সামলাতে হয়। মায়াও যে বড় শত্রু! কারোর-কারোর ভালো রকম চামড়া ছাড়িয়ে দেয়। কাউকে নাক থেকে, কাউকে টিকি থেকে ধরে নেয়। এতো সব কিছুর বিচার করতে হয়। তবুও অসীম জগতের পিতার স্মরণে থাকতে হয়। তোমরা হলে অসীম জগতের পিতার সন্তান। তোমরা জানো যে, আমরা বাবার শ্রীমতে চলে কেন না বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। সবাই তো একরস চলতে পারে না, কারণ রাজস্ব স্থাপন হচ্ছে, আর কারোর বুদ্ধিতে এ'কথা আসতে পারে না। এটা হলো খুব উচ্চ মানের অধ্যয়ন। বাদশাহী প্রাপ্ত হয়ে গেছে তবু জানতে পারা যাচ্ছে না যে এই রাজস্ব কীভাবে স্থাপন হলো। এই রাজস্ব স্থাপন হওয়া খুব ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়ের)। এখন তোমরা অনুভবী হয়েছো। প্রথমে এনারও(ব্রহ্মা বাবার) কি আর জানা ছিলো যে আমি কি ছিলাম, আবার কীভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছি। এখন বোঝা গেছে। তোমরাও বলো - বাবা তুমি হলেন সে-ই (যাঁকে আমরা এতদিন খুঁজেছি)। এটা খুবই বোঝার ব্যাপার। এই সময়ই বাবা এসে সব কথা বোঝান। এই সময় যদি কেউ যতই লাখপতি, কোটিপতি হোক না কেন, বাবা বলেন - এই পয়সা ইত্যাদি সব মাটিতে মিশে যাবে। এছাড়া টাইমই বা কতো আছে। দুনিয়ার সংবাদ তোমরা রেডিওতে বা সংবাদ পত্রে শুনছো- কি-কি হচ্ছে। প্রত্যেক দিন ঝামেলা বাড়তেই থাকছে। ক্রমশঃ সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করে, মরে যায়। প্রস্তুতি এরকম হচ্ছে যাতে বোঝা যাচ্ছে লড়াই শুরু হলো বলে। দুনিয়া জানে না যে এটা কি হচ্ছে, কি হতে চলেছে। তোমাদের মধ্যেও খুবই কম আছে যারা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পেরে যায় আর খুশীতে থাকে। এই দুনিয়াতে আমরা আর অল্প দিনই আছি। এখন আমাদের কর্মজীবিত অবস্থাতে যেতে হবে। প্রত্যেকের নিজের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা তো নিজের জন্য পুরুষার্থ করো। যে যত করবে, সেই পরিমাণ ফল প্রাপ্ত হবে। নিজের পুরুষার্থ করতে হবে আর অন্যদের পুরুষার্থ করাতে হবে। রাস্তা বলে দিতে হবে। এই পুরানো দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে। এখন বাবা এসেছেন নূতন দুনিয়া স্থাপন করতে, তাই এই বিনাশের শুরুতে তোমরা নূতন দুনিয়ার জন্য অধ্যয়ন করে নাও। *ভগবানুবাচ- আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি। আদরের বাচ্চারা, তোমরা অনেক ভক্তি করেছো। অর্ধ-কল্প তোমরা রাবণ রাজ্যে ছিলে।* এটাও কারোর জানা নেই যে, রাম কাকে বলা হয়ে থাকে? রামরাজ্য কীভাবে স্থাপনা হলো? এই সব তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো। তোমাদের মধ্যেও কেউ তো এমনও আছে যে কিছুই জানে না।

বাবার কাছে সুযোগ্য বাচ্চা হলো তারাই, যারা সকলের বুদ্ধি যোগ এক বাবার সাথেই যুক্ত করে। যারা সার্ভিসেবেল, যারা

ভালো ভাবে অধ্যয়ণ করে, তারা বাবার হৃদয়ে স্থান করে নেয়। কেউ তো আবার অযোগ্যও হয়, সার্ভিসের পরিবর্তে ডিসসার্ভিস করে, যা বাবার থেকে তাদের বুদ্ধি যোগ ছিন্ন করে দেয়। এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত আছে। ড্রামা অনুসারে এটা হওয়ারই। যারা সম্পূর্ণ রূপে অধ্যয়ণ করে না, তারা কি করবে? অন্যদের খারাপ করে দেবে। সেই জন্য বাচ্চাদের বোঝানো হয়, বাবাকে ফলো করো আর যে সকল সার্ভিসেবল বাচ্চারা আছে- বাবার হৃদয়ে বসে আছে তাদের সঙ্গ করো। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে, কার সঙ্গ করবো? বাবা তাড়াতাড়ি উত্তর দেবেন, এনার সঙ্গ খুবই ভালো। অনেকে আছে যারা সঙ্গই এমন করে, যার রঙও উল্টো বসে যায়। কথাও আছে - সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে নরক বাস। কুসঙ্গে পড়লে তো একদম শেষ করে দেবে। বাড়ীতেও তো দাস-দাসীদের দরকার হয়। প্রজারও চাকরের দরকার হয়। সমগ্র রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, এর জন্য অনেক বিশাল রকমের বুদ্ধির দরকার, সেইজন্য তোমরা অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছো যখন, তবে তাঁর শ্রীমত নিয়ে সেই অনুযায়ী চলো। নয়তো বিনামূল্যে পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। এটা হলো অধ্যয়ণ। এতে এখন ফেল করলে তবে জন্ম জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তর ফেল করতে থাকবে। ভালো ভাবে অধ্যয়ণ করলে তবে কল্প-কল্পান্তর ভালো ভাবে অধ্যয়ণ করতে থাকবে। বুম্বতে পারা যায়, এই আত্মা সম্পূর্ণ অধ্যয়ণ করছে না, তো কি পদ প্রাপ্ত করবে? নিজেও বুম্বতে পারে আমি তো কিছুই করি না। আমার কাছে তো সচেতন বাচ্চা অনেক আছে, তাদেরই ভাষণের জন্য ডাকা হয়। অবশ্যই তাই যারা সচেতন উচ্চ পদ তারাই প্রাপ্ত করবে। আমরা এতো সার্ভিস না করলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবো না। টিচার তো স্টুডেন্টদের বুম্বতে পারে, তাই না! তিনি রোজ পড়ান, বাচ্চাদের রেজিস্টার ওঁনার কাছে থাকে। অধ্যয়ণ আর আচার-আচরণের রেজিস্টার থাকে। এখানেও ওইরকম, এতে আবার মুখ্য ব্যাপার হলো যোগ। যোগ ভালো হলে আচরণও ভালো হবে। অধ্যয়ণের ক্ষেত্রে কখনো আবার অহঙ্কার চলে আসে। এর জন্য গুপ্ত পরিশ্রম করতে হবে স্মরণের। এই জন্যই অনেকের রিপোর্ট আসে যে, বাবা আমি যোগে থাকতে পারছি না। বাবা বুম্বিয়েছেন, যোগ শব্দটি সরিয়ে দাও। বাবা, যার থেকে কি না উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, ওঁনাকে তোমরা স্মরণ করতে পারো না! বিস্ময়ের ব্যাপার! বাবা বলেন- হে আত্মারা, তোমরা আমাকে অর্থাৎ এই বাবাকে স্মরণ করো না, আমি তোমাদের রাস্তা বলে দিতে এসেছি, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে এই যোগ অগ্নি দ্বারা পাপ দহ্ন হয়ে যাবে। ভক্তি মার্গে মানুষ কতো ধাক্কা খেতে থাকে। কুস্ত্র মেলাতে কতো ঠান্ডা জলে গিয়ে স্নান করে। কতো কষ্ট সহ্য করে। এখানে তো কোনো কষ্ট নেই। যারা ফার্স্ট ক্লাস বাচ্চা, তারা এক প্রিয়তমর সাথে সত্যিকারের প্রিয়তমা হয়ে স্মরণ করতে থাকবে। ঘুরতে-ফিরতে গেলে একান্তে বাগানে বসে স্মরণ করবে। পরিনিন্দা পরচর্চা (ঝগমুই ঝগমুই) ইত্যাদি করলে বায়ুমন্ডল খারাপ হয়ে যায়। সেইজন্য যখনই টাইম পাবে বাবাকে স্মরণ করার প্র্যাক্টিস করো। ফার্স্টক্লাস সত্যিকারের প্রিয়তমর প্রিয়তমা হও। বাবা বলেন, দেহধারীর ফটো রেখো না। শুধুমাত্র এক শিববাবার ফটো রাখো, যাঁকে স্মরণ করতে হবে। চাও তো সৃষ্টি চক্রকেও স্মরণ করতে থাকো, তো ত্রিমূর্তি আর গোলার চিত্র হলো ফার্স্টক্লাস, এতে সমগ্র জ্ঞান আছে। স্বদর্শন চক্রধারী - তোমাদের এই নাম অর্থবহ। নূতন কেউ নাম শুনলে বুম্বতে পারবে না, এটা তোমরা বাচ্চারাই বুম্বতে পারো। তোমাদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যকই ভালো ভাবে স্মরণ করে। অনেকে আছে যারা স্মরণই করে না। নিজের খাওয়ারই খারাপ করে দেয়।

পড়াশুনা তো খুবই সহজ। বাবা বলেন, সাইলেন্সের দ্বারা তোমাদের সায়েন্সের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। সাইলেন্স আর সায়েন্স রাশি হলো একই। মিলিটারিতেও ৩ মিনিট সাইলেন্সের অভ্যাস করায়। মানুষও চায় যাতে আমাদের শান্তি প্রাপ্ত হয়। এখন তোমরা জানো যে, শান্তির স্থানই তো হলো ব্রহ্মান্ড। যে ব্রহ্ম মহাতত্ত্বতে আমি আত্মা এতো ছোটো বিন্দু থাকি। সেই সমস্ত আত্মাদের বৃষ্ণ তো ওয়ান্ডারফুল, তাই না! মানুষ বলেও, ভ্রুকুটির মাঝে চমকায় এক আজব নক্ষত্র। খুবই ছোটো সোনার টিপ তৈরী করে এখানে লাগায়। আত্মাও হলো বিন্দু, বাবাও এসে তার সামনে বসেন। সাধু-সন্ত ইত্যাদি কেউই নিজের আত্মাকে জানে না। যখন আত্মাকেই জানে না তো পরমাত্মাকে কীভাবে জানবে? শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণরাই আত্মা আর পরমাত্মাকে জানো। কোনো ধর্মেরই কেউ জানতে পারে না। এখন তোমরাই জানো, কীভাবে এতো ছোটো আত্মা ভূমিকা পালন করে। সৎসঙ্গ তো অনেক করে। কিছুই বুম্বতে পারে না। ইনিও (ব্রহ্মা) অনেক গুরু করেছিলেন। এখন বাবা বলেন, এরা সব হলো ভক্তি মার্গের গুরু। জ্ঞান মার্গের গুরু হলোই একজন। ডবল মুকুটধারী রাজাদের সামনে সিঙ্গল মুকুটধারী রাজারা মাথা নত করে, নমস্কার করে। কারণ তারা হলো পবিত্র। ওই পবিত্র রাজাদেরই মন্দির তৈরী হয়ে আছে। পতিতরা গিয়ে তাদের সামনে মাথা ঠোকে, কিন্তু ওদের কি কিছু জানা থাকে আর জানা যাচ্ছে যে এরা কে, আমরা কেন মাথা ঠুকি? সোমনাথের মন্দির তৈরী করেছে, পূজা তো করে, কিন্তু বিন্দুর পূজা কীভাবে করে? বিন্দুর মন্দির কীভাবে তৈরী হবে? এটা খুবই রহস্যের ব্যাপার। গীতা ইত্যাদিতে কি আর এই কথা আছে! যিনি নিজে হলেন মালিক, তিনিই বুম্বিয়ে দেন। তোমরা এখন জানো, কীভাবে এতো ছোটো আত্মাতে পার্ট নির্ধারিত হয়ে আছে। আত্মাও হলো অবিনাশী, পার্টও হলো অবিনাশী। ওয়ান্ডার! তাই না! এই সমস্ত কিছুই পূর্ব-নির্ধারিত খেলা। বলাও হয়ে থাকে যা বানানো রয়েছে, তা-ই আবার তৈরী হচ্ছে। ড্রামাতে যা নির্ধারিত আছে সেটা তো অবশ্যই ঘটবে। চিত্তার কী

আছে !

বাচ্চারা, তোমাদের এখন নিজের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা কিছুই হয়ে যাক চোখের জল ফেলা যাবে না। অমুকে মরে গেল, আত্মা গিয়ে অন্য শরীর নিল, তো আবার কাঁদবার কি আছে ? ফিরে তো আসতে পারবে না। চোখের জল এলে পাশ করতে পারবে না। সেইজন্য বাবা বলেন, প্রতিষ্ঠা করো যে, আমি কখনো কাঁদবো না। ভাবনা ছিলো পার ব্রহ্মতে থাকা বাবার, তাঁকে পেয়ে গেছো, এছাড়া আর কি চাই। বাবা বলেন, তোমরা আমাকে - এই বাবাকে স্মরণ করো। আমি একবারই আসি- এই রাজধানী স্থাপন করার জন্য। এতে লড়াই ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। গীতাতে দেখানো হয়েছে লড়াই শুরু হয়েছে, শুধুমাত্র পান্ডবরা বেঁচেছে। সেই কুকুর সাথে নিয়ে পাহাড়ের উপর গলে গেছে। বিজয়ী হয়ে মরে গেছে। ব্যাপারটাই দাঁড়ালো না। এই সব হলো মুখের কথা। একে বলা হয় ভক্তি মার্গ।

বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের এতে বৈরাগ্য আসা উচিত। পুরানো জিনিসের প্রতি ঘৃণা আসে, তাই না! ঘৃণা হলো কড়া শব্দ। বৈরাগ্য শব্দ হলো মধুর। জ্ঞান প্রাপ্ত হলে তখন আবার ভক্তিতে বৈরাগ্য এসে যায়। সত্যযুগ, ত্রেতাতে তো আবার জ্ঞানের প্রালম্ব ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত হয়। সেখানে জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। আবার যখন তোমরা বাম মার্গে বা পাপের পথে যাও তখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকো। এখন হলো অস্তিম। বাবা বলেন, এখন এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি বাচ্চারা, তোমাদের বৈরাগ্য আসা চাই। তোমরা এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হচ্ছে, আবার দেবতা হবে। অন্যান্য মানুষ এই ব্যাপারে কি আর জানবে। যদিও বিরাট রূপের চিত্র তৈরী করে, কিন্তু না ওতে শিখা (টিকি অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে দেখানো হয়নি)) আছে না শিব আছে। বলে দেয় দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। ব্যাস, শূদ্র থেকে দেবতা কীভাবে কে তৈরী করে, এটা কিছুই জানে না। বাবা বলেন, তোমরা দেবী-দেবতারা কত বিগলালী ছিলে, সেই সব পয়সা আবার কোথায় গেল! মাথা ঠুকে-ঠুকে কপাল ঘষে পয়সা হারিয়েছো। গতকালের ব্যাপার যেন। তোমাদের এমন তৈরী করে গেলাম আবার কি হয়ে গেছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পরনিন্দা পরচর্চার (ঝরমুই-ঝগমুই) করে পরিবেশ খারাপ করতে নেই। একান্তে বসে সত্যিকারের প্রেমিকা হয়ে নিজের প্রিয়তমকে স্মরণ করতে হবে।

২) নিজের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে, কখনো কাঁদবে না। চোখের জল ফেলবে না। যারা সার্ভিসেবেল(সেবা করতে সক্ষম), বাবার হৃদয়ে স্থান পেয়েছে তাদেরই সঙ্গ করতে হবে। নিজের রেজিস্টার খুব ভালো রাখতে হবে।

বরদানঃ- নির্বিঘ্ন স্থিতি দ্বারা নিজের ফাউন্ডেশনকে মজবুত করে পাশ উইথ অন্যর ভব*
যে বাচ্চারা অনেক সময় ধরে নির্বিঘ্ন স্থিতির অনুভব করে, তাদের ফাউন্ডেশন দূট হওয়ার কারণে নিজেও শক্তিশালী থাকে আর অপরকেও শক্তিশালী বানায়। দীর্ঘ দিনের শক্তিশালী নির্বিঘ্ন আত্মা পরিশেষেও নির্বিঘ্ন হয়ে পাশ উইথ অন্যর হয়ে যায় আর ফার্স্ট ডিভিশনে স্থান নেয়। তাই সর্বদা এই লক্ষ্য যেন থাকে যে, দীর্ঘকাল ধরে অবশ্যই নির্বিঘ্ন স্থিতির অনুভব করতে হবে।

স্লোগানঃ- সকল আত্মার প্রতি সর্বদা উপকার অর্থাৎ শুভ কামনা থাকলে স্বতঃতই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে।*

প্রকৃত সেবানায়ী লক্ষণ

আজ স্নেহের সাগর বাপদাদা তাঁর সকল স্নেহী বাচ্চাদেরকে দেখছেন। প্রতিটি বাচ্চার মধ্যে তিনটি বিশেষত্ব দেখছেন যে, প্রতিটি বাচ্চা এই তিনটি বিশেষত্ব কতটা সম্পন্ন হয়েছে। সেই তিনটি বিশেষত্ব হল -- স্নেহ-সহযোগ অর্থাৎ সহজ যোগ এবং শক্তি স্বরূপ অর্থাৎ চলতে-ফিরতে চৈতন্য লাইট-হাউস এবং মাইট-হাউস। প্রতিটি সংকল্প, বাণী বা কর্মের দ্বারা তিনটি স্বরূপই প্রত্যক্ষ স্বরূপে যে কেউই যেন অনুভব করতে পারে। বাবা যেমন স্নেহের সাগর, তেমনই মাস্টার সাগরের সামনে জ্ঞানী বা অজ্ঞানী যে আত্মাই আসুক, তাদের যেন অনুভব হয় - স্নেহের মাস্টার সাগরের ঢেউ যেন স্নেহের অনুভূতি করায়। লৌকিকে যেমন প্রাকৃতিক সাগরের তীরে যে যাবে, তার শীতলতার, শান্তির অনুভূতি আপনা থেকেই হতে থাকবে, তেমনই মাস্টার স্নেহের সাগরের দ্বারা আত্মিক (রুহানী) স্নেহের অনুভূতি যেন হতে থাকে যে, সত্যিকারের স্নেহের প্রাপ্তির স্থানে পৌঁছে গেছি। আত্মিক (রুহানী) স্নেহের অনুভূতি আত্মিক সৌরভ বায়ুমন্ডলে যেন অনুভূত হয়। এরা বাবার স্নেহের, এ'কথা তো সবাই বলে। আর বাবাও জানেন যে, বাবার প্রতি সকলের ভালোবাসা রয়েছে। কিন্তু এখন স্নেহের সৌরভ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। সকল আত্মাকে এই সৌরভের অনুভব করাতে হবে। প্রতিটি আত্মা যাতে বর্ণন করে যে, ইনি শ্রেষ্ঠ আত্মা। কেবল বাবার স্নেহী নয়, সকলেরই চির স্নেহী। এই দুই অনুভূতি যখন সকলকে সবসময় অনুভব করাবে, তখন তারা বলবে -- ইনি হলেন মাস্টার স্নেহের সাগর। আজকের দুনিয়া সত্যিকারের আত্মিক স্নেহের কাঙাল। স্বার্থের স্নেহ দেখে দেখে তার থেকে তাদের মন উবে গেছে। সেইজন্য আত্মিক স্নেহের ছোট ছোট মুহূর্তের অনুভূতিকেও তারা জীবনের অবলম্বন মনে করে।

বাপদাদা দেখছিলেন - স্নেহের বিশেষত্ব অন্য আত্মাদের প্রতি কর্মে বা সেবায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কতখানি সফলতা প্রাপ্ত করেছে। কেবলমাত্র নিজের মনে নিজেই খুশী হয়ে যাও না তো ? আমি তো অত্যন্ত স্নেহী ! স্নেহ যদি না থাকত, তবে বাবার কীকরে হতে বা ব্রাহ্মণ জীবনে কীকরে অগ্রসর হতে ? নিজের মনের মধ্যে সন্তুষ্টতা রয়েছে, একে বাপদাদাও জানেন এবং তা নিজের মধ্যেই সীমিত। সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা বাবার সাথে সেবানায়ীও। সেবার জন্যই এই তন-মন-ধন, তোমাদের সবাইকে বাবা ট্রাস্টি বানিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। সেবানায়ীর কর্তব্য কী ? *সকল বিশেষত্বকে সেবায় লাগানো। যদি তোমাদের বিশেষত্ব সেবায় নিয়োজিত না হয়, তবে কখনোই সেই বিশেষত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে না। সীমিতই থেকে যাবে। সেইজন্য অনেক বাচ্চাই এমন অনুভবও করে যে, আমি তো বাবার হয়ে গেছি। প্রতিদিন আসেও, পুরুষার্থও করছে, নিয়মও পালন করছে, কিন্তু পুরুষার্থে যে বৃদ্ধি হওয়া উচিত সেটা অনুভব হচ্ছে না। চলছে, কিন্তু অগ্রসর হচ্ছে না। এর কারণ কী ? বিশেষত্ব গুলিকে সেবায় নিয়োজিত করছে না। কেবলমাত্র জ্ঞান দেওয়া বা সাপ্তাহিক কোর্স করানো, এই পর্যন্ত সেবা নয়। জ্ঞান শোনানো - সে তো দ্বাপর থেকে পরম্পরা চলে আসছে। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হল -- শোনানো অর্থাৎ কিছু প্রদান করা। ভক্তি মার্গ থেকে শোনানো অর্থাৎ নেওয়া, এটাই প্রচলিত, আর এখন তোমাদের কাছে শোনানো অর্থাৎ কিছু প্রদান করা। দাতার সন্তান তোমরা। সাগরের সন্তান তোমরা। তোমাদের সংস্পর্শে যারাই আসবে, তারা যেন অনুভব করে কিছু অন্তত নিয়ে যাচ্ছে। কেবল শুনে চলে যাচ্ছে, তা যেন না হয় তা সে জ্ঞান থেকেই হোক, কিন্তু স্নেহের ধন থেকে, বা স্মরণের বলের ধন থেকে, শক্তির ধন থেকে, সহযোগের ধন থেকে, তাদের হাত অর্থাৎ বুদ্ধিতে ভরে যাতে নিয়ে যায়। একেই বলা হয় -- প্রকৃত সেবা। সেকেন্ডের দৃষ্টি বা দুটি বাণীর দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী বৃত্তির ভাইব্রেশন দ্বারা, সম্পর্কের দ্বারা দাতা হয়ে দিতে হবে। এরূপ সেবানায়ীই হল সত্যিকারের সেবানায়ী। এরূপ যারা করবে, তারা সদা এটাই অনুভব করবে, যেন সর্বদা বৃদ্ধি বা উন্নতি লাভ করছে। নিলে ভাববে, পিছিয়ে যাচ্ছি। যতটা অগ্রগতি হওয়ার দরকার, তদনুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না। সেইজন্য দাতা হও। অনুভব করাও। এইভাবেই সহযোগী বা সহজযোগী কেবলমাত্র নিজের প্রতি না হয়ে তোমাদের সহযোগের উৎসাহ উদ্দীপনার তরঙ্গ অন্যদেরকেও সহযোগী বানিয়ে দেয়। *তোমাদের সহযোগের বিশেষত্ব সকল আত্মাদেরকে এটাই যাতে অনুভব করায় যে, ইনি হলেন আমাদের সহযোগী। কোনো প্রকারের দুর্বল স্থিতি বা পরিস্থিতির সময় এই সহযোগের দ্বারা এগিয়ে যাওয়ার উপায় প্রদান করবে। তোমার সহযোগের বিশেষত্ব অন্যরা যেন তোমার প্রতি অনুভব করে। একেই বলা হয় - বিশেষত্বকে তুমি কাজে লাগিয়েছ। * বাবার সহযোগী তো আছেই, কিন্তু বাবা হলেন বিশ্ব সহযোগী। বাচ্চাদের জন্যও যেন সকল আত্মাদের অন্তর থেকে এই অনুভবের বোধ নির্গত হয় যে, ইনিও বাবার মতো সকলের সহযোগী। পার্সোনালী একে অপরের সহযোগী হয়ে থাকে না। সেটা তো স্বার্থের সহযোগী হয়ে যাবে। সত্যিকারের সহযোগী হল অসীম জগতের সহযোগী। তোমাদের সকলের

টাইটেল কী ? বিশ্ব-কল্যাণকারী ? নাকি কেবল সেন্টারের কল্যাণকারী ? দেশের কল্যাণকারী নাকি কেবল ক্লাসের স্টুডেন্ট এর কল্যাণকারী তোমরা ? এমন টাইটেল নয় তো তোমাদের ? বিশ্ব-কল্যাণকারী বিশ্বের মালিক হবে ? নাকি কেবল নিজের মহলের মালিক হতে চলেছ ! যারা কেবল সেন্টারের সীমিত গভীতে থাকবে, তবে কেবল নিজের মহলের মালিক হবে। কিন্তু অসীম জগতের বাবার দ্বারা অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার তোমরা নিয়ে থাকো। সীমিত জগতের নয়। অতএব, সকলের প্রতি সহযোগের বিশেষত্বকে কাজে লাগানো, একেই বলা হবে -- 'সহযোগী আত্মা'। এই বিধি অনুযায়ী শক্তিশালী আত্মা সকল শক্তি গুলিকে কেবল নিজের জন্য নয়, বরং সকলের প্রতি সেবাতে ব্যবহার করবে। কারো মধ্যেই সহজ শক্তি নেই, তোমাদের কাছে আছে। অপরকে এই শক্তি প্রদান করা -- এটাই হল শক্তিকে সেবাতে নিয়োজিত করা। কেবল এটা ভেবো না, আমি তো সহনশীল থাকি। কিন্তু তোমার সহনশীলতার গুণের লাইট-মাইট অন্যদের কাছে যেন পৌঁছায়। লাইট হাউসের লাইট কেবল নিজ পর্যন্ত যেন না থাকে। অন্যদের আলো প্রদান করা বা রাস্তা দেখানোর জন্য হয়ে থাকে। এইরূপ শক্তি রূপ অর্থাৎ লাইট-হাউস, মাইট-হাউস হয়ে অন্যদেরকেও তার লাভ অনুভব করাও। তারা যাতে অনুভব করে যে, নির্বলতার অন্ধকার থেকে শক্তির আলোতে এসে গেছি বা বোঝে যে, এই আত্মা শক্তি দ্বারা আমাকেও শক্তিশালী বানাতে সহযোগকারী।

কানেকশন বাবার সাথে করা হবে, কিন্তু নিমিত্ত হয়ে। এমন নয় যে, সহযোগ দিয়েই তাকে নিজের দিকে আটকে রাখবে। বাবার দেওয়া জিনিস বাবাকে দিচ্ছ, এই স্মৃতি আর সমর্থ হয়ে বিশেষত্ব গুলিকে সেবাতে লাগবে। প্রকৃত সেবাধারীর লক্ষণ হল এটাই। প্রতিটি কর্মে তার দ্বারা বাবাকে দেখতে পাওয়া যাবে। তার বোল বাবার স্মরণ করা হবে। প্রত্যেক বিশেষত্ব দাতার দিকে ইশারা করবে। সর্বদা বাবাকেই দেখতে পাবে। তারা তোমাকে না দেখে সদা বাবাকেই দেখতে পাবে। এ হল আমার সহযোগী, (এমন যারা ভাবে) এটা প্রকৃত সেবাধারীর লক্ষণ নয়। এমন কখনোই সংকল্পেও ভাববে না যে, আমার বিশেষত্বের কারণেই আমার এতো সহযোগী। সহযোগীকে সহযোগ দেওয়া হল আমার কাজ। যদি তোমাকে দেখে, বাবাকে দেখতে পেল না, তবে সেটা কখনোই সেবা নয়। এ হল দ্বাপর যুগের গুরুদের দ্বারা অন্য দিকে তাদের মুখে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। বাবাকে ভুলিয়ে দেওয়া হল, সেবা হল না। এইভাবে নীচে নামিয়ে দেওয়া হল, তাকে উত্তরণের পথে এগিয়ে দেওয়া হল না। এ পুণ্য নয়, এ হল পাপ। কারণ বাপ যখন নেই, তবে তো অবশ্যই পাপ আছে। কিন্তু সত্যিকারের সেবাধারী সত্যের তরফেই তার সম্বন্ধকে জুড়বে।

বাপদাদার কখনো কখনো বাচ্চাদের উপরে হাসি আসে। লক্ষ্য কী আর লক্ষণ কী ! পৌঁছাতে হতো বাবার দিকে, কিন্তু পৌঁছিয়ে দেয় নিজের দিকে ! অন্যান্য ডিভাইন ফাদারদের বিষয়ে বলা হয় না যে, তারা নীচের দিকে নিয়ে আসে ! উপরের দিকে নিয়ে যায় না। এমন ডিভাইন ফাদার হয়ো না। বাপদাদা এটা দেখেছিলেন যে কোথাও কোথাও বাচ্চার রাস্তার পরিবর্তে গলিতে গিয়ে ফেসে যায়, রাস্তা বদলে যায়। সেইজন্য চলতে থাকে, অথচ লক্ষ্যের সমীপে পৌঁছাতে পারে না। তাহলে বুঝেছ ! প্রকৃত সেবাধারী কাকে বলা হবে ! এই তিন শক্তিকে বা বিশেষত্বকে অমীমের বৃত্তি দ্বারা সেবায় ব্যবহার করো। আত্মা --

সর্বদা দাতার সন্তান দাতা হয়ে সকল আত্মাকে ভরপুর করে, সকল খাজানাকে (ভান্ডার) সেবায় ব্যবহার করে সকল সময় বৃদ্ধি প্রাপ্তকারী, সদা বাবার দ্বারা প্রভুর দান মনে করে অন্যদেরকেও প্রভু প্রসাদ প্রদান করে, সদা এক এর তরফে ইশারে দেখিয়ে অনন্যকে একরস বানাতে সক্ষম, এমন সদা এবং সকলের সত্যিকারের সেবাধারী বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

কুমারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার : - এই লঙ্কর কী করবে ? লঙ্কর বা সেনা সর্বদা বিজয় প্রাপ্ত করে। সেনা বিজয়ের জন্যই হয়। শত্রুর সাথে সংগ্রাম করবার জন্যই সেনা রাখা হয়। তো মায়া অরির উপর বিজয় লাভ করা, এটাই হল তোমাদের সকলের কর্তব্য। সর্বদা এই কর্তব্যকে মাথায় রেখে এগিয়ে যেতে থাকো। কেননা সময় তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে। সময়ের গতিবেগ তীব্র আর তোমাদের গতিবেগ দুর্বল হলে, তবে সময় মতো পৌঁছাতে পারবে না। সেইজন্য গতিকে তীব্র করো। যারা স্লো হয়ে যায়, তারাই শিকার হয়ে যায়। শক্তিশালী সদা বিজয়ী হয়। তো তোমার সবাই বিজয়ী তো ?

সর্বদা লক্ষ্য এটাই রাখো যে, সুবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে সদা অগ্রচালিত হতে হবে। কেননা কুমারীদের কোনো বন্ধন নেই। যতদূর সেবা করতে চায় করতে পারে। সদা নিজেকে আমি হলাম বাবার এবং বাবার জন্য, এইরূপ মনে করে এগিয়ে যাও। যারা সেবার জন্য নিমিত্ত হয়, খুশী আর শক্তি তাদের স্বতঃই প্রাপ্ত হতে থাকে। সেবার ভাগ্য কোটির মধ্যেও কতিপয়-এরই প্রাপ্ত

হয়। কুমারীরা হল সदा পূজ্য আত্মা। নিজের পূজ্য স্বরূপকে স্মৃতিতে রেখে, সকল কর্ম করো। আর প্রতিটি কর্মের পূর্বে চেক করো যে, এই কাজটি পূজ্য আত্মার উপযুক্ত ? যদি পরিপন্থী হয়, তবে তাকে পরিবর্তন করে নাও। পূজ্য আত্মারা কখনো সাধারণ হয় না, মহান হয়ে থাকে। ১০০ ব্রাহ্মণদের থেকেও উত্তম হলে তোমরা কুমারীরা। তাই এক একজন কুমারীকে ১০০ ব্রাহ্মণ তৈরী করতে হবে। তাদের সেবা করতে হবে। কুমারীরা কামাল করে দেওয়ার মতো কোন্ প্ল্যান তৈরী করেছে ? কোনো আত্মার কল্যাণ করা, এর চেয়ে বড় কিছু আর কী হতে পারে, আর কীই বা হবে ! তোমরা তোমাদের নিজেদের আমোদে থাকো, তাই না ! কখনো জ্ঞানের আমোদে, কখনো স্মরণের আমোদে রয়েছ তোমরা। কখনো (প্রভু) প্রেমের আমোদে। আমোদই আমোদ। সঙ্গমযুগই হল আমোদের যুগ। আত্মা -- কুমারীদের উপরে বাপদাদার সবসময়ই নজর থাকে। কুমারীদের নিজেদেরকে কী তৈরী করেছে -- সেটা তাদের উপর। কিন্তু বাপদাদা তো সবাইকে বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন। সदा, বিশ্বের মালিক আমি, এই খুশী এবং নেশা যেন থাকে। সदा অক্লান্ত সেবায় অগ্রচালিত হতে থাকো। আত্মা !

বরদান:- করনহার (নিমিত্ত ভাব) এবং করাবনহারের (তিনি করাচ্ছেন) স্মৃতির দ্বারা লাইটের রাজমুকুটধারী ভব* আমি নিমিত্ত কর্মযোগী, করনহার আমি, বাবা হলেন করাবনহার -- এই স্মৃতি যদি স্বাভাবিক রূপে থাকে, তবে লাইটের তাজধারী বা চিন্তামুক্ত (বেফিকর) বাদশাহ হয়ে যায়। কেবল বাবা আর আমি, তৃতীয় কেউ নয় -- এই অনুভূতি সহজেই চিন্তামুক্ত বানিয়ে দেয়। যারা এমন বাদশাহ হয়ে যায়, তারাই মায়াজিৎ, কর্মেন্দ্রীয়জিৎ এবং প্রকৃতিজিৎ হয়ে যায়। কিন্তু ভুলেও যদি কোনো প্রকারের ব্যর্থ ভাবের বোঝা নিজের মাথায় উঠিয়ে নেয়, তবে রাজমুকুটের পরিবর্তে চিন্তা বোঝাই অনেক ঝুড়ি শিরোপরি এসে যায়।

শ্লোগান:- সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আত্মীয় পরিজন থেকে নষ্টমোহ হও।*

***সূচনা :-** আজ তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত সব ভাই বোন সংগঠিতভাবে একত্রিত হয়ে অভ্যাস কালে সকল আত্মাদের প্রতি এই শুভ ভাবনা রাখুন - "সকল আত্মাদের যেন কল্যাণ হয়। সকল আত্মারা সত্য পথে পরিচালিত হয়ে পরমাত্ম উওরাধিকারের অধিকার যেন প্রাপ্ত করতে পারে"। "আমি হলাম বাবা সম সকল আত্মাদেরকে মুক্তি জীবনমুক্তির বরদান প্রদানকারী আত্মা"।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানের মাধ্যমেই তোমাদের সঠিক জাগৃতি এসেছে, তোমরা নিজেদের ৮৪ জন্মকে, নিরাকার এবং সাকার পিতাকে জানো, তাই তোমাদের বিভ্রান্ত হয়ে ছোট্টাছুটি বন্ধ হয়ে গেছে"

প্রশ্ন: - ঈশ্বরের মতি-গতি সম্পূর্ণ আলাদা -- একথা কেন বলা (গায়ন) হয়েছে ?

উত্তর: - ১) কারণ তিনি এমন মত(শ্রীমত) দেন, যার দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণরা সর্বকিছুর ঊর্ধ্ব অর্থাৎ সর্বকিছুর থেকে পৃথক হয়ে যাও। তোমাদের সকলেরই মত এক হয়ে যায়, ২) একমাত্র ঈশ্বরই আছেন যিনি সকলের সঙ্গতি করেন। পূজারী থেকে পূজ্য পরিণত করেন, তাই ওঁনার মতি-গতি সম্পূর্ণ আলাদা। বাচ্চারা, যা তোমরা ব্যতীত আর কেউই বুঝতে পারে না।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাচ্চাদের যদি শরীর সুস্থ না থাকে তবে বাবা বলবেন যে, অবশ্যই এখান থেকে যাও। এতে কোন ক্ষতি নেই কারণ তারা হারানিধি বাচ্চা অর্থাৎ ৫ হাজার বছর পর পুনরায় এসে মিলিত হয়েছে। কাকে পেয়েছে ? অসীম জগতের পিতাকে। বাচ্চারা, এও তোমরাই জানো, যাদের এই নিশ্চয়তা রয়েছে যে বরাবর আমরাই অসীম জগতের পিতার সঙ্গে মিলিত হয়েছি কারণ পিতা হয়ই এক অসীম জগতের আর দ্বিতীয় অসীম জগতের। দুঃখে সকলেই অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে। সত্যযুগে একমাত্র লৌকিক পিতাকেই স্মরণ করে, ওটাই হলো সুখধাম। লৌকিক পিতা তাকেই বলা হয়, যে এই লোকে জন্ম দেয় অর্থাৎ লৌকিক-জন্ম প্রদান করে। পারলৌকিক পিতা তো একবারই এসে তোমাদের আপন করে নেন। তোমরাও অমরলোকে বাবার সঙ্গেই থাকো -- যাকে পরলোক, পরমধাম বলা হয়। ওটা হলো ঊর্ধ্ব থেকেও ঊর্ধ্বতম বহুদূরের ধাম। স্বর্গকে বহুদূরের পৃথক (দুনিয়া) বলবে না। এখানেই স্বর্গ-নরক। নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ, পুরানো দুনিয়াকে নরক বলা হয়। এখন হলো পতিত দুনিয়া, আহ্বানও করা হয় -- হে পতিত-পাবন এসো। সত্যযুগে এমনভাবে বলা হবে না। যখন থেকে রাবণ-রাজ্য শুরু হয় তখন থেকে অপবিত্র হতে থাকে তাই তাকে বলা হয় ৫ বিকারের রাজ্য। সত্যযুগে হয়ই নির্বিকারী রাজ্য। ভারতের মহিমা কত বিশাল। কিন্তু বিকারী হওয়ার কারণে ভারতের মহিমা কেউ জানে না। যখন এটা লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তখন ভারত সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। এখন সেই রাজ্য আর নেই। সেই রাজ্য কোথায় গেলো -- এই পুস্তকবুদ্ধিসম্পন্নরা তা জানে না। আর সকলেই নিজ-নিজ ধর্ম-স্থাপককে জানে। একমাত্র ভারতবাসীরাই, না নিজেদের ধর্মকে জানে, না নিজেদের ধর্ম-স্থাপককে জানে। শিখ-ধর্মাবলম্বীদেরও জানা আছে যে, আমাদের শিখ ধর্ম পূর্বে ছিল না। গুরুনানক সাহেব এসে স্থাপন করেছেন তাহলেই অবশ্যই সুখধামে থাকবে না। তখনই গুরুনানক সাহেব পুনরায় এসে (শিখধর্ম) স্থাপন করবেন কারণ ওয়ার্ল্ডের হিন্দী-জিওগ্রাফী তো রিপীট হয়, তাই না! খ্রিস্টানধর্মও ছিল না, পরে স্থাপিত হয়েছে। প্রথমে নতুন দুনিয়া ছিল, এক ধর্ম ছিল। শুধুমাত্র তোমরা ভারতবাসীরাই ছিলে, এক ধর্ম ছিল, পুনরায় ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে তোমরা এও ভুলে গেছো যে, তোমরাই দেবতা ছিলে। পুনরায় ৮৪ জন্ম তো আমরাই নিই। বাবা তখন বলেন যে --তোমরা নিজেদের জন্মকেও জানো না, তাই আমি তোমাদের বলে দেই। আধাকল্প রাম-রাজ্য ছিল পুনরায় রাবণ-রাজ্য হয়েছে। প্রথমে সূর্যবংশীয় পরম্পরা বা কুল, তারপর চন্দ্রবংশীয় পরম্পরা হলো রাম-রাজ্য। লক্ষ্মী-নারায়ণের সূর্যবংশীয়-পরম্পরার রাজ্য ছিল, যারা সূর্যবংশীয় লক্ষ্মী-নারায়ণ কুলের ছিল তারাই ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে এখন রাবণ-কুলের হয়ে গেছে। পূর্বে পুণ্ড্রা-কুলের ছিল, এখন পাপা-কুলের হয়ে গেছে। ৮৪ জন্ম নিয়েছে, আর ওরা(অজ্ঞানীরা) তো বলে ৮৪ লক্ষ। এখন কে বসে ৮৪ লক্ষের বিচার অর্থাৎ হিসেব করবে, তাই কোনো বিচার-মন্ডন করেই না। এখন বাবা তোমাদের বোঝান যে, তোমরা বাবার সম্মুখে বসে রয়েছে। নিরাকার পিতা এবং সাকার পিতা, ভারতে দুজনে-ই বিখ্যাত। গায়নও রয়েছে কিন্তু বাবাকেই জানে না, অজ্ঞানতার নিদ্রায় শায়িত। জ্ঞানের দ্বারা জাগৃতি আসে। আলায় মানুষ কখনো ধাক্কা খায় না। অন্ধকারেই ধাক্কা খেতে থাকে। ভারতবাসী পূজ্য ছিল, এখন পূজারী হয়ে গেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ পূজ্য ছিল, তাই না ! তাঁরা আবার কার পূজা করবে ? নিজেদের চিত্র তৈরী করে, নিজেদের পূজা তো করবে না। এটা তো আর হতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরাই জানো যে -- আমরা পূজ্য ছিলাম, কিভাবে পুনরায় পূজারী হয়েছি। একথা আর কেউই বুঝতে পারে না। বাবা-ই বোঝান, তাই তিনি বলেনও যে -- ঈশ্বরের মতি-গতি সম্পূর্ণ আলাদা।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জেনেছ যে, বাবা সমগ্র দুনিয়ার থেকে আমাদের মতি-গতি পৃথক(ন্যায়ারী) করে দেন। সমগ্র দুনিয়ায় অনেক মত-মতান্তর রয়েছে, এখানে তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই মত এক। ঈশ্বরের মতি এবং গতি। গতি অর্থাৎ

সঙ্গতি। সঙ্গতিদাতা হলেন অদ্বিতীয় পিতা। গায়নও করা হয়, সকলের সঙ্গতিদাতা রাম। কিন্তু জানে না যে, রাম কাকে বলা হয়। তারা বলে, যেখানেই দেখো রামই-রাম। একে বলা হয়, অঙ্গুতানতার অঙ্ককার। অঙ্ককারে হয় দুঃখ, প্রকাশে থাকে সুখ। অঙ্ককারেই আহ্বান করে, তাই না! ঈশ্বরীয় আরাধনা(বন্দেগী) করার অর্থ হলো বাবাকে আহ্বান করা, ভিক্ষা চায়, তাই না! এ তো দেবতাদের মন্দিরে গিয়ে ভিক্ষা চাওয়া হয়ে গেলো, তাই না! সত্যযুগে ভিক্ষা চাওয়ার প্রয়োজনই নেই। ভিত্তারীকে দেউলিয়া বলা হয়। সত্যযুগে তোমরা কত সমৃদ্ধশালী ছিলে, তাকেই বলা হয় সমৃদ্ধি। ভারত এখন দেউলিয়া অর্থাৎ কাঙ্গাল। এও কেউ বোঝে না। কল্পের আয়ু উল্টোপাল্টা লিখে দেওয়ার জন্য মানুষের মাথাই ঘুরে গেছে। বাবা অতি প্রেম-পূর্বক বসে বোঝান। কল্প-পূর্বেও বাচ্চাদের বুঝিয়েছিলেন যে -- আমাকে অর্থাৎ পতিত-পাবন পিতাকে স্মরণ কর তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে। অপবিত্র কিভাবে হয়েছে ? বিকারের খাদ পড়ে রয়েছে। সকল মানুষের মধ্যেই জং ধরে গেছে। এখন সেই জং কিভাবে অপসারিত হবে ? আমাকে স্মরণ কর। দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। প্রথমে তোমরা হলে আত্মা তারপর শরীর ধারণ করো। আত্মা অবিনাশী, শরীরের মৃত্যু হয়ে যায়। সত্যযুগকে বলা হয় অমরলোক। কলিযুগকে বলা হয় মৃত্যুলোক। দুনিয়ায় একথা কেউ-ই জানে না যে, অমরলোক ছিল পুনরায় তা মৃত্যুলোক কিভাবে পরিণত হলো। অমরলোক অর্থাৎ যেখানে অকালমৃত্যু হয় না। সেখানে আয়ুও দীর্ঘ হয়। ওটাই হলো পবিত্র দুনিয়া।

তোমরা হলে রাজাধি। ঋষি পবিত্রকে বলা হয়। তোমাদের পবিত্র কে বানিয়েছেন ? ওদের করেছে শঙ্করাচার্য, তোমাদের করছেন শিবাচার্য। ইনি কোনোকিছু পড়েন নি। ঐনার মাধ্যমে শিববাবা এসে তোমাদের পড়ান। শঙ্করাচার্য তো মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছেন, উপর থেকে অবতরিত তো হননি। বাবা তো ঐনার মধ্যে প্রবেশ করেন, যাতায়াত করতে থাকেন। তিনি মালিক, যার মধ্যে চান তার মধ্যেই যেতে পারেন। বাবা বুঝিয়েছেন, কারোর কল্যাণার্থে আমি প্রবেশ করি। আসি তো সেই পতিত শরীরেই, তাই না! অনেকের কল্যাণ করি। বাচ্চাদের বুঝিয়েছি -- মায়াও কম অর্থাৎ দুর্বল নয়। কখনো-কখনো ধ্যানের মধ্যে মায়া প্রবেশ করে উল্টোপাল্টা বলায়, তাই বাচ্চাদের অনেক সচেতন থাকতে হবে। অনেকের মধ্যেই মায়া যখন প্রবেশ করে তখন বলে যে -- আমি শিব, আমি অমুক। মায়া অত্যন্ত শয়তান (অতি মন্দ)। সমঝদার অর্থাৎ অনুভাবী বাচ্চারা ভালভাবে বুঝে যায় যে, এরমধ্যে কে প্রবেশ করেছে ? এই শরীর(ব্রহ্মার) তো ঐনার জন্যই ধার্য করা রয়েছে, তাই না! তাহলে আমরা অন্যের (কথা) শুনবো কেন ? যদি শোনো তাহলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে নাও যে, এ কথা সঠিক কি সঠিক নয় ? বাবা তৎক্ষণাৎ বুঝিয়ে দেবে। অনেক ব্রাহ্মণীরাও এসব কথা বুঝতে পারে না যে, এসব কি ? কারোর মধ্যে তো এমনভাবে প্রবেশ করে যে, চড়ও মেরে দেয়, গালিও দিতে থাকে। এখন বাবা কি গালি দেবেন, না তা দেবেন না। এইসব কথাও অনেক বাচ্চারা বুঝতে পারে না। ফার্স্টক্লাস অর্থাৎ মহারথী বাচ্চারাও কখনো-কখনো ভুলে যায়। সবকথাই জিজ্ঞাসা করা উচিত কারণ অনেকের মধ্যেই মায়া প্রবেশ করে যায়। তখন ধ্যানমগ্ন হয়ে কি-কি বলতে থাকে। এতেও অনেক সতর্ক হওয়া উচিত। বাবাকে সম্পূর্ণ সমাচার দিতে হবে। অমুকের মধ্যে মাশ্মা আসেন, অমুকের মধ্যে বাবা আসেন -- বাবার একমাত্র আঙু হলো, এ সমস্ত কথা পরিত্যাগ করে মামেকম (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। বাবাকে আর সৃষ্টি-চক্রকে স্মরণ করো। রচয়িতা এবং রচনাকে যারা স্মরণ করে তাদের মুখমন্ডল সদাই প্রফুল্লিত থাকবে। অনেকেই রয়েছেন যারা (বাবাকে) স্মরণ করে না। অত্যন্ত কঠিন কর্মবন্ধন আছে। বিবেক বলে -- যখন বাবাকে পেয়েছি, আর তিনি বলছেন যে, আমাকে স্মরণ করো তখন কেন আমরা স্মরণ করবো না ? কিছু হলেই বাবাকে জিজ্ঞাসা করো। বাবা বোঝাবেন যে, কর্মবন্ধন তো এখনও রয়ে গেছে, তাই না। কর্মজীত অবস্থা যখন হয়ে যাবে তখন তোমরা সদাই প্রফুল্লিত থাকবে। ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না কিছু হতেই থাকে। এও জানো যে, শিকারের মৃত্যু শিকারীর জয় (কারোর সর্বনাশ, কারোর পৌষমাস)। বিনাশ হবেই। তোমরা ফরিস্তা হয়ে যাও। বাচ্চারা, এই দুনিয়ায় তোমাদের আর বাকি অল্পদিন রয়েছে পুনরায় তোমাদের এই স্থূললোক মনে আসবে না। সূক্ষ্মলোকে আর মূললোক অর্থাৎ পরমধামই স্মরণে আসবে। সূক্ষ্মলোকে-নিবাসীদের বলা হয় ফরিস্তা। তা অতি অল্পসময়ের জন্য হও যখন তোমরা কর্মজীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করো। সূক্ষ্মলোকে হাড়-মাংস থাকে না। হাড়-মাংস যদি না থাকে তাহলে বাকি কি আর থাকে ? শুধুমাত্র সূক্ষ্ম শরীর থাকে। এমন নয় যে, নিরাকার হয়ে যায়। না, সূক্ষ্ম আকার থাকে। ওখানকার ভাষা মুভি অর্থাৎ নির্বাক চলচ্চিত্র চলে। আত্মা শব্দ থেকে(শব্দের জগতের) উর্ধ্বে বা ওপারে থাকে। তাকে বলা হয় সূক্ষ্ম-সংসার। সেখানে সূক্ষ্ম আওয়াজ হয়। এখানে হলো টকী অর্থাৎ সবাক। পুনরায় হলো মুভি, তারপরে আসে সাইলেন্স। এখানে কথা বলা হয়। এ হলো ড্রামার পূর্ব-নির্ধারিত পার্ট বা ভূমিকা। ওখানে থাকে সাইলেন্স। ওটা হলো মুভি আর এটা হলো টকী। এই তিন লোকেরও স্মরণকারী কোনো বিরল ব্যক্তিই হবেন। বাবা বলেন -- বাচ্চা! শাস্তিভোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কমপক্ষে ৮ ঘন্টা কর্মযোগী হয়ে কর্ম করো, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম করো আর ৮ ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করো। এমন অভ্যাসের দ্বারা তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। নিদ্রাবস্থায় থাকা, এ কোন বাবার স্মরণ নয়। এমনও যেন কেউ মনে না করে যে, আমরা বাবারই সন্তান, তাই

না! তাহলে স্মরণ কি আর করবো! না, বাবা তো বলেন যে, আমাকে ওখানে স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে স্মরণ করো। যোগবলের দ্বারা যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা পবিত্র হচ্ছেো, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঘরেও ফিরে যেতে পারবে না। আর তা নাহলে সাজাভোগ করে যেতে হবে। সূক্ষ্মলোক, মূললোকেও যেতে হবে পুনরায় স্বর্গে আসতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে সংবাদপত্রেও পড়বে, এখনও অনেক সময় আছে। এত-এত রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ভারতে তো কত। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই আওয়াজ অর্থাৎ খবর (চারিদিকে) ছড়িয়ে পড়বে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের পাপ খন্ডিত হবে। আহ্বানও করে -- হে পতিত-পাবন, লিবারেটর (মুক্তিদাতা) আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করো। বাচ্চারা জানে যে, ডামার প্ল্যান অনুযায়ী বিনাশও হতেই হবে। এই লড়াই-এর পর পুনরায় শান্তি-ই শান্তি আসবে, সুখধাম হয়ে যাবে। সব উত্থাল-পাথাল হয়ে যাবে। সত্যযুগে হয়ই এক ধর্ম। কলিযুগে অনেক ধর্ম। এ তো যে কেউই বুঝতে পারে। সর্বপ্রথমে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, যখন সূর্যবংশীয়রা ছিল তখন চন্দ্রবংশীয়রা ছিল না, চন্দ্রবংশীয়রা পরে আসে। পরে এই দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায়ঃ লুপ্ত হয়ে যায়। পরে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আসে। সেও যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের সংস্থা বৃদ্ধি পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত কি জানা যায়, না জানা যায় না। বাচ্চারা, এখন তোমরাই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে যে, সিঁড়িতে শুধু ভারতবাসীদেরই কেন দেখানো হয়েছে ? বলা, এই খেলা ভারতেই হয়। আধাকল্প চলে ওদের(দেবী-দেবতা) পার্ট (ভূমিকা), বাকি দ্বাপর, কলিযুগে অন্যান্য সব ধর্ম আসে। (সৃষ্টিচক্রে) গোলকে এই সমগ্র নলেজ রয়েছে। গোলক তো অতি উত্তম। সত্যযুগ-ত্রৈতা হলো শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া। দ্বাপর-কলিযুগ হলো ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া। এখন তোমরা সঙ্গমে রয়েছে। এ হলো জ্ঞানের কথা। এই চার যুগের চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় -- তা কারোরই জানা নেই। সত্যযুগে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হয়। এঁনারাও কি জানে যে, সত্যযুগের পর ত্রৈতা আসবে, ত্রৈতার পর আবার দ্বাপর, কলিযুগ আসবে। এখানেও (লৌকিকে) মানুষের একদমই জানা নেই। অবশ্যই বলে কিন্তু চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় তা কেউ জানে না, সেইজন্য বাবা বোঝান -- সম্পূর্ণ জোর গীতার উপর রাখো। সত্যিকারের গীতা শুনে স্বর্গবাসী হয়। এখানে শিববাবা স্বয়ং শোনান, ওখানে মানুষ পড়ে। গীতাও সর্বপ্রথম তোমরাই পড়ো। ভক্তিতেও সর্বপ্রথমে তোমরাই যাও, তাই না! শিবের পূজারী প্রথমে তোমরা হও। সর্বপ্রথম তোমরাই অব্যভিচারী পূজা করো, অদ্বিতীয় শিববাবার। আর কারোর ক্ষমতা আছে কি সোমনাথ মন্দির তৈরী করার, না তা নেই। বোর্ডে কতরকমের কথা লিখতে পারা যায়। এও লেখা যায় যে, ভারতবাসীরা সত্যিকারের গীতা শুনেই সত্যখন্ডের মালিক হয়।

বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, আমরা সত্যিকারের গীতা শুনে স্বর্গবাসী হচ্ছি। যখন তোমরা বোঝাও তখন তারা বলে -- হ্যাঁ, একদম সঠিক, বাইরে বেরোলেই শেষ। যেখানকার সেখানেই রয়ে যায়। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) রচয়িতা আর রচনার জ্ঞানকে স্মরণ করে প্রফুল্ল থাকতে হবে। স্মরণের যাত্রার মাধ্যমে নিজের পুরানো সমস্ত কর্মবন্ধন খন্ডিত করে কর্মাতীত অবস্থা তৈরী করতে হবে।

২) ধ্যান, সাক্ষাৎকারের সময়ই মায়া বেশী করে প্রবেশ করে, তাই সচেতন হতে হবে, বাবাকে সমাচার দিয়ে তাঁর রায় বা পরামর্শ নিতে হবে, কোনো ভুল যেন না করা হয়।

বরদান:- মুরলীধরের মুরলী-প্রেমী সদা শক্তিশালী আত্মা ভব*

ব্যাখ্যা :- যে বাচ্চাদের পড়াশোনা অর্থাৎ মুরলীর প্রতি প্রেম রয়েছে তাদের সর্বদাই 'শক্তিশালী ভব'-র বরদান প্রাপ্ত হয়, তাদের সম্মুখে কোনো বিঘ্নই টিকে থাকতে(দাঁড়াতে)পারে না। মুরলীধরের সঙ্গে প্রেম অর্থাৎ মুরলীর প্রতি প্রেম। যদি কেউ বলে মুরলীধরের সঙ্গে আমাদের ভালবাসা আছে কিন্তু পড়ার জন্য সময় নেই, তাহলে সে বাবাকে মানে না কারণ যেখানে মনোযোগ থাকে সেখানে কোনো টালাবাহানা চলে না। পড়া আর পরিবারের স্নেহ বা প্রেম কেল্লা-স্বরূপ হয়ে যায়। যাতে সে সুরক্ষিত থাকে।

স্লোগান:- সকল পরিস্থিতিতে নিজেকে মোল্ড (সেই ছাঁচে অ্যাডজাস্ট করা) করে নাও, তবেই রিয়েল গোল্ড হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রীত আর বিপরীত - এগুলি হল প্রবৃত্তি মার্গের শব্দ, এখন তোমাদের প্রীত বা প্রীতি এক বাবার সাথে হয়ে আছে, বাচ্চারা তোমরা নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকো!"

প্রশ্নঃ - স্মরণের যাত্রাকে অন্যভাবে কি নাম দেওয়া যেতে পারে ?

উত্তরঃ - স্মরণের যাত্রা হলো প্রীত সহ যাত্রা। যারা বিপরীত বুদ্ধি হয়, তাদের থেকে নাম-রূপে ফেঁসে যাওয়ার দুর্গন্ধ আসতে থাকে। তাদের বুদ্ধি তমোপ্রধান হয়ে যায়। যাদের বুদ্ধি এক বাবার সাথে জুড়ে থাকে, তারা অন্যদেরকেও জ্ঞানদান করতে থাকে। কোনো দেহধারীর সাথে তাদের প্রীত থাকতে পারে না।

গীতঃ- এই সময় চলে যাচ্ছে...

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এখন একে স্মরণের যাত্রাও বলে বা প্রীতির যাত্রাও বলে। সাধারণ মানুষ তো সেইসব জায়গায় যাত্রা করে। এই যেসব রচনা আছে, সেখানে যাত্রা করতে যায়, ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের রচনা, তাইনা। রচয়িতাকে কেউ জানে না। এখন তোমরা রচয়িতা বাবাকে জেনে গেছো, সেই বাবার স্মরণে কখনো থেমে যেও না। তোমাদের জন্য স্মরণের যাত্রা প্রাপ্ত হয়েছে। এটাকেই স্মরণের যাত্রা বা প্রীতের যাত্রা বলা হয়। যার বাবার সাথে খুব বেশী ভালোবাসা থাকবে, সে এই স্মরণের যাত্রাও খুব ভালো করে করবে। যতটা ভালোবাসার সহিত যাত্রা করবে, ততই পবিত্র হতে থাকবে। শিব ভগবানুবাচ... তাই না। বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি আর বিনাশকালে প্রীত বুদ্ধি। বাচ্চারা, তোমরা জেনে গেছো যে, এখন হল বিনাশের সময়। এটা সেই গীতার পর্ব চলছে। বাবা শ্রীকৃষ্ণের গীতা আর ত্রিমূর্তি শিবের গীতার মধ্যে বৈষম্যের কথাও বলেছেন। এখন গীতার ভগবান কে? পরমপিতা শিব ভগবানুবাচ। কেবলমাত্র 'শিব' - শব্দ লিখবে না, কেননা শিব নামও অনেকের আছে। এইজন্য পরমপিতা পরমাত্মা লিখলে তিনি যে সুপ্রীম, তা বোঝা যাবে। কেউ তো নিজেকে পরমপিতা বলতে পারেনা। সন্ন্যাসীরা শিবোহম্ বলে দেয়, তারা তো বাবাকে স্মরণ করতেই জানে না। বাবাকেই জানে না। বাবার সাথে প্রীতই নেই। প্রীত আর বিপরীত এটা হল প্রবৃত্তি মার্গের জন্য। কোনো কোনো বাচ্চার বাবার সাথে প্রীত বুদ্ধি থাকে, কারোর আবার বিপরীত বুদ্ধিও হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যেও এমনটি হয়। বাবার সাথে ভালোবাসা তাদেরই থাকে, যারা বাবার সান্নিধ্য তৎপর থাকে। বাবা ছাড়া আর কারোর সাথে ভালোবাসা হতে পারেনা। শিববাবাকেই বলে যে, বাবা আমি তো তোমারই সেবাস্বার্থী আছি। এখানে ব্রহ্মাবাবার কথাই নেই। শিববাবার সাথে যে আত্মাদের ভালোবাসা থাকবে, তারা অবশ্যই সেবাস্বার্থী হবে। শিববাবার সাথেই তারা সান্নিধ্য করতে থাকবে। প্রীত না থাকলে তো বিপরীত হয়ে যায়, বিপরীত বুদ্ধি বিনশ্চলী। বাবার সাথে যে আত্মার ভালোবাসা থাকবে, সে সাহায্যকারীও হবে। যত ভালোবাসা, ততই সান্নিধ্য সহায়ক হবে। স্মরণই করে না, তার অর্থ হল ভালোবাসা নেই। পুনরায় দেহধারীর সাথে ভালোবাসা হয়ে যায়। মানুষ - মানুষকে নিজের স্মৃতি চিহ্ন রূপে কিছু জিনিস দেয়, তাইনা। তার স্মরণ অবশ্যই আসে।

এখন বাচ্চারা, বাবা তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের উপহার দিচ্ছেন, যার দ্বারা তোমরা রাজস্ব প্রাপ্ত করো। বাবা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করেন, তাই প্রীত বুদ্ধি হও। তোমরা এখন জেনে গেছো যে, বাবা সকলের কল্যাণ করতে এসেছেন, আমাদেরকেও সেবাস্বার্থী হতে হবে। এইরকম প্রীত বুদ্ধিরাই বিজয়ন্তী হয়। যে স্মরণই করেনা সে প্রীত বুদ্ধি হতে পারে না। বাবার সাথে ভালোবাসা হলে, স্মরণ করলে তবে তো বিকর্ম বিনাশ হবে আর অন্যদেরকেও কল্যাণের রাস্তা বলতে পারবে। তোমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যেও প্রীত এবং বিপরীত দুই-রকমেরই আত্মা আছে। বাবাকে বেশী স্মরণ করে মানে ভালোবাসা আছে। বাবা বলেন - "আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো, আমার সহায়তাকারী হও" । রচনার, এক রচয়িতা বাবারই স্মরণ থাকা চাই। কোনো রচনাকে স্মরণ করো না। জগতে তো কেউ রচয়িতাকে জানেই না, তাই স্মরণও করে না। সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মকে স্মরণ করে, সেটাও তো রচনা হয়ে গেলো, তাই না। রচয়িতা তো সকলের একজনই, তাই না। অন্য যা কিছু জিনিস এই চোখ দিয়ে দেখা সেসব তো হলো রচনা। যেটা এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না, সেটা হল রচয়িতা বাবা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও চিত্র আছে। তারাও হল রচনা। বাবা যে চিত্র বানানোর জন্য বলেছেন, তার উপরে লিখতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা ত্রিমূর্তি শিব ভগবানুবাচ। হয়তো কেউ নিজেকে ভগবান বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু নিজেকে পরমাত্মা বলতে পারেনা। তোমাদের বুদ্ধিযোগ আছে শিববাবার সাথে, নাকি শরীরের সাথে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। প্রীত আর বিপরীত বুদ্ধি বোঝা যায়, তোমাদের সেবা দেখে। বাবার সাথে ভালোবাসা থাকলে সেবাও খুব ভালো হয়, তখন বিজয়ন্তী বলা যাবে।

ভালোবাসা না থাকলে সেবাও হবে না। তারপর পদও কমে যাবে। কম পদকে বলা যাবে উঁচুপদের থেকে বিনশক্তি। এমনিতে বিনাশ তো সকলেরই হয়, কিন্তু এটা হল মুখ্য প্রীত আর বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত আত্মাদের কথা। রচয়িতা বাবা তো একজনই আছেন, তাঁকেই শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়। শিবজয়ন্তীও পালন করা হয়। শঙ্কর জয়ন্তী কখনো শোনা যায় না। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও নাম আছে, বিষ্ণুর জয়ন্তী মানানো হয় না, কৃষ্ণের জয়ন্তীও মানানো হয়। এটাও কারোর জানা নেই - কৃষ্ণ আর বিষ্ণুর মধ্যে কী পার্থক্য আছে ? বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি হয় সাধারণ মানুষের। তো তোমাদের মধ্যেও প্রীত আর বিপরীত বুদ্ধি আছে, তাইনা। বাবা বলেন যে তোমাদের এই আধ্যাত্মিক ধাক্কা তো খুব ভালো। অমৃতবেলা আর সন্ধ্যাবেলায় এই সেবায় লেগে যাও। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা - এই সময়টা হল খুব ভালো সময়। সৎসঙ্গ আদিও সকালে আর সন্ধ্যাবেলায় করে। রাত্রিবেলায় বায়ুমন্ডল খারাপ হয়ে যায়। রাত্রিতে আত্মা স্বয়ং শান্তিতে চলে যায়, যাকে নিদ্রা বলে। পুনরায় সকালে জাগৃত হয়। তারা বলে যে, হে আমার মন- প্রভাতে রামকে স্মরণ করো। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, আমাকে অর্থাৎ এক বাবাকে স্মরণ করো। শিববাবা যখন শরীরে প্রবেশ করেন, তখনই তো বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। বাচ্চারা তোমরাই জানো যে, তোমরা কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করো আর আধ্যাত্মিক সেবা করো। সবাইকে এই পরিচয় দিতে হবে যে - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তো তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। অপগুণ বেরিয়ে যাবে। প্রীত বুদ্ধিদের মধ্যেও পারসেন্টেজ আছে। বাবার সাথে ভালোবাসা নেই, তাহলে নিশ্চয়ই নিজের দেহের সাথে ভালোবাসা আছে বা মিত্র সম্বন্ধীদের সাথে ভালোবাসা আছে। বাবার সাথে ভালোবাসা থাকলে তো সেবায় লেগে যাবে। বাবার সাথে ভালোবাসা না থাকলে সেবাও করবে না। কাউকে তো কেবল অশ্ব (বাবা) আর বে (বাদশাহী)-র রহস্য বোঝানো তো খুবই সহজ। হে ভগবান, হে পরমাত্মা বলে স্মরণ করে, কিন্তু তাঁকে জানেই না। বাবা বুঝিয়েছেন যে, প্রত্যেক চিত্রের উপর পরমপিতা শিব ভগবানুবাচ অবশ্যই লিখতে হবে, তাহলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। এখন তো বাচ্চারা তোমার চারাগাছ রোপণ করছে। সবাইকে রাস্তা বলে দাও তো সবাই এসে বাবার থেকে আশীর্বাদ নেবে। বাবাকে জানেই না, এইজন্য প্রীত বুদ্ধি নেই। পাপ বৃদ্ধি হতে হতে একদম তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবার সাথে প্রীত তারই থাকবে, যে বাবাকে খুব স্মরণ করবে। তাদেরই গোল্ডেন এজ বুদ্ধি হবে। অন্যদিকে বুদ্ধি চলে গেলে তো তমোপ্রধান হয়েই থাকবে। যদিও বাবার সামনে বসে থাকে, তবুও প্রীত বুদ্ধি বলা যাবেনা, কেননা স্মরণই তো করে না। প্রীত বুদ্ধির লক্ষণ হলো স্মরণ। তারা ধারণা করবে, অন্যদের উপরও দয়া করবে যে বাবাকে স্মরণ করো তো পবিত্র হয়ে যাবে। এটা কাউকে বোঝানো তো খুব সহজ। বাবা স্বর্গের বাদশাহীর আশীর্বাদ বাচ্চাদেরকেই প্রদান করেন। শিব বাবা অবশ্যই এসেছিলেন, তাইতো শিব জয়ন্তী পালন করে, তাই না। কৃষ্ণ রাম আদি সব এখানেই হয়েছে, তাই তো এখানেই সব পালন করে, তাই না। শিব বাবাকেও স্মরণ করা হয় কেননা তিনি এসে বাচ্চাদেরকে বিশ্বের বাদশাহী দিয়েছেন। নতুন যারা এসেছে, তারা এসব কথা বুঝতে পারবে না। ভগবান কিভাবে এসে আশীর্বাদ দেন, একদমই পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছে। স্মরণ করারও বুদ্ধি নেই। বাবা নিজে বলেন যে, তোমরা অর্ধেক কল্প আমার আশিক ছিলে। আমি এখন তোমাদের কাছে এসেছি। ভক্তিমার্গে তোমরা অনেক ধাক্কা খেয়েছো। কিন্তু ভগবানকে তো কেউ প্রাপ্ত করতে পারোনি। এখন বাচ্চারা তোমরা বুঝে গেছো যে, বাবা ভারতেই এসেছিলেন আর মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা বলেছিলেন। কৃষ্ণ তো এই রাস্তার কথা বলেনি। ভগবানের সাথে ভালোবাসা কিভাবে জুড়বে সেটা ভারতবাসীদেরকেই বাবা এসে শেখান। বাবা আসেনই ভারতের মধ্যে। তাই তো শিব জয়ন্তীও ভারতের মধ্যেই মানানো হয়। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, ভগবান আছেনই সর্বোচ্চ। তাঁর নাম হল শিব, এইজন্য তোমরা লেখো যে শিব জয়ন্তীই হল হীরের সমান, বাকি সকলের জয়ন্তী হল কড়ি সমান। এরকম লেখার কারণে সব উল্টো হয়ে যায়, এইজন্য প্রত্যেক চিত্রতে যদি শিব ভগবানুবাচ লেখা থাকে তাহলে তোমরা নিরাপদে থাকবে। কোনো কোনো বাচ্চা সম্পূর্ণভাবে না বোঝার কারণে অবুঝ থেকে যায়। প্রথমে তো বুদ্ধিতেই মায়ার গ্রহের দশা বসে। বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ ভেঙে যায়, যার জন্য একদম উপর থেকে নীচে পরে যায়। দেহধারীর প্রতি বুদ্ধিযোগ আটকে গেলে তো বাবার থেকে বিপরীত হয়ে যায় তাই না। তোমাদেরকে এক বিচিত্র বিদেহী বাবার সাথেই প্রীত রাখতে হবে। দেহধারীর সাথে প্রীত রাখা ঋতিকারক হয়ে যায়। বুদ্ধি উপর থেকে ভেঙে গেলে তো একদম নীচে এসে পরে। যদিও এটা অনাদি দৈব নির্দিষ্ট নাটক চলছে তবু সঠিকটাই তো বোঝাবো তাই না। বিপরীত বুদ্ধির থেকে তো নাম-রূপে ফেঁসে যাওয়ার দুর্গন্ধ আসতে থাকে। আর তা নাহলে সেবাতে তৎপর হয়ে যেতে হবে। বাবা কালকেও খুব ভালো করে বুঝিয়েছেন যে - মুখ্য কথাই হল গীতার ভগবান কে ? এই প্রশ্নের উত্তরেই তোমাদের বিজয়ী হতে হবে। তোমরা জিজ্ঞাসা করো যে গীতার ভগবান শিব নাকি শ্রীকৃষ্ণ ? সুখদাতা কে ? সুখদাতা তো হলেন শিব, তাই তাঁকে ভোট দিতে হবে। তাঁরই মহিমা আছে। এখন ভোট দাও এই প্রসঙ্গে যে গীতার ভগবান কে ? যারা শিবকে ভোট দেবে, তাদেরকে প্রীত বুদ্ধি বলা হবে। এটা তো হল খুব বড়ো ইলেকশন। এসব যুক্তিগুলি তাদের বুদ্ধিতেই আসবে যারা সারাদিন বিচার-সাগর মন্বন করতে থাকবে।

কোনো কোনো বাচ্চা চলতে চলতে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এখন দেখো তো প্রীত আছে, আবার একটু পরেই দেখো তো প্রীত ভেঙে যায়, বিমর্ষ হয়ে পরে। কোনো কথার কারণে দেহ-অভিমানী হয়ে স্মরণ করেনা। চিঠিও লেখে না। আর ভালোবাসা থাকেনা। তখন বাবাও ৪-৮ মাস চিঠি লেখেন না। বাবা হলেন কালেরও কাল, তাইনা ! সাথে ধর্মরাজও তিনি। বাবাকে স্মরণ করার সময় নেই, তো তুমি কি পদ পাবে ! পদ-ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। শুরুর দিকে বাবা অনেক যুক্তি দিয়ে পথ বলে দিয়েছিলেন। এখন তো অনেক অলসই আছে। এখন তো পুনরায় মালা হতে হবে। সেবাধারীদেরকে তো বাবাও মহিমা করতে থাকেন। যে নিজে বাদশাহ হবে, সে নিজের সমবয়সীদেরও বাদশাহ হওয়ার জন্য বলবে। এরাও আমার মতো রাজত্ব করবে। রাজাকে অন্নদাতা, মাতা-পিতা বলা হয়। এখন মাতা তো হলেন জগদম্বা, তাঁর দ্বারাই তোমরা অসীম সুখ পাও। পুরুষার্থ করে তোমাদেরকে উঁচুপদ নিতে হবে। দিন দিন বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারবে যে - কে কে কি কি পদ প্রাপ্ত করবে ? সেবা করলে তো বাবাও তাকে স্মরণ করবেন। সেবাই করেনা তো বাবা কেন তাকে স্মরণ করবেন! বাবা তো সেই বাচ্চাদেরকে স্মরণ করবেন, যারা প্রীত বুদ্ধি হবে।

এটাও বাবা বুঝিয়েছেন যে - কারোর দেওয়া জিনিস পরিধান করলে তো তার স্মরণ অবশ্যই আসবে। বাবার ভান্ডার থেকে গ্রহণ করলে তো শিববাবা-ই স্মরণে আসবে। বাবা নিজের অনুভব শোনাচ্ছেন। স্মরণ অবশ্যই আসবে, তাই কারোর দেওয়া জিনিস নিজের কাছে রেখো না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এক বিদেহী বিচিত্র বাবার সাথেই হৃদয় দিয়ে সত্যিকারের প্রীত রাখতে হবে। সর্বদা এই সতর্ক রাখতে হবে যে - মায়ার গ্রহের দশা কখনো যেন বুদ্ধিতে আক্রমণ না করতে পারে।

২) কখনো বাবার সামনে মুখ গোমড়া করে থাকবে না। সেবাধারী হয়ে নিজের ভবিষ্যৎকে উঁচু বানাতে হবে। কোনো আত্মার দেওয়া কোনো জিনিস নিজের কাছে রাখবে না।

বরদানঃ- সর্বদা স্নেহী হয়ে মায়া আর প্রকৃতিকে দাসী বানিয়ে পরিশ্রম বা অসম্ভব থেকে মুক্ত ভব*

ব্যখ্যা :- যে বাচ্চা সর্বদা স্নেহী থাকে, সে লাভলীন হয়ে থাকার কারণে পরিশ্রম আর অসম্ভব থেকে সর্বদা মুক্ত থাকে। তার সামনে প্রকৃতি আর মায়া দুই-ই এখন থেকে দাসী হয়ে যায় অর্থাৎ সর্বদা স্নেহী আত্মা মালিক হয়ে গেলে তো প্রকৃতি আর মায়ার সাহস নেই যে সর্বদা স্নেহী আত্মার সময় বা সংকল্প নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। তার প্রত্যেক সময়, সংকল্প আছেই বাবার স্মরণ আর সেবার প্রতি। স্নেহী আত্মাদের স্থিতির গায়ন আছে যে, এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই, বাবা-ই হলেন সংসার। তারা সংকল্পেরও অধীন হয় না।

স্লোগানঃ- নলেজফুল হও, তখন সমস্যাগুলিও মনোরঞ্জনর খেলা বলে মনে হবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই অসীম জগতের নাটকে যদি সদা স্মৃতিতে রাখা তাহলে অপার খুশী থাকবে, এই নাটকে যে ভালো পুরুষার্থী এবং অনন্য, তাঁর পূজাও অধিক হয়ে থাকে ।"

প্রশ্ন:- কোন স্মৃতি দুনিয়ার সব দুঃখ থেকে মুক্ত করে দেয়, প্রফুল্লিত থাকার যুক্তি কি ?

উত্তর:- সদা এই কথা যেন স্মৃতিতে থাকে যে, এখন আমি ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ায় যাচ্ছি । ভবিষ্যতের খুশীতে থাকলে তোমরা দুঃখ ভুলে যাবে । বিদ্বের দুনিয়াতে বিদ্ব তো আসবেই, কিন্তু এই স্মৃতি যেন থাকে যে, এই দুনিয়াতে আমরা বাকি যে অল্প দিনই থাকবো, প্রফুল্লিত থাকবো ।

গীত:- জাগো সজনীরা জাগো

ওম শান্তি । এই গান খুবই সুন্দর । এই গান শুনলেই উপর থেকে শুরু করে ৮৪ জন্মের রহস্য বুদ্ধিতে এসে যায় । বাচ্চাদের এও বোঝানো হয়েছে যে, *তোমরা যখন উপর থেকে আসো তখন ভায়া সূক্ষ্মবতন হয়ে আসো না । এখন তোমাদের ভায়া সূক্ষ্মবতন হয়ে যেতে হবে* । বাবা এখনই তোমাদের সূক্ষ্মবতন দেখান । সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগে এই জ্ঞানের কথা থাকে না । না সেখানে কোনো চিত্র ইত্যাদি থাকে । ভক্তিমার্গে তো অনেক চিত্র আছে । দেবীদেরও অনেক পূজা হয় । দুর্গা, কালী, সরস্বতী তো একই কিন্তু কতো নাম রেখে দিয়েছে । যে ভালো পুরুষার্থ করবে, অনন্য থাকবে তাঁর পূজাও অনেক হবে । তোমরা জানো যে, আমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে বাবার আর আমাদের পূজা করি । এই বাবাও তো নারায়ণের পূজাই করতেন, তাই না । এ এক আশ্চর্যের খেলা । নাটক দেখলে যেমন খুশী হয়, তেমনই এও এক অসীম জগতের নাটক, একে কেউই জানে না । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই সম্পূর্ণ নাটকের রহস্য জানা আছে । এই দুনিয়াতে এখন অগাধ দুঃখ । তোমরা জানো যে, এখন অল্প কিছু সময় বাকি আছে, আমরা এখন নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি । ভবিষ্যতের খুশী থাকলে ব্যস, এই দুঃখকে উড়িয়ে দেয় । অনেকে লিখে থাকে, বাবা অনেক বিদ্ব আসে, ফলে ক্ষতি হয়ে যায় । বাবা বলেন, কিছু বিদ্ব এলেই, আজ তোমরা লাখপতি তো কাল আবার দেউলিয়া হয়ে যাও । তোমাদের তো ভবিষ্যতের খুশীতে থাকতে হবে, তাই না । এ হলো রাবণের আসুরী দুনিয়া । চলতে চলতে কোনো না কোনো বিদ্ব আসবে । এই দুনিয়াতে আমরা অল্প কিছুদিন আছি, তারপর আমরা অগাধ সুখের দুনিয়ায় যাবো । বাবা বলেন না --- কাল অসুন্দর (কালো) ছিলো, গাঁয়ের ছেলে ছিলো ---- বাবা এখন তোমাদের জ্ঞান দান করে সুন্দর করে তুলছেন । তোমরা জানো যে, বাবা হলেন বীজরূপ, তিনি সত্য, তিনিই চৈতন্য । তাঁকে সুপ্রীম সোল বলা হয় । তিনি উঁচুর থেকেও উঁচুতে থাকেন, তিনি পুনর্জন্মে আসেন না । আমরা সবাই জন্ম - মরণে আসি, তিনি রিজার্ভ থাকেন । তাঁর তো অন্তিম সময়ে এসে সবাইকে সদগতি করতে হয় । ভক্তিমার্গে তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে গেয়ে এসেছো - বাবা, আপনি যখন আসবেন, আমি আপনারই হয়ে যাবো । আমার তো এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নেই । আমরা বাবার সঙ্গেই যাবো । এ হলো দুঃখের দুনিয়া । ভারত কতো গরীব । বাবা বলেন যে, আমি ভারতকেই বিত্তবান বানিয়েছিলাম, রাবণ তারপর নরক বানিয়ে দিয়েছে । তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার সম্মুখে বসে আছো । গৃহস্থ জীবনেও অনেকেই থাকে । সবাই এসে তো আর এখানে বসবে না । তোমরা গৃহস্থ জীবনে থাকো, রঙ্গীন কাপড়ও পড়ো, কে তোমাদের বলে যে, সাদা কাপড় পড়ো । বাবা কখনোই কাউকে এমন বলেন নি । তোমাদের ভালো লাগে না, তাই তোমরা সাদা কাপড় পড়ো । এখানে তোমরা যদিও সাদা কাপড় পড়ে থাকো, কিন্তু রঙ্গীন কাপড় যারা পড়ে, সেই পোশাকেও তারা অনেকেরই কল্যাণ করতে পারে । মাতাদের নিজেদের পতিদের বোঝাতে হবে -- ভগবান উবাচঃ হলো পবিত্র হতে হবে । দেবতারা পবিত্র, তাই তো তাঁদের সামনে মাথা নত করে । পবিত্র হওয়া তো ভালো, তাই না । তোমরা এখন জানো, এ হলো সৃষ্টির অন্ত । বেশী অর্থ দিয়ে কি করবে । আজকাল ডাকাতিও হয়, ঘুষখোর কতো বেড়ে গেছে । এ হলো এখনকার জন্য গায়ন -- ধূলায় চাপা পড়ে যাবে --- সেই সবই সফল হবে, যা বাবার নামে খরচ হবে -- ঈশ্বর তো এখন সম্মুখে বসে আছেন । বুদ্ধিমান বাচ্চারা এখন সবকিছুই বাবার নামে সফল করে নেয় ।

মানুষ তো সব পতিত পতিতকেই দান করে । এখানে তো পুণ্য আত্মাদের দান নিতে হবে । ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারোর সঙ্গেই কোনো যোগ নেই । তোমরা হলে পুণ্য আত্মা । তোমরা পুণ্যেরই কাজ করো । এই যে বাড়ী বানানো হয়, সেখানেও তোমরাই থাকো । পাপের তো কোনো কথাই নেই । যা কিছুই অর্থ থাকে তা ভারতকেই স্বর্গ বানানোর জন্য খরচ করতে থাকে । অনেকে নিজের পেটে পট্টি বেঁধেও বলে -- বাবা, আমার একটি ইটও এখানে লাগিয়ে দাও তাহলে ওখানে আমি মহল

পেয়ে যাবো । বাচ্চারা কতো বুদ্ধিমান । পাথরের পরিবর্তে সোনা পেয়ে যায় । সময় অল্পই আছে । তোমরা কতো সেবা করো । প্রদর্শনী মেলাও বৃদ্ধি পাচ্ছে । কেবল বাচ্চারা যেন তীক্ষ্ণ হয়ে যায় । ওরা অসীম জগতের বাবার হতে পারে না কারণ মোহ ছাড়েই না । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম, আবার এখন তোমাদের স্বর্গের জন্য তৈরী করছি । তোমরা যদি শ্রীমতে চलो তাহলে উঁচু পদ পাবে । এই কথা আর কেউই বোঝাতে পারে না । এই সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে -- মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন আর স্থূল বতন । বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হও, অন্যদেরও বোঝাতে থাকো । এই কাজ দেখো কেমন । নিজেকেই ধনবান, স্বর্গের মালিক হতে হবে, অন্যদেরও তেমন বানাতে হবে । বুদ্ধিতে এই কথা থাকা উচিত --- কাউকে কিভাবে পথ বলে দেবো ? ড্রামা অনুসারে যা অতীত হয়েছে তা ড্রামা । সেকেন্ড বাই সেকেন্ড যা হয়, তা আমরা সাক্ষী হয়ে দেখি । বাবা বাচ্চাদের দিব্যদৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকারও করান । এর পরের দিকেও তোমরা অনেক সাক্ষাৎকার করবে । মানুষ দুঃখে গ্রাহি - গ্রাহি করতে থাকবে আর তোমরা খুশীতে তালি বাজাতে থাকবে । আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই, তাই অবশ্যই নতুন দুনিয়ার প্রয়োজন । এরজন্যই এই বিনাশ উপস্থিত । এ তো ভালোই হলো, তাই না । মানুষ মনে করে, নিজেদের মধ্যে লড়াই করবো না, কিন্তু শান্তি এসে যাক । ব্যস, কিন্তু এ তো এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । দুই বানর নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর মাখন মাঝ থেকে তৃতীয় জন পেয়ে গেলো । তাই বাবা এখন বলছেন - আমি তোমাদের বাবা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর সকলকেই পথ বলে দাও । তোমাদের সাধারণ ভাবে থাকতে হবে আর সাধারণ খাবার খেতে হবে । কখনো - কখনো খাতিরও করা হয় । যেই ভাণ্ডার থেকে খায়, বলে যে, বাবা এ সবই আপনার । বাবা বলেন, তোমরা ট্রাস্টি হয়ে দেখাশোনা করো । বাবা এ সবকিছুই আপনার দেওয়া । ভক্তিমার্গে কেবল বলার জন্য বলে । এখন আমি তোমাদের বলছি, তোমরা ট্রাস্টি হও । এখন আমি তোমাদের সম্মুখে বসে আছি । আমিও ট্রাস্টি হয়ে তারপর তোমাদের ট্রাস্টি বানাই । তোমরা যা কিছুই করো, জিজ্ঞেস করে করো । বাবা প্রতিটা কথাই রায় দিতে থাকবেন । বাবা, বাড়ী বানাবো, এটা করবো, বাবা বলবেন, করো । কিন্তু পাপাত্মাদের দিও না । সন্তান যদি জ্ঞানে না চলে, যদি বিয়ে করতে চায়, তাহলে কি আর করা যেতে পারে । বাবা তো বোঝান, তোমরা কেন অপবিত্র হও, কিন্তু কারোর ভাগ্যে যদি না থাকে তো পতিত হয়ে যায় । অনেক প্রকারের ঘটনা হতে থাকে । পবিত্র থাকা সত্ত্বেও মায়ার থাপ্পড় লেগে যায়, খারাপ হয়ে যায় । মায়ী খুবই প্রবল । সেও কামের বশ হয়ে যায়, তখন বলা হয় ড্রামার ভবিতব্য । এই মুহূর্ত পর্যন্ত যা কিছুই হয়েছে, পূর্ব কল্পেও এমনই হয়েছিলো । নতুন কিছুই নয় । ভালো কাজ করতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এ কোনো নতুন কথা নয় । আমাদের তো তন - মন এবং ধনের সাহায্যে ভারতকে অবশ্যই স্বর্গ বানাতে হবে । আমরা সবকিছুই বাবাকে স্বাহা করে দেবো । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে -- আমরা শ্রীমতে চলে এই ভারতের আধ্যাত্মিক সেবা করছি । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা আবার আমাদের রাজ্য স্থাপন করছি । বাবা বলেন, এই আধ্যাত্মিক হাসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি তিন পদ পৃথিবীর জমিতে খুলে দাও, যাতে মানুষ চিরসুস্থ এবং সম্পদবান হতে পারে । এই তিন পদ পৃথিবীর জমিও কেউ দেয় না । ওরা বলে যে, বিকেরা জাদু করবে, ভাই - বোন বানিয়ে দেবে । তোমাদের জন্য এই ড্রামাতে খুব ভালো যুক্তি রাখা হয়েছে । ভাই -বোন কখনোই কুদৃষ্টি রাখতে পারে না । আজকাল তো দুনিয়া এতো নোংরা হয়ে গেছে যে, সেকথা আর জিজ্ঞেস করো না । তাই বাবার যেমন দয়া হয়, বাচ্চারা, তোমাদেরও তেমনই দয়া আসা উচিত । বাবা যেমন এই নরককে স্বর্গ বানাচ্ছেন, তেমনই তোমরা দয়ালু বাচ্চাদেরও বাবার সাহায্যকারী হতে হবে । অর্থ থাকলে হাসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি খুলতে থাকো । এতে বেশী খরচের তো কোনো কথাই নেই । কেবল চিত্র রেখে দাও । যে পূর্ব কল্পে এই জ্ঞান গ্রহণ করেছিলো তারই বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবে । তারা আসতে থাকবে । কতো বাচ্চা দূর দূর থেকে আসে এই পড়ার জন্য । বাবা এমনও দেখেছেন, রাতে গ্রাম থেকে চলে আসে, তারপর ভোরবেলা সেন্টারে এসে ঝুলি ভরে নিয়ে যায় । আবার ঝুলি এমনও না হয় যা থেকে বেরিয়ে গেলো । তারা তখন কি পদ পাবে ? বাচ্চারা, তোমাদের তো খুবই খুশী হওয়া উচিত । অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান, এই অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য । এই জ্ঞান কতো সহজ । বাবা বুঝতে পারেন, যে সম্পূর্ণ পাথর বুদ্ধির, তাকে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির বানাতে হবে । বাবা তো খুব খুশী থাকেন । এ তো গুপ্ত, তাই না । এই জ্ঞানও গুপ্ত । মাশ্বা - বাবা তো লক্ষ্মী - নারায়ণ হন, তাহলে আমরা কি কম হবো নাকি ! আমরাও এই সেবা করবো । এই নেশাই থাকা উচিত । আমরা যোগবলের দ্বারা এই রাজধানী স্থাপন করছি । এখন আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি । সেখানে কিন্তু এই জ্ঞান থাকবে না । এই জ্ঞান কেবল এখনকার জন্য । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিমান হয়ে নিজের সবকিছুই বাবাকে (ধনীকে) সমর্পণ করতে হবে। পতিতদের দান করবে না। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারোর সঙ্গেই কোনো যোগ রাখবে না।

২) বুদ্ধি রূপী বুলিতে এমন ছিদ্র যেন না হয় যাতে জ্ঞান বেরিয়ে যায়। অসীম জগতের পিতা, অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য পড়াচ্ছেন, এই গুপ্ত খুশীতে থাকতে হবে বাবার তুল্য দয়ালু হতে হবে।

বরদান:- সকলকে উৎসাহ - উদ্দীপনার সহযোগ দান করে শক্তিশালী বানিয়ে প্রকৃত সেবাধারী ভব*
সেবাধারীর অর্থ, সবাইকে উৎসাহ - উদ্দীপনার সহযোগ দান করে যে শক্তিশালী বানায়। সময় এখন কম এবং রচনা আরো বেশী করে আসবে। এমন সংখ্যাতেই খুশী হয়ে যেও না যে, অনেকেই এসে গেছে। এখনো তো অনেক সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে। তাই তোমরা নিজেরা যে পালনা নিয়েছো তার রিটার্ন দাও। আগত নির্বল আত্মাদের সহযোগী হয়ে তাদের সমর্থ, অচল, অটল বানাও, তখনই বলা হবে প্রকৃত সেবাধারী।

স্লোগান:- আত্মাকে যখন, যেখানে আর যেমনভাবে চাও, স্থিত করে নাও --- এই হলো আত্মিক ড্রিল।*

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য

১) *"পরমাত্মা গুরু, টিচার, পিতা রূপে ভিন্ন - ভিন্ন সম্বন্ধের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন"*

দেখো, পরমাত্মা তিন রূপ ধারণ করে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তিনি আমাদের যেমন বাবাও, টিচারও আবার গুরুও। এখন পিতার সঙ্গে পিতার সম্বন্ধ, টিচারের সঙ্গে টিচারের সম্বন্ধ আর গুরুর সঙ্গে গুরুর সম্বন্ধ। পিতার থেকে যদি তালুক নিয়ে নিই, তাহলে উত্তরাধিকার কিভাবে পাবো? যখন উত্তীর্ণ হয়ে টিচারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেবে, তখন টিচারকে সাথে পাবে। যদি বাবার বিশ্বাসী, আঙুটা পালনকারী বাচ্চা হয়েও বাবার নির্দেশে না চলো, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রালঙ্ক তৈরী হবে না। তখন পূর্ণ সদগতিও প্রাপ্ত করতে পারবে না, বাবার থেকে পবিত্রতার অবিনাশী উত্তরাধিকারও নিতে পারবে না। পরমাত্মার প্রতিজ্ঞা হলো, তোমরা যদি তীব্র পুরুষার্থ করো, তাহলে আমি তোমাদের ১০০ গুণ লাভ প্রদান করবো। শুধুমাত্র বলার জন্য নয়, তাঁর সঙ্গে গভীর সম্বন্ধেরও প্রয়োজন। অর্জুনকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো যে, সবাইকে হত্যা করো, আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো। পরমাত্মা তো সমর্থ, সর্বশক্তিমান, তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পালন করবেন, কিন্তু বাচ্চারো যখন লৌকিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এক বাবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে যখন সকলের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে এক পরমাত্মার সঙ্গে জুড়বে, তখনই তাঁর থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পাবে।

২) *"সর্ব মনুষ্য আত্মা পুনর্জন্মে আসে"*

দেখো, যে ধর্ম স্থাপন করতে আসে, সে-ই পুনর্জন্ম নিয়ে নিজের ধর্মের পালন করতে আসে। সে না নিজে মুক্ত হতে পারে, আর না পারে অন্যকে মুক্ত করতে, যদি এইভাবেই মুক্ত হতে থাকে, তাহলে বাকি যারা মুক্তি পায় না, তারাই এই সৃষ্টিতে বাঁচবে, কিন্তু এমন তো হতে পারবে না যে, পাপাত্মা থেকে যাবে আর পুণ্যাত্মা চলে যাবে। যেমন সল্ল্যাসীরা নির্বিকারী হয়, যদি তাঁরা মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে তো পাপাত্মারা থেকে যাবে, আর পুণ্যাত্মারা থেকে যাবে। তখন না সল্ল্যাসীদের বুদ্ধি দেখা যাবে, আর না সৃষ্টি এইভাবে চলতে পারে। পুণ্য আত্মারা এই সৃষ্টিকে আটকে রাখে তাঁদের নির্বিকারী শক্তির দ্বারা, তো সৃষ্টি চলতে থাকে। তা না হলে কামাগ্নিতে এই সৃষ্টি জ্বলে যাবে। তাই এই নিয়ম নেই যে, মাঝখান থেকে কোনো আত্মা মুক্তি পদে চলে যাবে। বৃষ্কের একটি পাতাও যেমন বীজের মধ্যে থাকতে পারে না, গাছের জন্ম হলে যেমন বৃদ্ধি পায় তারপর জরাজীর্ণ হয়ে যায়, তারপর আবার নতুন গাছের উৎপত্তি হয়, তেমনই যে-ই ধর্ম স্থাপন করতে আসে, সে (তার শিষ্যদের) অবশ্যই পালনা করে, কিন্তু আমরা যাকে অবলম্বন (পরমাত্মাকে) করেছি, তিনি যখন অনেক ধর্মের বিনাশ করেন, তখন এক ধর্মের স্থাপন হয়। ইনি স্থাপনা, বিনাশ এবং পালনার কার্য করেন, আর ধর্মপিতারা কেবল স্থাপনার কার্য করেন, বিনাশের কার্য করেন না। বিনাশের কার্য করানো, সে তো পরমাত্মার হাতে, তাই তাঁকে ত্রিমূর্তি বলা হয়। আত্মা। ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যারা প্রথম থেকে ভক্তি করেছে, ৮৪ জন্ম নিয়েছে, তারা তোমাদের এই জ্ঞান খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে, ইঙ্গিতে বুঝবে"

প্রশ্ন:- দেবী-দেবতা বংশের কাছে আত্মা না দূরের আত্মা, কিভাবে পরীক্ষা করবে?

উত্তর:- যারা দেবতা বংশের আত্মা হবে, তারা জ্ঞানের সব কথা শুনেই স্বীকৃতি দেবে, কোনো সংশয় থাকবে না। যে যত ভক্তি করেছে সে ততই বেশি শুনবার চেষ্টা করবে। সুতরাং তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে বাচ্চারা, তোমাদের সেবা করা উচিত।

ওম্ শান্তি আত্মিক পিতা বসে আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এই কথা তো বাচ্চারা বুঝেছে আত্মিক পিতা হলেন নিরাকার, এই শরীরে বসে বোঝাচ্ছেন, আমরা আত্মারাও হলাম নিরাকার, এই শরীর দ্বারা সব কিছু শুনি। অতএব দুই পিতা একত্রে আছেন, তাইনা। বাচ্চারা জানে দুই পিতা এখানে আছেন। তৃতীয় পিতাকেও জানে কিন্তু তার চেয়ে ভালো ইনি, এনার চেয়েও ভালো উনি (শিববাবা), নম্বর ক্রমে আছে, তাইনা। তাই লৌকিক পিতার সঙ্গে সম্পর্কের বাইরে এই দুইজন পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ যোগ হয়ে যায়। বাবা বসে বোঝান, মানুষদের কিভাবে বোঝানো উচিত। তোমাদের কাছে মেলায় তো অনেকেই আসে। এই কথাও তোমরা জানো ৮৪ জন্ম সবাই তো নেবে না। এই কথা কীভাবে জানবে কেউ ৮৪ জন্ম নেবে নাকি ১০ জন্ম নেবে বা ২০ জন্ম নেবে? এখন তোমরা বাচ্চারা এই কথা তো বুঝেছে যে যে বেশি ভক্তি করেছে শুরু থেকে, তার শ্রেষ্ঠ ও শীঘ্র ফলপ্রাপ্তিও হবে। কম মাত্রায় ভক্তি করলে ফল প্রাপ্তিও হবে দেরিতে এবং কম। বাবা সার্ভিসেবল বাচ্চাদের বোঝান। বলো, তোমরা হলে ভারতবাসী, তোমরা দেবী-দেবতাকে বিশ্বাস করো? ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল তাইনা। জযারা ৮৪ জন্ম নেবে, শুরু থেকে ভক্তি করে থাকবে তারা অবিলম্বে বুঝবে - যথাযথভাবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, মনোযোগ সহকারে শুনবে। কেউ তো শুধুমাত্র দেখে চলে যায়, কিছু জিজ্ঞাসাও করেনা, তাদের বুদ্ধিতে কিছুই বসে না। তখন তাদের সম্বন্ধে বোঝা উচিত এরা এখনো এই পর্যন্ত পৌঁছায়নি। ভবিষ্যতে বুঝবে। আবার বোঝালেই কেউ কাঁধ নাড়াবে। সঠিকভাবে এই হিসেবে তো ৮৪ জন্ম একেবারে ঠিক। যদি বলে আমরা কীভাবে বুঝব যে পুরোপুরি ৮৪ জন্ম নিয়েছে? আচ্ছা, ৮৪ না হলে ৮২, দেবতা ধর্মে তো আসবে। দেখো, এতটাও যদি বুদ্ধিতে না ঢোকে তাহলে বুঝবে ৮৪জন্ম নেবে না। দূরের আত্মা কম শুনবে। যত বেশি ভক্তি করেছে ততই শুনবার চেষ্টা করবে। তাড়াতাড়ি বুঝবে। কম বুঝলে বুঝবে যে দেরিতে আসবে। ভক্তিও দেরি করে করেছে। ভক্তি বেশি করে থাকলে ইঙ্গিতে বুঝবে। ডামার পুনরাবৃত্তি তো হয়, তাইনা। সম্পূর্ণটা নির্ভর করছে ভক্তির উপরে। ব্রহ্মা বাবা সবচেয়ে বেশি ভক্তি করেছেন, তাইনা। কম ভক্তি করলে ফলও কম প্রাপ্ত হবে। এই সব কথা বুঝতে হবে। বুদ্ধি মোটা থাকলে ধারণ করতে পারবে না। এইসব মেলা-প্রদর্শনী ইত্যাদি তো হতে থাকবে। সব ভাষাতেই থাকবে। পুরো দুনিয়াকে বোঝাতে হবে তাইনা। তোমরা হলে প্রকৃত সত্য পয়গম্বর এবং ম্যাসেঞ্জার। দুনিয়ার ধর্ম স্থাপকরা তো কিছুই করেনা। তারা গুরুও নয়। গুরু বলা হয় কিন্তু তারা কেউ সদগতি প্রদান করে না। তারা যখন আসে তখন তাদের সংস্থা থাকে না তাহলে সদগতি করবে কাদের। তিনি হন গুরু যিনি সদগতি প্রদান করেন, দুঃখের দুনিয়া থেকে শান্তিধাম নিয়ে যান। ক্রাইস্ট ইত্যাদি গুরু নন, তিনি হলেন কেবল ধর্ম স্থাপক। তাদের অন্য কোনও পজিশন নেই। পজিশন তো তাদের হয় যারা সর্বপ্রথমে সতাপ্রধান, পরে সত্য, রজো, তমো-তে আসে। তারা তো কেবল নিজের ধর্ম স্থাপন করে পুনর্জন্ম নিতে থাকবে। যখন সবার তমোপ্রধান অবস্থা হয় তখন বাবা এসে পবিত্র বানিয়ে নিয়ে যান। পবিত্র হলে পতিত দুনিয়ায় থাকতে পারবে না। পবিত্র আত্মারা চলে যাবে মুক্তিতে, তারপরে জীবনমুক্তি তে আসবে। বলাও হয়, তিনি হলেন লিট্রের বা উদ্ধারকর্তা, গাইড বা পথ প্রদর্শক কিন্তু এই কথার অর্থ বোঝে না। অর্থ বুঝলে তো তাঁকেই জেনে যাবে। সত্যযুগে ভক্তি মার্গের শব্দ গুলিও বন্ধ হয়ে যায়।

এইসবও ড্রামাতে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে যে সবাই নিজের-নিজের পার্ট প্লে করতে থাকে। একজনও সদগতি প্রাপ্ত করে না। এখন তোমরা এই জ্ঞান প্রাপ্ত করছো। পিতাও বলেন আমি কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। একেই বলা হয় কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ, অন্য কোনও যুগ কল্যাণকারী নয়। সত্যযুগ এবং ত্রেতার সঙ্গমের কোনও গুরুত্ব নেই। সূর্যবংশী অতীত হলে চন্দ্রবংশী রাজ্য চলে। তারপরে চন্দ্রবংশী থেকে বৈশ্যবংশী হবে তখন চন্দ্রবংশী অতীতে পরিণত হবে। তার পরে কি হবে, সেসব জানা নেই। চিত্র ইত্যাদি থাকে তাই বুঝবে এই সূর্যবংশী আমাদের বরিষ্ঠ জন, এরা চন্দ্রবংশী ছিল। তারা মহারাজা,

এরা রাজা, তারা বিত্তবান ছিল। তারা তবুও ফেল তো করেছে তাইনা। এইসব কথা কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। সবাই বলে আমাদের উদ্ধার করো, পতিত থেকে পবিত্র করো। সুখের জন্য বলবেন কারণ সুখের সম্বন্ধে নিন্দে করেছে শাস্ত্রে। সবাই বলবে মনের শান্তি কীভাবে পাওয়া যায় ? এখন তোমরা বাচ্চারা জানো তোমরা সুখ-শান্তি দুই-ই প্রাপ্ত কর, যেখানে শান্তি আছে সেখানে সুখ আছে। যেখানে অশান্তি আছে, সেখানে দুঃখ আছে। সত্যযুগে সুখ-শান্তি আছে, এখানে দুঃখ-অশান্তি আছে। এই কথা বাবা বসে বোঝান। তোমাদেরকে মায়া রাবণ কতখানি তুচ্ছ বুদ্ধিতে পরিণত করেছে, এও ড্রামা ফিল্ম আছে। বাবা বলেন আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। আমার পাটও বর্তমানে আছে যা এখন প্লে করছি। বলাও হয় বাবা কল্প-কল্প আপনি এসে ব্রষ্টাচারী পতিত থেকে শ্রেষ্ঠাচারী পবিত্র করেন। ব্রষ্টাচারী হয়েছ রাবণ দ্বারা। এখন বাবা এসে মানুষ থেকে দেবতা করেন। এই যে গায়ন আছে তার অর্থ বাবা এসে বোঝান। ওই অকাল তথ্যে বসেও তারা এর অর্থ বোঝে না। বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন - আত্মারা হল অকালমূর্ত। আত্মার এই শরীর হল রথ, সেই রথে অকাল অর্থাৎ যাকে কাল গ্রাস করতে পারেনা, সেই আত্মা বিরাজিত থাকে। সত্যযুগে তোমাদের কাল গ্রাস করবে না। অকালে মৃত্যু কখনও হবে না। ওই হল অমরলোক, এই হল মৃত্যুলোক। অমরলোক, মৃত্যুলোকের অর্থ কেউ বোঝে না। বাবা বলেন আমি তোমাদের খুব সিম্পল করে বোঝাই - শুধু মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি গান করে পতিত-পাবন...পতিত-পাবন বাবাকেই আহ্বান করে, যেখানে যাও সেখানে নিশ্চয়ই বলবে পতিত-পাবন ... সত্য কখনও ঢাকা থাকে না। তোমরা জানো এখন পতিত-পাবন বাবা এসেছেন। আমাদের পথ বলে দিচ্ছেন। কল্প পূর্বেও বলেছিলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে মামেকম্ স্মরণ করো তো তোমরা সতোগ্রহণ হয়ে যাবে। তোমরা সবাই হলে প্রেমিকা আমি প্রেমিক। তারা প্রেমিক-প্রেমিকা হয় এক জন্মের জন্য, তোমরা হলে জন্ম জন্মান্তরের প্রেমিকা। স্মরণ করতে থাকো হে প্রভু। একমাত্র পিতা প্রদান করেন তাইনা। বাচ্চারা সবকিছু বাবার কাছেই চাইবে। আত্মা যখন দুঃখে থাকে তখন বাবাকেই স্মরণ করে। সুখের সময় কেউ স্মরণ করে না, দুঃখে সবাই স্মরণ করে - বাবা এসে সঙ্গতি দাও। যেমন গুরুর কাছে গিয়ে চায়, আমাদের সন্তান দাও। আত্মা, সন্তান প্রাপ্তি হলে খুব খুশী। না হলে বলবে ঈশ্বরের ইচ্ছা। ড্রামার কথা তো বোঝে না। যদি ড্রামা বলা তাহলে তো সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা উচিত। তোমরা ড্রামাকে জানো, অন্য কেউ জানেনা। না কোনও শাস্ত্রে আছে। ড্রামা অর্থাৎ ড্রামা। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান থাকা উচিত। বাবা বলেন আমি ৫-৫ হাজার বছর পরে আসি। এই ৪-টি যুগ হল সমানান্তর। স্বস্তিকা চিহ্নটির গুরুত্ব অনেক, তাইনা। যারা হিসেবের খাতা তৈরি করে তাতে স্বস্তিকা চিহ্নটি অবশ্যই বানায়। এও তো একরকমের হিসেবের খাতা, তাইনা। আমাদের কিসে লাভ হয়, কিসে ক্ষতি কীভাবে জানবে। ক্ষতি হতে হতে এখন সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়েছে। এ হল হার-জিতের খেলা। টাকা আছে আর সুস্বাস্থ্য আছে তবেই সুখ আছে, টাকা নেই স্বাস্থ্য নেই তো সুখও নেই। তোমাদের হেল্‌থ-ওয়েল্‌থ দুটোই প্রদান করি। তাহলে হ্যাপিনেস তো থাকবেই।

যখন কেউ শরীর ত্যাগ করে তখন মুখে বলে অমুক স্বর্গে গেছে। কিন্তু মনে দুঃখ থাকে। এতে তো আরও খুশী হওয়া উচিত তাহলে তাদের আত্মাকে নরকে আহ্বান করো কেন ? কিছুই বোধ নেই। এখন বাবা এসে এই সব কথা বোঝাচ্ছেন। বীজ এবং বৃক্ষের রহস্য বোঝাচ্ছেন। এমন বৃক্ষ অন্য কেউ বানাতে পারেনা। এই রচনাটি এনার নয়। এনার কোনও গুরু নেই। যদি থাকতো তাহলে আরও শিষ্য থাকতো তাইনা। মানুষ ভাবে এনাকে কোনও গুরু এই শিক্ষা দিয়েছে অথবা বলে পরমাত্মার শক্তি প্রবেশ করেছে। আরে, পরমাত্মার শক্তি কীভাবে প্রবেশ করবে ! বেচারা মানুষরা কিছুই জানে না। বাবা নিজে বলেন, আমি বলেছিলাম আমি সাধারণ বৃদ্ধ দেহে আসি, এসে তোমাদের পড়াই। ইনিও শোনে, অ্যাটেনশন তো আমার দিকেই থাকে। ইনিও হলেন স্টুডেন্ট। ইনি নিজেকে অন্য কিছু বলে পরিচয় দেন না। প্রজাপিতা তিনিও হলেন স্টুডেন্ট। যদিও ইনি বিনাশও দেখেছেন কিন্তু কিছু বোঝেন নি। ধীরে-ধীরে বুঝেছেন। যেমন তোমরা বুঝতে পেরেছো। বাবা তোমাদের বোঝান, মধ্যখানে ইনিও বোঝেন, পড়া পড়তে থাকেন। প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট পুরুষার্থ করবে পড়াশোনা করার। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর তো হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী। তাঁদের পাট কি, তা কেউ জানে না। বাবা প্রতিটি কথা নিজে থেকেই বোঝান। তোমরা কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারো না। উপরে হলেন শিব পরমাত্মা তারপরে হলেন দেবতারা, তাদের মিস্ত্র করবে কীভাবে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা এনার মধ্যে এসে প্রবেশ করেন, তাই বলা হয় বাপদাদা। বাবা আলাদা, দাদা আলাদা। বাবা হলেন শিব, দাদা হলেন ব্রহ্মা। উত্তরাধিকার শিববাবার কাছে প্রাপ্ত হয় ব্রহ্মাবাবা দ্বারা। ব্রহ্মার সন্তান হল ব্রাহ্মণ। বাবা দোক নিয়েছেন ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী। বাবা বলেন নম্বর ওয়ান ভক্ত হলেন ইনি। ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। শ্যাম ও গৌর বর্ণ এনাকেই বলা হয়। কৃষ্ণ সত্যযুগে গৌর বর্ণ ছিল, কলিযুগে শ্যাম বর্ণ হয়েছে। পতিত হয়েছে না, পরে পবিত্র হয়। তোমরাও এমনই হও। এই হল আয়রন এজেড ওয়ার্ল্ড, ওটা হল গোল্ডেন এজেড ওয়ার্ল্ড। সিঁড়ির কথা কারো জানা নেই। যারা পরে আসে তারা ৮৪ জন্ম নেয় না। তারা অবশ্যই কম জন্ম নেবে তাই সিঁড়িতে তাদের দেখানো হবে কীভাবে। বাবা বুঝিয়েছেন - সবচেয়ে বেশি জন্ম কে নেবে ? সবচেয়ে কম জন্ম কে নেবে ? এই হল

নলেজ। বাবা হলেন নলেজফুল, পতিত-পাবন। আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ শোনাচ্ছেন। তারা সবাই নেতি-নেতি বলে গেছে। নিজের আত্মার বিষয়েই কিছু নলেজ নেই তো বাবার সম্বন্ধে কীভাবে জানবে? শুধুমাত্র বলার বলে দেয়, আত্মা কি, সেসব জানেনা। তোমরা এখন জানো আত্মা হল অবিনাশী, তাতে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট ফিক্স আছে। এত সূক্ষ্ম আত্মায় কত পার্ট ফিক্স আছে, যারা ভালো রীতি শোনে ও বোঝে তাদের বলা হয় কাছের আত্মা। বুদ্ধিতে ধারণ না হলে বলা হয় দেরি করে আসবে। জ্ঞান শোনার সময় নাড়ি দেখতে হয়। যারা বোঝায় তারাও হল নম্বর অনুযায়ী, তাইনা। তোমাদের এ হল পড়াশোনা, রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। কেউ উঁচু থেকে উঁচু রাজার পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করে, কেউ তো প্রজায় গিয়ে চাকর বাকর হয়। যদিও হ্যাঁ, সত্যযুগে কোনও দুঃখ থাকে না। একেই বলা হয় সুখধাম, স্বর্গ। অতীত হয়েছে তাই জন্য সবাই স্মরণ করে তাইনা। মানুষ ভাবে স্বর্গ হয়তো উপরে ছাতে আছে। দিলওয়ারা মন্দিরে তোমাদের সম্পূর্ণ স্মরণিক উপস্থিত রয়েছে। আদি দেব ও আদি দেবী এবং বাচ্চারা নীচে যোগে বসে আছে। উপরে রাজস্ব রয়েছে। মানুষ তো দর্শন করবে, টাকা রাখবে। বুঝবে কিছুই না। তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত কর, তোমরা সবচেয়ে প্রথমে তো পিতার বায়োগ্রাফি জেনেছো আর কি চাই। পিতাকে জানলেই সমস্ত কিছু বোধগম্য হয়ে যায়। অতএব খুশী অনুভব হওয়া উচিত। তোমরা জানো এখন আমরা সত্যযুগে গিয়ে সোনার মহল তৈরি করব, রাজস্ব করব। যারা সার্ভিসেবল বাচ্চারা আছে তাদের বুদ্ধিতে থাকবে এ হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান (স্পিরিচুয়াল নলেজ), যা আত্মিক পিতা (স্পিরিচুয়াল ফাদার) প্রদান করেন। আত্মিক পিতা (স্পিরিচুয়াল ফাদার) বলা হয় আত্মাদের পিতাকে। তিনি-ই হলেন সদগতি দাতা। সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার দেন। তোমরা বোঝাতে পারো এই সিঁড়ি হল ভারতবাসীদের, যারা ৮৪ জন্ম নেয়। তোমরা আসো অর্ধেক তো তোমাদের ৮৪ জন্ম হবে কীভাবে? সবচেয়ে বেশি জন্ম হয় আমাদের। এই কথাটি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। মুখ্য কথা হল পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে। পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে যদি পতিত হও তাহলে হাড় ভেঙে যাবে, পাঁচ তলা থেকে নীচে পড়লে যা অবস্থা হয়। বুদ্ধি হয়ে যাবে স্লেচ্ছ দেব মতন, মনে অনুশোচনা হতে থাকবে। মুখে কথা বেরোবে না তাই বাবা বলেন সাবধান থাকো। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই ড্রামাকে যথার্থ ভাবে বুঝে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। নিজেকে অকাল মূর্তি আত্মা ভেবে পিতাকে স্মরণ করে পবিত্র হতে হবে।

২) প্রকৃত সত্য পয়গম্বর এবং ম্যাসেঞ্জার হয়ে সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামের পথ বলে দিতে হবে। এই কল্যাণকারী সঙ্গম যুগে সব আত্মাদের কল্যাণ করতে হবে।

বরদান:- স্ব দর্শন চক্রের স্মৃতি দ্বারা সদা সম্পন্ন স্থিতির অনুভবকারী মালামাল (সম্পন্ন) ভব*
ব্যাখা: যে সর্বদা স্বদর্শন চক্রধারী হয়, সে মায়ার অনেক প্রকারের চক্র থেকে মুক্ত থাকে। এক স্বদর্শন চক্র অনেক ব্যর্থ চক্রকে শেষ করে দেয়, মায়াকে দূর করে দেয়। তার সামনে মায়া টিকতে পারে না। স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চারা সদা সম্পন্ন থাকার দরুন অটল থাকে। নিজেকে মালামাল বা সম্পন্ন অনুভব করে। মায়া খালি করার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা সর্বদা সতর্ক, সজাগ, জাগ্রত জ্যোতি রূপে থাকে। তাই মায়া কিছুই করতে পারেনা। যার কাছে অ্যাটেনশন রূপী চৌকিদার সজাগ থাকে সে সর্বদা সেফ থাকে।

স্লোগান:- তোমাদের মুখের কথা যেন এমন সমর্থ হয় যাতে শুভ এবং শ্রেষ্ঠ ভাবনা সমায়িত থাকে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - খুশি হলো সর্বোত্তম পুষ্টিকর খাবার, তোমরা খুশিতে থেকে চলাফেরা করতে করতে বাবাকে স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে"

প্রশ্ন: - কোন উপায় অবলম্বন করলে কোনো কর্মই বিকর্ম হবে না?

উত্তর: - বিকর্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হলো শ্রীমং। বাবার প্রথম শ্রীমং হলো নিজেকে আত্মা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করা। এই শ্রীমং অনুসারে চললেই তোমরা বিকর্মাজিৎ হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। আত্মিক বাচ্চারা যেমন এখানে বসে আছে, সেইরকম সকল সেন্টারেও রয়েছে। সকল বাচ্চারা জানে যে এখন আমাদের আত্মিক পিতা এসেছেন। তিনি এখন আমাদেরকে এই পুরাতন নোংরা পতিত দুনিয়া থেকে পুনরায় ঘরে নিয়ে যাবেন। বাবা তো আমাদেরকে পবিত্র বানানোর জন্যই এসেছেন। তিনি আমাদের সাথেই কথা বলেন। আত্মাই কানের দ্বারা শোনে। কারন বাবার তো নিজস্ব কোনো শরীর নেই। তাই বাবা বলেন - আমি এই শরীরটাকে আধার করে নিজের পরিচয় দিই। বাচ্চারা, আমি এই সাধারণ শরীরের মধ্যে এসেই তোমাদেরকে পবিত্র হওয়ার উপায় বলি। প্রত্যেক কল্পেই এসে তোমাদেরকে এর উপায় বলে দিই। এই রাবণের রাজত্বে তোমরা আজ কতোই না দুঃখী হয়ে গেছ। তোমরা এখন রাবণের রাজত্ব অথবা শোক-বাটীকাতে রয়েছ। গোটা কলিযুগটাকেই দুঃখধাম বলা হয়। সুখধাম হলো কৃষ্ণপুরী বা স্বর্গ, যেটা এখানে নেই। বাচ্চারা ভালোভাবেই জানে যে এখন স্বয়ং বাবা আমাদেরকে পড়াতে এসেছেন।

বাবা তো বলেন - তোমরা বাড়িতেও স্কুল খুলতে পারো। পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে অন্যকেও পবিত্র করতে হবে। তোমরা পবিত্র হয়ে গেলে এই দুনিয়াটাও পবিত্র হয়ে যাবে। এখন তো গোটা দুনিয়াটাই পতিত - দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। এটা হলো রাবণের রাজধানী। যারা এই কথাগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে, তারা আবার অন্যকেও বোঝায়। বাবা কেবল এটাই বলেন - বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে আমাকে অর্থাৎ নিজ পিতাকে স্মরণ করো। অন্যদেরকেও এইরকম বোঝাও। বাবা এখন এসে গেছেন। তিনি বলছেন - আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। কোনো আসুরিক কর্ম করো না। মায়া তোমাদের দ্বারা যেসব নোংরা কর্ম করাবে সেগুলো তো অবশ্যই বিকর্ম হবে। তোমরা যে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছিলে, সেটাও তো মায়া-ই বলিয়েছিল। তোমাদেরকে কর্ম-অকর্ম এবং বিকর্মের রহস্যও বুঝিয়েছি। শ্রীমং অনুসারে চলার ফলে তোমরা অর্ধেক কল্প সুখ ভোগ করো। তারপর রাবণের মতামত অনুসারে চলে অর্ধেক কল্প দুঃখ পাও। এই রাবণের রাজত্বে তোমরা যতই ভক্তি করে থাকো না কেন, ক্রমশই অধঃপতন হয়েছে। এইসব কথা তোমরা জানতেই না। বুদ্ধি একেবারে পাথর হয়ে গেছিল। প্রস্তুত-বুদ্ধি এবং পরশ-বুদ্ধির কথা প্রচলিত রয়েছে। ভক্তিমার্গে বলে থাকে - হে ঈশ্বর, এদের সুবুদ্ধি দাও যাতে এইসব লড়াই ঝগড়া বন্ধ করে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এখন খুব সুন্দর বুদ্ধি দিচ্ছেন। বাবা বলছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা আত্মারা এখন পতিত হয়ে গেছ, তাই স্মরণের যাত্রার দ্বারা আত্মাকেই পবিত্র বানাতে হবে। ঘুরতে যেতে চাইলে যাও, কিন্তু বাবার স্মরণে থেকে তোমরা যত দূরই হাঁটো না কেন, শরীরের কথা মনেই আসবে না। বলা হয় - খুশি হলো সর্বোত্তম পুষ্টিকর খাবার। মানুষ একটু উপার্জনের জন্য কত দূরে খুশি মনে যায়। আর তোমরা তো কতো ধনী, সম্পদ্বিবান হয়ে যাও। বাবা বলছেন - প্রতি কল্পেই আমি এসে তোমাদের মতো আমাদেরকে আমার পরিচয় দিই। এখন সকলেই পতিত হয়ে গেছে। তাই পবিত্র বানানোর জন্য ডাকছে। আত্মাই তো বাবাকে আহ্বান করে। এই রাবণের রাজত্বে-শোক বাটীকাতে এখন সকলেই দুঃখী। গোটা দুনিয়াটাই হলো রাবণ রাজ্য। এখন এই সৃষ্টিটাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সতোপ্রধান দেবতাদের কেবল চিত্রই অবশিষ্ট আছে। ওদেরই গুণগান করা হয়। শান্তিধাম কিংবা সুখধামে যাওয়ার জন্য মানুষ কতো কিছুই না করে। ওরা তো জানেই না কিভাবে ভগবান এসে আমাদেরকে ভক্তির ফল দেবেন। তোমরা এখন বুঝতে পারছো যে আমরা ভগবানের কাছে থেকে ফল পাচ্ছি। ভক্তির ফল দুই রকমের হয় - ১) মুক্তি, ২) জীবন মুক্তি। এটা খুবই সূক্ষ্ম বিষয় যা ভালোভাবে বুঝতে হবে। যারা প্রথম থেকে শুরু করে অনেক ভক্তি করেছে, তারা গুণটাও ভালো ভাবে বুঝবে এবং সেইজন্য ভালো ফলও পাবে। যদি কম ভক্তি করেছে তো গুণটা অল্প বুঝবে এবং অল্প ফল পাবে। সবই তো হিসাব অনুসারে হয়। ক্রমানুসারে বিভিন্ন পদ থাকবে। বাবা বলেন যে আমার বাচ্চা হওয়ার পরেও বিকারের বশীভূত হওয়ার অর্থ আমার হাত ছেড়ে দেওয়া। একেবারে নীচে পড়ে যাবে। অনেকে পড়ে গিয়েও আবার উঠে যায়। কেউ কেউ একেবারে গর্তের মধ্যে পড়ে যায়, বুদ্ধি কখনোই শোধরায় না। অনেকের বিবেক দংশন হয়, দুঃখ পায়, ভাবে - আমরা ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করার পরেও

তাঁকে ঠকিয়েছি, বিকারের বশীভূত হয়েছি। বাবার হাত ছেড়ে মায়ার সঙ্গ নিয়েছি। ওরা পুরো পরিবেশটাকেই খারাপ করে দেয়। অভিশপ্ত হয়ে যায়। বাবার সঙ্গে তো ধর্মরাজও রয়েছেন। *ওই সময়ে তো বুঝতেই পারে না যে আমি কি করছি। পরে অনুশোচনা হয়।* এইরকম অনেকেই আছে যারা কাউকে খুন করে জেলে যায় এবং পরে অনুশোচনা হয় যে আমি বিনা কারণে ওকে মেরে ফেললাম। রাগের বশে অনেকে মেরে ফেলে। খবরের কাগজে এইরকম অনেক খবর থাকে। তোমরা তো খবরের কাগজ পড়ো না। দুনিয়ায় যে কি না কি হচ্ছে তা তোমরা জানতেও পারো না। দিনে দিনে অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। ক্রমশ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে। তোমরা এই ড্রামার রহস্য জেনে গেছ। বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমরা কেবল বাবাকেই স্মরণ করব। এমন কোনো খারাপ কাজ করব না যাতে রেজিস্টার খারাপ হয়ে যায়। বাবা বলছেন - আমি তোমাদের টিচার। টিচারের কাছে তো স্টুডেন্টের পড়াশুনা এবং চাল-চলনের পুরো রেকর্ড থাকে। কারোর আচরণ খুব ভালো, কারোর কম ভালো, কারোর আবার খুবই খারাপ। বিভিন্ন ক্রম থাকে। এখানে সুপ্রিম বাবা কতোই না শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনিও প্রত্যেকের চাল চলন সম্পর্কে অবহিত। তোমরা নিজেরাও জানতে পারো যে আমার মধ্যে এই খারাপ গুণগুলো রয়েছে যার জন্য আমি ফেল করতে পারি। বাবা প্রতিটা বিষয় স্পষ্ট করে বোঝাচ্ছেন। যদি পুরো পড়া না পড়ো, কাউকে দুঃখ দাও, তবে তুমিও দুঃখী হয়েই মরবে। নিচু পদ পাবে। অনেক শাস্তিও থাকে।

মিষ্টি বাচ্চারা, নিজের এবং অন্যের ভাগ্যের দ্বার খোলার জন্য দয়াময় সংস্কার ধারণ করো। যেমন বাবা কতো দয়াময়, তাই তো তিনি টিচার রূপে তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। অনেক বাচ্চা নিজে ভালো করে পড়ে এবং অন্যকেও পড়ায়। এক্ষেত্রে অনেক দয়াময় হতে হয়। টিচাররা এইরকম দয়াময় হয়, উপার্জনের রাস্তা দেখায়, কিভাবে তোমরা ভালো পজিশন পাবে তা বলে দেয়। ওই পড়াশুনায় তো অনেক রকমের টিচার থাকে। এখানে তো কেবল একজন টিচার। *পড়াশুনার বিষয়ও একটাই - মানুষ থেকে দেবতা হওয়া। এক্ষেত্রে মুখ্য হলো পবিত্রতা।* সকলেই পবিত্র হতে চায়। বাবা তো রাস্তা দেখাচ্ছেন কিন্তু যার ভাগ্যেই নেই সে আর কি পরিশ্রম করবে ! বেশি নম্বর পাওয়া যদি ভাগ্যেই না থাকে তবে টিচার আর কতই বা পরিশ্রম করবে ! ইনি হলেন অসীম জগতের শিক্ষক। বাবা বলছেন - অন্য কেউ তোমাদেরকে সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তিমের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বোঝাতে পারবে না। প্রত্যেকটা বিষয় তোমাদেরকে সীমাহীন ভাবে বোঝানো হয়। তোমাদের অসীম জগতের প্রতি বৈরাগ্য রয়েছে। যখন পতিত দুনিয়ার বিনাশ এবং পবিত্র দুনিয়ার স্থাপন হয়, তখনই তোমাদেরকে এইসব বোঝানো হয়। সল্যাসীরা তো নিবৃত্তি মার্গের পথিক। ওরা তো জঙ্গলে থাকে। আগে সব ঋষি-মুনিরাই জঙ্গলে থাকত। তখন তাদের মধ্যে সত্য-প্রধান শক্তি ছিল। মানুষদেরকে আকর্ষণ করত। অনেক দূরে কুটিরে গিয়ে তাদেরকে খাবার দিয়ে আসা হতো। কিন্তু সল্যাসীদের কোনো মন্দির বানানো হয় না। মন্দির সবসময় দেবতাদের-ই হয়। তোমরা ঐরকম ভক্তি করো না। তোমরা যোগযুক্ত থাকো। ওদের কাছে তো ব্রহ্মতত্ত্বকে স্মরণ করাটাই হলো জ্ঞান। কেবল ব্রহ্মতত্ত্বেই বিলীন হওয়ার ইচ্ছা থাকে। কিন্তু বাবা ছাড়া তো অন্য কেউ ওখানে নিয়ে যেতে পারবে না। বাবা কেবল সঙ্গময়ুগেই আসেন। এসে দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। বাকি সকল আত্মারা ফিরে যায়। কারণ তোমাদের জন্য তো নতুন দুনিয়া প্রয়োজন। পুরাতন দুনিয়াতে তো কেউ থাকতে চাইবে না। তোমরা গোটা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। কেবল তোমরাই জানো যে যখন আমাদের রাজত্ব ছিল তখন গোটা বিশ্বে কেবল আমরাই ছিলাম। অন্য কোনো ভূখন্ড ছিল না। ওখানে অনেক জমি-জায়গা ছিল। এখানে এতো জমি জায়গা থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রকে শুকিয়ে জমি বার করে। কারণ মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদেশিদের কাছ থেকেই এইরকম সমুদ্র শুকানোর পদ্ধতি শিখেছে। বস্বে (মুন্সাই) আগে কেমন ছিল। এটাও আর কদিন পরে থাকবে না। বাবার তো অনুভব রয়েছে। মনে করো ভূমিকম্প হলো কিংবা মুসল ধারায় বৃষ্টি শুরু হলো। তখন কে কি করবে ! বাইরে যাওয়ার উপায় থাকবে না। এইরকম অনেক ধরনের ন্যাচারাল ক্যালামিটিস আসবে। নয়তো এতো কিছুই বিনাশ কিভাবে হবে। সত্যযুগে তো কেবল কয়েকজন ভারতবাসীই থাকবে। আজকে কি আছে আর কাল কি হবে। তোমরা বাচ্চারা এইসব জানো। অন্য কেউই এই জ্ঞান দিতে পারবে না। বাবা বলছেন, তোমরা এখন পতিত হয়ে গেছ বলে আমাকে ডাকছো - তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র করে দাও। সুতরাং আমি আসলে তবেই পবিত্র দুনিয়া স্থাপিত হবে। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনে গেছ যে বাবা এসে গেছেন। কতো ভালো ভালো উপায় বলে দিচ্ছেন। ভগবানুবাচ - মন্মথনা ভব। শরীর এবং সকল শারীরিক সম্বন্ধকে ভুলে কেবল আমাকেই স্মরণ করো। এটাই পরিশ্রমের কাজ। জ্ঞান তো খুবই সহজ। ছোট বাচ্চাও সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে নেবে। কিন্তু নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করা - এটাই ইম্পসিবল। বড়দের বুদ্ধিতেই ধারণ হয় না তো ছোটরা কিভাবে স্মরণ করবে ? হয়তো মুখে শিববাবা শিববাবা বলতে থাকে, কিন্তু আসলে তো ওরা অবোধ, তাই নয় কি ? আমিও বিন্দু বাবাও বিন্দু - এইরকম স্মৃতি আসা খুবই কঠিন। এটাই হলো যথাযথ ভাবে স্মরণ করা। এটা কোনো স্থূল বিষয় নয়। বাবা বলছেন - আমার প্রকৃত রূপ বিন্দু, তাই আমি আসলে যে এবং যেমন সেইভাবেই স্মরণ করা খুবই পরিশ্রমের বিষয়।

ওরা তো বলে দেয় পরমাত্মা-ই হলো ব্রহ্মতত্ত্ব। আর আমরা বলি পরমাত্মা হলেন একেবারে বিন্দু রূপ। আকাশ পাতাল পার্থক্য। যে ব্রহ্ম তত্ত্বে আমরা আত্মারা থাকি সেটাকেই পরমাত্মা বলে দেয়। *বুদ্ধিতে সর্বদা থাকা উচিত - আমি একটা আত্মা, বাবার বাচ্চা, আমি এই কান দিয়ে শুনি, বাবা এই মুখের সাহায্যে বলেন - আমি পরমাত্মা, সবথেকে ওপরে থাকি।* তোমরাও সবথেকে ওপরে থাকো কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে আসো, আমি আসি না। তোমরা এখন নিজেদের ৮৪ জন্মকে বুঝতে পেরেছ। বাবার ভূমিকাও বুঝতে পেরেছ। আত্মা কখনো বড় কিংবা ছোট হয় না। কেবল আয়রন এজেড হয়ে যাওয়ার জন্য ময়লা হয়ে যায়। এতো ছোট আত্মার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। বাবাও তো এতটাই ছোট। কিন্তু ওনাকে পরম আত্মা বলা হয়। তিনি অর্থাৎ জ্ঞানের সাগর এসে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। এখন তোমরা যা কিছু পড়ছো, সেগুলো আগের কল্পেও পড়েছিলে এবং তার দ্বারা দেবতা হয়ে ছিলে। *তোমাদের মধ্যে সবথেকে খারাপ ভাগ্য তার, যে পতিত হয়ে নিজের বুদ্ধিকে মলিন করে দেয়। কারণ সে কিছুই ধারণ করতে পারে না।* তার সর্বদাই বিবেক দংশন হবে। অন্যকেও পবিত্র হওয়ার উপদেশ দিতে পারবে না। নিজেও আন্তরিক ভাবে বুঝতে পারবে যে পবিত্র হতে হতে আমি হেরে গেছি, যা কিছু উপার্জন করেছিলাম সব হারিয়ে ফেলেছি। তারপর অনেকটা সময় লেগে যায়। একটা আঘাতেই ঘায়েল করে দেয়। রেজিস্টার খারাপ হয়ে যায়। বাবা তখন বলে দেবেন - তুমি মায়ার কাছে পরাজিত হয়েছ, তোমার ভাগ্যই খারাপ। মায়াজিৎ জগৎজিৎ হতে হবে। জগৎজিৎ তো মহারাজা-মহারানীকেই বলা হয়। প্রজাকে তো বলা হয় না। এখন দৈব স্বরাজ্য স্থাপন হচ্ছে। যে নিজের জন্য করবে, সে-ই ফল পাবে। যে যত পবিত্র হবে এবং অন্যকেও বানাবে, অনেক দান করবে, সে তো ফল অবশ্যই পাবে। ভক্তিতে যে বেশি দান করে তার অনেক নামও হয়। পরের জন্মে ঋণিকের সুখও পেয়ে যায়। এখানে তো ২১ জন্মের বিষয়। পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। যে পবিত্র হয়েছিল, সে-ই পুনরায় হবে। চলতে চলতে মায়া থাপ্পড় মেরে ফেলে দেয়। মায়াও কম বড় শত্রু নয়। *৮-১০ বছর ধরে পবিত্র থাকলো, পবিত্র থাকার জন্য কতো ঝগড়া করলো, অন্যকেও পতিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলো, তারপর একদিন নিজেই পড়ে গেল। বলতে হবে তার ভাগ্যই এইরকম। বাবার বাচ্চা হওয়ার পরেও যদি মায়ার সঙ্গী হয়ে যায় তাহলে তো সে শত্রু হয়ে গেল।* 'খুদা দোস্ত'-এর একটা গল্প রয়েছে। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে কতোই না ভালোবাসেন, দর্শন করান। কোনো ভক্তি না করেই বাচ্চাদের দর্শন হয়ে যায়। অতএব তিনি তো বন্ধুত্বই করেছেন, তাই না? আগে কতো রকমের দর্শন হতো। কিন্তু লোকে জাদু মনে করে ঝামেলা শুরু করলো। তাই সে'সব বন্ধ করে দিয়েছি। পরে অস্তিত্বেও তোমরা অনেক কিছু দেখবে। আগে কতো মজাই না হতো। ওগুলো দেখার পরেও কতজন চলে গেল। ভাটি (ভাটা) থেকে কিছু ইট একেবারে শক্তপোক্ত হয়ে বেরিয়ে এলো, কিছু ইট আবার একটু কাঁচাও থেকে গেল। কয়েকজন তো একেবারে ভেঙেই গেল। কতজন চলে গিয়েছিল। এখন ওরা লাথপতি কিংবা কোটিপতি হয়ে গেছে। ওরা ভাবে আমরা তো স্বর্গেই রয়েছি। কিন্তু এখানে কিভাবে স্বর্গ আসবে? স্বর্গ তো কেবল নুতন দুনিয়াতেই হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণের জন্যে দয়াময় হয়ে পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে। কখনোই কোনো সংস্কারের বশীভূত হয়ে নিজ রেজিস্টার খারাপ করা উচিত নয়।

২) মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্যে মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতা। তাই কখনোই পতিত হয়ে নিজের বুদ্ধিকে মলিন করা উচিত নয়। এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যাতে পরে বিবেক দংশন হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

বরদান:- শান্তির দূত হয়ে সকলকে শান্তির বার্তা দিয়ে মাস্টার শান্তিদাতা, শক্তিদাতা ভব*
তোমরা বাচ্চারা হলে শান্তির মেসেঞ্জার বা শান্তির দূত। যেখানেই থাকো না কেন, সর্বদা নিজেকে শান্তির দূত বলে বুঝবে। নিজেকে শান্তির দূত, শান্তির বার্তা দেওয়ার নিমিত্ত বলে বুঝলে নিজেও শান্তি স্বরূপ, শক্তিশালী থাকবে এবং অন্যকেও শান্তি দিতে থাকবে। ওরা হয়তো অশান্তি দেবে, কিন্তু তুমি দেবে শান্তি। ওরা যদি আগুন লাগায়, তুমি তবে জল ঢালো। এটাই হলো তোমাদের মতো শান্তির মেসেঞ্জার, মাস্টার শান্তিদাতা, শক্তিদাতা বাচ্চাদের কর্তব্য।

স্লোগান:- যেভাবে আওয়াজের মধ্যে আসা সহজতম বলে মনে হয়, সেইরকম আওয়াজের ওপরে যাওয়াও যেন সহজ অনুভূত হয়।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সুখ- স্বাচ্ছন্দ্যের দুনিয়াতে নিয়ে যেতে, স্বাচ্ছন্দ্য থাকেই শান্তিধাম আর সুখধাম"

প্রশ্ন:- এই যুদ্ধের ময়দানে মায়া সবচেয়ে প্রথমে তোমাদের কোন্ ব্যাপারে আক্রমণ করে?

উত্তর:- দুট বিশ্বাসের উপর। চলতে-চলতে দুট বিশ্বাস ভেঙে দেয়, সেইজন্য পরাজিত হয়ে যায়। যদি সুদূর বিশ্বাস থাকে যে, বাবা অর্থাৎ যিনি সকলের দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করতে সক্ষম, তিনিই আমাদের শ্রীমত দিচ্ছেন, আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ শোনাচ্ছেন, তাহলে কখনো মায়ার কাছে পরাজিত হবে না।

গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে দূরে নিয়ে চলো...

ওম্ শান্তি। কার জন্য বলা হয়, যেখানে হয় নিয়ে চলো, যেভাবে হোক নিয়ে চলো...এটা দুনিয়াতে কেউই জানে না। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুল-ভূষণ নস্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জানো। বাচ্চারা, তোমরা জানো এঁনার মধ্যে যার প্রবেশ হয়, যিনি আমাদের নিজের আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন, তিনি সকলের দুঃখ হরণ করে সকলকে সুখদায়ী করে তোলেন। এটা কোনো নূতন ব্যাপার না। বাবা প্রতি কল্পে আসেন, সবাইকে শ্রীমত প্রদান করছেন। বাচ্চারা জানে বাবাও হলেন সেই তিনিই, আমরাও হলাম সেই। বাচ্চারা, তোমাদের এটা সুনিশ্চিত হওয়া উচিত। বাবা বলেন আমি এসেছি বাচ্চাদের সুখধাম, শান্তিধাম নিয়ে যেতে। কিন্তু মায়া দুট বিশ্বাস রাখতে দেয় না। সুখধামে যেতে যেতে আবার পরাজিত করে দেয়। এটা যে যুদ্ধের ময়দান। সেই যুদ্ধ হলো বাহুবলের, এখানে হলো যোগবলের। যোগবল হলো খুবই নামীদামী, এই জন্য সবাই যোগ যোগ বলতে থাকে। তোমরা এই যোগ এক বারই শেখো। এছাড়া তারা সবাই অনেক ধরনের হঠযোগ শিখিয়ে থাকে। এটা তাদের জানা নেই যে, বাবা কীভাবে এসে যোগ শেখাচ্ছেন। সে তো প্রাচীন যোগ, শেখানো যায় না। বাচ্চারা, তোমরা ভালোভাবে জানো ইনি সেই বাবা, রাজযোগ শেখাচ্ছেন, যাঁকে স্মরণ করা হয়- হে পতিত-পাবন এসো। এমন জায়গায় নিয়ে চলো যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে। স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম আছেই শান্তিধাম, সুখধামে। দুঃখধামে স্বাচ্ছন্দ্য কোথা থেকে এলো? স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম নেই, তাই তো ড্রামা অনুসারে বাবা আসেন, এটা হলো দুঃখধাম। এখানে দুঃখ আর দুঃখ। দুঃখের পাহাড় যেন ভেঙে পড়ছে। যদি অনেক ধনবানও হয়, কোনো না কোনো দুঃখ অবশ্যই থেকে যায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা মিষ্টি বাবার সাথে বসে আছি, যে বাবা এখন এসেছেন। ড্রামার রহস্যকেও তোমরা এখন জেনেছো। বাবা এখন এসে গেছেন আমাদের সাথে নিয়ে যাবেন। বাবা আমাদের অর্থাৎ আমাদের বলেন, কারণ তিনি যে আমাদের- এই আমাদেরই পিতা। যার জন্যই গায়ন আছে দীর্ঘ সময় আমাদের পরমাত্মার সাথে বিচ্ছিন্ন ছিল। শান্তিধামে সমস্ত আত্মারা সাথে থাকে। এখন বাবা তো এসেছেন, বাকী যারা অল্পবিস্তর সেখানে থেকে গেছে, তারাও উপর থেকে নীচে আসতে থাকে। বাবা এখানে তোমাদের কতো কথা বোঝাতে থাকেন। বাড়ী গিয়ে তোমরা ভুলে যাও। অনেক সহজ ব্যাপার হলো আর বাবা, যিনি হলেন সকলের সুখদাতা, শান্তিদাতা- তিনি বাচ্চাদের বসে বোঝান। তোমরা হলে কতো অল্প সংখ্যক। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বাবার সাথে তোমাদের গুপ্ত লভ(ভালোবাসা) আছে। যেখানেই থাকো, তোমাদের বুদ্ধিতে থাকবে- বাবা মধুবনে বসে আছেন। বাবা বলেন যে আমাকে সেখানে অর্থাৎ মূলবতনে স্মরণ করো। তোমাদেরও নিবাস স্থল সেখানে হলে তো অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করবে, যাকে বলা হয় তুমিই মাতা-পিতা। তিনি একেবারেই এখন তোমাদের কাছে এসেছেন। বাবা বলেন আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। রাবণ তোমাদের পতিত তমোপ্রধান করেছে, এখন সতোপ্রধান পবিত্র হতে হবে। পতিত কীভাবে চলতে পারে! পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। এখন একজন মানুষও সতোপ্রধান নেই। এটা হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। এটা মানুষেরই কথা। মানুষের জন্যই নিজের গৃহে ছিলাম। সেখানে তো সব পবিত্র আত্মারা থাকে। অপবিত্র থাকতে পারে না। ওর নামই হলো মুক্তিধাম। এখন বাবা তোমাদের পবিত্র করে পাঠিয়ে দেন। আবার তোমরা ভূমিকা পালন করতে সুখধামে আসো। সতো, রজো, তমোতে তোমরা আসো।

গলা ছেড়ে ডাকেও - বাবা আমাদের ওখানে নিয়ে চলো যেখানে আরাম আছে। সাধু - সন্ত ইত্যাদি কারোরই এটা জানা নেই যে, স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম কোথায় পাওয়া যেতে পারে? এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো আমাদের সুখ-শান্তির স্বাচ্ছন্দ্য কোথায় পাওয়া যাবে। বাবা এখন আমাদের ২১ জন্মের জন্য সুখ প্রদান করতে এসেছেন। এছাড়া যারা পরে আসে তাদের সকলকে মুক্তি দিতে এসেছেন। দেবীতে যারা আসে তাদের পার্ট হলোই সামান্য। তোমাদের পার্ট হলো সবচেয়ে বড়।

তোমরা জানো যে আমরা ৮৪ জন্মের ভূমিকা (পার্ট) পালন করে এসে এখন সেটা সম্পূর্ণ করেছি। চক্র এখন সম্পূর্ণ হয়। সমগ্র পুরানো বৃক্ষের সম্পূর্ণতা আসে। এখন তোমাদের এই গুপ্ত গভর্নমেন্ট দৈবী বৃক্ষের কলম রোপণ করছে। সেই লোকেরা তো জঙ্গলী বৃক্ষের কলম রোপণ করতে থাকে। এখানে বাবা কাঁটাকে পরিবর্তন করে দৈবী ফুলের বৃক্ষ তৈরী করে। সেটাও হলো গভর্নমেন্ট, এটাও হলো গুপ্ত গভর্নমেন্ট। তারা কি করে আর এরা কি করে! কতো পার্থক্য দেখো। তারা তো কিছুই বোঝে না। বৃক্ষের কলম সারিবদ্ধ ভাবে রোপণ করতে থাকে, সেইসব জঙ্গলে বৃক্ষ তো অনেক রকমের হয়। কেউ একরকম লেখায় তো কেউ আরেক রকম। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের আবার দেবতা করে তুলছেন। তোমরা সতোপ্রধান দেবতা ছিলে আবার ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করে তমোপ্রধান হয়ে গেছো। কেউ সব জন্মে পবিত্র থাকবে, এটা হয় না। প্রতিটা জিনিস নূতন থেকে পুরানো হয়। তোমরা ছিলে ২৪ ক্যারেট সোনা, এখন ৯ ক্যারেট সোনার গহনা হয়ে গেছো, আবার ২৪ ক্যারেট হতে হবে। আত্মারা যে এরকম হয়েছে। যেরকম সোনা সেরকম গহনা হয়। এখন সব কুৎসিত-কলঙ্কিত হয়ে গেছে। সম্মান রক্ষার্থে কুৎসিত শব্দ না বলে কলঙ্কিত বলে দেয়। আত্মা সতোপ্রধান পিওর ছিলো, আবার কতো খাদ পড়ে গেছে। এখন আবার পিওর হওয়ার জন্য বাবা যুক্তিও বলে দেন। এটা হলো যোগ অগ্নি, তোমাদের খাদ এতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা নিজে বলেন, আমাকে এইভাবে স্মরণ করো। আমিই হলাম পতিত-পাবন। অনেক বার আমি তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র করেছি। এটাও তোমরা আগে জানতে না। এখন তোমরা মনে করো- আজ আমরা পতিত হয়েছে, কালকে আবার পবিত্র হবে। ওরা তো কল্পের সময় লক্ষ বছর করে দিয়ে মানুষকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে। বাবা এসে সমস্ত ব্যাপার ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেন। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমাদের কে পড়াচ্ছেন, জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন বাবা- যিনি হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা। ভক্তি মার্গে মানুষ কতো মহিমা করতে থাকে কিন্তু তার অর্থ কিছুই জানে না। স্তুতি করার সময় সবাইকে নিয়ে মিলিয়ে করে দেয়। যেমন গড়-গড় করে বলে দেয়, যে যা শেখায় কন্ঠস্থ করে নেয়। বাবা এখন বলেন যা কিছু শিখেছিলে সেই সমস্ত ভুলে যাও। বেঁচে থেকেও আমার হও। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও যুক্তির সাথে চলতে হবে। এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তাদের তো হলোই হঠ-যোগ। তোমরা হলে রাজযোগী। বাড়ীর লোককেও এরকমই শিক্ষা দিতে হবে। তোমাদের চলন দেখে সেইরকমই ফলো (অনুসরণ) করবে। নিজেদের মধ্যে কখনো লড়াই ঝগড়া করো না। যদি লড়াই করো তো আর সকলে কি মনে করবে, এর মধ্যে তো অনেক ত্রোধ আছে। তোমাদের মধ্যে কোনো বিকার থাকবে না। মানুষের বুদ্ধিকে খারাপ করার জন্য বায়োস্কোপ(সিনেমা)-এটার মতো একটা হেল (নরক) আছে। সেখানে গেলেই বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়। দুনিয়াতে কতো নোংরা আছে। একদিকে গভর্নমেন্ট আইন পাশ করায় যে ১৮ বছরের আগে কেউ বিবাহ করবে না, আবার প্রচুর বিবাহ হতেও থাকে। ছোটো কন্যাকে কোলে বসিয়ে বিবাহ করায়। তোমরা এখন জানো যে বাবা আমাদের এই ছি-ছি দুনিয়া থেকে নিয়ে যাবেন। আমাদের স্বর্গের মালিক করে তোলেন। বাবা বলেন নষ্টমোহা হয়ে যাও, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। আত্মীয় কুটুম্ব, পরিবারের মধ্যে থেকেও আমাকে স্মরণ করো। কিছু পরিশ্রম করলে তবে তো বিশ্বের মালিক হবে। বাবা বলেন মামেকম্ অর্থাৎ একমাত্র আমাকে স্মরণ করো আর আসুরী গুণ ত্যাগ করো। রোজ রাতে নিজের তালিকা বের করো। এটা হলো তোমাদের ব্যবসা। এই ব্যবসা বিরল কেউ করে থাকে। এক সেকেন্ডে কাঙালকে মুকুটধারী করে দেয়, এটা যাদু হয়ে দাঁড়ালো যে না! এরকম যাদুগরের হাত তো ধরে নেওয়া উচিত। যিনি আমাদের যোগবলের দ্বারা পতিত থেকে পবিত্র করে তোলেন। দ্বিতীয় কেউ করতে পারবে না। গঙ্গা-মায়ের কাছে কেউ পবিত্র হতে পারে না। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে কত জ্ঞান আছে। তোমাদের ভিতরে-ভিতরে খুশী হওয়া উচিত- বাবা আবার এসেছেন। দেবীদেরও কতো চিত্র ইত্যাদি তৈরী করে, তাদের হাতিয়ার দিয়ে ভয়ঙ্কর বানিয়ে দেয়। ব্রহ্মারও কতো হাত দিয়ে দেয়, এখন তোমরা বুঝতে পারো ব্রহ্মার হাত তো লক্ষ সংখ্যক হবে। এতো সব ব্রহ্মাকুমার- কুমারীরা এই বাবার উৎপত্তি যে না, তো প্রজাপিতা ব্রহ্মার এতো হাত আছে।

এখন তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। তোমাদের মুখ থেকে সর্বদা রক্ত নির্গত হওয়া উচিত। জ্ঞান রক্ত ব্যাভীত আর কোনো কথা নয়। এই রক্তের ভ্যালু (মূল্যায়ণ) আর কেউ করতে পারবে না। বাবা বলেন মন্মনাভব (তোমার মন আমার প্রতি নিযুক্ত করো)। বাবাকে স্মরণ করলে দেবতা হবে। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস ১১-৩-৬৮

তোমাদের কাছে প্রদর্শনী উদ্বোধন করবার জন্য বড়- বড় লোক আসে। তারা শুধু এটা মনে করে যে ভগবানকে পাওয়ার

জন্য এরা এই বেশ ভালো পথ বের করেছে। যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত করার জন্য সংসঙ্গ ইত্যাদি করে, বেদ পড়ে সেরকম এটাও এরা এই পথ নিয়েছে। তাছাড়া এটা বুঝতে পারে না যে, এদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন। শুধু ভালো কাজ করে, পবিত্রতা আছে আর ভগবানের সাথে মিলিত করায়। এই দেবীরা ভালো পথ বের করেছে, ব্যাস। যাকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হয় সে তো নিজেকে খুবই উচ্চ মানের মনে করে। কোনো বড় ব্যক্তি বাবাকে মনে করে কোনো মহান পুরুষ, গিয়ে ওনার সাথে মিলিত হয়। বাবা তো বলেন, প্রথমে ফর্ম ভরে পাঠাও। বাচ্চারা, প্রথমে তোমরা ওদের কাছে বাবার সম্পূর্ণ পরিচয় দাও। পরিচয় ব্যাভীত এসে কি করবে! শিববাবার সাথে তো তখনই মিলিত হতে পারবে যখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে। পরিচয় ব্যাভীত মিলিত হয়ে কি করবে! বিতশালী কেউ এলে, মনে করে আমি এনাকে কিছু দেব। গরীব কেউ এক টাকা দেয়, বিতশালী যে ১০০ টাকা দেয়, গরীবের এক টাকা ভ্যালুয়েবেল(মূল্যবান) হয়ে যায়। সেই বিতশালী লোকেরা তো কখনো স্মরণের যাত্রাতে সঠিক ভাবে থাকতে পারে না, তারা আত্মঅভিমানী হতে পারে না। প্রথমে তো পতিত থেকে কীভাবে পবিত্র হবে সেটা লিখে দাও, তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এর মধ্যে প্রেরণা ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। বাবা বলেন, মামেকম্ অর্থাৎ একমাত্র আমাকে স্মরণ করলে মরচে দূর হয়ে যাবে। প্রদর্শনী ইত্যাদি দেখতে আসে কিন্তু আবার দুই- তিনবার এসে বুঝলে তখন বোঝা যাবে এর কিছু তীর লেগেছে। দেবতা ধর্মের হবে, সে ভক্তি ভালো রকম করেছে। যদি কারোর ভালো লাগেও কিন্তু লক্ষ্যকে ধরে না, তবে সেটা কোন কাজের হলো তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা এটা জানো যে ড্রামা চলতে থাকবে। যা কিছু চলেছে বুদ্ধি দ্বারা মনে করে কি হচ্ছে! তোমাদের বুদ্ধিতে ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তিত হতে থাকে, রিপিট (পুনরাবৃত্তি) হতে থাকে। যে যা কিছু করেছে সে সেইটাই করে। বাবা কার থেকে নেবেন, না নেবেন তাঁর হাতে আছে। যদি সে কখনো সেন্টার ইত্যাদি খোলে, পয়সা কাজে আসে। তখন তোমাদের প্রভাব বের হবে, পয়সা আবার কি করবে! মূল ব্যাপার হলো পতিত থেকে পবিত্র হওয়া। সেটা তো হলো খুব মুশকিল, এতে লেগে পড়ো আমাদের তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। রুটি খাও আর বাবাকে স্মরণ করো। মনে করবে আমি তো প্রথমে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেব। আমি হলাম আত্মা- প্রথমে তো এটা সুনিশ্চিত করা চাই। এইভাবে কেউ যখন বের হবে তখন তীর ভাবে দৌড়াতে পারবে। বাস্তবে তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা সমগ্র বিশ্বকে যোগবলের দ্বারা পবিত্র করে তোলো, তাই বাচ্চাদের কতো নেশা থাকা দরকার। মূল কথা হলোই পবিত্রতার। এখানে পড়ানোও হয় আর পবিত্রও হয়ে উঠতে হয়, স্বচ্ছও থাকতে হয়। মনের ভিতরে আর কোনো কথা স্মরণে থাকতে নেই। বাচ্চাদের বোঝানো হয় অশরীরী ভব। এখানে তোমরা ভূমিকা পালন করতে এসেছো। সবাইকে নিজের-নিজের পার্ট পালন করতেই হবে। এই নলেজ বুদ্ধিতে থাকা উচিত। সিঁড়ির উপরেও তোমরা বোঝাতে পারো। রাবণ রাজ্য হলোই পতিত, রামরাজ্য হলো পবিত্র। আবার পতিত থেকে পবিত্র কীভাবে হবে, এরকম ধরনের ব্যাপারে বিশ্লেষণ করা উচিত, একেই বিচার সাগর মন্থন করা বলা হয়। ৮৪ জন্মের চক্র স্মরণে আসা উচিত। বাবা বলেছেন- আমাকে স্মরণ করো। এটা হলো আত্মীয় যাত্রা। বাবার স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হয়। ওই শারীরিক যাত্রাতে আরোই বিকর্ম হতে থাকে। বলো, এটা হলো তাবিজ। এটা বুঝলেও দুঃখ দূর হয়ে যায়। তাবিজ পড়েই দুঃখ দূর হওয়ার জন্য। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডনাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

*১)*নষ্টমোহ হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মীয় কুটুম্ব, পরিবারের মধ্যে থেকে বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। অবগুণকে ত্যাগ করতে থাকতে হবে।

২) নিজের আচার আচরণ এমন রাখতে হবে যা দেখে সবাই ফলো করবে। কোনো রকম বিকার যেন ভিতরে না থাকে, এটা নিরীক্ষণ করতে হবে।

বরদান:- বাবার প্রতিটি শ্রীমং পালন করে সত্যিকারের স্নেহের প্রিয়তমা ভব*

যে বাচ্চারা সর্বদা এক বাবার স্নেহে লভলীন থাকে, তাদের কাছে বাবার প্রতিটি কথা প্রিয় মনে হয়, কোয়েশেন(প্রশ্ন) সমাপ্ত হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ জন্মের ফাউন্ডেশন(ভিত্তি) হলো স্নেহ। যে স্নেহের প্রিয়তমা আত্মারা আছে তাদের বাবার শ্রীমত পালন করতে কঠিন অনুভব হয় না। স্নেহের কারণে সর্বদা এই উৎসাহ থাকে যে, বাবা যা বলেছেন সেটা আমার জন্যই বলেছেন- আমাকে করতে হবে। স্নেহী আত্মারা বৃহৎ হৃদয়ের অধিকারী হয়, সেইজন্য তাদের জন্য প্রতিটি বড় ব্যাপারও ছোট হয়ে যায়।

স্লোগান:- যে কোনো কথাতেই ফিল(অনুভব) করা - এটাও হলো ফেল করার লক্ষণ।*

''বর্তমানের এই জীবনই ভবিষ্যতের দর্পণ''

(মধুবননিবাসীদের সাথে)

আজ বিশ্ব রচয়িতা বাবা তার নিজের মাস্টার রচয়িতা বাচ্চাদের দেখছেন, মাস্টার রচয়িতা নিজ স্বরূপে স্থিত হওয়ার অর্থাৎ রচয়িতা হওয়ার স্মৃতিতে কতখানি স্থির। তোমরা সব রচয়িতার বিশেষ প্রথম রচনা তোমাদের দেহ। তোমরা কতটা এই দেহরূপী রচনার রচয়িতা হয়েছ? দেহরূপী রচনা কখনও তার নিজের দিকে রচয়িতাকে আকর্ষণ করে রচনাভাব বিস্মৃতিতে নিয়ে যায় না তো? মালিক হয়ে তোমাদের এই রচনাকে সেবায় সদা নিয়োজিত করছ? মালিক হিসেবে যখন যেমন চাও করতে পার? সর্বাগ্রে এই দেহের মালিক হওয়ার অভ্যাসই প্রকৃতির মালিক অথবা বিশ্বের মালিক বানাতে পারে। যদি তোমাদের দেহের মালিক হওয়ার সম্পূর্ণ সফলতা না থাকে তাহলে বিশ্বের মালিক হওয়ার ক্ষেত্রেও তোমরা সম্পন্ন হতে পারবে না। বর্তমান সময়ের এই জীবন ভবিষ্যতের দর্পণ। এই দর্পণ দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ স্পষ্টরূপে দেখতে পার। প্রথমে এই দেহের সম্বন্ধ এবং সংস্কারের ওপরে অধিকারী হওয়ার আধারেই মালিক হওয়ার সংস্কার গড়ে ওঠে। সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রিয় হওয়া - মালিকভাবের লক্ষণ। সংস্কারে নিরহঙ্কার (নির্মান) এবং নির্মাণশীল হওয়া উভয় বিশেষত্ব মালিকভাবের লক্ষণ। সেইসঙ্গে তোমাদের স্নেহী হতে হবে। যখন সকল আত্মার সম্পর্কে আসছ, তখন হৃদয়ের স্নেহাশিস অর্থাৎ সকলের ভিতর থেকে শুভ ভাবনা তোমার প্রতি নিঃসরণ হতে দাও। তাদের তুমি জানো বা নাই জানো, দূরের সম্বন্ধের হোক বা নিকট সম্পর্কের, কিন্তু যে দেখবে তার যেন স্নেহের কারণে এই অনুভব হয় যে তুমি তাদেরই, স্নেহের অভিন্নতা থেকে তাদের মনের মতো অনুভব হতে দাও। সম্বন্ধ দূরের হলেও স্নেহ সম্পন্ন হওয়ার অনুভব করায়। বিশ্বের মালিক হওয়ার বা দেহের মালিক হওয়ার অভ্যাসী আত্মাদের এই বিশেষত্বও লোকে অনুভব করবে। তারা যাদেরই সম্পর্কে আসবে, তাদের সেই বিশেষ আত্মার থেকে দাতাভাবের অনুভূতি হবে। এটা কারও সঙ্কল্পেও আসতে পারে না যে ইনি নিতে পারেন। সেই আত্মার থেকে সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ, খুশি, সহযোগ, মনোবল, উৎসাহ-উদ্দীপনা বা দাতাভাবের কোন না কোনও বিশেষত্ব অনুভূতি হবে। তারা উপলব্ধি করবে, সেই আত্মার সদা বিশাল বুদ্ধি, বিশাল হৃদয়, যাকে তোমরা বলো দিলদরিয়া। এখন এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা নিজেকে নিজে চেক কর, তোমরা কি হতে যাচ্ছ! দর্পণ তো সবার কাছে আছে, তাই না? তোমরা নিজেরা নিজেদের যতটা জানতে পার, ততটা কেউ জানতে পারে না। সুতরাং, নিজেকে জানো। আচ্ছা!

আজ তো বাবা তোমাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। যদিও তোমরাও সবাই এসেছ, সেইজন্য বাপদাদারও তোমাদের সবার প্রতি স্নেহ রিগার্ড থাকে, সেই কারণে বাপদাদা আধ্যাত্মিক আলাপচারিতা করেন। মধুবনের তোমরা নিজেদের অধিকার ছাড় না, আর তাই তোমরা কাছাকাছি বসে আছ। অনেক বিষয়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়ে নিশ্চিত হয়ে বসে আছ। যারা বাইরে থাকে তাদের তবুও পরিশ্রম করতে হয়। খাওয়ার জন্য উপার্জন করা কিছুমাত্র কম পরিশ্রম নয়। মধুবনে উপার্জন করার চিন্তা তো নেই, তাই না! বাপদাদা জানেন, যারা প্রবৃত্তিতে থাকে তাদের সহনও করতে হয়, সবরকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। সারসের মধ্যে থেকে হংস নিজের উল্লতি করে এগিয়ে যাচ্ছে। যতই হোক, স্বাভাবিকভাবেই তোমরা অনেক ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখ। আরামে থাক, আরামে খাও, আর আরামও কর। অফিসে যাওয়ার জন্য যারা বাইরে বের হয় তারা দিনে আরাম করে কি? এখানে তো তোমাদের শরীরেরও আরাম থাকে আর বুদ্ধিরও। সুতরাং মধুবন নিবাসীদের স্থিতি সবার মধ্যে নম্বর ওয়ান, তাই না? কারণ একটাই কাজ থাকে। যদি স্টাডি কর তো সেটাও বাবা করাচ্ছেন, যখন সেবা করছ সেটাও যন্তু সেবা। অসীম জগতের অপরিমিত ঘর!

একই ব্যাপার, একই সংশ্লিষ্ট বিষয়, আর অন্য কিছু নেই। এমনকি, এটাও ভেবোনা 'আমার সেন্টার'। এই মনোভাবও থাকা উচিত নয়, 'আমিই শুধু এর চার্জে।' মধুবন নিবাসীদের অনেক বিষয়ে সহজ পুরুষার্থ আর সহজ প্রাপ্তি থাকে। আচ্ছা - মধুবন নিবাসী সকলেই গোল্ডেন জুবিলিরও প্রোগ্রাম বানিয়েছে, তাই না! ফাংশনের নয়। সেইসবের জন্য তোমরা ফোল্ডার ইত্যাদি ছাপিয়েছ, সেটা হয়েছে বিশ্ব সেবার জন্য। তোমরা নিজেদের জন্য কি প্ল্যান বানিয়েছ? নিজের স্টেজে তোমরা কি ভূমিকা (পার্ট) পালন করবে? সেই স্টেজের জন্য তো স্পিকার্স, প্রোগ্রাম তোমরা তৈরি রাখ, কিন্তু

নিজের স্টেজের

জন্য কি প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট করেছ ? "চারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম" - মধুবন নিবাসী তোমরা তো এটা করবে, তাই না ! কোনও ফাংশন যদি থাকে তো তোমরা কি কর ? (দীপ জ্বালানো হয়) তাহলে গোল্ডেন জুবিলির দীপ কে প্রজ্জ্বলিত করবে ? সব বিষয়ে শুরু কে করবে ? মধুবন নিবাসীদের আল্পপ্রত্যয় আছে, উদ্যম আছে আর পরিমণ্ডলও তদনুরূপ, সবরকম সহায়তাও রয়েছে। যেখানে সকলের সহায়তা আছে সেখানে সব সহজ। তোমাদের শুধু একটা জিনিসই করতে হবে। সেটা কি ? *বাপদাদা সব বাচ্চাদের প্রতি এই আশা রাখেন, তোমরা প্রত্যেকে বাবা সমান হবে।*

সন্তুষ্ট থাকা আর সন্তুষ্ট করা - এটাই বিশেষত্ব। প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাবাকে সামনে রেখে নিজের প্রতি অর্থাৎ নিজের পুরুষার্থের প্রতি, আপন স্বভাব সংস্কারের প্রতি তোমরা যে সন্তুষ্ট, তা সততার সাথে চেক করে দেখা। হ্যাঁ আমি সন্তুষ্ট যথাশক্তিয়ুক্ত, সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু বাস্তবিক স্বরূপ অনুযায়ী নিজের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া আর অন্যকে সন্তুষ্ট করা, এটা সন্তুষ্টতার মহত্ব। অন্যদেরও অনুভূত হতে দাও যথার্থরূপে তোমরা সন্তুষ্ট আছা। সন্তুষ্টতার মধ্যেই সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। না নিজে ডিস্টার্ব হবে আর না অন্যকে ডিস্টার্ব করবে। তোমাকে ডিস্টার্ব করার অনেকে থাকবে, কিন্তু তুমি স্বয়ং ডিস্টার্ব হয়োনা। নিজেকে দেখ, কি করতে হবে তোমায় ! 'আমাকে নিমিত্ত হয়ে অন্যকে শুভ কামনা আর শুভ ভাবনার সহযোগ দিতে হবে।' এই বিশেষ অন্তর্নিহিত শক্তি ধারণ করতে হবে, এর মধ্যে সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। এটার গোল্ডেন জুবিলি তো উদযাপন করতে পার, তাই না ! বাবা নামেমাত্র মধুবনবাসীকে বলছেন, বাস্তবিকপক্ষে যা সবার প্রতি। তোমরা মোহজিত রাজার কাহিনী তো শুনেছ, তাই না ? এইরকম সন্তুষ্টতার কাহিনী বানাও। তোমাদের কারও কাছে যে কেউ গিয়ে যতই ক্রস এক্সামিন করুক, কিন্তু সবার মুখ দ্বারা, মন দ্বারা তাদের সন্তুষ্টতার অনুভব হতে দাও। 'এ তো এইরকম', এটা নয়, বরং আমি কীভাবে এইরকম হব আর অন্যকেও সেইরকম বানাব। ব্যস, শুধু এই ছোট বিষয়টা স্টেজে দেখাও। আচ্ছা !

দাদীদের সাথে :- বাপদাদার কাছে তোমাদের সকলের হৃদয়ের সঞ্চল পৌঁছেই যায়। তোমাদের এতসকল শ্রেষ্ঠ আত্মার শ্রেষ্ঠ সঞ্চল তো অবশ্যই বাস্তবায়িত হতেই হবে। তোমরা খুব ভালো প্ল্যান বানিয়েছ আর এই প্ল্যানই তোমাদের প্লেইন অর্থাৎ সহজবোধ্য বানাবে। সারা বিশ্বে, বিশেষ আত্মাদের শক্তি তো একই। আর কোথাও এইরকম বিশেষ আত্মাদের সংগঠন নেই। এই সংগঠনের শক্তি বিশেষ, সেইজন্য এই সংগঠনের দিকে সকলের বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে, সেক্ষেত্রে আর সবাই টলমল করছে। তাদের সিংহাসন টলছে। আর এখানে রাজ-সিংহাসন প্রস্তুত হচ্ছে। এখানে গুরু সিংহাসন নেই, সেইজন্য টলমল করে না। এই সিংহাসন স্ব-রাজ্যের তথা বিশ্ব-রাজ্যের। সবাই টলানোর চেষ্টাও করবে, কিন্তু সংগঠনের শক্তি এর নিরাপত্তা। কোনো কোনো জায়গায় প্রত্যেককে আলাদা করে দিয়ে ইউনিটিকে ডিসইউনিটি করে অর্থাৎ একতার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তারপরে টলিয়ে দেয়। এখানে সংগঠনের শক্তির কারণে টলাতে পারে না। সুতরাং এই সংগঠনের শক্তির বিশেষত্ব সদা আরও এগিয়ে নিয়ে চলে। এই সংগঠন দুর্গ, সেইজন্য কেউ তোমাদের আঘাত করতে পারবে না। বিজয় সুনিশ্চিত হয়েই আছে, শুধু রিপোর্ট করতে হবে। রিপোর্ট করার ব্যাপারে যারা নিপুণ, তারা বিজয়ী হয়ে স্টেজে খ্যাতিমান হয়। সংগঠনের শক্তিই বিজয়ের বিশেষ আধার স্বরূপ। এই সংগঠনই সেবার বৃদ্ধিতে তোমাদের সফলতা প্রাপ্ত করিয়েছে। তোমরা দাদীরা লালনপালনের খুব ভালো রিটার্ন দিয়েছ। সংগঠনের শক্তির আধার কি ? শুধু এই পাঠ পরিপক্ব হতে হবে যে 'রিগার্ড দেওয়াই রিগার্ড নেওয়া।' দেওয়াই নেওয়া, নিলে প্রকৃতার্থে নেওয়া হয় না। নেওয়া অর্থাৎ খুইয়ে ফেলা। দেওয়া অর্থাৎ নেওয়া। কেউ তোমাকে দিলে তুমি দেবে, এটা কোন বিজনেস নয়। এখানে, দাতা হওয়ার ব্যাপার। দাতা নিয়ে তারপরে দেয় না। দাতা তো শুধু দিয়েই যায়, সেইজন্যই এই সংগঠনের সফলতা। যতই হোক, এখন বালা প্রস্তুত হয়েছে, মালা এখনও প্রস্তুত হয়নি। বৃদ্ধি না হলে কার ওপরে রাজত্ব করবে ? বৃদ্ধির লিস্টে এখনও কিছু কম আছে। ৯ লক্ষ এখনও প্রস্তুত হয়নি। যে কোনও নিয়মে তারা মিলিত হবে, তো ঠিকই আছে, তাই না ! নিয়ম তো চেঞ্জ হতেই থাকে। প্রথমে তোমরা বাবার সঙ্গে সাকারে মিলিত হয়েছিলে, আর এখন অব্যক্ত রূপে তাঁর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। নিয়ম তো চেঞ্জ হয়েই গেল, তাই না ! ভবিষ্যতেও নিয়ম চেঞ্জ হতে থাকবে। বৃদ্ধি অনুসারে, মিলনের বিধিও ক্রমশঃ চেঞ্জ হবে। আচ্ছা !

পাটিদের সাথে:-

১) সদা নিজ গুণের প্রতিমূর্তি দ্বারা সমুদয় গুণের দান দিতে থাক। নির্বলকে শক্তির, গুণের, জ্ঞানের দান দিলে সদা মহাদানী আত্মা হয়ে যাবে। তোমরা দাতার বাচ্চা দাতা, গ্রহীতা নও। যদি ভাবো ইনি এইরকম করেন আমিও করব, সেটা গ্রহণকারী হওয়া। যদি ভাবো, 'আমি করব', এটা দাতা হওয়া। অতএব, গ্রহীতা নয়, দেবতা হও। যা কিছু তোমরা লাভ

করেছ তা' ক্রমাগত দিতে থাক। যত দেবে ততই বাড়তে থাকবে। সদা দেবী হও অর্থাৎ যারা সর্বদা দিয়ে থাকেন। আচ্ছা।

২) অনেক তো শুনেছ তোমরা। হিসেব তো কর, আন্দাজমত কতটা শুনেছ তোমরা! তোমাদের শোনা আর করা দুইই একসাথে? নাকি শোনা আর করার মধ্যে তারতম্য ঘটে? কেন শোন? করার জন্যই তো শোন, তাই না! শোনা এবং করা যখন সমান হয়ে যাবে তখন কি হবে? তোমরা সম্পন্ন হয়ে যাবে, তাই না! তাহলে, সম্পূর্ণ স্থিতির প্রথম স্যাম্পল কে হবে? প্রত্যেকে তোমরা এটা কেন বলো না যে 'আমি হবো।' এক্ষেত্রে, *জো ওটে সো অর্জুন* অর্থাৎ যে নিজে থেকে এগিয়ে এসে সেবার দায়িত্ব পালন করে, সেই অর্জুন। বাবা যেমন নিজেকে নিমিত্ত বানিয়েছেন, ঠিক সেইভাবেই যে নিমিত্ত হয়, সে অর্জুন হয় অর্থাৎ নম্বর ওয়ানে এসে যায়। আচ্ছা - দেখব সেইরকম কে হয়! বাপদাদা তো বাচ্চাদের তেমনই দেখতে চান। বছর অতিবাহিত হয়ে চলেছে। ঠিক যেভাবে অবলীলাক্রমে বছর এগিয়ে চলে, সেইভাবেই পুরানো সবকিছু অবলীলায় যেন চলে যায়। আর সদাসর্বদা নতুন উদ্যম, নতুন সঞ্চল থাকতে দাও, সম্পূর্ণতার এটাই লক্ষণ। পুরানো সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, এখন সবকিছু নতুন হতে দাও।

প্রশ্ন:- বাবার কাছাকাছি আসার আধার কি?

উত্তর:- বিশেষত্ব। কোন না কোনও বিশেষত্ব তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। তোমাদের সেবা দ্বারাই এই বিশেষত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যা কিছু বিশেষত্ব দিয়ে বাবা তোমাদের পূর্ণ করেছেন, সেই সবকিছু সেবাতে প্রয়োগ কর। এই সমস্ত বিশেষত্ব সাকার রূপে স্থাপন করলে, সেবার সাবজেক্টেও মার্কস পাওয়া যায়, নিজের অনুভব অন্যকে শুনাও, তাহলে তাদেরও উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি হবে।

প্রশ্ন:- আধ্যাত্মিকতায় অনুপলব্ধির কারণ কি?

উত্তর:- তোমরা নিজেকে বা যাদের সেবা কর তাদের আমানত মনে কর না। আমানত বোধে অনাসক্ত থাকবে আর অনাসক্ত হওয়াতেই অধ্যাত্ম বোধ আসবে, আচ্ছা!

প্রশ্ন:- বর্তমান সময়ে বিশ্বে মেজরিটি আত্মাদের মধ্যে কোন দুটো জিনিস প্রবেশ করেছে?

উত্তর:- ১- ভয় আর ২- চিন্তা। সবার মধ্যে এই দুটোই বিশেষ। কিন্তু তারা যতখানি উদ্বিগ্ন বা চিন্তায় থাকে, তোমরা ততখানিই শুভচিন্তক। চিন্তা পরিবর্তিত হয়ে শুভচিন্তকের ভাবনা স্বরূপ হয়ে গেছে। ভয়ভীতি পরিবর্তিত হয়ে সুখগীতি গাইছে। বাপদাদা এইরকম নিশ্চিন্ত বাদশাহদের দেখছেন।

প্রশ্ন:- বর্তমান সময় কোন সীজন চলছে? বাচ্চারা, এইরকম সময়ে তোমাদের কর্তব্য কি?

উত্তর:- বর্তমান সময় অকাল মৃত্যুর সীজন। যেমন, বায়ুতড়িত ঝড় ও সামুদ্রিক তুফান হঠাৎ শুরু হয়, ঠিক তেমনভাবেই অকাল মৃত্যুরও তুফান হঠাৎই আরও দ্রুততার সঙ্গে একসাথে অনেককে নিয়ে যাবে। এইরকম সময়ে যাদের অকাল মৃত্যু হয়, সেই আত্মাদের প্রতি অকালমূর্তি ধারণপূর্বক শান্তি আর শক্তির দান দেওয়া তোমরা সব বাচ্চার কর্তব্য। সুতরাং, সদা শুভচিন্তক হয়ে শুভ ভাবনা, শুভ কামনার মানসিক সেবা দ্বারা সবাইকে সুখ-শান্তি দাও। আচ্ছা।

বরদান:- দূততা দ্বারা নিষ্ফল জমিতেও ফল উৎপন্ন করে সফলতা স্বরূপ ভব*

যে কোনও বিষয়ে সফলতার প্রতিমূর্তি হওয়ার জন্য দূততা আর স্নেহের সংগঠন প্রয়োজন। এই দূততা নিষ্ফল জমিতেও ফল ফলাতে সক্ষম। আজকাল যেমন সাইন্সের লোকে বালিতেও ফল উৎপাদন করার চেষ্টা করছে, সেইভাবে তোমরা সাইন্সের শক্তি দ্বারা স্নেহের জল সিঞ্জে ফলদায়ী হও। দূততা দ্বারা আশাহীনের মধ্যে আশার দীপ জ্বালাতে পার, কারণ তোমার ইচ্ছাশক্তিই তোমাকে বাবার সহায়তা প্রাপ্ত করায়।

স্লোগান:- আপনজনকে সদাসর্বদা প্রভুর আমানত মনে করে চললে তোমার কর্মে আধ্যাত্মিকতা আসবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এ হলো অনাদি অবিনাশী পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা, এতে যে দৃশ্য বিগত হয়ে গেছে তা পুনরায় কল্প পরবর্তীকালে পুনরাবৃত্ত হবে, সেইজন্য সদাই নিশ্চিত থাকো!"

প্রশ্নঃ - এই দুনিয়া যে, তার তমোপ্রধান অবস্থায় পৌঁছে গেছে, তার চিহ্ন বা প্রতীক কী ?

উত্তরঃ - প্রত্যেকদিন উপদ্রব অর্থাৎ বিপর্যয় হতেই থাকে, কত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। চোরেরা কীভাবে মারপিট করে সব লুটে নিয়ে যায়। বিনা মরশুমে অর্থাৎ অসময়ে বৃষ্টিপাত হতে থাকে। ফলে কত ক্ষতি হয়ে যায়। এইসমস্ত হলো তমোপ্রধানতার চিহ্ন। তমোপ্রধান প্রকৃতি দুঃখ দিতেই থাকে। বাচ্চারা, তোমরা ড্রামার রহস্যকে জানো, তাই তোমরা বলো যে, কোনকিছুই নতুন নয়(নাথিং-নিউ)।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, এখন তোমাদের উপর জ্ঞান-বর্ষণ হচ্ছে। তোমরা হলে সঙ্গমযুগীয় আর বাকি যেসকল মানুষ আছে তারা হলো কলিযুগীয়। এইসময় দুনিয়ায় অনেক মত-মতান্তর রয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদের মত হলো এক। যে ঐদ্বৈত-মত ভগবানের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। ওরা (অজ্ঞানীরা) ভক্তিমার্গে জপ-তপ, তীর্থাদি যা কিছুই করে তাতে তারা মনে করে যে, এইসবই হলো ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মার্গ। তারা বলে, ভক্তি করলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। কিন্তু তাদের জানা নেই যে, ভক্তি কবে থেকে শুরু হয় এবং কতটা সময় পর্যন্ত চলে। তাই তারা বলে যে, ভক্তিতেই ভগবানকে পাওয়া যাবে সেইজন্য অনেক প্রকারের ভক্তি করতে থাকে। স্বয়ং একথাও মনে করে যে, আমরা পরম্পরাগত ভাবে ভক্তি করে আসছি। একদিন ভগবানকে অবশ্যই পাওয়া যাবে। কোন-না-কোন রূপে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবেই। তিনি কী করবেন ? অবশ্যই সঙ্গতি করবেন কারণ তিনিই তো হলেন সঙ্গতিদাতা। ভগবান কে, কবে আসবেন, তাও জানে না। যদিও বিভিন্নরকমের মহিমা কীর্তন করে, বলে -- ভগবান পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর। জ্ঞানের দ্বারাই সঙ্গতি হয়। একথাও জানে যে, ভগবান নিরাকার। যেমন আমরা আত্মারাও নিরাকার, পরে শরীর ধারণ করি। আমরা অর্থাৎ আত্মারাও বাবার সাথে পরমধামে নিবাস করি। আমরা এখানকার অধিবাসী নই। কোথাকার অধিবাসী, সেকথাও যথার্থভাবে বলতে পারে না। কেউ তো মনে করে -- আমরা স্বর্গে চলে যাব। এখন সরাসরি তো কেউই স্বর্গে যাবে না। কেউ আবার বলে যে, জ্যোতি মহাজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাবে, এও ভুল। আত্মাকে বিনাশী করে দেয়। মোক্ষও কারোর হতে পারে না। যখন বলা হয়েছে, পূর্ব-নির্ধারিত.....এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। হিন্দী-জিওগ্রাফী রিপোর্ট হতেই থাকে। কিন্তু চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় সেকথা জানে না। না চক্রকে জানে, না ঈশ্বরকে জানে। ভক্তিমার্গে কত উদ্ধান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঈশ্বর কে ? তা তোমরা জানো। ভগবানকে ফাদারও বলা হয়, তাহলে বুদ্ধিতে তো আসা উচিত, তাই না! লৌকিক পিতাও তো রয়েছে, তথাপি আমরা ওঁনাকে স্মরণ করি, তাহলে দুজন পিতা হলো -- লৌকিক ও পারলৌকিক। সেই পারলৌকিক পিতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এত ভক্তি করে। তিনি পরলোকে থাকেন। তা অবশ্যই নিরাকারী দুনিয়া।

তোমরা ভালমতোই জানো যে, মানুষ যাকিছুই করে সেসবই হলো ভক্তিমাগীয়া। রাবণ-রাজ্যে সদা ভক্তিই হয়ে এসেছে। জ্ঞান তো হতে পারে না। ভক্তির মাধ্যমে কখনো সঙ্গতি হতে পারে না। সঙ্গতিদাতা পিতাকে স্মরণ করে তাহলে অবশ্যই তিনি কখনো এসে সঙ্গতি করবেন। তোমরা জানো যে, এ হলো সম্পূর্ণ তমোপ্রধান দুনিয়া। সতোপ্রধান ছিল এখন তমোপ্রধান, কত বিপর্যয় হতেই থাকে। অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। চোরেরাও লুণ্ঠন করতে থাকে। কিভাবে চোর মারপিট করে টাকা-পয়সা লুণ্ঠ করে নিয়ে যায়। এমন-এমন ওষুধ আছে, যা শাঁকিয়ে অজ্ঞান করে দেয়। এ হলো রাবণ-রাজ্য। এ হলো অতি বৃহৎ অসীম জগতের খেলা। এ পুনরাবৃত্ত হতে ৫ হাজার বছর লাগে। খেলাও ড্রামা অর্থাৎ সিনেমার মতনই হয়। একে নাটক বলা যাবে না। মনে করো, নাটকে কোন অভিনেতা অসুস্থ হয়ে পড়েছে তখন অদল-বদল করে নেয়। এমন কিছু তো এখানে হতে পারে না। এ তো অনাদি ড্রামা, তাই না! মনে করো, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তখন বলা হবে যে, এমন অসুস্থ হওয়ার ভূমিকাও ড্রামাতে রয়েছে। এ (ড্রামা) হলো অনাদি পূর্বনির্ধারিত। আর কাউকে তোমরা এই ড্রামা বললে তখন তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে, এ হলো অসীম জগতের ড্রামা। কল্প পরবর্তীকালেও পুনরায় এই অভিনেতারাই থাকবে। যেমন এখন বৃষ্টি ইত্যাদি পড়ে, কল্প পরবর্তীকালেও পুনরায় তেমনই পড়বে। এমনই বিপর্যয় (উপদ্রব) হবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে জ্ঞানের বৃষ্টি তো সকলের উপর পড়তে পারে না কিন্তু তার শব্দ সকলের কান পর্যন্ত অবশ্যই যাবে যে, জ্ঞান সাগর ভগবান এসেছেন। তোমাদের মুখ্য হলো যোগ। জ্ঞানও তোমরাই শোনো তাছাড়া বৃষ্টি

তো সমগ্র দুনিয়াতেই পড়ে। তোমাদের যোগের ফলে (বিশ্বে) স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয়ে যায়। তোমরা সকলকে শোনাও যে, স্বর্গের স্থাপনা করতে ভগবান এসেছেন, কিন্তু এমনও অনেকে আছে যারা নিজেদের ভগবান মনে করে, তোমাদের তাহলে কে আর মানবে তাই বাবা বোঝান যে, কোটির মধ্যে কেউ বেরোবে। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারেই জানে যে, ঈশ্বর-পিতা এসেছেন। বাবার থেকে তো উত্তরাধিকার চাই, তাই না। কীভাবে বাবাকে স্মরণ করবে সেটাও বুঝিয়েছেন। নিজেকে আত্মা মনে করো। মানুষ তো দেহ-অভিমাত্রী হয়ে গেছে। বাবা বলেন -- আমি আসিই তখন, যখন সমস্ত মনুষ্যাত্মা অপবিত্র হয়ে যায়। তোমরা কত তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন আমি এসেছি তোমাদের সতোপ্রধান করতে। কল্প-পূর্বেও আমি তোমাদের এমনভাবে বুঝিয়েছিলাম। তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কীভাবে হবে? শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। আমি এসেছি তোমাদেরকে নিজের এবং রচনার পরিচয় দিতে। রাবণ-রাজ্যে সেই পিতাকে সকলেই স্মরণ করে। আত্মা নিজের পিতাকে স্মরণ করে। বাবা হলেনই অশরীরী, বিন্দু, তাই না! পরে তাঁর নাম রাখা হয়েছে। তোমাদের বলা হয় শালিগ্রাম আর বাবাকে বলা হয় শিব। বাচ্চারা, তোমাদের শরীরের নামকরণ হয়। বাবা তো হলেনই পরম আত্মা। ওঁনাকে শরীর ধারণ করতে হয় না। উনি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এ হলো ব্রহ্মার শরীর, এঁনাকে শিব বলা যাবে না। আত্মা নাম তো তোমাদেরই, পরে তোমরা শরীরে আসো। তিনি পরম আত্মা সকল আত্মাদের পিতা। তাহলে সকলেরই দুজন পিতা হয়ে গেল। এক নিরাকারী, এক সাকারী। এঁনাকে আবার অলৌকিক ওয়ান্ডারফুল বাবা বলা হয়। কত অসংখ্য বাচ্চা। একথা মানুষেরা বুঝতে পারে না -- প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা এত অসংখ্য, এ কী ব্যাপার! এ কেমনপ্রকারের ধর্ম। বুঝতে পারে না। তোমরা জানো যে, এই কুমার-কুমারী শব্দটি প্রবৃত্তি মার্গের, তাই না! মা, বাবা, কুমারী আর কুমার। ভক্তিমার্গে তোমরা স্মরণ করো যে, তুমি মাতা-পিতা.....এখন তোমরা মাতা-পিতা পেয়েছো, তোমাদের দওক নিয়েছেন। সত্যযুগে অ্যাডপ্ট করা হয় না। ওখানে দওকের কোনো নামই নেই। এখানে তবুও নাম রয়েছে। তিনি হলেন পার্থিব জগতের পিতা, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। এ হলো অসীম জগতের অ্যাডপশন। এই রহস্য অতি গুপ্ত, বোঝার মতন বিষয়। তোমরা সম্পূর্ণ নিয়মানুসারে কাউকে বোঝাও না। যখন প্রথম-প্রথম কেউ ভিতরে আসে, আর বলে গুরুকে দর্শন করতে এসেছি তখন তোমরা বলা যে, এটা কোনো মন্দির নয়। বোর্ডে দেখা কি লেখা আছে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা তো অগণিত। এরা সকলেই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। প্রজা তো তোমরাও। ভগবান সৃষ্টি রচনা করেন, ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা আমাদের রচনা করেছেন। আমরা হলাম নতুন সৃষ্টির, তোমরা হলে পুরানো সৃষ্টির। নতুন সৃষ্টি স্থাপিত হয় সঙ্গমযুগে। এ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। তোমরা সঙ্গমযুগে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওরা কলিযুগে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন পার্টিশন হয়ে গেছে। দেখো, আজকাল কত ভাগাভাগি হয়ে গেছে। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা জানে যে, আমরা নিজেদের প্রজাদের রক্ষা করবো, নিজেদের ধর্মকে, স্ব-গোত্রীয়দের(হামজিন্স) সুখে রাখবো তাই প্রত্যেকেই বলে -- আমাদের রাজ্য থেকে এসব জিনিস যেন বাইরে না যায়। পূর্বে সকল প্রজারাই রাজার আদেশ পালন করতো। রাজাকে মা-বাবা, অল্পদাতা মনে করতো। এখন কোনো রাজা-রানী নেই। পৃথক-পৃথকভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। কত বিপর্যয় হতে থাকে। হঠাৎ বন্যা এসে যায়, ভূমিকম্প হতে থাকে, এইসব হলো দুঃখজনক মৃত্যু।

এখন তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা জানো যে, আমরা হলাম পরস্পর ভাই-ভাই। তাই আমাদের পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবেসে মিলেমিশে একত্রিত অর্থাৎ ফীরখন্ড(দুধ-চিনির ন্যায় মিশ্রিত) হয়ে থাকতে হবে। আমরা এক পিতার সন্তান, তাই পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত ভালবাসা থাকা উচিত। রাম-রাজ্যে 'বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়' অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের শত্রুও একত্রিত হয়ে থাকে। দেখো, এখানে তো ঘরে-ঘরে কত লড়াই-ঝগড়া। দেশে-দেশে ঝগড়া, পরস্পরকে আক্রমণ করে। অনেক মত-মতান্তর রয়েছে। এখন তোমরা জানো যে, আমরা বাবার কাছ থেকে অনেকবার উত্তরাধিকার নিয়েছি এবং পুনরায় তা হারিয়েও ফেলেছি অর্থাৎ রাবণের উপর বিজয়প্রাপ্ত করেছি ও পুনরায় হেরেওছি। অদ্বিতীয় পিতার শ্রীমতের দ্বারা আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই, সেইজন্য ওঁনাকে সর্বোচ্চ ভগবান বলা হয়। সকলের দুঃখহরণকারী, সুখ প্রদানকারী বলা হয়। এখন তোমাদের সুখের রাস্তা বলে দিচ্ছি। বাচ্চারা, তোমাদের এখন ফীরখন্ড হয়ে থাকা উচিত। দুনিয়ায় সকলেই হলো পরস্পরের বিরোধী অর্থাৎ শত্রু মনোভাবাপন্ন (লুন-পানী)। পরস্পরকে মারতে দেবী করে না। তোমাদের অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সন্তানদের ফীরখন্ড হয়ে থাকা উচিত। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, দেবতাদের থেকেও উচ্চ। তোমরা কত বাবার সহযোগী হয়ে যাও। (আত্মাদের) পুরুষোত্তম বানানোর ক্ষেত্রে সহযোগী, তাই হৃদয়ে(মনে) একথা আসা উচিত যে -- আমরা পুরুষোত্তম, আমাদের মধ্যে কি সেই দৈব-গুণ রয়েছে? যদি আসুরীয়-গুণ থাকে তাহলে তাকে বাবার বাচ্চা তো বলা যাবে না, তাই বলা হয় 'সতগুরুর নিন্দাকারী ঠাই পেতে পারে না'। কলিযুগীয় সেই গুরুরা আবার নিজেদের উদ্দেশ্যে একথা বলে মানুষকে ভীত করে দেয়। তাই বাবা বোঝান -- সুপুত্র তারাই, যারা বাবার নাম উচ্ছল করে, মিলেমিশে ফীরখন্ড হয়ে থাকে। বাবা সর্বদা বলেন -- ফীরখন্ড হও অর্থাৎ প্রেমে প্রগাঢ় হয়ে মিলেমিশে থাকো। পরস্পর বিরোধী হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করো না। তোমাদের এখানেই ফীরখন্ড হতে হবে।

পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত প্রেম থাকা উচিত কারণ তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, তাই না! ঈশ্বর সর্বাপেক্ষা সুন্দর তবেই তো সকলে ওঁনাকে স্মরণ করে। তাই তোমাদের পরস্পরের মধ্যেও অত্যন্ত প্রেম থাকা উচিত। তা নাহলে বাবার সম্মান হানি করে দেবে। ঈশ্বরের সন্তান পরস্পর-বিরোধী (লুন-পানী) কী করে হতে পারে ? তাহলে পদ কীভাবে পাবে ? বাবা বোঝান পরস্পর ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকো। পরস্পর-বিরোধী হলে কোন ধারণাই হবে না। যদি বাবার ডায়রেকশন অনুযায়ী না চलो তাহলে পুনরায় উচ্চপদ কীভাবে প্রাপ্ত করবে! দেহ-অভিমাণে আসার কারণেই পুনরায় পরস্পর লড়াই করে। দেহী-অভিমানী হলে কোন খিট-খিট হবে না। ঈশ্বর-পিতাকে পেয়েছ তাই পুনরায় দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। আত্মাকে তার পিতার অনুরূপ হতে হবে। যেমন বাবার মধ্যে পবিত্রতা, সুখ, প্রেম ইত্যাদি সবকিছুই রয়েছে, তোমাদেরকেও তেমনই হতে হবে। তা নাহলে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। পড়াশোনা করে বাবার থেকে উচ্চ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে, যারা অনেকের কল্যাণ করে তারাই রাজা-রানী হতে পারে। বাকিরা গিয়ে দাস-দাসী হবে। বুঝতে তো পারে, তাই না যে -- কে কে কী হবে (পদপ্রাপ্ত করবে) ? যারা পড়ে তারা নিজেরাও বুঝতে পারে যে -- এই হিসেবে আমরা বাবার নাম-কে কীভাবে গৌরবান্বিত করতে পারি। তোমরা হলে ঈশ্বরের সন্তান, তাহলে তো সর্বাপেক্ষা সুন্দর হওয়া উচিত, যাতে যেকেউ দেখে যেন খুশি হয়ে যায়। তখন বাবাও তাদের মিষ্টি লাগবে। প্রথমে নিজের ঘরকে ঠিক করো। প্রথমে ঘরকে তারপর অপরকে ঠিক করো। গৃহস্থ-জীবনে কমলফুল-সম পবিত্র এবং মিলেমিশে ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকো। কেউ দেখলে যেন বলে -- আহা! এখানেই তো স্বর্গ। অস্ত্রানী অবস্থাতেও বাবা(রক্ষা) স্বয়ং এমন ঘর দেখেছেন। ৬-৭জন বাচ্চার বিয়ে হয়ে গেছে তথাপি সকলে একত্রে বসবাস করে। সকলেই সকালে উঠে ভক্তি (পূজা) করে। ঘরে সদা শান্তি বিরাজমান। আর এ তো তোমাদের ঈশ্বরীয়-কুটুম (আত্মীয়)। হংস আর বক তো একত্রে থাকতে পারে না। তোমাদের হংস হতে হবে। পরস্পর-বিরোধী হলে বাবা রাজী হবেন না। বাবা বলেন, তোমরা কত নাম বদনাম করে দিয়েছো। যদি মিলেমিশে ক্ষীরখন্ড হয়ে না থাকো তাহলে স্বর্গে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না, অত্যন্ত সাজাভোগ করতে হবে। বাবার হয়ে গিয়ে যদি পরস্পর-বিরোধী হয়ে থাকো তাহলে শতগুণ শাস্তিভোগ করতে হবে। পুনরায় তোমাদের সাক্ষাৎকারও হতে থাকবে যে, আমরা কেমন পদ প্রাপ্ত করবো। *আচ্ছা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সদা যেন খেয়াল থাকে -- আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, তোমাদের সর্বাপেক্ষা লাভলী (ভালো) হয়ে থাকতে হবে। পরস্পরের মধ্যে কখনো তিক্ত সম্পর্ক হওয়া উচিত নয়। প্রথমে নিজেকে শুধরাতে (ঠিক) হবে, পরে অপরকে শুধরানোর শিক্ষা দিতে হবে।

২) যেমন বাবার মধ্যে পবিত্রতা, সুখ, প্রেম ইত্যাদি সর্বগুণ রয়েছে, তেমনই বাবার অনুরূপ হতে হবে। এমন কোনো কর্ম করা উচিত নয় যাতে সতগুরুর নিন্দাকারী হয়ে যাও। নিজের আচার-আচরণের মাধ্যমে বাবার নাম উজ্জ্বল করতে হবে।

বরদান:- লাইন ক্লিয়ারের ভিত্তিতে প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হওয়া এভাররেডী ভব*

ব্যখ্যা :- সর্বদা এভাররেডী থাকো -- এ হলো ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব। নিজের বুদ্ধির লাইন যেন এমন ক্লিয়ার থাকে যে, বাবার কোনও ঈশারা পেলেই -- এভাররেডী। সেইসময় যেন কোনোকিছু চিন্তা করার প্রয়োজন না পড়ে। অকস্মাৎ একটাই প্রশ্ন আসবে -- আদেশ করা হবে -- এখানেই বসে পড়ো, এখানে চলে যাও, তখন যেন কোনও কথা বা সম্বন্ধ স্মরণে না আসে, তবেই প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হতে পারবে। কিন্তু এসব হলো হঠাৎ আসা পেপার (সারপ্রাইজ-পেপার) -- তাই এভাররেডী হও।

স্লোগান:- মনকে শক্তিশালী করার জন্য আত্মাকে স্মৃতি এবং শক্তির ভোজন দাও।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মিক সেবা করে নিজের এবং অন্যের কল্যাণ করো, বাবার সঙ্গে প্রকৃত হৃদয়ের সম্পর্ক রাখো, তাহলে বাবারও হৃদয়ে বিরাজ করতে পারবে"

প্রশ্ন:- দেহী - অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম কারা করতে পারে ? দেহী - অভিমানীর নিদর্শন শোনাও ?

উত্তর:- যার পড়ার প্রতি এবং বাবার প্রতি অটুট প্রেম আছে, সেই দেহী - অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে পারে । সে শীতল হবে, কারোর সঙ্গেই অধিক কথা বলবে না, তার বাবার প্রতি প্রেম থাকবে, তার চলন রাজকীয় হবে । তার এই নেশা থাকে যে, ভগবান আমাকে পড়ান, আমি তাঁর সন্তান । সে সুখদায়ী হবে । প্রতি পদে শ্রীমত অনুসরণ করবে ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের সেবা সমাচারও শোনা চাই, আবার মুখ্য - মুখ্য যে সেবা পরায়ণ মহারথী, তাঁদের রায়ও শোনা চাই । বাবা জানেন যে, সেবা পরায়ণ বাচ্চাদেরই বিচার সাগর মন্থন চলবে । মেলা বা প্রদর্শনীর উদ্বোধন কাকে দিয়ে করাবে ? কি কি পয়েন্টস শোনানোর প্রয়োজন । শঙ্করাচার্য আদি যদি তোমাদের এই কথা বুঝতে পারে তাহলে বলবেন, এখানকার জ্ঞান তো অনেক উঁচু । এদের যিনি পড়ান, তিনি খুব তীক্ষ্ণ মনে হয় । ভগবান যে পড়ান, তারা তো মানবে না । তাই প্রদর্শনী আদির উদ্বোধন করতে যারা আসেন, তাদের কি কি বোঝাও, সেই খবর সবাইকে বলা উচিত, অথবা টেপে ছোটো করে ভরে রাখা উচিত । গঙ্গা যেমন শঙ্করাচার্যকে বুঝিয়েছেন, এমন সেবাপরায়ণ বাচ্চারা বাবার হৃদয়ে বিরাজ করে । যদিও স্কুল সেবা আছে, তবুও বাবার মনোযোগ আত্মিক সেবার প্রতিই যাবে, যেই সেবা অনেকের কল্যাণ করে । যদিও কল্যাণ তো প্রতি বিষয়েই আছে । যদি যোগযুক্ত হয়ে বানানো যায়, তাহলে ব্রহ্মা ভোজন বানানোতেও কল্যাণ আছে । এমন যোগযুক্ত রন্ধনকারী যদি থাকে তাহলে ভাণ্ডারতে অনেক শান্তি থাকে । স্মরণের যাত্রায় থাকে । কেউ যদি আসে তাকে চট করে বোঝাতে পারে । বাবা বুঝতে পারেন n- সেবাপরায়ণ বাচ্চা কারা আছে, যারা অন্যদেরও বোঝাতে পারে, তাদেরই বিশেষ করে এই সেবার জন্য ডাকেন । তাই সেবা যারা করে তারাই বাবার হৃদয়ে বিরাজ করতে পারে । বাবার সম্পূর্ণ মনোযোগও সেবাপরায়ণ বাচ্চাদের প্রতিই যায় । কেউ কেউ তো সম্মুখে মুরলী শুনেও কিছুই বুঝতে পারে না । তাদের ধারণাই হয় না কারণ অর্ধেক কল্পের দেহ - বোধের রোগ অতি দৃঢ় । খুব অল্পই তা দূর করার জন্য খুব ভালোভাবে পুরুষার্ব করে । অনেকেই দেহী - অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম পর্যন্ত করে না । বাবা বোঝান -- বাচ্চারা, দেহী - অভিমানী হওয়ায় অনেক পরিশ্রম । কেউ যদি চাটু পাঠায়, তাও তা সম্পূর্ণ নয় । তবুও কিছু মনোযোগ তো থাকে । দেহী - অভিমানী হওয়ার প্রতি মনোযোগ খুব কমেরই থাকে । দেহী - অভিমানী খুবই শীতল হবে । তারা এতো বেশী কথা বলবে না । তাদের বাবার প্রতি এতো প্রেম থাকবে, যে একথা জিজ্ঞেসই কোরো না । আত্মার এতো খুশী হওয়া উচিত যে কখনো কোনো মানুষের তা হবে না । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের তো জ্ঞান থাকবেই না । জ্ঞান তো তোমাদের মতো বাচ্চাদেরই আছে, যাদের ভগবান পড়ান । ভগবান আমাদের পড়ান, এই নেশাও তোমাদের মধ্যে এক বা দুজনের থাকে । যারা স্মরণে থাকে, তাদের আচার আচরণ খুব সুন্দর রাজকীয় হবে । আমরা ভগবানের সন্তান, তাই এমন মহিমাও আছে -- অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপ - গোপিনীদের জিজ্ঞেস করো, যারা দেহী - অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করে । যারা স্মরণ করে না তাই শিববাবার হৃদয়েও বিরাজ করতে পারে না । শিববাবার হৃদয়ে বিরাজ করতে না পারলে দাদার হৃদয়েও বিরাজ করতে পারবে না । ওনার হৃদয়ে বিরাজ করলে অবশ্যই এনার হৃদয়েও বিরাজ করবে । বাবা প্রত্যেকের কথাই জানতে পারেন । বাচ্চারা নিজেরাও বুঝতে পারে যে, তারা কি সেবা করছে । এই সেবার শখ বাচ্চাদের মধ্যে অনেক থাকা চাই । কারোর আবার সেন্টার করার শখও থাকে । কারোর আবার চিত্র বানানোর শখ থাকে । বাবাও বলেন - আমার জ্ঞানী আত্মা বাচ্চা প্রিয়, যে বাবার স্মরণেও থাকে আবার সেবা করার জন্যও অস্থির হয় । কেউ তো আবার একদমই সেবা করে না, বাবার কথাও মানে না । বাবা তো জানেন যে - কাকে কোথায় সেবা করতে হবে, কিন্তু দেহ - অভিমানের কারণে নিজের মতে চলে তাই বাবার হৃদয়ে বিরাজ করতে পারে না । অজ্ঞান কালেও কোনো কোনো বাচ্চার খারাপ চলন হয়, তো তারাও বাবার হৃদয়ে বিরাজ করতে পারে না । তাদের কুপ্ত মনে করা হয় । সঙ্গদোষে তারা খারাপ হয়ে যায় । এখানেও যারা সেবা করে তারাই বাবার কাছে প্রিয় হয় । আর যারা সেবা করে না, তাদের বাবা ভালোই বাসেন না । মনে করা হয়, ভাগ্য অনুসারেই তারা পড়বে, তবুও ভালোবাসা কাদের উপর থাকবে ? এই তো নিয়ম, তাই না । ভালো বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে ডাকবে । বলবে, তোমরা খুবই সুখদায়ী, তোমরা পিতার স্নেহী । যারা বাবাকে স্মরণই করবে না তাদের পিতা স্নেহী বলাই হবে না । দাদা স্নেহী হতে হবে না, স্নেহী হতে হবে বাবার । যে বাবার স্নেহী হবে, তার

কথাবার্তা অনেক মধুর এবং সুন্দর থাকবে । মন এমন বলে -- যদিও সময় আছে, তবুও এই শরীরের উপর কোনো ভরসাই নেই । বসে বসেই দুর্ঘটনা হয়ে যায় । কারোর আবার হার্ট ফেলও হয়ে যায় । কারোর রোগ হয়ে যায়, হঠাৎ মৃত্যু এসে যায় তো, তাই এই স্বাস্থ্যের উপর কোনো ভরসা নেই । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও এখন হয়ে চলেছে । অসময়ে বৃষ্টি হলেও ক্ষতি হয়ে যায় । এই দুনিয়াই হলো দুঃখ দেওয়ার দুনিয়া । বাবাও এমন সময়ই আসেন যখন অনেক দুঃখ, এখানে রক্তের নদীও বইবে । এই চেষ্টা করা উচিত যে - আমরা পুরুষার্থ করে ২১ জন্মের জন্য কল্যাণ তো করে নিই । অনেকের মধ্যেই নিজের কল্যাণ করার ইচ্ছা দেখা যায় না ।

বাবা এখানে বসেও যখন মুরলী চালান তখনও বুদ্ধি সেবা পরায়ণ বাচ্চাদের প্রতিই থাকে । এখন শঙ্করাচার্যকে প্রদর্শনীতে ডাকা হয়েছে, এরা কোথায় না যায় । এরা অনেক অহংকারী তাই এদের সম্মানও করতে হয় । উপরে সিংহাসনে বসাতে হয় । এমন নয় যে, সাথে বসতে পারে । তা নয়, এদের অনেক সম্মান করা চাই । নির্মাণ হয়েছেই এরা রূপোর সিংহাসন ত্যাগ করতে পারবে । বাবাকে দেখো, কতো সাধারণ থাকেন । কেউই জানতে পারে না । বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও খুব সামান্যই জানে । বাবা কতো নিরহংকারী । এ তো বাবা আর বাচ্চাদের সম্বন্ধ, তাই না । লৌকিক বাবা যেমন বাচ্চাদের সাথে থাকে, তাদের নিজের হাতে থাওয়ায়, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা । সন্ন্যাসীরা কিন্তু বাবার এই প্রেম পান না । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, কল্পে - কল্পে আমরা বাবার ভালোবাসা পাই । বাবা তোমাদের ফুলে পরিণত করার জন্য অনেক পরিশ্রম করেন, কিন্তু এই নাটকের নিয়ম অনুসারে সবাই তো আর ফুলে পরিণত হয় না । আজ খুবই ভালো থাকে, কাল আবার বিকারী হয়ে যায় । বাবা বলবেন, ভাগ্যে না থাকলে আর কি করবে ? অনেকের চলনই খুব খারাপ হয়ে যায় । আঙ্গুর উল্লঙ্ঘন করে ফেলে । ঈশ্বরের মতে না চললে তাদের কি পরিণাম হবে ! উঁচুর থেকে উঁচু হলেন বাবা, আর তো কেউই নেই । এরপর যখন দেবতাদের চিত্র দেখবে, তখন দেখবে এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু । মানুষ কিন্তু এও জানে না যে, কে এঁদের এমন বানিয়েছেন । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বসে এই রচয়িতা এবং রচনার গুণ খুব ভালোভাবে বোঝান । তোমাদের তো তোমাদের নিজের শান্তিধাম এবং সুখধামই স্মরণে আসে । যারা সেবা করে, তাদের নামও স্মৃতিতে আসে । তাহলে অবশ্যই যারা আঙ্গুরাকারী বাচ্চা হবে, তাদের প্রতিই মন যাবে । এই অসীম জগতের বাবা একবারই আসেন । আর লৌকিক বাবা তো জন্ম - জন্মান্তর ধরেই মেলে । সত্যযুগেও লৌকিক বাবা মেলে, কিন্তু সেখানে এই বাবাকে পাওয়া যায় না । এখনকার পড়া দিয়েই তোমরা ওখানে পদ পাও । বাচ্চারা, তোমরা একথাও জানো যে, বাবার কাছে আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পাঠ গ্রহণ করছি । এই কথা বুদ্ধিতে স্মরণে থাকা চাই । এ খুবই সহজ । মনে করো, বাবা খেলছেন, কেউ যদি সেখানে অনায়াসে চলেও আসে, তখন বাবা চট করে সেখানেই তাকে গুণ দান করতে লেগে যাবেন । তোমরা অসীম জগতের পিতাকে জানো কি ? বাবা এসেছেন পুরানো দুনিয়াকে নতুন করার জন্য । তিনি রাজযোগ শেখান । এই ভারতবাসীদেরই তা শেখাতে হবে । এই ভারতই একদিন স্বর্গ ছিলো । যেখানে এই দেবী - দেবতাদের রাজ্য ছিলো । এখন তো তা নরক । এই নরক থেকে বাবাই আবার স্বর্গ বানাবেন । তোমরা এমন - এমন মুখ্য কথা মনে রেখে, যে কেউই আসুক না কেন, তাদের বসে বোঝাও । তাহলে কতো খুশী হয়ে যাবে । তোমরা কেবল বলো, বাবা এসেছেন । এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই, যার মহিমা গীতাতে করা হয়েছে । গীতার ভগবান এসছিলেন, তিনি গীতা শুনিয়েছিলেন । কিসের জন্য ? মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য । বাবা কেবল বলেন, আমাকে আর আমার অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো । এ হলো দুঃখধাম । এতটাও যদি বুদ্ধিতে স্মরণ থাকে তাহলেও খুশী থাকবে । আমি আত্মা বাবার সঙ্গে শান্তিধামে যাবো । তারপর ওখান থেকে প্রথম দিকে অভিনয় করতে আসবো সুখধামে । কলেজে যেমন পড়ে, তো মনে করে, আমরা এই এই পড়ি, তারপর এই হবো । ব্যারিস্টার হবো, বাপুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট হবো, এতো অর্থ উপার্জন করবো । খুশীর পারদ চড়ে থাকবে । বাচ্চারা, তোমাদেরও এমন খুশীতে থাকা চাই । আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে এমন অবিনাশী উত্তরাধিকার পাই, তারপর আমরা স্বর্গে নিজেদের মহল বানাবো । সারাদিন বুদ্ধিতে যদি এই চিন্তন থাকে, তাহলে খুশীতে থাকবে । নিজের এবং অন্যদেরও কল্যাণ করবে । যেই বাচ্চাদের কাছে গুণ ধন আছে, তাদের কর্তব্য হলো দান করা । যদি ধন থাকে অথচ দান না করে, তাদের অমানুষ বলা হয় । তাদের কাছে ধন থেকেও যেন নেই । ধন থাকলে অবশ্যই দান করো । খুব ভালো ভালো মহারথী বাচ্চা যারা আছে, তারা সর্বদা বাবার হৃদয়ে বিরাজ করেন । কারোর কারোর জন্য মনে হয় --এ হয়তো নেমেই যাবে । পরিস্থিতিই এমন হয় । দেহের অহংকার অত্যধিক । যে কোনো সময় বাবার হাত ছেড়ে দেবে আর নিজের ঘরে ফিরে এসে থাকবে । যদিও কেউ কেউ খুবই ভালোভাবে মুরলী পড়ে কিন্তু দেহের অহংকার অনেক, বাবা যদি অল্প সাবধানী দেয়, তখনই ভেঙ্গে পড়ে । না হলে এমন গায়ন আছে -- ভালোবাসো অথবা ত্যাগ করো -- এখানে বাবা যদি সঠিক কথাও বলেন, তাও রাগ হয়ে যায় । এমন - এমন বাচ্চাও আছে, কেউ কেউ তো অন্তরে অনেক ধন্যবাদ জানায়, আবার কেউ আবার জ্বলে মরে । মায়াতে দেহ - অহংকার অনেক । এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা মুরলী শোনেও না, আর কেউ কেউ তো মুরলী ছাড়া থাকতেও পারে না

। মুরলী না পড়লে সে তার নিজের জেদ, মনে করে, আমাদের মধ্যে তো জ্ঞান অনেক, অথচ কিছুই নেই।

তাই যেখানে শঙ্করাচার্য আদিরা প্রদর্শনীতে আসে, যেখানে ভালো সেবা হয়, সেই খবর সবাইকে পাঠানো উচিত তাহলে সবাই জানতে পারবে, কিভাবে সেবা হলো, তখন তারাও শিখতে পারবে। এমন সেবার জন্য যাদের খেয়াল হয়, বাবা তাদেরই সেবা পরায়ণ মনে করবেন। সেবাতে কখনোই পরিশ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এতে তো অনেকেরই কল্যাণ করতে হবে, তাই না। বাবার তো এই উদ্দেশ্যই আছে যে, সবাই যেন এই জ্ঞান পায়। বাচ্চাদেরও যেন উল্লসিত হয়। রোজই তিনি মুরলীতে বোঝাতে থাকেন যে, এই আত্মিক সেবা হলো মূখ্য। তোমাদের শুনতে হবে আর শোনাতে হবে। এই শখ থাকা চাই। ব্যাজ পড়ে রোজ মন্দিরে গিয়ে বোঝাও --এঁরা লক্ষ্মী - নারায়ণ কিভাবে হয়েছেন? তারপর কোথায় গেলেন, কিভাবে রাজ্য - ভাগ্য পেলেন? মন্দিরের দ্বারে গিয়ে বসো। যে কেউ এলেই বলো, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ কে, ভারতে কবে এনাদের রাজ্য ছিলো? হনুমান জী তো জুতোর উপর বসতেন, তাই না। তারও তো রহস্য আছে, তাই না। দয়া হয় এই সেবার যুক্তি বাবা অনেক কিছু বলে দেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুবই অল্পই মুশকিলের সঙ্গে আসে। সেবা তো অনেক আছে। তোমাদের অন্ধের লাঠি হতে হবে। যারা সেবা করে না, বুদ্ধি স্বচ্ছ হয় না, তাদের ধারণাও হয় না। তা না হলে সেবা খুবই সহজ। তোমরা এই জ্ঞান রঞ্জের দান করো। বিত্তবান কেউ এলে তোমরা বলো, আমরা আপনাদের এই উপহার দিচ্ছি। এর অর্থও আপনাদের বুঝিয়ে বলছি। এই ব্যাজের বাবার অনেক সম্মান। আর কারোরই এতো কদর নেই। এনার মধ্যে অনেক জ্ঞান ভরপুর রয়েছে কিন্তু কারোর ভাগ্যে না থাকলে বাবা আর কি করতে পারেন। বাবাকে আর এই পড়াকে ত্যাগ করা - এ হলো অনেক বড় অপঘাত। বাবার হয়ে তারপর তাঁকে ত্যাগ করা --এর মতো বড় পাপ আর কিছুই হয় না। এর মতো অকাল কুস্মাণ্ড আর কেউ হয় না। বাচ্চাদের তো শ্রীমতেই চলতে হবে, তাই না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা এই বিশ্বের মালিক হবো, এ কোনো কম কথাই নয়। এই কথা স্মরণ করবে তাহলে খুশীও থাকবে। আর স্মরণ না করলে পাপও ভস্ম হবে না। তোমরা যখন বাবার সন্তান হয়েছো তাহলে খুশীর পারদ চড়া উচিত কিন্তু মায়া এতে অনেক বিঘ্ন উৎপন্ন করে। যারা পাকাপোক্ত হয় নি তাদের ফেলে দেয়। যারা বাবার শ্রীমত শোনে না, তারা আর কি পদ প্রাপ্ত করবে? অল্প কথা শুনলে পদও ছোটো পাবে। ভালোভাবে শ্রীমতে চললে উঁচু পদ পাবে। এ এখন অসীম জগতের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এতে খরচ ইত্যাদির কোনো কথাই নেই। কুমারীরা আসে, তারা অনেককে টেনে এনে নিজের সমান বানায়, এতে কোনো ফি ইত্যাদির কথাই নেই। বাবা বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিই। আমি কিন্তু স্বর্গে আসিই না। শিববাবা তো দাতা, তাই না। তাঁকে খরচ কি দেবে। তিনি তো সবকিছুই তাঁকে দিয়ে দিয়েছেন, উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। প্রতিফলে দেখো, রাজস্ব তো পাও, তাই না। ইনি হলেন প্রথম উদাহরণ। সম্পূর্ণ বিশ্বে স্বর্গের স্থাপনা হয়। এক পয়সাও খরচ লাগে না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) পিতা স্নেহী হওয়ার জন্য খুবই সুখদায়ী হতে হবে। নিজের চালচলন এবং বাণী খুবই মধুর এবং রাজকীয় করতে হবে। সেবা পরায়ণ হতে হবে। নিরহংকারী হয়ে সেবা করতে হবে।

২) ঈশ্বরীয় পাঠ এবং বাবাকে ত্যাগ করে কখনোই অপঘাতী এবং মহাপাপী হবে না। মূখ্য হলো আত্মিক সেবা, এই সেবাতে কখনো পরিশ্রান্ত হবে না। জ্ঞান রঞ্জের দান করতে হবে, অমানুষ হবে না।

বরদান:- 'আমি' আর 'আমি'র ভাবকে' বলি দিয়ে সম্পূর্ণ মহাবলী ভব*

জাগতিক কোনো ব্যক্তি বা বৈভবের প্রতি আকর্ষণ -- এই হলো আমি'র ভাব। এই আমি'র ভাবকে, আর আমি করি, আমিই করেছি ---এই আমি'র ভাবকে সম্পূর্ণ সমর্পণকারীই অর্থাৎ বলি দেয় যে, সেই মহাবলী। যখন এই জাগতিক আমি'র ভাব সমর্পণ হবে, তখনই সম্পূর্ণ বা বাবার সমান হতে পারবে। আমি করছি, তা নয়। বাবা করছেন, বাবা চালাচ্ছেন। যে কোনো বিষয়ে 'আমি-র' পরিবর্তে সদা সাধারণ ভাষায়ও যেন 'বাবা' শব্দ আসে, 'আমি' শব্দ নয়।

স্লোগান:- সঙ্কল্পে এমন দৃঢ়তা ধারণ করো, যাতে চিন্তা করা আর কর্ম করা যেন সমান হয়ে যায়।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়াশোনা করতে হবে এবং করাতে হবে, সবাইকে শান্তিধাম ও সুখধামের পথ বলতে হবে"

প্রশ্ন:- যারা সতোপ্রধান পুরুষার্থী হয় তাদের লক্ষণ গুলি কি?

উত্তর:- তারা অন্যদেরও নিজের মতন তৈরি করবে। তারা অনেকের কল্যাণ করতে থাকবে। জ্ঞান ধন দ্বারা ঝুলি ভরে দান করবে। ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবে ও অন্যদের উত্তরাধিকার নিতে সাহায্য করবে।

গীত:- ওম্ নমো শিবায় ...

ওম্ শান্তি। ভক্তরা যাঁর মহিমা বর্ণন করে, তোমরা তাঁরই সম্মুখে বসে আছো, তাই কত খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। তাঁকে বলা হয় শিবায় নমঃ। তোমাদের তো নমঃ বলতে হবে না। পিতাকে সন্তানরা স্মরণ করে, নমঃ কখনও বলে না। ইনিও হলেন পিতা, এঁনার কাছে তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। তোমরা নমঃ করো না, স্মরণ করো। জীবের আত্মা স্মরণ করে। বাবা এই দেহ লোনে নিয়েছেন। তিনি আমাদের পথ বলে দিচ্ছেন - পিতার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার কিভাবে নিতে হয়। তোমরাও ভালো রীতি জানো। সত্যযুগ হল সুখধাম এবং যেখানে আত্মারা বাস করে সেই স্থানকে বলা হয় শান্তিধাম। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা হলাম শান্তিধামের নিবাসী। এই কলিযুগকে বলা হয় দুঃখধাম। তোমরা জানো আমরা আত্মারা এখন স্বর্গে যাওয়ার জন্য, মানুষ থেকে দেবতা হতে পড়াশোনা করছি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন দেবতা তাইনা। মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে নতুন দুনিয়ার জন্য। পিতার কাছে তোমরা পড়াশোনা করো। যত পড়া করবে, পড়াশোনায় কারো পুরুষার্থ হয় তীক্ষ্ণ, কারো ঢিলা। যারা সতোপ্রধান পুরুষার্থী হয় তারা অন্যদের নিজসম তৈরি করতে নশ্বর অনুসারে পুরুষার্থ করায়, অনেকের কল্যাণ করে। যতখানি ধন দ্বারা ঝুলি ভরে অন্যদের দান করবে ততই লাভ হবে। মানুষ দান করে, পর জন্মে তার অল্পকালের ফল প্রাপ্ত হয়। তাতে একটু সুখ বাকি তো দুঃখই দুঃখ থাকে। তোমাদের তো ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের সুখ প্রাপ্ত হয়। কোথায় স্বর্গের সুখ, কোথায় এই দুঃখ! অসীম জগতের পিতা দ্বারা তোমাদের স্বর্গের অসীম সুখ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান পুণ্য করে কিনা। সে হল ইনডাইরেক্ট। এখন তোমরা তো সামনে আছো তাইনা। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - ভক্তি মার্গে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান-পুণ্য করা হয় তো অন্য জন্মে প্রাপ্ত হয়। কেউ ভালো করলে ভালো ফল প্রাপ্ত করে, খারাপ কর্ম পাপ ইত্যাদি করলে তেমন ফল প্রাপ্ত হয়। এখানে কলিযুগে তো পাপ হতেই থাকে, পুণ্য তো হয় না। তাই অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়। এখন তো তোমরা ভবিষ্যতের সত্যযুগের ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হও। তার নাম হল সুখধাম। প্রদর্শনী তে তোমরা লিখতে পারো যে শান্তিধাম ও সুখধামের এই হল মার্গ, শান্তিধাম ও সুখধাম যাওয়ার সহজ মার্গ। এখন তো কলিযুগ কিনা। কলিযুগ থেকে সত্যযুগ, পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার সহজ রাস্তা, কোনও খরচ ছাড়া। তবে যদি মানুষ বুঝতে পারে তারা পাথর বুদ্ধি। বাবা খুব সহজ করে বোঝান। এর নাম-ই হল সহজ রাজযোগ, সহজ জ্ঞান।

বাবা বাচ্চাদের কত সেন্সিবল বানান। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন সেন্সিবল, তাইনা। যদিও কৃষ্ণের নামে কত কি লিখে দিয়েছে, সেসব হল মিথ্যা কলঙ্ক। কৃষ্ণ বলে, মা আমি মাখন থাইনি এবারে এর অর্থও বোঝে না। আমি মাখন থাইনি, তো কে খেয়েছে? বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানো হয়, বাচ্চারা মাখন খাবে বা দুধ খাবে! এইসব যে দেখানো হয়েছে কলস ভেঙেছে ইত্যাদি ইত্যাদি - এমন কোনও কথা নেই। তিনি তো হলেন স্বর্গের ফার্স্ট প্রিন্স। মহিমা তো একমাত্র শিবের ই করা হয়। দুনিয়ায় অন্য কারো মহিমা হয় না! এই সময় তো সবাই হল পতিত, কিন্তু ভক্তি মার্গেরও মহিমা আছে, ভক্ত মালাও গান করা হয়, তাইনা। নারীদের মধ্যে মীরার নাম আছে, পুরুষদের মধ্যে নারদের নাম হল মুখ্য। তোমরা জানো এক হল ভক্ত মালা, দ্বিতীয় হল জ্ঞানের মালা। ভক্ত মালা থেকে রুদ্র মালা হয়েছে তারপরে রুদ্র মালা থেকে বিষ্ণুর মালা তৈরি হয়। রুদ্র মালা হল সঙ্গম যুগের, এই রহস্য বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এই কথা তোমাদেরকে বাবা সামনে বসে বোঝান। সমানে যখন বসে তো তোমাদের শিহরণ অনুভব হওয়া উচিত। কি সৌভাগ্য - ১০০ শতাংশ দুর্ভাগ্যশালী থেকে আমরা সৌভাগ্য শালী হই। কুমারীরা কাম কাটারীর তলায় যায়নি। বাবা বলেন ওই হল কাম কাটারী। জ্ঞানকেও কাটারী বলা হয়। বাবা বলেছেন জ্ঞানের অস্ত্র শস্ত্র, তো তারা দেবীদের হাতে অস্ত্র শস্ত্র দিয়েছে। সেসব তো হল হিংসার সামগ্রী। মানুষের জানা নেই স্ব দর্শন চক্র মানে কি? শাস্ত্রে তো কৃষ্ণের হাতে স্ব দর্শন দিয়ে হিংসা দেখিয়েছে। বাস্তবে হল জ্ঞানের

কথা। তোমরা এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছ, তারা হিংসার কথা লিখে দিয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন স্ব অর্থাৎ চক্রের জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ। তোমাদেরকে বাবা বলেন - ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ, স্বদর্শন চক্রধারী। এইসবের অর্থও এখন তোমরা বুঝেছ। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের এবং সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান আছে। প্রথমে সত্যযুগে একটি সূর্যবংশী ধর্ম হয় তারপর হয় চন্দ্রবংশী। দুটিকে মিলিয়ে বলা হয় স্বর্গ। এইসব কথাও তোমাদের সকলের বুদ্ধিতে ক্রমানুসারে আছে। যেমন তোমাদেরকে বাবা পড়িয়েছেন, তোমরা পড়ে সাহসী হয়েছ। তোমাদের এখন অন্যদের কল্যাণ করতে হবে। স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। যত ক্ষণ ব্রহ্মা মুখ বংশী হবে না ততক্ষণ শিববাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে কীভাবে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ। অবিনাশী উত্তরাধিকার শিববাবার কাছে প্রাপ্ত করেছ। এই কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। পয়েন্ট নোট করা উচিত। এই হল সিঁড়ি ৮৪ জন্মের সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে নামা তো খুব সহজ। যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠো তখন কোমরে হাত রেখে কীভাবে ওঠো। কিন্তু লিফ্টও আছে। এখন বাবা এসেছেন তোমাদের লিফ্ট দিতে। সেকেন্ডে উত্তরণ কলা হয়ে যায়। এখন বাচ্চারা, তোমাদের খুশী অনুভব হওয়া উচিত যে, আমাদের হল এখন উত্তরণ কলা। মোস্ট বিলাভেড বাবাকে পেয়েছি। তাঁর মতন প্রিয় কিছুই নয়। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি যারা আছে সবাই এক প্রিয়তম কেই স্মরণ করে, সবাই তাঁর প্রেমই মগ্ন। কিন্তু তিনি কে, এই কথা কেউ বোঝেনা। শুধুমাত্র সর্বব্যাপী বলে দেয়।

তোমরা এখন জানো যে, শিববাবা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা পড়ান। শিববাবার তো নিজস্ব শরীর নেই। তিনি হলেন পরম আত্মা। পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। তাঁর নাম হল শিব। বাকি সব আত্মাদের নাম দেহের আধারে আলাদা আলাদা থাকে। একজন হলেন পরম আত্মা, তাঁর নাম শিব। মানুষ যদিও অনেক নাম রেখেছে। ভিন্ন ভিন্ন মন্দির তৈরি করেছে। এখন তোমরা অর্থ বুঝেছ। মুম্বাইতে বাবুরিনাথের মন্দির, এইসময় তোমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করেন। বিশ্বের মালিক করেন। অতএব প্রথম মুখ্য কথা হল যে আমরা আত্মা আমাদের পিতা হলেন একজন, তাঁর কাছেই ভারতবাসীরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। ভারতের এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন মালিক তাইনা। চীনের তো নয়, তাইনা। চীনের হলে চেহারা অন্যরকম হত। এরা হলেন ভারতের। প্রথমে গৌর বর্ণ পরে শ্যাম বর্ণ হয়। আত্মাতেই খাদ পড়ে, শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত এঁদের সম্পর্কেই দেওয়া হয়। ভ্রমরী, কীটকে নিজের মতন বানায়। সন্ন্যাসীরা কি পরিবর্তন করে ! শ্বেত বস্ত্রধারীকে গেরুয়া পরিণে মাথা মুন্ডন করায়। তোমরা তো এই জ্ঞান প্রাপ্ত কর। এমন লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন শোভা বৃদ্ধিকারী হও। এখন তো প্রকৃতিও হল তমোপ্রধান, অর্থাৎ এই পৃথিবীও হল তমোপ্রধান। ক্ষতিকর। আকাশে ঝড় ওঠে, কতখানি ক্ষতি হয়, উপদ্রব হতে থাকে। এখন এই দুনিয়ায় হল পরম দুঃখ। সেখানে পরম সুখ থাকবে। বাবা পরম দুঃখ থেকে পরম সুখে নিয়ে যান। এর বিনাশ হয় তারপরে সব সতোপ্রধান হয়ে যায়। এখন তোমরা পুরুষার্থ করে বাবার কাছে যত উত্তরাধিকার নেওয়ার আছে নিয়ে নাও। তা নাহলে পরে অনুশোচনা হবে। বাবা এসেছেন কিন্তু আমরা কিছুই নিলাম না। এই কথা লেখা আছে - দুনিয়ায় আগুন লাগে তখন কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙে। তখন হায় হায় করে মরে। হায় হায় হওয়ার পর জয়জয়কার হবে। কলিযুগে হায় হায় হয় তাইনা। একে অপরকে মারতে থাকে। অসংখ্য মারা যাবে। কলিযুগের পরে সত্যযুগ অবশ্যই হবে। মধ্যখানে হল সঙ্গম। একেই পুরুষোত্তম যুগ বলা হয়। বাবা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি ভালো ভাবে বলে দেন। শুধু বলেন আমাকে স্মরণ করো আর কিছু নয়। বাচ্চারা, এখন তোমাদের মাথা ইত্যাদি নোয়াতে হবে না। বাবাকে কেউ হাত জোড় করলে বাবা বলেন, আত্মারা না-ই তোমাদের হাত আছে, না-ই বাবার আছে, তাহলে হাত জোড় করছ কাকে। কলিযুগী ভক্তি মার্গের একটি চিহ্নও থাকা উচিত নয়। মানুষ সূর্যকেও হাত জোড় করে নমস্কার করবে, মহাত্মাদেরও করবে। তোমাদের হাত জোড় করতে হবে না, এই দেহটি হল আমার লোনে নেওয়া দেহ। কিন্তু কেউ হাত জোড় করে নমস্কার করলে রিটার্নে নমস্কার করতে হয়। তোমাদের তো এই কথা বুঝতে হবে যে আমরা হলাম আত্মা, আমাদের এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এখন ফিরে যেতে হবে। এই দেহের প্রতি ঘৃণা অনুভব হয়। এই পুরানো দেহ ত্যাগ করতে হবে। যেমন সাপের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। ভ্রমরীর এত বুদ্ধি আছে যে কীট কে ভ্রমরী বানিয়ে দেয়। তোমরা বাচ্চারাও, যারা বিষয় সাগরে ডুবে আছো, তাদের সেখান থেকে বের করে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাও। এখন বাবা বলেন - চলো শান্তিধাম। মানুষ শান্তির জন্য কত বুদ্ধি খাটায়। সন্ন্যাসীদের স্বর্গের জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয় না। যদিও, মুক্তি প্রাপ্ত হয়, দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তিধামে বসে যায়। যদিও আত্মা প্রথমে তো জীবনমুক্তি তে আসে। পরে জীবন বন্ধনে আসে। আত্মা সতো প্রধান থাকে পরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে। প্রথমে সুখ ভোগ তারপর নামতে নামতে তমোপ্রধান হয়েছে। এখন আবার সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা এসেছেন। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, সময় মানুষ শরীর ত্যাগ করে সেই সময় খুব কষ্ট ভোগ করে, কারণ দন্ড ভোগ করতে হয়। যেমন কাশী কালবট থায়। কারণ শুনেছে শিবের উপরে বলিদান করলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন বলি-তে মাথা দিয়েছ

তাইনা, তাই ভক্তি মার্গে সেই সব প্রচলিত আছে। তাই শিবের কাছে জীবন উৎসর্গ করে। এখন বাবা বোঝান ফিরে কেউ যেতে পারে না। হ্যাঁ, এইরূপ সমর্পিত হলে পাপ নষ্ট হয়, হিসেব নিকেশ নতুন করে শুরু হয়। তোমরা এই সৃষ্টি চক্রকে জেনেছ। এই সময় সবার হল অবরোহন কলা। বাবা বলেন আমি এসে সকলের সদগতি করি। সবাইকে ঘরে অর্থাৎ পরমধাম নিয়ে যাই। পতিতদের সঙ্গে নিয়ে যাব না তাই এখন পবিত্র হও তবেই তোমাদের জ্যোতি জাগ্রত হবে। বিবাহের সময় স্ত্রীর মাথায় জ্যোতি যুক্ত কলস রাখা হয়। এই প্রথা এখানে ভারতেই হয়। স্ত্রীর মাথায় কলসে জ্যোতি প্রজ্বলিত করা হয়, স্বামীর মাথায় রাখা হয় না, কারণ স্বামীকে ঈশ্বর বলা হয়। ঈশ্বর জ্যোতি জাগ্রত করবে কীভাবে। অতএব বাবা বোঝান আমার তো জ্যোতি জাগ্রত আছে। আমি তোমাদের জ্যোতি প্রজ্বলিত করি। বাবাকে দীপ শিখাও বলা হয়। ব্রহ্ম সমাজী জ্যোতিকে বিশ্বাস করে, সর্বদা জ্যোতি জাগ্রত থাকে, তাকেই স্মরণ করে, তাকেই ভগবান ভাবে। অন্যরা ভাবে ক্ষুদ্র জ্যোতি (আত্মা) বৃহৎ জ্যোতি তে (পরমাত্মায়) বিলীন হয়ে যায়। অনেক মতামত আছে। বাবা বলেন তোমাদের ধর্ম তো অপার সুখ প্রদান করে। তোমরা স্বর্গে অনেক সুখ দেখো। নতুন দুনিয়ায় তোমরা দেবতা হও। তোমাদের পড়াশোনা হল ভবিষ্যৎ নতুন দুনিয়ার জন্য, অন্য সব পড়াশোনা হল এখানকার জন্য। এখানে তোমাদের পড়া করে ভবিষ্যতে পদ প্রাপ্ত হবে। গীতায় যথাযথ ভাবে রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। পরে যুদ্ধ হয়, কিছুই থাকে না। পাণ্ডবদের সঙ্গে কুকুর দেখানো হয়েছে। এখন বাবা বলেন আমি তোমাদের ভগবান - ভগবতী বানাই। এখানে তো অনেক প্রকারের দুঃখ দেওয়ার মানুষ আছে। কাম কাটারী চালিয়ে কত দুঃখী করে। অতএব বাচ্চারা তোমাদের এই খুশী থাকা উচিত যে অসীমের পিতা জ্ঞানের সাগর আমাদের পড়াচ্ছেন। মোস্ট বিলাভেড প্রেমিক হলেন তিনি। আমরা প্রেমিকারা তাঁকে অর্ধকল্প স্মরণ করি। তোমরা স্মরণ করেছে, এখন বাবা বলেন আমি এসেছি, তোমরা আমার মাতনুযায়ী চলো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো আমি পিতা আমায় স্মরণ করো। অন্য কাউকে নয়। আমি ব্যতীত কারো স্মরণ দ্বারা তোমাদের পাপ বিনষ্ট হবে না। প্রতিটি কথায় সার্জনের পরামর্শ নিতে থাকো। বাবা পরামর্শ দেবেন - এমন এমন করে সম্বন্ধের হিসেব মেটাও। যদি পরামর্শ অনুযায়ী চলবে তো প্রতি পদক্ষেপে পল্ল প্রাপ্ত হবে। পরামর্শ নিলে দায় মুক্ত হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অসীম জগতের পিতার কাছে অসীম সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে ডাইরেক্ট ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান-পূণ্য করতে হবে। জ্ঞান ধন দ্বারা ঝুলি ভরপুর করে সবাইকে দান করতে হবে।

২) এই পুরুষোত্তম যুগে নিজেকে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে জীবনমুক্ত হতে হবে। ভ্রমরীর মতন ভুঁ-ভুঁ করে অর্থাৎ ঈশ্বরীয় জ্ঞান দান করে নিজ সম তৈরি করার সেবা করতে হবে।

বরদান:- সাধারণ কর্ম করেও উঁচু স্থিতিতে স্থিত থেকে সদা ডবল লাইট ভব*

ব্যাখা: যেমন বাবা সাধারণ দেহের আধার নেন, যেমন ভাবে তোমরা কথা বলো তেমনই বলেন, তেমন ভাবেই চলেন সুতরাং কর্ম যদিও সাধারণ করেন , কিন্তু স্থিতি উঁচু -ই থাকে। বাচ্চারা, ঠিক তেমনই তোমাদেরও স্থিতি সদা যেন উঁচু থাকে। ডবল লাইট হয়ে উঁচু স্থিতিতে স্থিত থেকে যে কোনও সাধারণ কর্ম করো। সদা যেন এই কথা স্মরণে থাকে যে অবতরণ হয়ে অবতার স্বরূপে শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে এসেছি। তাহলে সাধারণ কর্মও অলৌকিক কর্মে পরিণত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- আত্মিক দৃষ্টি-বৃত্তির অভ্যাসী আত্মারাই পবিত্রতাকে সহজে ধারণ করতে পারে ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - যে রকম তোমাদের (আত্মাদের) এই শরীর রূপী সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েছে, সেইরকম বাবাও এই দাদার সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়ে আছেন, তাঁর নিজের কোনো সিংহাসন নেই"

প্রশ্ন:- যে বাচ্চাদের মনে ঈশ্বরীয় সন্তানের স্মৃতি থাকে, তাদের লক্ষণ কেমন হবে?

উত্তর:- এক বাবার সাথে তাদের সত্যিকারের প্রীতি থাকবে। ঈশ্বরীয় সন্তান কখনও লড়াই ঝগড়া আদি করে না। তাদের মধ্যে কখনই কুদৃষ্টি থাকবে না। যখন থেকে তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী অর্থাৎ ভাই-বোন হয়েছো তখন থেকে এক-পরস্পরের প্রতি কুদৃষ্টি যেতেই পারে না।

গীত:- আকাশ সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে এই ধরিত্রীতে চলে এসো ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন জেনে গেছে যে, বাবা আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এখন এই দাদার শরীরকেই নিজের সিংহাসন বানিয়েছেন, সেই সিংহাসন ছেড়ে এখানে এসে বসে আছেন। এই আকাশ তব্ব তো হল জীবাত্মাদের সিংহাসন। আত্মাদের সিংহাসন হল সেই মহাতত্ত্ব, যেখানে তোমরা (আত্মারা) শরীর ছাড়া থাকো। যেসকল আকাশে তারা থাকে, সেই রকম তোমরা আত্মারাও অনেক ছোট ছোট হয়ে সেখানে থাকো। আত্মাকে দিব্যদৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না। বাচ্চারা তোমাদের এখনই এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, যেসকল তারা কত ছোট হয়, সেই রকম আত্মারাও বিন্দুর মত হয়। এখন বাবা তো সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছেন। বাবা বলেন যে, তোমরা আত্মারাও সিংহাসন ছেড়ে এখানে এই শরীরকে নিজের সিংহাসন বানিয়েছো। আমাকেও এখানে শরীরের অবশ্যই প্রয়োজন হয়। আমাকে আহ্বান করো পুরানো দুনিয়াতে। গায়ন আছে তাই না, দূরদেশের বসবাসকারী..। তোমরা আত্মারা যেখানে থাকো, সেটা হল তোমাদের আত্মাদের আর বাবার দেশ। পুনরায় তোমরা স্বর্গে গমন করো, যেটা বাবা স্থাপন করেন। বাবা নিজে সেই স্বর্গে আসেন না। তিনি নিজে তো বাণী থেকে দূরে বাণপ্রস্থে গিয়ে থাকেন। স্বর্গে তাঁর দরকার হয় না। তিনি তো সুখ দুঃখ থেকে পৃথক হয়ে থাকেন তাই না। তোমরা তো সুখ প্রাপ্ত করতে আসো, তাই দুঃখতেও তোমাদের আসতে হয়।

এখন তোমরা জেনেছ যে, আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমারী ব্রহ্মাকুমারী ভাই-বোন। এক পরস্পরের মধ্যে কুদৃষ্টির চিন্তাও যেন না আসে। এখানে তো তোমরা বাবার সম্মুখে বসে আছো, নিজেরা হলে ভাই বোন। পবিত্র থাকার যুক্তিও দেখো কিভাবে হয়। এই সমস্ত কথা কোন শাস্ত্রে নেই। সকলের বাবা হলেন এক, তাই সবাই বাচ্চা হয়ে গেছো তাইনা। বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়াও করা উচিত নয়। এই সময় তোমরা জানো যে, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, প্রথমে আসুরী সন্তান ছিলাম, এখন সঙ্গম যুগে ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি, পুনরায় সত্যযুগে দৈবী সন্তান হব। এই চক্রের বিষয়ে বাচ্চাদের জ্ঞান হয়েছে। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, তাই তোমাদের মধ্যে যেন কুদৃষ্টি না যায়। সত্যযুগে কুদৃষ্টি হয়না। কুদৃষ্টি রাবণ রাজ্যে হয়। বাচ্চারা তোমরা এক বাবাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করোনা। সবথেকে বেশি ভালোবাসা এক বাবার সাথেই হওয়া চাই। আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই। বাবা বলেন যে, বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে শিবালয় যেতে হবে। শিববাবা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। অর্ধেককল্প রাবণ রাজ্যে চলেছে, যার কারণে তোমরা দুর্গতি প্রাপ্ত করেছো। রাবণ কি, তাকে কেন পোড়ানো হয়, এটাও কেউ জানে না। শিববাবাকেও জানে না। যেসকল দেবীদেরকে সাজিয়ে পূজা করে আবার জলে ডুবিয়ে দেয়, শিববাবারও মাটির লিঙ্গ বানিয়ে পূজা আদি করে পুনরায় মাটিতে মিশিয়ে দেয়, সেইরকম রাবণকেও তৈরি করে আবার জ্বালিয়ে দেয়। কিছুই বোঝেনা। তারা বলে যে, এখন হলো রাবণ রাজ্য, রাম রাজ্য স্থাপন হওয়া দরকার। গান্ধীও রামরাজ্য চাইতেন, তাহলে এর অর্থ হল এটা রাবণ রাজ্য তাই না। যে বাচ্চারা এই রাবণ রাজ্যে কাম চিতায় বসে জ্বলে গেছে, বাবা এসে পুনরায় তাদের উপর জ্ঞানের বর্ষণ করেন, সবার কল্যাণ করেন। যেসকল শূকনো জমির উপর বৃষ্টিপাত হলে সেখানে ঘাস জন্মায়, সেইরকম তোমাদের উপরও জ্ঞানের বর্ষণ না হওয়ার কারণে তোমরা কাঙ্গাল হয়ে গিয়েছিলে, এখন পুনরায় জ্ঞানের বর্ষণ হচ্ছে, যার দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। যদিও বাচ্চারা তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, কিন্তু অন্তরে অনেক খুশি থাকা চাই। যেসকল কোনো গরীব বাবার সন্তান পড়াশোনা করে, তো পড়াশোনার দ্বারা ব্যারিস্টার আদি হয়ে যায়। সেও তখন বড় বড়দের ব্যক্তিদের সাথে ওঠা-বসা করে, খাওয়া-দাওয়া করে। ভীলনীর কথাও শাস্ত্রে আছে তাইনা।

বাচ্চারা, তোমরা জেনেছ যে, যে আত্মা শুরু থেকে অধিক ভক্তি করেছে, সেই এসে সব থেকে অধিক জ্ঞান গ্রহণ করবে।

শুরু থেকে সর্বাধিক ভক্তি আমি করেছি, তাই আমাকেই বাবা সর্বপ্রথমে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। এটা হল জ্ঞান যুক্ত যথার্থ কথা। কল্প-কল্প আমি পূজ্য ছিলাম, পুনরায় পূজারী হয়েছি। নিচে নেমে এসেছি। বাচ্চাদেরকেই সমস্ত জ্ঞান বোঝানো হয়। এই সময় এই সমগ্র দুনিয়া হল নাস্তিক, কারণ তারা বাবাকে জানেনা। নেতি নেতি বলে দেয়। পরবর্তীকালে এই সন্ন্যাসীরাও এসে আস্তিক অবশ্যই হবে। যদি কোন এক সন্ন্যাসী এসে যায় তো তাকে কি সবাই আর বিশ্বাস করবে! বলবে যে এর উপর বি কেরা জাদু করেছে। তাকে সরিয়ে তার শিষ্যকে সিংহাসনে বসাবে। এইরকম অনেক সন্ন্যাসী তোমাদের কাছে আসে, তারপর গুপ্ত হয়ে যায়। এটাই হলো সবথেকে বড় আশ্চর্যজনক ড্রামা। এখন বাচ্চারা তোমরা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব কিছু জেনে গেছে। তোমাদের মধ্যেও নস্বরের ক্রমানুসারে পুরুষার্থ করে ধারণ করছে। বাবার কাছে সমস্ত জ্ঞান আছে, তোমাদের কাছেও হওয়া চাই। দিন-প্রতিদিন কত সেন্টার খুলতে থাকে। বাচ্চাদের তো অনেক দয়াবান হতে হবে। বাবা বলেন যে, নিজের উপর দয়া করো। দয়াহীন হয়ে না। নিজের ওপর দয়া করতে হবে। কিভাবে? সেটাও বোঝানো হয়। বাবাকে স্মরণ করে পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। পুনরায় কখনো পতিত হওয়ার পুরুষার্থ করবেনা। দৃষ্টিকে সুন্দর বানাতে হবে। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ ঈশ্বরীয় সন্তান। ঈশ্বর আমাদেরকে দত্তক নিয়েছেন তাই না। এখন মনুষ্য থেকে দেবতা হতে হবে। প্রথমে সূক্ষ্মবতনবাসী ফরিস্তা হবে। এখন তোমরা ফরিস্তা হচ্ছে। সূক্ষ্মবতনের রহস্যও বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে। এটা হল টকি, সূক্ষ্মবতনে আছে মুন্ডি, মূলবতনে হলো সাইলেন্স। সূক্ষ্মবতন হলো ফরিস্তাদের। যেরকম ভূতকে ছায়াশরীর রূপে দেখানো হয়, আত্মা যখন শরীর ধারণ করে না, তখন সে দিকব্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাকেই ভূত বলা হয়। তাদেরকে এই চোখ দিয়েও দেখা যায়। এরা হলো সূক্ষ্মবতনবাসী ফরিস্তা। এই সমস্ত কথা অনেক বোঝার বিষয়। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূল বতন - তোমাদের কাছে এই তিন লোকের জ্ঞান আছে। চলতে-ফিরতে বুদ্ধিতে এই সমস্ত জ্ঞান মন্বন করতে হবে। আমরা হলাম প্রকৃতপক্ষে মূলবতনের বাসিন্দা। এখন আমরা সেখানে ফিরে যাব ভায়া সূক্ষ্মবতন। বাবা এই সময়ে সূক্ষ্মবতন রচনা করেন। প্রথমে সূক্ষ্ম তারপর স্থূল চাই। এখন এটা হল সঙ্গম যুগ। এটাকে ঈশ্বরীয় যুগ বলা হয়। আর সেটা হলো দৈবী যুগ। বাচ্চারা তোমাদের তো অনেক খুশিতে থাকা চাই। কুদৃষ্টি গেলে তো উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে না। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তাই না। পুনরায় ঘরে গিয়ে এটা যেন ভুলে যেওনা। তোমরা সঙ্গদোষে এসে ভুলে যাও। তোমরা হলে হংস ঈশ্বরীয় সন্তান আছে। তোমাদের কারোর প্রতি আন্তরিক স্নেহ যেন না যায়। যদি আন্তরিক স্নেহ চলে যায় তাহলে বলা হবে মোহের বাঁদরী।

তোমাদের ধান্দাই হল সবাইকে পবিত্র বানানো। তোমরা বিশ্বকে স্বর্গ তৈরি করছো। কোথায় সেই রাবণের বিকারী সন্তান, আর কোথায় তোমরা হলে ঈশ্বরের সন্তান। বাচ্চারা তোমাদের স্থিতি এক রস বানানোর জন্য সবকিছু দেখেও কিছু দেখা না, এই অভ্যাস করতে হবে। এতে বুদ্ধিকে এক রস রাখা হল সাহসিকতার পরিচয়। পারফেক্ট হওয়ার জন্য পরিশ্রম লাগে। সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য সময় চাই। যখন কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে, তখন এই দৃষ্টি আসবে, ততক্ষণ কিছু না কিছু আকর্ষণ তো করতেই থাকবে। তাই এর জন্য নিজের স্থিতিকে একদম উদ্ধর্মুখী করতে হবে। বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার করতে হবে। দেখেও যেন তোমরা কিছু দেখছো না, এই অভ্যাস যার হয়ে যাবে, সেই উঁচু পদ পাবে। এখন সেই অবস্থা খুব অল্প কয়েকজনেরই আছে। সন্ন্যাসীরা তো এই কথাটাকে বুঝতেই পারেনা। এখানে তো অনেক পরিশ্রমের বিষয় আছে। তোমরা জানো যে আমরাও এই পুরানো দুনিয়ার সন্ন্যাস করেছি। ব্যাস আমাদের তো এখন সুইট সাইলেন্স হোমে যেতে হবে। অন্য কারোর বুদ্ধিতে এসমস্ত কথা নেই যেটা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরাই জানো যে এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। শিব ভগবানুবাচ - তিনি হলেন পতিতপাবন, মুক্তিদাতা, পথপ্রদর্শক। কৃষ্ণকে পথপ্রদর্শক বলা যায়না। এই সময় তোমাদেরকেও সবাইকে রাস্তা বলে দেওয়া শিখতে হবে, এইজন্য তোমাদের নাম পান্ডব রাখা হয়েছে। তোমরা হলে পান্ডব সেনা। এখন তোমরা দেহী-অভিমানী হয়েছে। জেনেছ যে, এখন আমাদেরকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে, এই পুরানো শরীর ছেড়ে দিতে হবে। সাপের মত দৃষ্টান্ত, ভ্রমরীর মতো দৃষ্টান্ত - এইসব হল তোমাদের এই সময়কার উদাহরণ। তোমরা এখন বাস্তবিক পর্যায়ে আছো। তারা তো এই ধাক্কা করতে পারবে না। তোমরা জেনেছ যে, এটা হল কবরস্থান, এখন পুনরায় এটি পরিদের থাকার স্থান হচ্ছে।

তোমাদের প্রতিটি দিনই সৌভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হয়েছে। বাচ্চারা তোমরা সর্বদা সৌভাগ্যবান আছো। গুরুবারের দিন বাচ্চাদেরকে স্থূলে বসানো হয়। এই নিয়ম রীতি চলে আসছে। তোমাদেরকে এখন বৃক্ষপতি পড়াচ্ছেন। এই বৃহস্পতির দশা তোমাদের জন্ম-জন্মান্তর চলবে। এটা হল অসীম জগতের দশা। ভক্তি মার্গে লৌকিকের দশা দেখা যায়, এখন হল অসীম জগতের দশা। তাই সম্পূর্ণ রীতিতে পরিশ্রম করতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ কেবল একজন তো হবে না। তাঁদের তো দৈবী রাজবংশ হবে, তাইনা। অবশ্যই অনেক রাজবংশ হবে, তাই না। লক্ষ্মী-নারায়ণের সূর্যবংশী সাম্রাজ্য চলেছে, এই সমস্ত কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাচ্চারা তোমাদের এটাও সাক্ষাৎকার হয়েছে যে কিভাবে রাজতিলক দেওয়া হয়।

সূর্যবংশীরা পুনরায় চন্দ্রবংশীকে কিভাবে রাজ্য দেয়। মা-বাবা বাচ্চাদের পা ধুয়ে রাজতিলক দেন, রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন। এই সমস্ত সাফাংকার আদি সবই ড্রামাতে পূর্বনির্দিষ্ট আছে। এই সমস্ত বিষয়ে বাচ্চারা তোমরা মুর্ছিত হওয়ার দরকার নেই। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, স্বদর্শন চক্রধারী হও আর অপরকেও বানাও। তোমরা হলে ব্রহ্মামুখ বংশাবলী স্বদর্শন চক্রধারী সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে স্বদর্শন চক্র দ্বারা কত হিংসা দেখানো হয়েছে। এখন বাবা তোমাদেরকে সত্যিকারের গীতা শোনাচ্ছেন। এটা তো কণ্ঠস্থ করে নেওয়া উচিত। কত সহজ আছে। তোমাদের সমস্ত সম্পর্ক আছে গীতার সাথে। গীতাতে যেমন জ্ঞান আছে তেমনি যোগও আছে। তোমাদেরকেও একটিমাত্র বই বানাতে হবে। যোগ-এর বই আলাদা করে কেন বানানো চাই। কিন্তু আজকাল যোগের অনেক নামাচার আছে, এই জন্য নাম রেখে দেয় যাতে মানুষ এসে বুঝতে পারে। মুখ্য বিষয় তো এটাই বুঝতে হবে যে, যোগ এক বাবার সাথেই লাগাতে হবে। যে শুনবে সে এসে নিজের ধর্মে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের উপর নিজেকেই দয়া করতে হবে, নিজের দৃষ্টিকে অত্যন্ত পবিত্র বানাতে হবে। ভগবান মনুষ্য থেকে দেবতা বানানোর জন্য দওক নিয়েছেন, এইজন্য পতিত হওয়ার চিন্তাও যেন কখনো না আসে।

২) সম্পূর্ণ, কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করার জন্য সদা উর্ধ্বমুখী স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করতে হবে। এই দুনিয়াতে সব কিছু দেখেও দেখবে না। এই অভ্যাসের দ্বারা অবস্থাকে একরস বানাতে হবে।

বরদানঃ:- শ্রেষ্ঠ পালনের বিধি দ্বারা বৃদ্ধি করে সকলের অভিনন্দনের পাত্র ভব*

ব্যখ্যা :- সপ্তম যুগ অভিনন্দনের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করার যুগ। বাবার, পরিবারের অভিনন্দনের দ্বারাই বাচ্চারা তোমরা পালিত হচ্ছে। অভিনন্দনের খুশীতে নাচো, গাও, পালিত হও এবং উড়তে থাকো। এই পালনা হলো আশ্চর্যজনক। তাই বাচ্চারা, তোমরা বড় হৃদয় দিয়ে, দয়ার ভাবনা দিয়ে, দাতা হয়ে প্রতিটি সেকেন্ডে এক পরস্পরকে খুব ভালো.. খুব ভালো.. বলে অভিনন্দন দিতে থাকো। এটাই হল পালনার শ্রেষ্ঠ বিধি। এই বিধি দ্বারা সকলের পালনা করতে থাকো, তাহলে অভিনন্দনের পাত্র হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- নিজের স্বভাবকে সরল বানিয়ে নেওয়া, এটাই হল সমাধান স্বরূপ হওয়ার সহজ বিধি*

মাতেশ্বরীজির মধুর মহাবাক্য

অর্ধকল্পের জ্ঞান হলো ব্রহ্মার দিন আর অর্ধকল্পের ভক্তিমার্গ হলো ব্রহ্মার রাত

অর্ধকল্পের জ্ঞান হলো ব্রহ্মার দিন আর অর্ধকল্পের ভক্তিমার্গ হলো ব্রহ্মার রাত, এখন রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন আসতে চলেছে। এখন পরমাত্মা এসে অন্ধকারের অন্ত করে আলোর সূচনা করেন, জ্ঞানের দ্বারা আলোর প্রকাশ হয় আর ভক্তির দ্বারা অন্ধকার। গান করার সময় তো বলো যে, এই পাপের দুনিয়া থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো.. যেখানে চিত্ত শান্তি পাবে..... এটা হল অশান্তির দুনিয়া, এখানে শান্তি নেই। মুক্তিতে না আছে খুশি না আছে দুঃখ। সত্যযুগ আর ত্রেতা হল খুশির দুনিয়া, যে সুখধামকে সবাই স্মরণ করো। তাহলে এখন তোমরা সুখের দুনিয়ায় যাচ্ছো, সেখানে কোন অপবিত্র আত্মা যেতে পারবে না। তারা অন্ত সময়ে ধর্মরাজের কাছে শাস্তি ভোগ করে, বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, শুদ্ধ সংস্কার নিয়ে যাবে। কেননা সেখানে না অশুদ্ধ সংস্কার হয়, না আর কোন পাপ হয়। যখন আত্মা নিজের আসল বাবাকে ভুলে যায়, তো এই ভুল-ভুলাইয়ার অনাদি খেলা হার জিতের বানানো হয়েছে, এইজন্য নিজের এই সর্বশক্তিমান পরমাত্মার থেকে শক্তি গ্রহণ করে বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে, ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য নিয়ে নাও। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা — বাবা এখন তোমাদের পালন করছেন, শিক্ষা প্রদান করছেন, ঘরে বসেই তোমরা পরামর্শ পাচ্ছে, সুতরাং প্রতিটি পদক্ষেপে পরামর্শ গ্রহণ করো, তবেই উচ্চ পদ প্রাপ্তি হবে"

প্রশ্নঃ - — সাজা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোন্ পুরুষার্থ দীর্ঘ সময় ধরে করা উচিত ?

উত্তরঃ - — নষ্টমোহ হওয়ার পুরুষার্থ করা । কারো প্রতি যেন আসক্তি না থাকে। নিজের অন্তর্মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে — কারো প্রতি আমার মোহ নেই তো ? কোনও পুরানো সম্বন্ধ যেন অস্তিমে স্মরণ না আসে। যোগবল দ্বারা সব হিসেব নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে, তবেই সাজা ছাড়া উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে।

ওম্ শান্তি । এখন তোমরা কার সামনে বসে আছ ? বাপদাদার সামনে। যেমন বাবা বলা হয় তেমনি দাদাও বলতে হয়। বাবা এই দাদার দ্বারাই তোমাদের সামনে বসে আছেন। তোমরা বাইরে থাকলে সেখানেও বাবাকে স্মরণ করতে হয় । চিঠি লিখতে হয় । এখানে তোমরা সামনে আছ। কথাবার্তা বলো — কার সাথে ? বাপদাদার সাথে। ইনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর অথরিটি। ব্রহ্মা হলেন সাকার আর শিব নিরাকার। এখন তোমরা বুঝে উচ্চ থেকে উচ্চতর অথরিটি, বাবার কাছ থেকে কিভাবে প্রাপ্ত হয় ! অসীম জগতের পিতা যাঁকে পতিত-পাবন বলে আহ্বান করা হয়, তোমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি তাঁর সামনে বসে আছ। বাবা বাচ্চাদের পালন করছেন, শিক্ষা প্রদান করছেন। ঘরে বসেই বাচ্চারা বাবার পরামর্শ পেয়ে থাকে যে এইভাবে-এইভাবে চল। তোমরা বুঝে বাবার শ্রীমতে চললে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । বাচ্চারা জানে আমরা উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবার মত দ্বারা উচ্চ থেকে উচ্চতর পদ প্রাপ্ত করে থাকি । মনুষ্য সৃষ্টিতে উচ্চ থেকে উচ্চতর এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সিংহাসন যা অতীত হয়ে গেছে। মানুষ গিয়ে এই উচ্চ স্থানাধিকারীদের নমস্কার করে । প্রধান বিষয়ই হলো পবিত্রতার। মানুষ তো সেই মানুষই আছে । কিন্তু কোথায় সেই বিশ্বের মালিক, আর কোথায় এখনকার মানুষ! তোমাদের বুদ্ধিতে আছে — ভারত প্রকৃতপক্ষে ৫হাজার বছর পূর্বে এমনই ছিল, আর আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম। আর কারো বুদ্ধিতে এটা নেই। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) জানতেন না, সম্পূর্ণ ঘোর অন্ধকারে ছিলেন। এখন বাবা এসে বলেছেন ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, আর বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা কিভাবে হয় ? এ অতিব গুপ্ত রমণীয় বিষয় যা আর কেউ বুঝবে না । বাবা ছাড়া আর কেউ এই নলেজ দিতে পারে না। নিরাকার বাবা এসে পড়ান। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ নয়। বাবা বলেন আমি তোমাদের শিক্ষা প্রদান করে সুখী করে তুলি। তারপর আমি নির্বাণ ধামে চলে যাই। এখন তোমরা বাচ্চারা সতোপ্রধান হয়ে উঠেছ, এতে কোনো খরচ নেই। শুধুমাত্র নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বিনা কানাকড়ি খরচে ২১ জন্মের জন্য তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো। তোমাদের মধ্যেও কেউ-কেউ সামান্য পয়সা পাঠিয়ে দিয়ে থাকে, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে। কল্প প্রথমে যে যতটুকু দিয়েছিল ততটুকুই দেবে । না বেশি, না কম দেবে। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে সেইজন্য চিন্তা করার কোনও প্রশ্নই নেই। কোনও চিন্তা ছাড়াই আমরা আমাদের গুপ্ত রাজধানী স্থাপন করে চলেছি। এটাই বুদ্ধিতে সিমরন করতে হবে। বাচ্চারা তোমাদের অপার খুশিতে থাকা উচিত আর নষ্টমোহও হতে হবে। এখানে নষ্টমোহ হলে সত্যযুগেও মোহজীত রাজা-রানী হতে পারবে। তোমরা জান এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হবে, এখন ফিরে যেতে হবে তবে এর প্রতি আসক্তি কেন রাখবে। কেউ রোগগ্রস্ত হলে, ডাক্তার যখন আশা ছেড়ে দেয় তখন তার প্রতি আসক্তি আর থাকে না। জানে আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করবে। আত্মা তো অবিনাশী তাইনা। আত্মা চলে গেছে, শরীর শেষ হয়ে গেছে তারপর তাকে স্মরণ করে কি লাভ হবে! এখন বাবা বলছেন তোমরা নষ্টমোহ হও। নিজের অন্তর্মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে — আমার কারো প্রতি মোহ নেই তো ? তা না হলে অস্তিমে তার কথাই স্মরণে আসবে। নষ্টমোহা হলে এই পদ পাবে । স্বর্গে তো সবাই যাবে — এ এমন কিছু বড় বিষয় নয় । বড় বিষয় হলো সাজা না খেয়ে, উচ্চ পদ প্রাপ্ত করা । যোগবল দ্বারা হিসেব -নিকেশ মিটিয়ে দিলে সাজা খেতে হবে না। পুরনো সম্বন্ধও যেন স্মরণে না আসে। এখন আমাদের ব্রাহ্মণদের সাথে সম্পর্ক তারপর হবে দেবতাদের সাথে সম্পর্ক। এখনকার সম্পর্ক সবচেয়ে উচ্চ।

এখন তোমরা জ্ঞানের সাগর বাবার সন্তান হয়েছ । সম্পূর্ণ নলেজ বুদ্ধিতে আছে। প্রথমে তো জানতেই না এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘোরে ? এখন বাবা বুঝিয়েছেন। বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয় তবেই তো তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকে । বাবা দ্বারা স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া যায়। এনার এই রথ নিশ্চিত । ভারতেই ভাগীরথ গায়ন আছে। বাবা আসেনও ভারতেই। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন ৮৪ জন্মের সিঁড়ির জ্ঞান আছে। তোমরা জেনেছ এই ৮৪ চক্র

আমাদের ঘুরে আসতেই হবে। ৮৪ চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারনা। তোমরা জান এই সিঁড়ি অবতরণ করতে অনেক সময় লাগে, চড়তে (উত্তরণ, উঠতে) শুধুমাত্র এই অন্তিম জন্ম লাগে সেইজন্যই বলা হয় তোমরা ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী হয়ে ওঠো।

প্রথমে কি তোমরা জানতে যে আমরা ত্রিলোকীনাথ হতে যাচ্ছি ? এখন বাবাকে পেয়েছ, তিনি শিক্ষা প্রদান করছেন তবেই তোমরা বুঝতে পেরেছ। বাবার কাছে কেউ এলে বাবা জিজ্ঞাসা করেন — পূর্বে কখনও এই পোশাকে (শরীর রূপী বস্ত্র) এই বাড়িতে মিলিত হয়েছে ? তোমরা বল — বাবা, কল্পে-কল্পে মিলিত হয়েছে। সুতরাং বোঝা যায় ব্রহ্মাকুমারী সঠিক বুঝিয়েছে । এখন তোমরা বাচ্চারা স্বর্গের ঝাড় সামনে দেখতে পাচ্ছ । কাছেই তাইনা। মানুষ বাবাকে বলে থাকে — নাম-রূপ হীন, বাচ্চারা তবে কোথা থেকে আসবে ! ওরাও তবে নাম -রূপ থেকে আলাদা হয়ে যাবে! শব্দ যা বলে সম্পূর্ণ ভুল। যারা কল্প প্রথমে বুঝেছিল, তাদের বুদ্ধিতেই বসবে । প্রদর্শনীতে দেখো কত রকমের মানুষ আসে । কেউ তো কিছু শুনেই লিখে দেয় এসবই কল্পনা। তখন বোঝা যায় এ আমাদের কুলের (ঈশ্বরীয়) নয়। অনেক রকমের মানুষ আছে । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ঝাড়, ড্রামা, ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ ঢুকে গেছে। এখন শুধু পুরুষার্থ করতে হবে। সেটাও ড্রামানুসারে হয় এবং পূর্ব নির্ধারিত। এমনটা নয়, ড্রামায় পুরুষার্থ থাকলে হবে, এটা বলা ভুল। ড্রামাকে যে সম্পূর্ণ বোঝে না তাকে আস্তিক বলা হয়। বাবার প্রতি তার ভালোবাসা থাকে না। ড্রামার রহস্যকে উল্টো বোঝার কারণে অধঃপতন হয়, বোঝা যায় ভাগ্যে নেই। অনেক রকম বিঘ্ন আসবে। সেইসব বিঘ্নকে পরোয়া করা উচিত নয়। বাবা বলেন, ভালো কথা যে শোনায় সেটাই শোন । বাবাকে স্মরণ করলে অতিব খুশি থাকবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে এখন ৮৪ চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে, ফিরে যেতে হবে নিজের ঘরে। নিজের সাথে এমনই সব কথা বলা উচিত। পতিত অবস্থায় তো তোমরা যেতে পারবে না। প্রথমে নিশ্চয়ই সাজন থাকবে, পিছনে থাকবে বরযাত্রী। গাওয়াও হয়ে থাকে - "ভোলানাথের বরযাত্রী" । সবাইকে নম্বরানুসারে যেতে হবে, এতো আত্মাদের ঝাঁক নম্বরানুসারে কিভাবে যাবে ? মানুষ পৃথিবীতে কত জায়গা অধিগ্রহণ করে থাকে, কত ফার্নিচার, সম্পত্তি ইত্যাদি চায়। আত্মা তো বিন্দু । আত্মার কি চাই ? কিছুই না । আত্মা কত ছোট জায়গা নেয়। এই সাকারী বৃক্ষ আর নিরাকারী বৃক্ষের মধ্যে কত পার্থক্য। ওটা হলো বিন্দুদের বৃক্ষ । এইসব বিষয় বাবা সবই বুদ্ধিতে ঢুকিয়ে দেন । তোমরা ছাড়া এই বিষয় দুনিয়াতে আর কেউ শুনবে না। বাবা এখন নিজের ঘর আর রাজধানী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন । তোমরা বাচ্চারা রচয়িতাকে জেনে সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে পার। তোমরা হলে ত্রিকালদর্শী, আস্তিক। দুনিয়াতে কেউ আস্তিক নেই । ওটা হলো সীমিত জগতের পড়াশোনা, এ হলো অসীম জগতের ঈশ্বরীয় পড়াশোনা। ওখানে অনেক টিচার্স পড়ান, এখানে একজন টিচারই পড়ান, যা অতি চমকপ্রদ। ইনি বাবা, টিচার এবং গুরুও। এই টিচার সম্পূর্ণ বিশ্বের । কিন্তু সবাই তো পড়বে না। বাবাকে সবাই জেনে গেলে অধিকাংশ দৌড়াবে, বাপদাদাকে দেখার জন্য । গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার এডমে বাবা এসেছেন, সুতরাং দৌড়ে আসবে । বাবার প্রত্যক্ষতা তখনই হয় যখন লড়াই শুরু হয়, তারপর কেউ আসতেও পারেনা। তোমরা জান অনেক ধর্মের বিনাশ হবে। সর্বপ্রথম এক ভারতই ছিল আর কোন খন্ড ছিলনা । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন ভক্তি মার্গের বিষয়ও আছে। বুদ্ধি তো ভুলে যেতে পারে না। কিন্তু স্মরণ থাকলেও জ্ঞান আছে যে, ভক্তির পাট সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। এই দুনিয়ায় আর থাকব না। ঘরে যাওয়ার জন্য তো খুশি হওয়া উচিত তাইনা। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে, এখন তোমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা। তোমরা দুটো পয়সা এই রাজধানী স্থাপন করার কাজে লাগাচ্ছ, হবছ কল্প প্রথমের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী। তোমরাও হবছ কল্প প্রথমে যারা ছিলে । বাবাকেও তোমরা কল্প প্রথমের বলে থাক। আমরা কল্পে-কল্পে বাবার কাছে পড়াশোনা করি । শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। এসব বিষয় আর কারো বুদ্ধিতে ধারণ হবে না। তোমাদের খুশি এটাই যে আমরা শ্রীমত অনুসারে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। বাবা শুধু বলেন পবিত্র হও । তোমরা পবিত্র হলে সম্পূর্ণ দুনিয়া পবিত্র হবে। সবাই ফিরে যাবে । বাকি বিষয় নিয়ে আমরা কেন ভাবব । কিভাবে সাজা থাকে, কি হবে, এতে আমাদের কি যায় আসে । আমাদের শুধু নিজের ব্যাপারে ভাবতে হবে। অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে আমরা কেন যাব । আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের । বাস্তবে এর নাম ভারত কিন্তু হিন্দুস্তান নাম রাখা হয়েছে। হিন্দু কোনও ধর্ম নয়। আমরা লিখে থাকি আমরা দেবতা ধর্মের তবুও ওরা হিন্দু লেখে কেননা ওরা জানেই না দেবী-দেবতা ধর্ম কবে ছিল । কেউ জানে না। এখন অসংখ্য বি.কে সুতরাং এটাতো একটা পরিবার হয়ে গেছে তাইনা ! ঘর হয়ে গেছে না ! ব্রহ্মা তো হলেন প্রজাপিতা, সবার গ্রেট - গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। সর্বপ্রথম তোমরা ব্রাহ্মণ হও তারপর বর্ণ তে আসো ।

এটা তোমাদের কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটি এবং হাসপাতাল । গাওয়াও হয়ে থাকে - "জ্ঞান অঞ্জন দিয়েছেন সদ্ধর, হয় অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ..." । যোগবল দ্বারা তোমরা এভারহেল্ডী, এভারওয়েল্ডী (স্বাস্থ্য, সম্পদ) হও। নেচার - কিয়োর করায় না ! এখন তোমাদের আত্মা কিয়োর হলে শরীরও কিয়োর হয়ে যাবে। এ হলো স্পিরিচুয়াল নেচার-কিয়োর। হেল্খ,

ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্তি হবে। উপরে নাম লেখো রুহানী নেচার- কিয়োর। মানুষকে পবিত্র করে তোলার যুক্তি লিখলে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না।। আত্মা পতিত হয়ে গেছে তবেই তো আহ্বান করে থাকে তাইনা! আত্মা প্রথমে সত্যোপস্থান পবিত্র ছিল তারপর অপবিত্র হয়ে গেছে আবার পবিত্র কিভাবে হবে ?

ভগবানুবাচ — "মন্মনাভব", আমাকে স্মরণ করলে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। বাবা কত যুক্তি বলে দেন— এমন-এমন বোর্ড টাঙাও কিন্তু কেউ-ই এমন বোর্ড টাঙায় নি। চিত্রই মুখ্য হিসেবে ব্যবহার করেছে। ভিতরে যে কেউ আসুক না কেন তাকে বল তুমি আত্মা পরমধাম নিবাসী। এখানে এই শরীর ধারণ করেছে নিজ ভূমিকা পালন করার জন্য। এই শরীর তো বিনাশী তাইনা। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এখন তোমরা আত্মা অপবিত্র, পবিত্র হলে ঘরে যেতে পারবে। বোঝান তো অতি সহজ। যারা কল্প প্রথমে ছিল তারাই এসে ফুল তৈরি হবে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমরা তো সুন্দর কথা লেখ । ওদের গুরুরাও মন্ত্র দেয় তাইনা । বাবাও "মন্মনাভব" মন্ত্র দেন, তারপর রচয়িতা আর রচনার রহস্য বুঝিয়ে বলেন। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও শুধুমাত্র স্মরণ করো, অন্যকেও বাবার পরিচয় দাও, লাইট হাউস হয়ে ওঠো।

তোমরা বাচ্চাদের দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য গুপ্ত পরিশ্রম করতে হবে। যেমন বাবা জানেন আমি আত্মাদের পড়াছি, তেমনই বাচ্চারা তোমরাও আত্মা-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো । মুখে শিব-শিব বলার প্রয়োজন নেই। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে কেননা মাথার উপর অনেক পাপের বোঝা সঞ্চিত হয়ে আছে, স্মরণ দ্বারাই পবিত্র হতে পারবে। কল্প প্রথমে যে - যে যেমন অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তি করেছিল, তারাই নিজ নিজ সময়ানুসারে নেবে । পরিবর্তন কিছুই হবে না। প্রধান বিষয়ই হলো দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করা তবেই মায়ার থাপ্পড় খেতে হবে না। দেহ -অভিমান থাকলে কিছু না কিছু বিকর্ম হবেই তারপর শতগুণ পাপ হবে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে ৮৪ জন্ম অতিবাহিত হয়ে যায়। তারপর উত্তোরণের কলা একটা জন্মেই হয়। বাবা এসেছেন সুতরাং লিঙ্কও আবিষ্কার হয়েছে। প্রথমে তো কোমরে হাত রেখে সিঁড়ি চড়তে হতো । এখন সহজ লিঙ্ক হয়ে গেছে। এটাও লিঙ্ক যাতে চড়ে এক সেকেন্ডে মুক্তি আর জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। জীবন বন্ধনে আসতে ৫ হাজার বছর, ৮৪ জন্ম লেগে যায়। জীবনমুক্তিতে যেতে একটা জন্ম প্রয়োজন। কত সহজ । তোমাদের মধ্যেও যে পরে আসবে সেও দ্রুত উপরে উঠে যাবে। জানে যে হারিয়ে যাওয়া জিনিস বাবা দিতে এসেছেন । ওঁনার মতে অবশ্যই চলব । আত্মা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কোনও চিন্তা ছাড়াই নিজেদের গুপ্ত রাজধানী শ্রীমত অনুসারে স্থাপন করতে হবে। বিঘ্নকে পরোয়া করা উচিত নয়। বুদ্ধিতে যেন থাকে কল্প প্রথমে যারা সহযোগ দিয়েছিল, তারাই আবারও অবশ্যই সাহায্য করবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই।

২) সবসময় খুশিতে থাকা উচিত এই ভেবে যে, এখন আমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা, আমরা ঘরে ফিরতে চলেছি । আত্মা-অভিমানী হওয়ার জন্য অতিব গুপ্ত পুরুষার্থ করতে হবে। কোনও বিকর্ম করা উচিত নয়।

বরদান:- — স্নেহ আর সহযোগের বিধি দ্বারা যজ্ঞে সহযোগী হতে সমর্থ সহজযোগী আত্মা ভব*

বাপদাদা বাচ্চাদের স্নেহই পছন্দ করেন যে যজ্ঞে স্নেহী আর সহযোগী হয় সে সহজেই সহজযোগী হতে পারে । সহযোগ করাই সহজযোগ । স্নেহশীল বাবার অন্তরের স্নেহ আর সহযোগই প্রিয় । ছোট অন্তরের যারা তারা ছোট সৌদা (ব্যবসা, বাণিজ্য) করেই খুশি হয় আর বড়ো অন্তরের যারা, তারা আনলিমিটেড (বেহদ, অনন্ত) সওদা করে । ভ্যালু হয় স্নেহের, জিনিসের নয় সেইজন্যই সুদামার খুঁদকুড়োর দৃষ্টান্ত রয়েছে । যে যতই দিক না কেন, স্নেহ না থাকলে কিছুই জমা হয়না । স্নেহ দ্বারা সামান্য সঞ্চয় করলেও তা পদ্মগুণ হয়ে যায়।

স্লোগান:- সময় আর শক্তি যেন ব্যর্থ না যায়, সেইজন্য প্রথমে ভাবো তারপর কার্যে পরিণত করো ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই জ্ঞান তোমাদের শীতল করে, এই জ্ঞানের দ্বারা কাম-ক্রোধের অগ্নি নির্বাপন হয়ে যায়, ভক্তির দ্বারা এই অগ্নি নির্বাপন হয় না"

প্রশ্নঃ - স্মরণের ক্ষেত্রে মুখ্য পরিশ্রম কোনটি ?

উত্তরঃ - বাবার স্মরণে বসার সময় দেহও যেন স্মরণে না আসে। আত্ম-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, এটাই হলো পরিশ্রম। এতেই বিঘ্ন আসে, কারণ অর্ধ-কল্প দেহ-অভিমानी হয়ে রয়েছে। ভক্তি মানেই দেহের স্মরণ করা।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে স্মরণের জন্য একান্তে থাকা খুবই আবশ্যিক। তোমরা একান্তে বা শান্ত ভাবে যতোটা বাবার স্মরণে থাকতে পারবে, ভীড়ের মাঝে অতোটা থাকতে পারবে না। বাচ্চারা স্কুলে পড়লেও একান্তে বা নির্জনে গিয়ে স্টাডি করে। এই ক্ষেত্রেও তোমাদের একান্তে বা নির্জনে থাকা উচিত। ঘুরতে গেলেও সেখানে স্মরণের যাত্রা হলো মুখ্য। একদম প্রথম শত্রু হলো দেহ-অভিমান। বাবাকে স্মরণ করার পরিবর্তে দেহকে স্মরণ করে নেয়। একেই দেহ-সর্বস্ব অহংকার বলা হয়। যেখানে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বলা হয় আত্ম-অভিমानी হও, এতেই পরিশ্রম হয়। ভক্তি তো এখন চলে গেছে। ভক্তি হয়ই শরীরের সাথে। তীর্থ ইত্যাদিতে তো শরীরকে নিয়ে যেতে হয়। দর্শন করতে হবে, এটা করতে হবে। শরীরকে উপস্থিত থাকতে হয়। এখানে তোমাদের এইরকম চিন্তা করতে হয় যে আমি হলাম আত্মা, আমাকে পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ব্যাস, যতো স্মরণ করবে তো পাপ খন্ডন হবে। ভক্তি মার্গে তো কখনো পাপ খন্ডন হয় না। কেউ বুড়ো ইত্যাদি হলে তো মনের ভিতর এই ব্রান্ত ধারণা চলে যে- আমি ভক্তি না করলে তো লোকসান হবে, নাস্তিক হয়ে যাবো। ভক্তিতে যেন আগুণ লেগে থাকে আর জ্ঞানের মধ্যে আছে শীতলতা। এতে কাম-ক্রোধের আগুণ নিভে যায়। ভক্তি মার্গে মানুষ কতো ভাবনা রাখে, পরিশ্রম করে। মনে করো বদ্রীনাথে গেছে, মূর্তির সাক্ষাৎকার হলো, আবার কি ! দ্রুত ভাবনা তৈরী হয়ে যায়, আবার বদ্রীনাথ ব্যাভীত আর কারোর স্মরণ বুদ্ধিতে থাকে না। পূর্বে তো পায়ে হেঁটে যেতো। বাবা বলেন আমি অল্প সময়ের জন্য মনোস্কামনা পূর্ণ করে দিই অস্থায়ী ভাবে, সাক্ষাৎকার করিয়ে দিই। এছাড়া আমি তাদের সাথে মিলিত হই না। আমি ছাড়া কি আর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে! তোমাদের তো আমার থেকেই যে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না ! এরা তো সকলেই হলো দেহধারী। উত্তরাধিকার একই রচয়িতা বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়, এছাড়া যা কিছু জড় অথবা চৈতন্য আছে সবই হলো রচনা। রচনার থেকে কখনো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। পতিত-পাবন একমাত্র বাবা। কুমারীদের তো সঙ্গদোষ থেকে অনেক বাঁচতে হবে। বাবা বলেন এই পতিতপনা থেকে তোমরা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ পেয়ে থাকো। এখন হলো সব পতিত। তোমাদের এখন পবিত্র হতে হবে। নিরাকার বাবা এসেই তোমাদের পড়ান। এরকম কখনো মনে করো না যে ব্রহ্মা পড়ান। সকলের বুদ্ধি শিববাবার দিকে থাকা উচিত। শিববাবা ঐনার দ্বারা পড়ান। তোমাদের দাদীদেরও পড়ানোর জন্য হলেন শিববাবা। ওঁনাকে কি খাতির করবে! তোমরা শিববাবার জন্য আঙুর, আম নিয়ে আসো, শিববাবা বলেন- আমি তো হলাম অভোক্তা। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্যই সবকিছু। ভক্তিতে ভোগ নিবেদন করে আর ভাগ করে খায়। আমি কি আর খাই! বাবা বলেন আমি তো আসিই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের পড়াশুনা করিয়ে পবিত্র করতে। পবিত্র হয়ে তোমরা এতো উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। এইটি হলো আমার ধান্ধা। বলেই শিব ভগবানুবাচ। ব্রহ্মা ভগবানুবাচ তো বলে না। ব্রহ্মা বাচাও বলে না। যদিও ইনিই মুরলী চালান কিন্তু সর্বদা মনে রেখো যে শিববাবা মুরলী চালান। কোনো বাচ্চার তীর ভালো মতো লাগলে নিজেই এসে পরে। জ্ঞানের তীর গাওয়া হয় তীক্ষ্ণ। সায়েন্সের মধ্যেও কতো পাওয়ার। বস্তু ইত্যাদির কতো প্রাচুর্য্য থাকে। তোমরা কতো সাইলেন্সে থাকো। সাইন্সের উপর সাইলেন্স বিজয় প্রাপ্ত করে।

তোমরা এই সৃষ্টিকে পবিত্র করে তোলা। প্রথমে তো নিজেকে পবিত্র করে তুলতে হবে। ড্রামা অনুসারে পবিত্র তো হতেই হবে, সেইজন্য বিনাশও স্থির হয়ে আছে। ড্রামা কে বুঝে নিয়ে খুব উল্লাসে থাকতে হবে। এখন আমাদের শান্তিধামে যেতে হবে। বাবা বলেন ওইটি হলো তোমাদের গৃহ। গৃহ তো খুশীর সাথে ফিরে যাওয়া উচিত। এতে দেহী-অভিমानी হওয়ার জন্য খুবই পরিশ্রম করতে হবে। এই স্মরণের যাত্রার উপরই বাবা খুব জোর দেন, এতেই পরিশ্রম করতে হয়। বাবা জিজ্ঞাসা করেন চলতে ফিরতে স্মরণ করা সহজ না এক জায়গায় বসে স্মরণ করা সহজ ? ভক্তি মার্গেও কতো মালা আবর্তিত করে, রাম-রাম জপ করতে থাকে। লাভ তো কিছুই হয় না। বাচ্চারা, বাবা তো তোমাদের একদম সহজ যুক্তির

দ্বারা বলে দেন- ভোজন তৈরী করো, যা কিছুই করো, বাবাকে স্মরণ করো। ভক্তি মার্গে শ্রীনাথ দ্বারে ভোগ তৈরী করে, মুখে পিঁঠি বেঁধে নেয়। একটুও যেন আওয়াজ না হয়। সেটি হলো ভক্তি মার্গ। তোমাদের তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ওই লোকেরা এতো ভোগ দেয় আবার সেটা কি আর কেউ খায় ! পান্ডাদের কুটুম্ব থাকে, তারা খায়। এক্ষেত্রে তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদের পড়ান। ভক্তিতে কি আর এটা বোঝে যে শিববাবা আমাদের পড়ান ! যদিও বা শিবপুরাণ তৈরী করেছে কিন্তু ওতে শিব-পার্বতী, শিব-শঙ্কর সব মিলিয়ে দিয়েছে, সেটা পড়লে কোনো লাভ নেই। প্রত্যেকের নিজের শাস্ত্র পড়া উচিত। ভারতবাসীর হলো এক গীতা। খ্রীস্টানদের বাইবেল এক হলো। দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র হলো গীতা। ওতেই নলেজ আছে। নলেজই পড়া হয়। তোমাদের নলেজ পড়তে হবে। লড়াই ইত্যাদির কথা যেই বইতে আছে, ওই সবে তোমাদের কোনো কাজই নেই। আমরা হলাম যোগবলে স্বশক্ত, তবে আবার বাহুবলে যারা স্বশক্ত তাদের কাহিনী কেন শুনতে যাব! বাস্তবে তো তোমাদের কোনো লড়াই নেই। তোমরা যোগবলের দ্বারা ৫ বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। তোমাদের লড়াই হলো ৫ বিকারের সাথে। সেটা তো মানুষ, মানুষের সাথে লড়াই করে। তোমরা নিজেদের বিকারের সাথে লড়াই করো। এই কথা সন্ন্যাসী ইত্যাদি বোঝাতে পারে না। তোমাদের কোনো ড্রিল ইত্যাদিও শেখানো হয় না। তোমাদের ড্রিল হলোই এক। তোমাদের হলোই যোগবল। স্মরণের শক্তি দ্বারা ৫ বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। এই ৫ বিকার হলো শত্রু। ওর মধ্যেও নম্বর ওয়ান হলো দেহ-অভিমান। বাবা বলেন তোমরা যে হলে আত্মা। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা আসো, এসে গর্ভে প্রবেশ করো। আমি তো এই শরীরে (ব্রহ্মার দেহে) বিরাজমান হয়ে থাকি। আমি কি আর কোনো গর্ভে আসি ! সত্যযুগে তোমরা গর্ভমহলে থাকো। আবার রাবণ রাজ্যে গর্ভজেলে যাও। আমি তো প্রবেশ করি। একে দিব্য জন্ম বলা হয়। ড্রামা অনুসারে আমাকে ঐনার মধ্যে আসতে হয়। ঐনার নাম ব্রহ্মা রাখি, কারণ সে আমার হয়েছে। অ্যাডপ্ট হলে কতো ভালো-ভালো নাম রাখা হয়। তোমাদেরও খুব ভালো ভালো নাম রাখা হয়। লিস্ট খুব ওয়ান্ডারফুল এসেছিলো, সন্দেশী(সূক্ষ্মলোক ও মুক্তিধামের সংবাদ আনেন যাঁরা) দ্বারা। বাবার কি আর সকলের নাম স্মরণে আছে! নাম দিয়ে তো কোনো কাজ নেই। শরীরের প্রতি তো নাম রাখা হয়। এখন তো বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো। ব্যাস, তোমরা জানো যে, আমরা পূজ্য দেবতা হই আবার রাজস্ব করি। আবার ভক্তি মার্গে আমাদেরই চিত্র তৈরী হয়। আত্মাদেরও পূজা করা হয়। মাটির শালগ্রাম তৈরী করা হয় আবার রাত্রে ভেঙে ফেলা হয়। দেবীদেরও সাজিয়ে নিয়ে, পূজা করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। বাবা বলেন আমারই রূপ তৈরী করে, খাইয়ে, পান করিয়ে আমাকে বলে দেয় নুড়িতে পাথরে আছে। সবচেয়ে দুর্দশা তো আমার করে। তোমরা কতো গরীব হয়ে গেছো। গরীবই আবার উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। বিত্তশালীদের মুশকিল মনে হয়। বাবাও বিত্তশালীদের থেকে এতো নিয়ে কি করবেন! এখানে তো বাচ্চাদের ফোঁটায় - ফোঁটায় অট্টালিকা ইত্যাদি তৈরী হয়। বলে যে বাবা আমার একটা ইট লাগিয়ে দাও। মনে করে রিটার্নে আমাদের সোনা - রূপার মহল প্রাপ্ত হবে। সেখানে তো প্রচুর সোনা থাকে। সোনার ইট থাকবে তবে তো অট্টালিকা তৈরী হবে। তাই বাবা অনেক ভালোবেসে বলেন- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এখন আমাকে স্মরণ করো, এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে।

বাবা গরীব বাচ্চাদের বিত্তশালী হওয়ার যুক্তি বলে দেন- মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের কাছে যা কিছু আছে ট্রান্সফার করে দাও। এখানে কিছুটা থাকার নয়। এখানে যা ট্রান্সফার করবে সেই নূতন দুনিয়াতে তোমাদের তা শতোগুণে প্রাপ্ত হবে। বাবা কিছু চায় না। তিনি তো হলেন দাতা, এই যুক্তি বলা হয়ে থাকে। এখানে তো সর্বস্ব মাটিতে মিশে যাবে। কিছু ট্রান্সফার করে দিলে তো তোমাদের নূতন দুনিয়াতে প্রাপ্তি হবে। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ আসন্ন। এই সমস্ত কিছুই কাজে আসবে না। সেইজন্য বাবা বলেন, বাড়ীতে-বাড়ীতে ইউনিভার্সিটি কাম হসপিটাল খোলো, যাতে হেল্থ আর ওয়েল্থ প্রাপ্ত হবে। এটাই হলো মুখ্য। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস-১২-০৩-৬৮

এই সময় তোমরা অর্থাৎ গরীব মাতারা পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে নাও। যজ্ঞে সাহায্য ইত্যাদিও মাতা-রা অনেক করে, অনেক কম পুরুষই আছে যারা সাহায্যকারী হয়ে ওঠে। মাতা-দের উত্তরাধিকারী হওয়ার নেশা থাকে না। তারা বীজ বপন করে যেতে থাকে, নিজের জীবন তৈরী করতে থাকে। তোমাদের জ্ঞান হলো যথার্থ এছাড়া হলো ভক্তি। আত্মাদের পিতা এসেই জ্ঞান প্রদান করেন। বাবা কে জানলে বুঝলে বাবার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে। বাবা তোমাদের পুরুষার্থ করাতে থাকেন, বোঝাতে থাকেন। টাইম ওয়েস্ট করো না। বাবা জানেন যে কেউ হলো ভালো পুরুষার্থী, কেউ মিডিয়াম, কেউ থার্ড। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে, বাবা শীঘ্র বলে দেন- তুমি ফার্স্ট হও না সেকেন্ড

না থার্ড হও। কাউকে জ্ঞান না দিলে থার্ড ক্লাস নির্ধারিত হলে। প্রমাণ না দিলে তো বাবা অবশ্যই বলবেন যে না! ভগবান এসে যে জ্ঞান প্রদান করেন সেটা আবার প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এটা কারোরই জানা নেই। ডামার প্ল্যান অনুসারে এটা হলো ভক্তি মার্গ, এর দ্বারা কেউ আমাকে প্রাপ্ত করতে পারে না, সত্যযুগে কেউ যেতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো। পূর্ব কল্পে যে যেমন পুরুষার্থ করেছিলো, তেমনই করতে থাকবে। বাবা বুঝতে পারেন যে নিজের কল্যাণ কে করছে। বাবা তো বলেন যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের সামনে এসে বসো। বাবা আপনার শ্রীমতের উপর এই উত্তরাধিকার আমরা অবশ্যই প্রাপ্ত করবো। নিজের সমান তৈরী করার সার্ভিসের শখ অবশ্যই থাকা চাই। সেন্টারে যারা থাকে তাদেরও লিখি, এতো বছর পড়লে, কাউকে পড়াতে না পারলে তবে বাকি পড়ছে কেন! বাচ্চাদের তো উল্লিখিত করা উচিত যে না! বুদ্ধিতে সারাদিন সার্ভিসের ভাবনা চলতে থাকা উচিত।

তোমরা যে হলে বাণপ্রস্তু। বাণপ্রস্তুদেরও আশ্রম হয়। বাণপ্রস্তুদের কাছে যাওয়া উচিত, মৃত্যুর পূর্বে তাদেরকে তাদের লক্ষ্য তো বলে দাও। বাণীর ওপারে তোমাদের আত্মা যাবে কীভাবে! পতিত আত্মা তো যেতে পারবে না। ভগবানুবাচ - (মামেকম) এক মাত্র আমাকে স্মরণ করলে তোমরা বাণপ্রস্তু চলে যাবে। বেণারসেও প্রচুর সার্ভিস আছে। অনেক সাধুরা কাশীবাস করার জন্য সেখানে থাকে, সারাদিন বলতে থাকে শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা। তোমাদের মনের ভিতরে সর্বদা খুশীর করধ্বনী বাজা উচিত। স্টুডেন্ট যে না! সার্ভিসও করে, পড়াশুনাও করে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। আমরা এখন শিববাবার কাছে যাবো। এটা হলো মন্বনাভব। কিন্তু অনেকের স্মরণ থাকে না। পরনিন্দা পরচর্চা (ঝরমুই ঝগমুই) করতে থাকে। মুখ্য ব্যাপার হলো স্মরণের। স্মরণই খুশীতে নিয়ে আসে। সকলেই তো চায় যে বিশ্বে শান্তি থাকুক। বাবাও বলছেন ওদের বোঝাও যে বিশ্বে এখন শান্তি স্থাপন হচ্ছে, বাবা সেইজন্য লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রকে বেশী রকম গুরুত্ব দেন। বলো, এই দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে, যেখানে সুখ-শান্তি, পবিত্রতা সব ছিলো। সকলেই বলে বিশ্বে শান্তি থাকুক। প্রাইজও অনেকে পেতে থাকে। ওয়ার্ল্ডে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম যারা, তারা তো মালিক হবে। এদের রাজ্যে বিশ্বে শান্তি ছিলো। এক ভাষা, এক রাজ্য, এক ধর্ম ছিলো। এছাড়া সব আত্মারা নিরাকারী দুনিয়াতে ছিলো। এরকম দুনিয়া কে স্থাপন করেছিলো! পীস (শান্তি) কে স্থাপন করেছিলো! ফরেনার্সও বুঝবে এটা প্যারাডাইস(স্বর্গ) ছিলো, এদের রাজ্য ছিলো। ওয়ার্ল্ডে(বিশ্বে) পীস(শান্তি) তো এখন স্থাপন হচ্ছে। বাবা বুঝিয়েছিলেন যে, প্রভাতফেরীতেও এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র বের করো। যেন সকলের কানেই এই শব্দ ঢোকে যে এই রাজ্য স্থাপন হচ্ছে। নরকের বিনাশ সামনে আসন্ন। এটা তো জানে যে ডামা অনুসারে হয়তো দেবী আছে। বড়ো-বড়োদের ভাগ্যে এখন নেই। তবুও বাবা পুরুষার্থ করতে থাকেন। ডামা অনুসারে সার্ভিস চলছে। আচ্ছা! গুডনাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সঙ্গদোষের থেকে নিজেকে খুব বেশী করে সতর্ক রাখতে হবে। কখনো পতিতদের সংস্পর্শে যেতে নেই। সাইলেন্স বল দ্বারা সৃষ্টিকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে।

২) ডামাকে ভালো ভাবে বুঝে নিয়ে উৎফুল্ল থাকতে হবে। নিজের সব কিছু নূতন দুনিয়ার জন্যে ট্রান্সফার করতে হবে।

বরদান:- আধ্যাত্মিকতার প্রভাব দ্বারা ফরিস্তা সুলভ মেকাপ করে সকলের স্নেহী ভব*

যে বাচ্চারা সর্বদা বাবার সঙ্গে থাকে, তাদের সঙ্গে রঙ এমন লাগে যে, প্রত্যেকের চেহারার উপর আধ্যাত্মিকতার প্রভাব দেখা যায়। যে আধ্যাত্মিকতায় থাকার ফলে ফরিস্তা সুলভ মেকাপ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হয়ে যায়। যেমন মেকাপ করার পরে যে যেমনই হোক না কেন, সে কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে যায়, মেকাপ করলে সুন্দর লাগে। এখানেও ফরিস্তা সুলভ মেকাপের দ্বারা বলমল করবে। আর এই আত্মিক মেকাপ সকলের কাছে স্নেহশীল করে তুলবে।

স্লোগান:- ব্রহ্মচর্য, যোগ তথা দিব্যগুণের ধারণাই হলো বাস্তবিক পুরুষার্থ।*

রাইট হ্যান্ড কীভাবে হওয়া যায়

আজ বাপদাদা তাঁর অনেক বাহু দেখছেন। ১) বাহু সকল সদা প্রত্যক্ষ কর্ম করার আধার। প্রত্যেক আত্মা আপন বাহু দ্বারাই কর্ম করে। ২) বাহুকে সহযোগের লক্ষণও বলা হয়ে থাকে। সহযোগী আত্মাকে রাইট হ্যান্ড বলা হয়। ৩) বাহুসকলকে শক্তি রূপেও দেখানো হয়ে থাকে, এইজন্যই লোকে বাহুবলের কথা বলে। বাহুগণের আরও বিশেষত্ব আছে। ৪) বাহু অর্থাৎ হাত স্নেহের লক্ষণ, সেইজন্য মানুষ যখন স্নেহে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয় তারা নিজেদের মধ্যে কর্মমর্দন করে। বাহুগণের প্রথম বিশেষ স্বরূপ তোমাদের বলা হয়েছিল - অর্থাৎ তারা তোমাদের সঙ্কল্প কর্মে প্রত্যক্ষ করায়। তোমরা সবাই বাবার ভূজ। তাহলে, এই চার বিশেষত্ব নিজেদের মধ্যে দেখতে পাও তোমরা? নিজেরা নিজেদের জানতে পার যে তুমি কোন ধরনের ভূজ? ভূজ তো তোমরা সকলেই, কিন্তু রাইট নাকি লেফ্ট সেটা এই বিশেষত্ব দ্বারা চেক কর।

প্রথম বিষয়, বাবার প্রত্যেক সঙ্কল্প, বোল, কর্মে অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যক্ষ জীবনে কতটা যুক্ত করেছ? কর্ম এমনই ব্যাপার যা সবাই খুব সহজে দেখতে পারে। কর্ম সবাই দেখতে পায় এবং সহজে জানতেও পারে অথবা কর্ম দ্বারা অনুভব করতে পারে, সেইজন্য সব লোকেও এটাই বলে, 'মুখে তো সবাই বলে কিন্তু করে দেখাও।' প্রত্যক্ষ কর্মে দেখলে তবেই মানবে যে এরা যা বলে তা সত্য। সুতরাং কর্মই, সঙ্কল্পের সাথে বোলকেও প্রত্যক্ষ উদাহরণ স্বরূপ স্পষ্ট করে। এইরকম রাইট হ্যান্ড বা রাইট বাহু প্রতিটা কর্ম দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করছে? রাইট হ্যান্ডের বিশেষত্ব - তার দ্বারা সদা শুভ এবং শ্রেষ্ঠ কর্ম হয়। রাইট হ্যান্ডের কর্মগতি লেফ্ট হ্যান্ড থেকে তীব্র হয়। সুতরাং এইভাবে চেক কর, সদা শুভ এবং শ্রেষ্ঠ কর্ম তোমরা তীব্রগতিতে করছ কিনা! তোমরা কি শ্রেষ্ঠ কর্মধারী রাইট হ্যান্ড? যদি তোমাদের এই বিশেষত্ব না থাকে তাহলে আপনা থেকেই তোমরা লেফ্ট হ্যান্ড হয়ে গেছ, কারণ সর্বোচ্চ কর্মই সর্বোচ্চ বাবাকে প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত হবে। হয় অধ্যাত্ম দৃষ্টি দ্বারা অথবা তোমাদের মুখমন্ডল দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করাও। এটাও তো কর্মই। তাহলে, তোমরা কি এইরকম শ্রেষ্ঠ কর্মধারী হয়েছ?

দ্বিতীয় বিষয়, একইভাবে, ভূজ অর্থাৎ সহযোগের লক্ষণ। সুতরাং চেক কর, প্রতিটা মুহূর্তে আমি কি বাবার কর্তব্যে সহযোগী? সবসময় কি তন, মন, ধন দ্বারা আমি সহযোগী? নাকি কখনো কখনো সহযোগী? জাগতিক কার্যেও, কেউ কেউ ফুল টাইম কার্যে ব্যাপৃত থাকে এবং কেউ কেউ আংশিক সময়ের কর্মী; সেখানেই তারতম্য! সুতরাং যারা শুধুমাত্র কখনো কখনো সহযোগী হয় তাদের প্রাপ্তি আর সদাসর্বদার সহযোগীর প্রাপ্তিতে প্রভেদ হয়েই যায়। কেউ কেউ আছে, যখন তাদের সময় থাকে, যখন তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগে অথবা যখন তারা মুড়ে থাকে তখন সহযোগী হবে। নয়তো, তারা সহযোগী হওয়ার পরিবর্তে বিয়োগী হয়ে যাবে। অতএব, চেক কর তিন ভাবেই অর্থাৎ তন, মন, ধন সবরকমভাবে আমি কি সহযোগী হয়েছি নাকি অর্ধ-সহযোগী হয়েছি? দেহ আর দেহের সম্বন্ধে তন, মন, ধন অধিক নিযুক্ত কর নাকি বাবার শ্রেষ্ঠ কাজে? ঠিক যেমন দেহ-সম্বন্ধের প্রবৃত্তি আছে, তেমনই তোমার নিজ দেহের প্রবৃত্তিও সুবৃহৎ। কোন কোন বাচ্চা সম্বন্ধের প্রবৃত্তির উর্ধ্বে উঠে গেছে, কিন্তু সময়, সঙ্কল্প, ধন ঈশ্বরীয় কার্য থেকে দেহের প্রবৃত্তিতে অধিক প্রয়োগ করে। তোমাদের নিজেদের দেহ প্রবৃত্তির গৃহস্থ জীবনও বড় জাল। এই জালের উর্ধ্বে থাকাই রাইট হ্যান্ড হিসেবে পরিচিত হবে। শুধু ব্রাহ্মণ হওয়া, ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী বলার অধিকারী হওয়া, একে সদাসর্বদার সহযোগী বলা যাবে না। যাই হোক, সহযোগী হওয়া উভয় প্রবৃত্তির উর্ধ্বে হওয়া অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বাবার কার্যে প্রিয় হওয়া। দেহের প্রবৃত্তির পরিভাষা সুদূর বিস্তৃত। এই বিষয়ে বাবা আবার কখনো পরিস্ফুট করবেন। যেমনই হোক, নিজেকে চেক কর তোমরা কতটা সহযোগী হয়েছ!

তৃতীয় বিষয়, ভূজ স্নেহের লক্ষণ। স্নেহ অর্থাৎ মিলন। ঠিক যেমন দেহধারী আত্মাদের মিলন হাতে হাত ধরে হয়, সেইরকমই যারা রাইট হ্যান্ড বা রাইট বাহু, তাদের লক্ষণ - সঙ্কল্পে মিলন, বোলে মিলন এবং সংস্কারে মিলন হবে। যা বাবার সঙ্কল্প সেটা রাইট হ্যান্ডের সঙ্কল্প হবে। বাবার ব্যর্থ সঙ্কল্প হয় না। সদা শক্তিশালী সঙ্কল্প - এটাই লক্ষণ। বাবার বোল সদা সুখদায়ী, সমস্ত বোলই হয় সদা মধুর, সদা মহাবাক্য, সাধারণ হয় না। সেই বোলে সদা অব্যক্ত ভাব থাকে, আত্মিক ভাব থাকে। ব্যক্ত ভাবের বোল হয় না। একেই বলে স্নেহ অর্থাৎ মিলন। সেইরকমই সংস্কারের মিলন হয়। যা বাবার সংস্কার, তা সদা উদারচিত্ত, কল্যাণকারী, নিঃস্বার্থের হয়। কার্যতঃ, এর বিস্তার অনেক। সার রূপে যা বাবার সংস্কার তা

রাইট হ্যান্ডের সংস্কার হবে। এইভাবে সমান হওয়া অর্থাৎ স্নেহী হওয়া। অতএব, নিজেদের চেক কর, আমি কতটা এইরকম হয়েছি!

চতুর্থ বিষয় - ভূজ অর্থাৎ শক্তি। সুতরাং এটাও চেক কর কতটা শক্তিশালী হয়েছ। তোমাদের সঙ্কল্প, দৃষ্টি, বৃত্তি কতটা শক্তিশালী হয়েছে! শক্তিশালী সঙ্কল্প, দৃষ্টি বা বৃত্তির লক্ষণ - এইসব শক্তিশালী হওয়ার কারণে যে কোনও কাউকে পরিবর্তন করতে সমর্থ হবে। সঙ্কল্প দ্বারা তারা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির রচনা করবে। বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডল পরিবর্তন করবে। তারা দৃষ্টি দ্বারা অশরীরী আত্মা স্বরূপের অনুভব করাবে। তাহলে কি এমনই শক্তিশালী বাহু তোমরা? নাকি তোমরা দুর্বল? যদি কোনরকম দুর্বলতা থাকে তবে তোমরা লেস্ট। এখন বুঝেছ রাইট হ্যান্ড কাকে বলা হবে? বাহু তোমরা সকলেই, কিন্তু কোন বাহু তোমরা? এই বিশেষত্ব দ্বারা নিজেকে জানো। যদি কেউ তোমাকে বলে যে তুমি রাইট হ্যান্ড নও, তাহলে তোমরা সেটা প্রমাণও করবে আর জিদও করবে, কিন্তু তোমরা 'যেমন যেমন' সেইভাবে নিজেরা নিজেদেরকে জানো কারণ এখনও অল্প সময় রয়েছে নিজেকে পরিবর্তন করার। অবহেলা করে ভেবোনা যে 'আমি ঠিকই আছি।' তোমার বিবেক দংশনও হয়, কিন্তু অভিমান বা অমনোযোগ তোমাদের পরিবর্তন করিয়ে অগ্রচালিত করে না। সেইজন্য এর থেকে মুক্ত হও। যথার্থ রীতিতে নিজেকে চেক কর। এর মধ্যেই স্ব-কল্যাণ মিশে আছে। বুঝেছ তোমরা! আচ্ছা!

যারা সদা স্ব-পরিবর্তন ঘটায় এবং স্ব-চিন্তন বজায় রাখে, যারা সদা নিজের মধ্যে সব বিশেষত্ব চেক করে সম্পন্ন হয়, সদা উভয় প্রবৃত্তি থেকে স্বাভাব্য বজায় রেখে বাবা এবং বাবার কার্যে প্রিয় হয়ে ওঠে, অভিমান এবং অমনোযোগ থেকে সদা মুক্ত থাকে, এইরকম তীর পুরুষাংশী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে :-

১) সদা নিজেদের স্ব-দর্শন চক্রধারী অনুভব কর? স্বদর্শন চক্র অনেক রকম মায়াচক্রের অবসান ঘটায়। মায়ার চক্র অনেক রকম আর বাবা সেই চক্র থেকে অব্যাহতি দিয়ে তোমাদের বিজয়ী বানান। স্বদর্শন চক্রের সামনে মায়া থাকতে পারে না। এইরকম অনুভাবী হয়েছ? বাপদাদা প্রতিদিন এই টাইটেল দ্বারা স্মরণ-স্নেহ দেন। এই স্মৃতিতে সদা শক্তিশালী থাক। সদা স্ব-এর দর্শন বজায় রাখ, তাহলে শক্তিশালী হয়ে যাবে। কল্প-কল্পের শ্রেষ্ঠ আত্মা ছিলে তোমরা এবং এই স্মৃতি বজায় থাকলে মায়াজিত তোমরা তো হয়েই আছ। জ্ঞান সদা স্মৃতিতে রেখে, তার খুশি বজায় রাখ। খুশি অনেক রকম দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। দুনিয়া দুঃখধাম, সেখানে সবাই তোমরা সঙ্গমযুগী হয়ে গেছ। এটাও ভাগ্য।

২) সদা পবিত্রতার শক্তি দ্বারা নিজেকে পবিত্র বানিয়ে অন্যদের পবিত্র হতে তোমরা প্রেরণা দাও, তাই না! গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র আত্মা হওয়ার বিশেষত্ব দুনিয়ার সামনে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। এমন বাহাদুর হয়েছ তোমরা! পবিত্র আত্মা হওয়ার স্মৃতির সাথে নিজেও পরিপক্ব হও আর এই প্রত্যক্ষ উদাহরণ দুনিয়াতেও অবিরত দেখিয়ে চলো। তুমি কোন আত্মা? অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানোর নিমিত্ত, যারা পবিত্রতার শক্তি ছড়িয়ে দেয়, আমি সেই আত্মা। এটা সদা স্মৃতিতে রাখ।

৩) কুমার! সদা নিজেদের মায়াজিত কুমার মনে কর? মায়ার দ্বারা পরাজিত তোমরা নও, বরং সদা মায়াকে পরাজয় স্বীকার করাও। তোমরা এইরকম শক্তিশালী বাহাদুর, তাই না! যে বাহাদুর হয় মায়া স্বয়ং তাদের ভয় পায়। বাহাদুরের সামনে কখনোই মায়ার সাহস থাকে না। যখন কোনও রকম দুর্বলতা দেখে, তখন মায়া আসে। বাহাদুর অর্থাৎ সদা মায়াজিত। মায়া আসতে পারে না, তোমরা এই রকম চ্যালেঞ্জ প্রকাশ কর, তাই না? তোমরা তো সবাই অগ্রচালিত হও, নয় কি! সবাই নিজেকে সেবার নিমিত্ত অর্থাৎ সদা বিশ্ব কল্যাণকারী মনে করে তোমরা সমুখগামী! বিশ্ব কল্যাণকারী অসীম জগতে থাকে, সীমিত পরিসরে আসে না। সীমিত পরিসরে আসা অর্থাৎ প্রকৃত সেবাধারী না হওয়া। অসীম জগতে থাকা অর্থাৎ যেমন বাবা তেমন বাচ্চা। তোমরা শ্রেষ্ঠ কুমার, বাবাকে ফলো করছ, এই স্মৃতি সদা বজায় রাখ। যেমন বাবা সম্পন্ন এবং অসীম, সেইরকমই *বাবা সমান সম্পন্ন সর্ব খাজানায় পরিপূর্ণ আত্মা আমি* - এই স্মৃতি দ্বারা ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যাবে আর তোমরা শক্তিশালী হয়ে যাবে। আচ্ছা!

অব্যক্ত মুরলী থেকে বাছাই করা প্রশ্নোত্তর

*প্রশ্ন:- বিশেষ কোন্ গুণ সম্পূর্ণ স্থিতিকে প্রত্যক্ষ করায়? যখন আত্মা তার সম্পূর্ণ স্টেজে পৌঁছায়, তখন তার

প্র্যাকটিক্যাল কর্মে কীভাবে তা গায়ন হয় ?*

উত্তর:- মনের সমতা । নিন্দা-স্তুতি, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ সবকিছুতে সমতা থাকলে বলা হয় সম্পূর্ণতার স্টেজ । এমনকি, দুঃখেও মুখে বা ললাটভাগে কোনরকম দুঃখের তরঙ্গের পরিবর্তে সুখ বা আনন্দের তরঙ্গ প্রতীয়মান হবে । যারা তোমাদের বদনাম করে তাদের প্রতি দৃষ্টি-বৃত্তিতে সামান্যতম তারতম্য হবে না । সদা কল্যাণকারী দৃষ্টি ও শুভচিন্তকের বৃত্তি থাকবে । সেটাই মনের সমতা ।

প্রশ্ন:- নিজের প্রতি ব্লিস করা বা বাপদাদার থেকে ব্লিস নেওয়ার সাধন কি ?

উত্তর:- যখন তোমাদের ব্যালেন্স ঠিক থাকে, তখন বাবার থেকে তোমরা নিরন্তর ব্লিস লাভ করতে থাক । নিজাদের মহিমা শুনে, সেই মহিমায় নেশাও যেন না চড়ে এবং অপবাদ শুনে ঘৃণা ভাবও যেন না জন্মায় । যখন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যালেন্স থাকবে তখনই চমৎকার হবে তথা নিজের প্রতি নিজের সন্তুষ্টতার অনুভব হবে ।

প্রশ্ন:- তোমাদের প্রবৃত্তি মার্গ, সেইজন্য কোন দুই বিষয়ে ব্যালেন্স রাখা আবশ্যিক ?

উত্তর:- ঠিক যেমন আত্মা আর শরীর দুটো জিনিস, বাবা আর দাদাও দুই । তাঁদের উভয়ের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন হয় । সেইরকম ভাবেই তোমরা উভয় বিষয়ের ব্যালেন্স বজায় রাখ, তাহলেই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি করতে পারবে । ১) পৃথক অথচ প্রিয় । ২) মহিমা আর গ্লানি । ৩) স্নেহ আর শক্তি । ৪) ধর্ম আর কর্ম । ৫) একান্তবাসী অথচ হৃদয়গ্রাহী । ৬) গান্ধীর্ষ এবং সামঞ্জস্য . . . এইভাবে সব রকম ব্যালেন্স যখন সমান হবে, তোমরা সম্পূর্ণতার কাছে আসতে সমর্থ হবে । এমন হতে দিও না যে এক গুণ মার্জ হবে আর অন্যটা ইমার্জ হবে । এর কোনও প্রভাব পড়ে না ।

প্রশ্ন:- কোন বিষয়ে তোমাদের সমতা থাকা প্রয়োজন এবং কোন বিষয়ে প্রয়োজন নেই ?

উত্তর:- শ্রেষ্ঠত্বে সমতা হতে দাও, সাধারণ হওয়াতে নয় । তোমাদের কর্ম যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনই ধারণা শ্রেষ্ঠ হতে দাও । তোমাদের ধারণা যেন কর্মকে মার্জ না করে । ধর্ম এবং কর্ম উভয়ই শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে সমান থাকলে তবেই তোমাদের বলা হবে ধর্মাত্মা । সুতরাং নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা কর, এমন ধর্মাত্মা কি হয়েছে ? এমন কর্মযোগী হয়েছে ? এমন ব্লিসফুল হয়েছে ?

প্রশ্ন:- বুদ্ধিতে যদি কোনরকম চাঞ্চল্যের উৎপত্তি হয় তাহলে তার কারণ কি ?

উত্তর:- তার কারণ সম্পন্নতায় ঘাটতি । যখন কোনকিছু ফুল থাকে অর্থাৎ পূর্ণ থাকে তো তার মধ্যে কোনও নড়াচড়া হতে পারে না । সুতরাং নিজেকে যে কোনও চঞ্চলতা থেকে রক্ষা করতে অবিরতভাবে সম্পন্ন হতে থাক, সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । যখন কোনও বস্তু সম্পন্ন হয়, তখন সেটা নিজে থেকেই আকর্ষণ করে । সম্পূর্ণতায় প্রভাব-শক্তি থাকে । সুতরাং নিজে যতটা সম্পূর্ণ হবে, সেই অনুযায়ী অনেক আত্মা স্বতঃই আকৃষ্ট হবে ।

প্রশ্ন:- দেহী অভিমাত্রীর সূক্ষ্ম স্টেজ কি ?

উত্তর:- যে দেহী অভিমাত্রী, সে যদি কোনো ইশারা বা আগাম আভাস পায়, তাহলে সেই আগাম সূচনা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুইয়ের জন্য উল্লতির সাধন বা উপায় মনে করে নিজের মধ্যে সমাহিত করে বা সহন করে নেয় । এমনকি সূক্ষ্ম রূপেও তার দৃষ্টি বৃত্তিতে 'কি, কীভাবে'র চাঞ্চল্য উৎপন্ন হতে পারে না । যেমন মহিমা শোনার সময় সেই আত্মার প্রতি স্নেহের ভাবনা থাকে, তেমনই যদি কেউ কাউকে শিক্ষা দিচ্ছে বা আগামজ্ঞান শোনাচ্ছে, তো তার প্রতি স্নেহের ও শুভচিন্তকের ভাবনা যেন থাকে । আত্মা -ওম্ শান্তি

বরদান:- সদা খুশি এবং আনন্দের স্থিতিতে থেকে কস্মাইন্ড স্বরূপের অনুভাবী ভব*

বাপদাদা বাচ্চাদের সদা বলেন, বাচ্চারা, বাবার হাতে হাত রেখে চলো, একাকী চলো না । একাকী চললে কখনো হয়তো বোর হয়ে যাবে, কখনো কারও নজর তোমাদের উপর পড়বে । *বাবার সাথে আমি কস্মাইন্ড* - এই স্বরূপের অনুভব করতে থাকো, তাহলে কখনও মায়ার নজর তোমাদের উপর পড়বে না

এবং তাঁর সপ্নের অনুভব হওয়ার কারণে খুশির সাথে, আনন্দের সাথে থাকে এবং আনন্দ উদযাপনের সাথে
অবিরত এগিয়ে চলবে।

স্লোগান:-

সদাসর্বদা যোগরূপী কবচ পরে থাক, তাহলে মায়ারূপী শত্রুর কোনও আক্রমণে তোমরা পরাস্ত হবে না।*

*"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের চেহারাতে যেন সর্বদা খুশি লেগে থাকে, কেননা "আমাদেরকে এখন ভগবান পড়াচ্ছেন",
চেহারাতে যেন এই খুশির ঝলক দেখা যায়"*

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, এখন তোমাদের মুখ্য পুরুষার্থ কী আছে?

উত্তর:- তোমরা এখন শাস্তি খাওয়া থেকে বাঁচার জন্য পুরুষার্থ করছো। তার জন্য মুখ্য হল স্মরণের যাত্রা, যার দ্বারাই বিকর্মের বিনাশ হয়। তোমরা ভালোবাসার সাথে স্মরণ করো তো অনেক উপার্জন জমা হতে থাকবে। সকাল সকাল উঠে বাবাকে স্মরণ করলে পুরানো দুনিয়া ভুলতে থাকবে। স্ত্রানের কথাগুলিও বুদ্ধিতে আসতে থাকবে। বাচ্চারা তোমরা মুখ দিয়ে কোনো নোংরা অপশব্দ কখনোই বলবে না।

গীত:- তোমাকে পেয়ে আমরা সমগ্র জগৎ পেয়ে গেছি, জমি তো কিছুই নয়, সম্পূর্ণ আকাশ পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা যখন এইরকম গান শোনে, তখন কোনো কোনো বাচ্চা এই গানের অর্থকে বুঝে অনেক খুশিতে ভরে ওঠে। ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, ভগবান আমাদেরকে বিশ্বের রাজ্যপদ প্রদান করছেন। কিন্তু এত খুশি কোনো বিরলারই এখানে হয়ে থাকে। সেই স্মরণ স্থায়ী থাকে না। আমরা বাবার হয়েছি, বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আবার অনেক আছে, যাদের এই নেশা চড়ে না। সেইসব সংসঙ্গ আদি করে, সেখানকার কথা শোনে, তাদেরও খুশি হয়। এখানে তো বাবা কত সুন্দর সুন্দর কথা শোনাচ্ছেন। বাবা পড়াচ্ছেন আবার পুনরায় বিশ্বের মালিকও বানাচ্ছেন, তো স্টুডেন্টদের মধ্যে কত খুশি থাকা দরকার। ওই লৌকিক পড়াশোনা করে তারা যেমন খুশীতে থাকে, এখানকার স্টুডেন্টদের মধ্যে ততটা খুশি দেখা যায়না। বুদ্ধিতে তো কিছুই বসে না। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এইরকম এইরকম গীত চার-পাঁচবার শোনো। বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে, পুরানো দুনিয়া আর পুরনো সম্বন্ধী স্মরণে আসতে থাকে। এইরকম সময়ে গীত শুনলেও বাবার স্মরণ এসে যাবে। বাবা বলে ডাকলে তাঁর আশীর্বাদও স্মরণে এসে যাবে। পড়াশোনা করলেই বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তোমরা বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য শিব বাবার কাছে পড়াশোনা করো। তো বাকি আর কি চাই। এইরকম স্টুডেন্টদের অন্তরে কতই-না খুশী হওয়া দরকার। দিন-রাত খুশীতে থাকার কারণে নিদ্রারও প্রয়োজন হয় না। মুখ্যতঃ নিদ্রাকে ত্যাগ করেই, একরকম নেশায় মত্ত হয়ে বাবাকে আর শিক্ষককে স্মরণ করতে হবে। অহো! আমরা বাবার থেকে বিশ্বের রাজ্যপদ গ্রহণ করছি! কিন্তু মায়া স্মরণ করতে দেয়না। মিত্র সম্বন্ধীদের স্মরণ আসতেই থাকে। মনের মধ্যে তাদেরই চিন্তন চলতে থাকে। পুরানো পড়ে যাওয়া নোংরা জিনিস অনেকেরই স্মরণে আসে। বাবা যে কথাটা বলেন - তোমরা বিশ্বের মালিক তৈরী হচ্ছে - এই নেশা থাকেই না। যারা স্কুলে পড়াশোনা করে, তাদের চেহারার মধ্যে খুশীর ঝলক দেখা যায়। এখানে ভগবান পড়াচ্ছেন - এই খুশী কোনো বিরলারই থাকে। তাহলে তো খুশীর পারদ অনেক উঁচুতে থাকা দরকার। অসীম জগতের বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, এটা ভুলে যায়। এটা স্মরণে থাকলেও খুশী আসবে। কিন্তু অতীতের কর্মভোগই এইরকম আছে, তাই বাবাকে স্মরণ করে না। নোংরা জিনিসের প্রতি দৃষ্টি চলে যায়। বাবা তো সবার জন্য বলেন না, নস্বরের ক্রমানুসার আছে। মহান শক্তিশালী তো সে, যে বাবার স্মরণে থাকে। ভগবান, বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। যেইরকম লৌকিক পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই খেয়াল থাকে যে অমুক শিক্ষক আমাকে ব্যারিষ্টার তৈরী করছেন, সেইরকম এখানে আমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন - ভগবান ভগবতী বানানোর জন্য তো কতইনা নেশা থাকা উচিত। শোনার সময় কারোর কারোর নেশা চড়ে যায়। বাকিরা তো কিছুই বোঝেনা। ব্যস, গুরু করে, মনে করে যে, এ আমাদেরকে সাথে নিয়ে যাবে। ভগবানের সাথে মিলন করাবে। এখানে ইনি তো নিজেই ভগবান আছেন। নিজের সাথে মিলিত করান এবং সাথে নিয়েও যাবেন। মানুষ গুরু করে এই জন্যই যে, গুরু তাদেরকে ভগবানের কাছে নিয়ে যাবে বা শান্তিধামে নিয়ে যাবে। এখানে বাবা সামনে বসে কত বোঝাচ্ছেন। তোমরা হলে স্টুডেন্ট। যিনি পড়াচ্ছেন সেই শিক্ষককে তো স্মরণ করো। একদমই স্মরণ করো না, সে কথা জিজ্ঞেস করো না। ভালো ভালো বাচ্চারাও স্মরণ করেনা। শিব বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, তিনি হলেন স্ত্রানের সাগর, আমাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করেন, এই ধরনের নেশা থাকলে তো খুশির পারদ চড়তে থাকবে। বাবা সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন তবুও সেই নেশা চড়ছে না। বুদ্ধি অন্য-অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। বাবা বলছেন যে, আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। আমি গ্যারান্টি করছি - এক বাবাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করো না। যে জিনিস বিনাশ হয়ে যায় তাকে কি কেউ স্মরণ করে! এখানে তো কেউ মারা গেলে তো দু-চার বছর তো তাকে স্মরণ করতেই থাকে। তার নাম গান করতে থাকে। এখন বাবা বসে তোমাদেরকে বলছেন যে, আমাকে স্মরণ করো। যে যত বেশি ভালবাসার সাথে স্মরণ করবে তার পাপ তত কেটে যাবে। অনেক উপার্জন জমা

হতে থাকবে। সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করো। সাধারণ মানুষ সকালে উঠেই ভক্তি আদি করে। তোমরা হলে জ্ঞান মার্গের। তোমরা এই পুরানো দুনিয়ার নোংরা আবর্জনা ফেঁসে যেও না। তবুও কোনো কোনো বাচ্চা এমন ভাবে ফেঁসে যায় যে, সে কথা জিজ্ঞেস করো না। নোংরা আবর্জনা থেকে বেরোতেই চায় না। সারাদিন নোংরা কথাই বলতে থাকে। জ্ঞানের-কথা বুদ্ধিতে আসেই না। এমনও কিছু বাচ্চা আছে, যারা সারাদিন সেবার জন্য দৌড়ঝাঁপ করতে থাকে। যে বাচ্চা বেশি সার্ভিস করে, সেই বাচ্চা বাবার খুব প্রিয় হয় এবং বাবা তাকে স্মরণও করেন। এই সময়ে সব থেকে বেশি সেবাতে তৎপর তো মনোহর দিদিকেই দেখা যায়। তার কর্ণেলের কাছে গেলো, কাল কোথাও গেলো, সার্ভিসের জন্য সারাদিন দৌড়ঝাঁপ করতেই থাকে। যারা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে, তারা কি সেবা করবে! কোন্ বাচ্চা বাবার কাছে প্রিয় ? যে বাচ্চা ভালো সেবা করে, দিন-রাত সেবার জন্য চিন্তায় থাকে, বাবার হৃদয়ে সে-ই অধিষ্ঠিত হয়। মাঝে-মাঝে এইরকম গান তোমরা শুনতে থাকো তাহলে স্মরণও থাকবে, কিছুটা হলেও নেশা চড়বে। বাবা বলেছেন যে, কোনো সময় যদি কারোর উদাসভাব এসে যায়, তখন রেকর্ড বাজিয়ে শোনো তাহলে খুশি এসে যাবে। অহো! আমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। বাবা তো শুধুই বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো। কত সহজ হল এই পড়াশোনা। বাবা ভালো ভালো দশ-বারোটি রেকর্ড বাছাই করে রেখেছেন, যেগুলি সকলের কাছে থাকা দরকার। কিন্তু তবুও সবাই ভুলে যায়। কেউ তো চলতে চলতে পড়াশোনাই ছেড়ে দেয়। মায়া আক্রমণ করে। বাবা তমোপ্রধান বুদ্ধিকে সতোপ্রধান বানানোর জন্য কত সহজ যুক্তি বলে দেন। এখন তোমাদের সঠিক আর ভুল বিচার করার বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা এই বলেই ডাকো যে - হে পতিতপাবন এসো। এখন বাবা এসেছেন তো পাবন হতে হবে তাই না। তোমাদের মাথার উপর জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা চেপে আছে, তার জন্য যত স্মরণ করবে, পবিত্র হবে, খুশিও আসবে। সেবা যদিও করতে থাকো, কিন্তু নিজের হিসাবও রাখতে হবে। আমি বাবাকে কতটা সময় স্মরণ করছি। স্মরণের চার্ট কেউ রাখেনা। জ্ঞানের পয়েন্টস্ তো লেখে কিন্তু স্মরণ করতে ভুলে যায়। বাবা বলেন যে, তোমরা যদি স্মরণে থেকে ভাষণ করো, তাহলে অনেক শক্তি প্রাপ্ত হবে। নাহলে বাবা বলেন যে, আমিই গিয়ে অনেককে সাহায্য করি। কারোর মধ্যে প্রবেশ করে আমিই গিয়ে সেবা করি। সেবা তো করতেই হবে তাই না। দেখি যে কার ভাগ্য খুলতে পারে, যারা বোঝায় তাদের মধ্যে এতটা ক্ষমতা থাকে না, তাই আমি প্রবেশ করে সেবা করিয়ে নিই, তবুও কেউ কেউ লেখে যে, বাবা-ই সেবা করেছেন। আমার মধ্যে তো এত শক্তি নেই, বাবা-ই মুরলী শুনিয়েছেন। কারোর কারোর তো আবার নিজের অহংকার এসে যায়, আমি এইভাবে ভালো করে বুঝিয়েছি। বাবা বলেন যে, আমি কল্যাণ করার জন্য প্রবেশ করি, তখন সে ব্রাহ্মণীর থেকেও তীব্র হয়ে যায়। কোনো বুদ্ধিকে পাঠিয়ে দিই তো সে মনে করে যে, এর থেকে তো আমি ভালো বোঝাতে পারি। তার মধ্যে কোন গুণই নেই। এর থেকে তো আমার অবস্থা অনেক ভালো আছে। কেউ কেউ আবার হেড হয়ে থাকে তো তার বড় নেশা চড়ে যায়। অনেক অভিমান নিয়ে থাকে। বড় বড় ব্যক্তিদের সাথে তুই-তুই করে কথা বলে। ব্যস তাকে দেবী-দেবী বললে সে খুশি হয়ে যায়, এরকম অনেক আছে। টিচারের থেকেও স্টুডেন্ট হুঁশিয়ার হয়ে যায়। পরীক্ষায় পাস করলে তো একবাবাই আছেন, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। তার দ্বারাই তোমরা পড়ে তারপর পড়াও। কেউ তো আবার খুব ভালোভাবে ধারণ করে নেয়। কেউ আবার ভুলে যায়। বড় থেকে বড় মুখ্য কথা হল স্মরণের যাত্রা। আমাদের বিকর্ম বিনাশ কি করে হবে? কোনো কোনো বাচ্চা তো এমন ব্যবহার করতে থাকে, যেটা ব্যস এই বাবা জানে, আর সেই বাবা জানে।

এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে শাস্তি খাওয়া থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই মুখ্য পুরুষার্থ করতে হবে। তার জন্য মুখ্য হলো স্মরণে যাত্রা, যার দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। হয়তো কেউ টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করে, মনে করে যে আমি ধনী হয়ে জন্মাব, কিন্তু পুরুষার্থ তো শাস্তি খাওয়া থেকে বাঁচার জন্য করতেই হবে। না হলে তো বাবার সামনে শাস্তি খেতে হবে। বিচারকের বাচ্চা যদি কোনো খারাপ কাজ করে, তো বিচারকেরও লজ্জা আসবে তাই না। বাবাও বলেন যে, আমি যাদেরকে পালন করছি তাদেরকে আবার শাস্তি দেবো! সেই সময় কাঁধ নিচে করে হায়-হায় করতে থাকে, বাবা আমাকে এত বুঝিয়েছিলেন, পড়িয়েছিলেন, আমি মনোযোগ দিই নি। বাবার সাথে তো ধর্মরাজও আছেন তাইনা। তিনি তো জন্মপত্রিকা জানেন। এখন তো তোমরা বাস্তবে দেখছে। ১০ বছর পবিত্র থাকার পর হঠাৎই মায়া এমন ঘুসি মারলো যে সমস্ত উপার্জন নষ্ট করে দিলো, পতিত হয়ে গেল। এই রকম অনেক উদাহরণ আছে। অনেকে বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়। মায়ার তুফানের কারণে সারাদিন বিচলিত হয়ে থাকে, তারপর বাবাকেও ভুলে যায়। বাবার থেকে আমরা অসীম জগতে রাজ্যপদ প্রাপ্ত করছি, সেই খুশি থাকে না। কামের পিছনে আবার মোহও এসে যায়। এর থেকে নষ্টমোহ হতে হবে। পতিতদের সাথে কী বুদ্ধির যোগ লাগবে। হ্যাঁ, এই চিন্তায় থাকতে হবে যে - একেও আমি বাবার পরিচয় দিয়ে পতিত থেকে পাবন বানাবো। একে কিভাবে শিবালয়ের যোগ্য বানাবো। অন্তরেতে এই যুক্তি রচনা করো। মোহের কথা নেই। কতই প্রিয় সম্বন্ধী হোক, তাদেরকেও বোঝাতে থাকো। কারোর মধ্যেই যেন অন্তর থেকে মোহ না যায়। না হলে তো শোধরাবে না। দয়াবান হতে হবে। তাই না নিজের উপরেও দয়া করতে হবে আর অন্যদের উপরেও দয়া করতে হবে।

বাবারও তো তোমাদেরকে দেখে দয়া হয়। বাবা দেখেন যে কতজনকে তোমরা নিজের সমান বানিয়েছো। বাবাকে তার জবাব দিতে হবে। আমি কতজনকে বাবার পরিচয় দিয়েছি। তারা লেখে যে - বাবা আমি ঐনার দ্বারা তোমার পরিচয় প্রাপ্ত করেছি। বাবার কাছে এই জবাব এলে তখন বাবা বুঝবে যে, এই বাচ্চা সেবা করে। বাবাকে লেখে যে, বাবা এই ব্রাহ্মণী তো অনেক সতর্কতা অবলম্বন করে। খুব ভালো সেবা করে, আমাদেরকে খুব ভালো করে পড়ায়। যোগের মধ্যে তবুও বাচ্চারা ফেল হয়ে যায়। স্মরণ করার সময় পায়না। বাবা বোঝান যে, ভোজন খাবার সময় শিববাবাকে স্মরণ করতে করতে খাও। কোথায় ঘুরতে ফিরতে যাও তবুও শিববাবাকে স্মরণ করো। পরচর্চা পরনিন্দা করো না। যদি কোন কথা স্মরণে চলেও আসে, তবুও বাবাকে স্মরণ করো তো তোমার কাজকর্মের চিন্তাও করলে আবার বাবাকে স্মরণ করাও হল। বাবা বলেন যে, কর্ম তো অবশ্যই করো, নিদ্রাও করো, সাথে সাথে এটাও করো। ন্যূনতম ৮ ঘন্টা যোগযুক্ত থাকতে হবে। এইটা হবে অন্ত পর্যন্ত। ধীরে ধীরে নিজের চার্ট বাড়তে থাকে। কেউ কেউ লেখে যে দু'ঘন্টা স্মরণে থাকার পর চলতে চলতে চার্ট শিথিল হয়ে যায়। সেটাও মায়া ভুলিয়ে দেয়। মায়া খুব শক্তিশালী আছে। যে এই সেবাতে সারাদিন ব্যস্ত থাকে, সে স্মরণও করতে পারে। প্রতি মুহূর্তে বাবার পরিচয় দিতে থাকে। বাবাকে স্মরণ করার জন্য বিশেষ দৃঢ়তা দেখায়। নিজেও ফিল(অনুভব) করে যে, আমি বাবার স্মরণে থাকতে পারি না। স্মরণের যাত্রাতেই মায়া বিদ্রোহ দেয়। পড়াশোনা তো খুব সহজ। বাবার কাছ থেকে আমরা পড়াশোনাও করি। যত ধন দান করবে ততই ধনী হবে। বাবা তো সবাইকেই পড়ান তাইনা। বাণী সকলের কাছে পৌঁছায়, শুধু তুমি নও, সবাই পড়াশোনা করছে। বাণী না গেলে তো চিৎকার করতে থাকে। কেউ কেউ তো আবার এমনও আছে যারা শুনতেই চায় না। এভাবেই চলতে থাকে। মুরলী শোনারও শখ হওয়া চাই। গানগুলো কত ফাস্ট ক্লাস আছে - বাবা আমরা তোমার আশীর্বাদ নিতে এসেছি। বলে যে - বাবা আমি যেরকম আছি, সেরকমই আছি, কানা আছি, কি রকম আছি, তোমারই আছি। সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু ছি ছি থেকে তো ভালো হতেই হবে তাই না। সবকিছুই নির্ভর করছে যোগ আর পড়াশোনার উপর।

বাবার হওয়ার পরে এই বিচার প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে আসা চাই যে, আমি বাবার হয়েছি তো স্বর্গে যাবোই কিন্তু আমি স্বর্গে গিয়ে আমাকে কি হতে হবে, সেটাও চিন্তা করতে হবে। ভাল রীতিতে পড়ো, দৈবী গুণ ধারণ করো। বাঁদরের মতোই থেকে গেলে তো কি পদ পাবে? সেখানেও তো প্রজা চাকর-বাকর সবকিছুই চাই তাই না। যে ভালো পড়াশোনা করবে তার সামনে যারা পড়াশোনা করবে না তারা মাথা নত করবে। যত পুরুষার্থ করবে ততো ভালো সুখ পাবে। ভালো ধনবান হবে তো সম্মান অনেক থাকবে। যারা পড়াশোনা করে তাদের অনেক সম্মান করা হয়। বাবা তো রায় দিতে থাকবেন। বাবার স্মরণে থেকে শান্তিতে থাকে। কিন্তু বাবা জানেন যে যারা সম্মুখে থাকে তাদের থেকেও যারা দূরে থাকে তারা আরও বেশি স্মরণ করে আর ভালো পদও পেতে পারে। ভক্তি মার্গেও এরকম হয়। কোনো কোনো ভক্ত ভালো ফাস্ট ক্লাস হয় যারা গুরুর থেকেও বেশি স্মরণ করতে থাকে। যে বেশি ভালো ভক্তি করে, সে-ই এখানে আসে। সবাই ভক্ত আছে তাইনা। সন্ন্যাসী আদি এখানে আসবে না, সকল ভক্ত ভক্তি করতে করতে এখানে এসে যাবে। বাবা কত পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তোমরা জ্ঞান ধারণ করছো, তার মানে এটাই সিদ্ধ হয় যে, তোমরা অনেক ভক্তি করেছো। যে বেশি ভক্তি করবে সেই বেশি পড়াশোনা করবে। কম ভক্তি করলে কম পড়াশোনা করবে। মুখ্য পরিশ্রম হলো স্মরণের যাত্রাতে। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমাদেরকে অনেক মিষ্টিও হতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি, সেবাধারী, বিশ্বস্ত, আঞ্জাবহ বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যত প্রিয়ই সম্বন্ধী হোক না কেন, তার প্রতি যেন কোন মোহ না থাকে। নষ্টমোহ হতে হবে। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। নিজের উপর এবং অন্যদের উপর দয়ার ভাবনা রাখতে হবে।

২) বাবাকে আর শিক্ষককে অনেক ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে। এই নেশা যেন থাকে যে - ভগবান স্বয়ং আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, বিশ্বের রাজ্যপদ প্রদান করছেন। ঘুরতে ফিরতেও বাবার স্মরণে থাকতে হবে। পরনিন্দা পরচর্চা করবে না।

বরদান:- সকল আত্মাদেরকে যথার্থ অবিনাশী আশ্রয় প্রদানকারী আধার এবং উদ্ধার মূর্তি ভব*

ব্যখ্যা :- বর্তমান সময়ে বিশ্বের চারিদিকে কোনো না কোনো অস্থিরতা আছেই, কোথাও মনের মধ্যে অনেক দুষ্টচিন্তার দোলাচল হচ্ছে, কোথাও প্রকৃতির তমোপ্রধান বায়ুমণ্ডলের কারণে দোলাচল হচ্ছে,

অল্পকালের সাধন সকলকে চিন্তার চিতাতে নিয়ে যাচ্ছে, এইজন্য অল্পকালের আধার থেকে, প্রাপ্তিগুলি থেকে, বিধিগুলির থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে বাস্তবিক আশ্রয় খুঁজে চলেছে। তাই তোমরা আধার এবং উদ্ধারমূর্তি আত্মারা তাদেরকে শ্রেষ্ঠ অবিনাশী প্রাপ্তিগুলির যথার্থ, বাস্তবিক, অবিনাশী আশ্রয়ের অনুভূতি করাও।

স্লোগান:-

সময় হল অমূল্য সম্পদ, এইজন্য একে নষ্ট না করে যত শীঘ্র সম্ভব নির্ণয় করে সফল করো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এখন পুরানো দুনিয়ার গেট থেকে বেরিয়ে শান্তিধাম ও সুখধামে যাচ্ছে, বাবা-ই মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ বলে দেন"

প্রশ্ন:- বর্তমান সময়ে সর্বাপেক্ষা ভালো অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্ম কী?

উত্তর:- সর্বাপেক্ষা ভালো কর্ম হলো মম্মা(সঙ্কল্প), বাণী (বাচা), কর্মগার(কর্ম) দ্বারা অন্ধের লার্ঠি হওয়া অর্থাৎ অজ্ঞানীদের সহায়তা প্রদান করা। বাচ্চারা, তোমাদের বিচার-রূপী সাগরকে মন্থন করা উচিত যে, এমন কোনো শব্দ লিখি, যাতে মানুষেরা তাদের ঘরের(মুক্তির) এবং জীবনমুক্তির রাস্তা পেয়ে যায়। মানুষ যেন সহজেই বুঝতে পারে যে, এখানে শান্তি, সুখের দুনিয়ায় যাওয়ার মার্গদর্শন করানো হয়।

ওম্ শান্তি । জাদুকরের প্রদীপের কথা শুনেছো কী ? আলাদিনের প্রদীপেরও বর্ণনা(গায়ন) রয়েছে। আলাদিনের প্রদীপ বা জাদুকরের প্রদীপ, কি-কিই না দেখিয়েছে । বৈকুন্ঠ, স্বর্গ, সুখধাম। বাতি-কে প্রকাশ বলা হয়। এখন তো অন্ধকার, তাই না। এই যে এখন, আলো দেখানোর জন্য বাচ্চারা প্রদর্শনী বা মেলা করে, এত খরচ করে, মাথা চাপড়াতে থাকে। তারা জিজ্ঞাসা করে, বাবা এর নাম কি রাখবো ? এখানে বোম্বে(মুম্বই)-কে বলা হয় 'গেট ওয়ে অফ ইন্ডিয়া'। স্টীমার প্রথমে বোম্বেতেই আসে। দিল্লীতেও 'ইন্ডিয়া গেট' আছে। এখন আমাদের এ হলো গেট অফ মুক্তি-জীবনমুক্তি। দুটি গেট রয়েছে, তাই না! গেট সর্বদা দুটোই হয় ইন এবং আউট অর্থাৎ প্রবেশপথ আর প্রস্থানপথ। এক থেকে আসা, দ্বিতীয় থেকে যাওয়া। এও হলো তেমনই -- আমরা নতুন দুনিয়ায় আসি পুনরায় পুরানো দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে নিজেদের ঘরে ফিরে যাই। কিন্তু একাকী ফিরে যেতে পারি না কারণ ঘরকে ভুলে গেছি, তাই গাইড চাই। যিনি পথ বলে দেন আমরা তাঁকেও পেয়েছি। বাচ্চারা জানে, বাবা আমাদের মুক্তি-জীবনমুক্তি, শান্তি আর সুখের রাস্তা বলে দেন। তাহলে গেট অফ শান্তিধাম-সুখধাম লেখো। বিচার-রূপী সাগরকে মন্থন করতে হয়, তাই না! অনেক চিন্তা-ভাবনা চলে -- মুক্তি-জীবনমুক্তি কাকে বলা হয় তাও কেউ জানে না। শান্তি আর সুখ তো সকলেই চায়। শান্তিও থাকুক, ধন-দৌলতও থাকুক। সেতো সত্যযুগেই হতে পারে। তাহলে নাম লিখে দাও -- গেট অফ শান্তিধাম-সুখধাম অথবা গেট অফ পবিত্রতা-শান্তি-সমৃদ্ধি। এ তো ভাল শব্দ। তিনটিই এখানে নেই। তাই এই বিষয়ের উপরে পুনরায় বোঝাতেও হতে পারে। নতুন দুনিয়ায় এইসব ছিল। নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন পতিত-পাবন, গডফাদার। তাই অবশ্যই আমাদের এই পুরানো দুনিয়া থেকে বেরিয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। তাহলে এও তো গেট হলো, তাই না -- পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধির। এই নাম বাবার প্রিয়। বাস্তবে এখন এর সূচনা তো বাবা-ই করেন। কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মণদের দ্বারা করান। দুনিয়ায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তো অনেকই হতে থাকে, তাই না! কেউ হাসপাতালের করবে, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের করবে। এ তো একবারই হয় আর এইসময়েই হয় তাই বিচার-বিবেচনা করা হয়। বাচ্চারা লিখেছে -- ব্রহ্মাবাবা এসে উদ্ঘাটন করুক। বাপদাদা দুজনকেই আহ্বান করা হোক। বাবা বলেন, উদ্ঘাটন করার জন্য তোমরা বাইরে কোথাও যেতে পারবে না, বিবেক সায় দেয় না, নিয়ম নেই। এ তো যেকেউ খুলতে পারে। সংবাদপত্রেও পড়বে -- প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। নাম তো অতি সুন্দর, তাই না! প্রজাপিতা অর্থাৎ তিনি হয়ে গেলেন সকলের-ই পিতা। সেটাও কোন কম কিছু কী ? আর বাবা স্বয়ং পুনরায় অনুষ্ঠান করান। তিনি হলেন সর্বময়কর্তা (করণকরাবনহার)। বুদ্ধিতে তো থাকা উচিত, তাই না! আমরাই স্বর্গের স্থাপনা করছি। তাহলে কত পুরুষার্থ করে শ্রীমতানুযায়ী চলা উচিত। বর্তমানসময়ে মন-বাণী-কর্মের দ্বারা সর্বাপেক্ষা ভালো কর্ম হলো একটাই --- অন্ধের লার্ঠি হওয়া। গায়নও রয়েছে -- হে প্রভু, অন্ধের যর্ষ্ঠি। সকলেই সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে রয়েছে। তাই বাবা এসে (অন্ধের) যর্ষ্ঠি হন। জ্ঞান-রূপী গ্রিনেত্র প্রদান করেন। যার মাধ্যমে তোমরা পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে স্বর্গে গমন কর। নশ্বরের ক্রমানুসারে তো আছেই। এ হলো অসীম জগতের অতি বৃহৎ হাসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি। বোঝান হয় -- আমাদের পিতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা পতিত-পাবন। তোমরা সেই পিতাকে স্মরণ কর তাহলেই সুখধামে চলে যাবে। এটা হলো হেল(নরক) একে হেভেন বলতে পারবে না। হেভেনে থাকেই এক ধর্ম। ভারতে স্বর্গ ছিল, অন্যকোন ধর্ম ছিল না। শুধু এটাই স্মরণ কর, এও মন্মান্তব-ই। আমরা স্বর্গে সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলাম -- এতটুকুও স্মরণে থাকে না! বুদ্ধিতে যদি থাকে যে, আমরা বাবাকে পেয়েছি তবে সেই খুশিও থাকা উচিত। কিন্তু মায়াও কম নয়। এমন পিতার হয়েও অত্যন্ত উৎফুল্ল থাকতে পারো না। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থাকো। মায়া প্রতিমুহূর্তে অতিমাত্রায় শ্বাসরোধ(বাধা প্রদান) করে। শিববাবার স্মরণ ভুলিয়ে দেয়। নিজেও বলে যে, স্মরণে থাকে না। বাবা ডুবিয়ে দেন জ্ঞানসাগরে আর মায়া পুনরায় ডুবিয়ে দেয় বিষয়সাগরে। অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। বাবা বলেন, শিববাবাকে স্মরণ কর। মায়া পুনরায় ভুলিয়ে দেয়।

বাবাকে স্মরণই করে না। বাবাকে জানেই না। দুঃখহরণকারী-সুখপ্রদানকারী হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তাই না! তিনিই হলেন দুঃখ হরণকারী। ওরা(অজ্ঞানী) আবার গঙ্গায় গিয়ে ডুব দেয়(স্নান করে)। মন করে -- গঙ্গা পতিত-পাবনী। সত্যযুগে গঙ্গাকে দুঃখহরণকারী-পাপমোচনকারী বলা হবে না। সাধু-সন্তাদিরা নদীর তীরে গিয়ে বসে। সাগরের তীরে কেন বসে না ? বাচ্চারা, এখন তোমরা সাগরতীরে গিয়ে বসেছো। অসংখ্য বাচ্চারা সাগরের কাছে আসে। আবার মনে করে, এসব হলো সাগর থেকে নির্গত ছোট-বড় নদী। ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, সরস্বতী এ সমস্ত নামও রেখেছে।

বাবা বোঝান -- বাচ্চা, তোমাদের মন-বাণী-কর্মের(মন্সা-বাচা-কর্মণা) উপর অনেক-অনেক ধ্যান রাখতে হবে, কখনও তোমাদের মধ্যে ক্রোধ আসা উচিত নয়। ক্রোধ প্রথমে মনে আসে, পুনরায় তা বাণী এবং কর্মতেও চলে আসে। এই তিনটি হলো খিড়কির পথ(পিছনের দরজা), তাই বাবা বোঝান যে -- মিষ্টি বাচ্চারা, অধিক কথা বলো না, শান্ত হয়ে থাকো, বাণীতে এলে তা কর্মতেও চলে আসবে। ক্রোধ প্রথমে মনে(মন্সা) আসে পরে তা বাণী-কর্মতে আসে। তিন খিড়কির পথ থেকে নির্গত হয়। প্রথমেই মন্সায় অর্থাৎ মনে আসবে। দুনিয়ার (অজ্ঞানী) মানুষেরা তো পরস্পরকে দুঃখ দিতেই থাকে, লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। তোমরা কাউকে দুঃখ দেবে না। চিন্তাতেও আসা উচিত নয়। সাইলেন্সে থাকাই অত্যন্ত ভালো। তাহলে বাবা এসে স্বর্গের অথবা সুখ-শান্তির গেট অর্থাৎ পথ বলে দেন। বাচ্চাদের-কেও বলেন -- তোমরাও অন্যদের বলো। পবিত্রতা-শান্তি-সমৃদ্ধি থাকে স্বর্গে। সেখানে কীভাবে যায়, তা বুঝতে হবে। এই মহাভারত লড়াইতেই গেট খোলে। বাবার বিচারসাগর মন্সন তো চলে, তাই না! কী নাম রাখবো ? প্রভাতে বিচারসাগর মন্সন করলে মাখন (জ্ঞানের সার) বেরিয়ে আসে। ভালো পরামর্শ পাওয়া যায় তাই তো বাবা বলেন, সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ কর আর বিচারসাগর মন্সন কর -- কী নাম রাখা যায় ? বিচার-বিবেচনা করা উচিত, কারোর ভালো বুদ্ধিও বেরিয়ে আসে। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে, পতিতকে পবিত্রে পরিনত করা অর্থাৎ নরকবাসীকে স্বর্গবাসী করা। দেবতারা পবিত্র, তাই তাঁদের সম্মুখে মাথা নত করে। তোমরা এখন কারোর সম্মুখে মাথা নত করতে পারো না, তেমন নিয়ম নেই। বাকি যুক্তিযুক্তভাবে চলতে হয়। সাধুরা নিজেদেরকে উচ্চ পবিত্র মনে করে, অন্যদের নীচ অপবিত্র মনে করে। তোমরা যদিও জানো যে, আমরাই সর্বাপেক্ষা উচ্চ কিন্তু কেউ যদি হাত জোড় করে তখন তার রেসপন্ডও দিতে হয়। কেউ 'হরি ওঁম তত্‌সৎ' বললে, প্রতি উত্তরও করতে হয়। যুক্তিযুক্তভাবে না চললে তা হাতে আসবে না। এরজন্য অনেক যুক্তি চাই। যখন মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকে তখন সকলেই ভগবানের নাম নেয়। আজকাল অকস্মাৎ অনেক কিছুই হতে থাকে। ধীরে-ধীরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেই আগুন লাগা শুরু হবে বিদেশ থেকে, পরে ধীরে-ধীরে সমগ্র দুনিয়া জ্বলে যাবে। পরে একমাত্র তোমরা বাচ্চারা রয়ে যাও। তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে যায় তখন তোমরা সেই নতুন দুনিয়া পাও। বাচ্চারা, দুনিয়ার নতুন নোট তোমরা পাও। তোমরা রাজ্য করো। আলাদিনের প্রদীপও তো বিখ্যাত, তাই না! এভাবে নোট করলে কারুণের খাজানা (সম্পত্তি) পেয়ে যায়। সে তো ঠিকই। তোমরা জানো, আল্লাহ্ আলাদিন ইশারার মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার করান। তোমরা শুধু শিববাবাকে স্মরণ করো তাহলেই সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে। প্রগাঢ় ভক্তির(নৌধা ভক্তি) মাধ্যমেও সাক্ষাৎকার হয়, তাই না! এখানে তোমাদের এইম অবজেক্টের সাক্ষাৎকার তো হয়ই, তারপরে তোমরা বাবাকে, স্বর্গকে অতিমাত্রায় স্মরণ করবে। প্রতিমুহূর্তে দেখতে থাকবে। যে বাবার স্মরণে আর জ্ঞানে মাতোয়ারা হয়ে থাকবে সেই অস্তিমের সমস্ত দৃশ্যাবলী দেখতে পারবে। লক্ষ্য অতি উঁচু। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করা, মাসির বাড়ী নয় অর্থাৎ সাধারণ ব্যাপার নয়। পরিশ্রম অনেক। স্মরণই মুখ্য। যেমন বাবা দিব্য-দৃষ্টিদাতা তেমনই স্বয়ং নিজের জন্য দিব্য-দৃষ্টিদাতা হয়ে যাবে। ভক্তিমার্গে যেমন তীব্রগতিতে স্মরণ করে তাই সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। যেমন নিজের পরিশ্রমের দ্বারা দিব্য-দৃষ্টিদাতা হয়ে যায়। তোমরাও যদি স্মরণের জন্য পরিশ্রম করতে থাকো তাহলে অত্যন্ত খুশিতে থাকবে এবং সাক্ষাৎকারও হতে থাকবে। সমগ্র এই দুনিয়াকে ভুলে যাও। "মন্সনাভব" হয়ে যাও। বাকি কি আর চাই ! যোগবলের মাধ্যমে তোমরা নিজেদের শরীর পরিত্যাগ করে দাও। ভক্তিতেও পরিশ্রম হয়, আর এতেও পরিশ্রম চাই। বাবা পরিশ্রমের পর অত্যন্ত ভালভাবে(ফার্স্টক্লাস) বলে দেন। নিজেকে আত্মা মনে করলে দেহ-অভিমানই থাকবে না। যেন বাবার সমান হয়ে যাবে। সাক্ষাৎকার করতে থাকবে। অত্যন্ত খুশি থাকবে। ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ রেজাল্টের গায়ন করা হয়েছে। যেখানে নিজের নাম-রূপ থেকেও পৃথক হয়ে যেতে হবে সেখানে অন্যের নাম-রূপ স্মরণ করলে অবস্থা বা স্থিতি কেমন হবে ! জ্ঞান অতি সহজ। ভারতের যে প্রাচীন যোগ রয়েছে তাতেই জাদু আছে। বাবাও বোঝান যে, ব্রহ্মজ্ঞানীও এইভাবেই শরীর পরিত্যাগ করে। আমরা আত্মা, পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যেতে হবে। বিলীন কেউই হয় না। যদিও ব্রহ্মজ্ঞানী। বাবা দেখেছেন, বসে বসে শরীর পরিত্যাগ করে। বায়ুমন্ডল অত্যন্ত শান্ত থাকে, নিস্তব্ধ হয়ে যায়। নিস্তব্ধতাও তাদেরই অনুভূত হবে যারা জ্ঞানমার্গে থাকবে, শান্তিতে থাকবে। এছাড়া অনেক বাচ্চা তো এখনও যেন বেবী(শিশু)। প্রতিমুহূর্তে পড়ে (অধঃপতনে) যায়, এতে অনেক-অনেক গুপ্ত পরিশ্রম রয়েছে। ভক্তিমার্গের পরিশ্রম প্রত্যক্ষ করা যায়। মালা জপ করো, ঘরে বসে ভক্তি(পূজা) করো। এখানে তো তোমরা চলতে-ফিরতে স্মরণে রাখো। কেউ জানতে পারে না যে, এরা (তোমরা) রাজস্ব নিতে চলেছে। যোগের দ্বারাই

সমস্ত হিসেব-নিকেশ চূক্ত করতে হবে। জ্ঞানের মাধ্যমে কি চূক্ত হয়, না তা হয় না। হিসেব-নিকেশ চূক্ত হবে স্মরণের দ্বারা। কর্মভোগ স্মরণের দ্বারাই চূক্ত হবে। এ হলো গুপ্ত। বাবা সবকিছু গুপ্তভাবে শেখান। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মন-বানী-কর্মে কখনো ক্রোধ আসা উচিত নয়। এই তিনটি খিড়কির উপর অত্যন্ত ধ্যান রাখতে হবে। অধিকমাত্রায় কথা বলা উচিত নয়। পরস্পরকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।

২) জ্ঞান আর যোগে মত্ত হয়ে অন্তিম লগ্নের দৃশ্যাবলী দেখতে হবে। নিজের এবং অপরের নাম-রূপকে ভুলে, আমি আত্মা, এই স্মৃতির দ্বারা দেহ-অভিমানকে সমাপ্ত করতে হবে।

বরদান:- আধ্যাত্মিক (রুহানী) ড্রিলের অভ্যাস দ্বারা ফাইনাল পেপারে উত্তীর্ণকারী সদা শক্তিশালী ভব*

ব্যাখা:- বর্তমান সময়ানুসারে শরীরের সব রোগের চিকিৎসার জন্য এক্সারসাইজ শেখানো হয়। তেমনই আত্মাকেও সদা শক্তিশালী করার জন্য আধ্যাত্মিক (রুহানী) এক্সারসাইজের অভ্যাস করা উচিত। চারিদিকে যতই অস্থিরতার বাতাবরণ তৈরী হোক না কেন, আওয়াজে থেকেও আওয়াজ থেকে উর্ধ্ব থাকার অর্থাৎ সাইলেন্স-স্থিতির অভ্যাস করো। মনকে যেখানে আর যতটা সময় স্থির করতে চাও, সেখানে ততটা সময় স্থির করে নাও -- তবেই শক্তিশালী হয়ে ফাইনাল পেপারে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

শ্লোগান:- নিজের বিকারী স্বভাব-সংস্কার বা কর্মকে সমর্পণ করে দেওয়াই হলো সমর্পিত হয়ে যাওয়া।*